চার বিচারকের দরবার

(THE COUNCIL OF JUSTICE)

এডগার ওয়ালেস

বঙ্গানুবাদঃ

লীলা মজুমদার
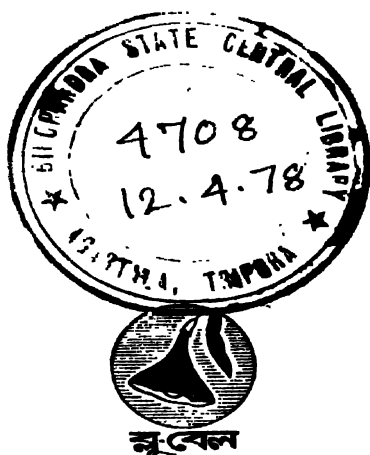
ব্লু-বেল পাবলিশার্স

১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড

কলকাতা-২৬

THE COUNCIL OF JUSTICE

প্রথম বাংলা সংস্করণ :
ভাদ্র, ১৩৬৭
সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীমতী দেবযানী লাহিড়ী
ব্লু-বেল পাবলিশার্স
১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা-২৬

মুদ্রক :
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ :
ইম্প্রেশন্ হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

বাঁধাই : ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০০, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট : পরমভট্টারক লাহিড়ী

দাম : তের টাকা

চার বিচারকের দরবার

এডগার ওয়ালেসের অন্যান্য রহস্যোপন্যাস :

অরণ্যের আড়ালে : রক্তচক্র

চার বিচারক : বহুরূপী

নীলনয়নার জন্যে

১ ॥ লাল শতক ১৯১০ ॥

আজ 'লাল শতক'-এর একটি বিশেষ দিন। লণ্ডন শহরে এই অত্যাশ্চর্য আন্তর্জাতিক মহাসভার অধিবেশন হচ্ছে; এটাই হল স্বীকৃতভাবে নৈরাজ্যবাদের প্রথম বিশাল সমাবেশ। তাড়াহুড়ো ক'রে কটা লোক জড়ো হয়ে লুকিয়ে দুটো শলা-পরামর্শ করবে, এ সে-রকম চোরাগোপ্তা ব্যাপার নয়; এ সভা বসছে প্রকাশ্যে ও নির্ভীক্‌ভাবে; সভাঘরের বাইরে এই ব্যাপারের জন্যই ব্যবস্থা করে আনা তিনজন পুলিসের লোক ডিউটি দিচ্ছে; একজন উর্দিপরা দ্বাররক্ষককে সদর দালানে রাখা হয়েছে অভ্যাগতদের টিকিট সংগ্রহ করার জন্য; তাছাড়া আছে ফরাসী ও য়িডিশ ভাষা জানা একজন শর্টহ্যাণ্ড কেরানি ছিল, তার কাজ বক্তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তিগুলো টুকে নেওয়া।

এই অত্যাশ্চর্য মহাসভা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। প্রথম যখন এইরকম সভার কথা উঠেছিল, তখন এমন সব লোকও দেখা গিয়েছিল যারা হেসেছিল। তাদের মধ্যে একজন হল ভিটেব্‌স্কের নিলফ্‌, তার ধারণা ছিল খোলাখুলিভাবে এমন কাজ কখনো সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু খুদে পিটার—তার আসল নামটা একটু উদ্ভট, কোনোপ্লানিকোভা এবং সে হল নির্বোধ 'রুশ্চয় স্নামজা' পত্রিকার একজন মাইনেকরা সংবাদদাতা—এই খুদে পিটারই সমস্তটার পরিকল্পনা করেছিল; সে-ই বলেছিল লণ্ডনে 'লাল শতক'-এর অধিবেশন ডাকতে হবে; সে-ই হল্ ভাড়া করেছিল, বিজ্ঞপ্তি বিলি করেছিল, যাতে করে লণ্ডনবাসী রুশদের মধ্যে যাদের একটা 'রুশ নাবিক নিবাস' তৈরি করায় আগ্রহ আছে, তাদের সবাইকে টিকিটের জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছিল। তারপর

যেখানে কোনোরকম বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা নেই, এমন একটা জায়গায় হল্ যোগাড় করতে পেরে সে তো মহাখুশি—হ্যাঁ ভাইসব, পিটারকে আজ পায় কে!

এ ধরনের একটা সভা যে ইংল্যাণ্ডের পুলিস-বাহিনীর নাকের ডগায়, অথচ তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, ডাকা যেতে পারে, এই ভেবে 'শতক'-এর প্রতিনিধিরা খুব হাসাহাসি করেছিল—ভালো কথা, তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৩৩,৪৭৮।

কোপেনহাগেন থেকে কিয়েলের জাহাজে চেপে যে-সব লোকরা এসেছিল, তাদের মনে হয়েছিল এমন অদ্ভুত কথা তারা জন্মে কখনো শোনেনি। হুড্ এক্সপ্রেসে চড়ে অনেক যাত্রী এসেছিল, তারা তো খবরটাকে সহজে বিশ্বাস করতেই চাইছিল না। ব্ল্যাক্ স্টার কোম্পানির সমুদ্রগামী যাত্রীবাহী জাহাজ 'ট্রুরিকে' সব চাইতে কম ভাড়া দিয়ে যারা আসছিল, তাদের মধ্যে অনেক লোক ছিল যাদের অধিকাংশের নাম 'সি জেড্' দিয়ে শুরু। কেউ যে এমন আহাম্মুকি করতে পারে এ-কথা ভেবে তারাও কিঞ্চিৎ বিমর্ষভাবে কৌতুক বোধ করেছিল।

মহা উৎসাহে খুদে পিটার বলেছিল, "আরে ভাই, পুলিসকে ঠকানো ভারি সোজা। কোনো জনহিতকর উদ্দেশ্যে সভা ডাকলেই হল।"

ওদিকে ইন্সপেক্টর ফলমাথ পুলিসের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারকে এই চিঠি লিখলেন:

"আপনার সম্মানিত পত্র হস্তগত হইয়াছে। মিড্ল্সেক্স স্ট্রীট ঈস্টের 'ফীনিক্স হলে' রুগ্ণ নাবিক নিবাসের জন্য অর্থ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে আজ রাতে যে সভা ডাকা হইয়াছে, তাহা অবশ্যই 'লাল শতক'-এর প্রথম আন্তর্জাতিক অধিবেশন। ঘরে আমাদের লোক ঢোকানো সম্ভব হইবে না। তাহাতে কিছু যায়-আসিবে বলিয়া মনে হয় না, যেহেতু এই অধিবেশনের কাজ পরস্পরের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করিয়াই সাঙ্গ হইবে। আভ্যন্তরিক সমিতি না বসা পর্যন্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইবে না।

ইতিমধ্যে লণ্ডনে আগত ব্যক্তিদের নামের তালিকা এই সঙ্গে দিলাম। বিনীত অনুরোধ এই যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ফটো আমাকে পাঠাইয়া দিবেন।"

বেডেন থেকে তিনজন প্রতিনিধি এসেছিলেন, ফ্রাইবুর্গের হের স্মিট্, কার্লস্রুর হের ব্রমো, ম্যানহিমের হের ফন্ ডুনপ্। নৈরাজ্য-বাদের জগতেও তাঁদের খুব একটা কেউ-কটা বলে মনে করা হত না। সে রকম কোনো দৃষ্টি-আকর্ষণী গুণও তাঁদের ছিল বলে কারো মনে হয়নি; সেদিক থেকে ঐ সভার রাতে তাঁদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটা সত্যি বড়ই অদ্ভুত।

ব্লুম্স্বারিতে তাঁর হোটেল থেকে বেরিয়ে হের স্মিট্ পুবদিকে তাড়াতাড়ি হাঁটা দিয়েছিলেন। হেমন্তকাল, বেশ সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, শীত-ধরানো বৃষ্টি পড়ছিল। ভদ্রলোক মনে-মনে চিন্তা করছিলেন, এখান থেকে যেখানে অন্য দুজন স্বজাতির সঙ্গে মিলিত হবার কথা সেখানে যাবেন, নাকি একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা সভাগৃহে চলে যাবেন, এমন সময় একটা হাত এসে তাঁর বাহু চেপে ধরল।

চট্ করে ফিরে দাঁড়িয়ে স্মিট্ তাঁর হিপ-পকেটের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে দেখলেন, দুজন লোক তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে। উনি এবং তারা ছাড়া, যে স্কোয়ারটা পার হয়ে যাচ্ছিলেন, তার ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ ছিল না।

পকেটের ব্রাউনিং পিস্তলটা হাতে নেবার আগেই তাঁর অন্য বাহুটাও কেউ ধরে ফেলল। লোকদুটির মধ্যে মাথায় যে বেশি লম্বা, সে বলল,

"তুমি অগাস্টাস স্মিট্?"

"আমার ঐ নাম।"

"তুমি একজন নৈরাজ্যবাদী?"

"সে আমি বুঝব।"

"তুমি এখন 'লাল শতক'-এর অধিবেশনে যাচ্ছ?"

হের স্মিট্ এমনি অবাক হয়ে গেলেন যে তাঁর চোখদুটো বড়-বড় হয়ে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলেন "সে-কথা তুমি জানলে কি করে ?"

লোকটা শান্তভাবে প্রশ্নের উত্তর দিল...

"আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ সিম্‌সন, তোমাকে গ্রেপ্তার করছি।"

জর্মান ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, "কোন্ অভিযোগে ?"

"সে পরে বলব এখন।"

বেডেনের ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "মতামত পোষণ করা যে ইংল্যাণ্ডে অপরাধ বলে গণ্য, সেটা আমার জানতে বাকি ছিল।"

একটা বন্ধ গাড়ি স্কোয়ারে এসে ঢুকতেই, বেঁটে লোকটি শিশ দিল ; গাড়িটা ওদের কাছে এসে থামতে নৈরাজ্যবাদী ভদ্রলোক তাঁকে যে গ্রেপ্তার করেছিল, তার দিকে ফিরে রেগে বললেন, "তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে এর জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। অন্য লোকের সঙ্গে কাজের কথা ছিল, তোমাদের এই আহাম্মুকির জন্য সব মাটি হল—"

লম্বা লোকটি সংক্ষেপে বলল, "ওঠ।" স্মিট্ গাড়িতে উঠতেই, সঙ্গে-সঙ্গে খট্ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

স্মিট্ এবার একলা এবং অন্ধকারে। গাড়ি এগিয়ে চলল ; তখন স্মিট্ আবিষ্কার করলেন যে গাড়িতে কোনো জানলা নেই। একবার পাগলের মতো মনে হল হয়তো পালানো যেতে পারে। দরজাটা পরীক্ষা করে দেখলেন, নড়েচড়ে না। সতর্কভাবে দরজায় টোকা দিলেন, পাতলা ইস্পাতের পাতে মোড়া।

বিড়বিড় করে বললেন, "এ যে একটা চাকা-ওয়ালা জেলখানা!" বলে গাড়ির কোণে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন।

লণ্ডন শহর তাঁর অচেনা ; কোন্‌দিকে যাচ্ছেন সে বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। কেমন ধাঁধা লাগছিল। পুলিসের

লোকগুলো তাঁর কাছ থেকে কিছুই নেয়নি, এমন কি পিস্তলটাও তাঁর কাছেই রয়ে গেছে। তাঁর কাছে কোনো সন্দেহজনক কাগজপত্র আছে কিনা তা পর্যন্ত দেখবার চেষ্টা করেনি। ছিলও না অবশ্য কিছু, শুধু সভার ঐ প্রবেশ-পত্রটা আর—কেন্দ্রীয় সঙ্কেত-পদ্ধতিটা!

সর্বনাশ! ওটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। স্মিট্ তাঁর কোটের ভিতরের পকেটে হাত ঢোকালেন। পকেটটা খালি। চামড়ার পাতলা খাপটা উধাও! স্মিটের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল, কারণ 'লাল শতক' কিছু একটা শখের গুপ্ত-সমিতি ছিল না; 'লাল শতক' ছিল হিংস্র একটা সংস্থা; পরম শত্রুদের প্রতি তাদের যতটুকু মায়াদয়া ছিল, আনাড়ি সদস্যদের প্রতি ছিল তার চাইতেও কম; গাড়ির ভিতরকার ঘন অন্ধকারে, ভয়ে আড়ষ্ট আঙুল দিয়ে স্মিট্ তাঁর সব পকেট হাতড়ে দেখলেন। কোনো সন্দেহই রইল না যে কাগজগুলো নেই।

এই খোঁজাখুঁজির মাঝখানে গাড়িটা থেমে গেল। স্মিট্ তাঁর পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা পিস্তল বের করলেন, কারণ অবস্থা বড় সঙ্গীন এবং তিনি বিপদের সামনে পেছুপাও হবার পাত্র ছিলেন না।

এক সময় 'লাল শতক'-এর একজন সদস্য ছিল, সে গুপ্ত-গোয়েন্দাদের কাছে দলের সঙ্কেত-শব্দ বেচে দিয়েছিল। তারপর লোকটা রাশিয়া থেকে পালিয়েছিল। এর মধ্যে একজন নারীও জড়িত ছিল; কাহিনীটা বড় হীন, লোকের কাছে বলার মতো নয়। সে যাই হক, ঐ লোকটা আর ঐ নারী তো পালিয়ে বেডেনে গিয়েছিল। হেড-কোয়ার্টার থেকে পাঠানো ছবি দেখে স্মিট্ ওদের চিনতে পেরেছিলেন। তারপর একদিন রাতে···বুঝতেই পারছেন এর মধ্যে কোনো দক্ষতা বা পরিচ্ছন্নতার জায়গা ছিল না। ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্র হলে ব্যাপারটাকে একটা জঘন্য খুন বলে বর্ণনা করত, কারণ অপরাধটার খুঁটিনাটিগুলিতে কিঞ্চিৎ বীভৎসতা জড়িত ছিল।

যে কারণে সমিতির খাতায় স্মিট্‌কে বাহবা দেওয়া হয়েছিল সেটা হল যে খুনী ধরা পড়েনি।

গাড়ি থামতেই আমাদের নৈরাজ্যবাদী ভদ্রলোকের ঐ ঘটনার কথা মনে পড়ল। হয়তো ঐ খুনের কথা পুলিস জানতে পেরেছে। মনের অন্ধকার গহ্বর থেকে সেই দৃশ্যটা আবার ফিরে এল; লোকটার কণ্ঠস্বর মনে পড়ল, 'কর না, কর না, হা ভগবান, কর না!' স্মিট্ ঘেমে নেয়ে উঠলেন।

গাড়ির দরজা খুলতেই তিনি পিস্তলের আবরণ খুলে ফেললেন।

বাইরের অন্ধকার থেকে একটা শান্ত কণ্ঠ শোনা গেল, "গুলি কর না, এরা তোমার বন্ধু।"

স্মিট্ পিস্তল নামালেন, তাঁর তীক্ষ্ণ কান হেঁপো রুগীর কাশি শুনতে পেয়েছিল। আশ্চর্য হয়ে তিনি বলে উঠলেন, "ফন্ ডুনপ্!"

সেই কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, "আর হের ব্লমো। তোমরা দুজন ঢুকে পড়!"

হোঁচট খেতে খেতে দুজন লোক গাড়িতে উঠল; তাদের একজন হতবাক, নীরব— মুখে শুধু ঐ হেঁপো-রুগীর কাশি—অন্যজন সবাক্, বিশ্রী গালি দিতে-দিতে এল।

ভোঁদা ব্লমো উন্মাদের মতো বলতে লাগল, "দাঁড়াও না, বাপু, দাঁড়াও! এর জন্য তোমাকে অনুতাপ···" দরজা বন্ধ হয়ে গেল, গাড়িও ছেড়ে দিল।

সেই লোক দুটি বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখল গাড়িটা হতভাগ্য সোয়ারদের নিয়ে একটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর তারাও আস্তে-আস্তে হেঁটে চলল।

লম্বা লোকটি বলল, "অদ্ভুত লোক সব।"

অন্যজন উত্তর দিল, "অত্যন্ত অদ্ভুত।" তারপর আরো বলল, "ফন্ ডুনপ্—ঐ না—?"

"সুইস্ রাষ্ট্রপতিকে লক্ষ্য করে যে বোমা ছুঁড়েছিল—হ্যাঁ, সে-ই।"

বেঁটে লোকটি অন্ধকারে মুচকি হাসল।

"বিবেক বলে কিছু থাকে তো এখনো তার জের টানছে।" ওরা নীরবে এগিয়ে গিয়ে যখন অক্সফর্ড স্ট্রীটের মোড় ঘুরল, গির্জার ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে আটটা বাজল।

একটা ট্যাক্সি যাত্রীর খোঁজে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, লম্বা লোকটি হাতের ছড়ি তুলতেই সেটি এসে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াল।

লম্বা লোকটি বলল, "অল্ডগেট।" দুজনে গাড়িতে উঠে বসল।

যতক্ষণ না গাড়িটা নিউগেট স্ট্রীটে পৌঁছল, কেউ কোনো কথা বলল না, তারপর বেঁটেজন জিজ্ঞাসা করল, "সেই মেয়ের কথা ভাবছ নাকি?"

লম্বা লোকটি মাথা নেড়ে সায় দিতেই, তার সঙ্গী আবার চুপ করে গেল, তারপর এক সময় বলল,

"এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে মেয়েটা একটা সমস্যা, একটা অসুবিধার কারণ—কিন্তু সবকটার মধ্যে ও-ই হল সব চাইতে বিপজ্জনক। আর সব চেয়ে অদ্ভুত কথা হল যে ও যদি দেখতে সুন্দর না হত আর বয়সটা কম না হত, তাহলে ওকে নিয়ে কোনো সমস্যাই হত না। যা বলেছ! আমাদের সবারই মানসিক দুর্বলতা আছে, জর্জ। ভগবান আমাদের যুক্তিশূন্য করেই গড়েছেন; তবে জীবনের ছোটখাটো ব্যাপারগুলো বড় পরিকল্পনাতে বাধা না ঘটালেই হল। আর বড় পরিকল্পনাটা হল যে পশুপ্রকৃতির পুরুষরা তাদের সন্তানদের মা হবার জন্য পশুপ্রকৃতির নারীদের বেছে নেয়।"

অন্য লোকটি একটা ল্যাটিন উদ্ধৃতি আওড়াল, তাতেই বোঝা গেল লোকটি একজন সৃষ্টিছাড়া গোয়েন্দা। সে বলে চলল, "আর আমার কথাই যদি ধর, আমার মতে একটা দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য খুনে সুন্দরী মেয়েই হক, বা কদাকার গোঁয়ারই হক, তাতে আমার থোড়াই এসে যায়।"

অল্ডগেট স্টেশনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ওরা মিড্‌লসেক্স স্ট্রীটে ঢুকল।

এইখানেই সেই মহাসভার মিলন-স্থল; আগে এটা একটা মিশন-বাড়ি ছিল; বংশপরম্পরায় পাড়ার ছোট ছেলেগুলো জানলা ভেঙে শেষ করেছে, দেয়ালে কাদামাটির ছোপ লাগিয়েছে। আজকেও বাইরে থেকে বুঝবার জো ছিল না যে ওর চারটে দেয়ালের ভিতরে কোনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটছে। মিড্ল্‌সেক্স স্ট্রীট কোনোরকম রুশ কি য়িডিশ্ সমাবেশের ধার ধারত না। খুদে পিটার যদি সদর্পে ঘোষণা করত যে 'লাল শতক' সমিতির পূর্ণ অধিবেশন আজ এখানে হবে, তা হলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কোনো উত্তেজনা দেখা যেত না আর সত্যি কথা বলতে কি, তবুও ঐ তিনজন পুলিসের লোকের আর উর্দি-পরা দ্বার-রক্ষকটির সহযোগিতাও হয়তো পাওয়া যেত।

শেষোক্ত মহোদয় একজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উর্দি-পরা ভদ্র-লোক; তাঁর বক্ষদেশে ঝুলছিল চিত্রল-অবরোধ-মুক্তির আর সুডান অভিযানের চিহ্নিত সব পদক। তার কাছে আগন্তুক দুজন তাদের টিকিটের অর্ধেক অংশ ছিঁড়ে দিয়ে, বাইরের লবির মধ্যে দিয়ে ছোট একটা ঘরে প্রবেশ করল। ঘরের অন্য মাথায় একটা দরজা, তার পাশে, ফ্যাঁচড়া-দাড়ি একজন রোগা লোক দাঁড়িয়েছিল। তার চোখের ধারে-ধারে লাল; দৃষ্টি ক্ষীণ; পায়ে বোতাম-আঁটা সরু লম্বা বুট জুতো। থেকে থেকে সে কৌতূহলী মুরগির মতো নিজের মাথাটাকে একবার সামনে, একবার পাশের দিকে বাগাচ্ছিল।

লোকটা জিজ্ঞাসা করল, "সঙ্কেত-শব্দটা জান তো ভাই?" বলল জর্মান ভাষায়, কিন্তু মনে হল জর্মান বলতে সে অভ্যস্ত নয়।

আগন্তুকদের মধ্যে যে মাথায় লম্বা, সে চকিতদৃষ্টিতে একবার প্রশ্নকারী প্রহরীর পায়ের ফাটল-ধরা পেটেণ্ট লেদার বুটজোড়া থেকে তার বুকে ঝোলানো চকচকে ঘড়ির চেন অবধি দেখে নিয়ে, ইটালীয় ভাষায় বলল, "কিচ্ছু না।"

পরিচিত ভাষা শুনে পাহাওয়ালার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"যাও, ভাই : ও-ভাষা শুনেই মনটা খুশি হয়ে গেল।" হলের মধ্যে বেজায় ভিড়; সেখানকার বদ্ধ হাওয়া ওদের দুজনের মুখে একটা বিশ্রী হল্কার মতো এসে লাগল, অশুদ্ধ, অস্বাস্থ্যকর—ভোর বেলায় বস্তিঘরের গন্ধের মতো।

হলে লোকে-লোকারণ্য, জানলা বন্ধ, পরদা টানা, তা ছাড়া সাবধানের মার নেই বলে খুদে পিটার বাতাস চলাচলের ভেন্টিলেটরগুলোর ওপরে পুরু কম্বল লাগিয়েছিল।

হলের এক মাথায় একটা মঞ্চ, তার ওপর অর্ধচন্দ্রাকারে কতকগুলো চেয়ার সাজানো, মাঝখানে লাল চাদর দিয়ে ঢাকা একটা টেবিল। প্রত্যেক চেয়ারে লোক বসেছিল—তাদের পিছনের দেয়ালে ঝুলছিল প্রকাণ্ড এক লাল পতাকা, তার মধ্যিখানে মস্ত একটা 'সি' অক্ষর সাদা রঙে লেখা। পতাকাটা পেরেক দিয়ে দেয়ালে আটকানো হয়েছিল। একটা কোণা খুলে গিয়ে ঝুলছিল, তলায় দেখা যাচ্ছিল মিশন-কর্মীদের রঙীন কারিকুরি, '…নম্র যারা, তারা ধন্য, তারাই এ জগতের উত্তরাধিকারী।'

অনধিকার-প্রবেশকারী দু জন দরজার কাছে যারা জটলা করেছিল, তাদের ঠেলেঠুলে ভিতরে ঢুকল। ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাবার তিনটি পথ; ওরা মাঝখানের পথটা দিয়ে একেবারে মঞ্চের সামনে গিয়ে বসল।

একজন ভ্রাতা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। কাজে তিনি দক্ষ এবং উৎসাহী হতে পারেন, কিন্তু বক্তৃতা দেওয়া তাঁর কর্ম নয়। জর্মান ভাষায় হেঁড়ে গলায় খুব জোর দিয়ে দিয়ে তিনি যত রাজ্যের মামুলী কথা বলছিলেন। সে-সব কথা অন্য লোকে কতবার বলেছে, বলে ভুলেও গেছে। তাঁর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হল, 'এবার আঘাত হানবার সময় এসেছে।'—গুরুত্বপূর্ণ শুধু এই জন্য যে কথাটা শুনে সভাগৃহে সমর্থনের ক্ষীণ গুঞ্জণ শোনা গিয়েছিল। তবে তাঁর বক্তৃতার বেশির ভাগ সময় সভাঘরের শক্ত কাঠের চেয়ারে-বসা নারীপুরুষরা জোরে এবং প্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে কথা বলতেই ব্যস্ত

ছিল। ঘরের হাওয়া নানান্ কণ্ঠ্য-বর্ণে ভরা বক্‌বকানিতে বোঝাই হয়ে উঠেছিল।

বকর-বকর-বকর, কথাবার্ত্তার বিরাম ছিল না আর তারি মধ্যে দিয়ে কানে আসছিল ঘর্মাক্তকলেবর বক্তার কর্কশ স্বরের মামুলী উক্তিগুলো। "স্বৈরাচারীর মৃত্যু হক ; ধনিকশ্রেণীর মৃত্যু হক ; মৃত্যু হক ইয়ে—ইয়ে—"

শ্রোতারা অসহিষ্ণুভাবে নড়েচড়ে উঠছিল। বেণ্টভিচ্ লোক ভালো, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের বেশি নিয়ে ফেলেছে ; অন্য লোকেও তো বলবে—তাছাড়া বড় একঘেয়ে কথা বলে। গ্রাৎসের মেয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই যে দশটা বেজে যাবে মনে হচ্ছে।

হলের যে-কোণে খুদে পিটার এত বড়-বড় চোখ করে, কপালে ভুরু তুলে, নিজস্ব শ্রোতার দলকে কি সব বলছিল, হট্টগোল সেইখানে সব চাইতে বেশি। "অসম্ভব, এ একটা হাস্যকর কথা, একটা বোকার মতো কথা!" পিটার তার সরু গলা তুলে প্রায় চ্যাঁচাচ্ছিল। উত্তেজনার চোটে তার সমস্ত শরীরটা শ্বেত-ভালুকের মতো এ পাশ থেকে ও পাশে দুলছিল।

পিটারের চারদিকের লোকগুলোও হাত-পা নেড়ে সবাই এক-সঙ্গে কি যেন বলাবলি করছিল, কিন্তু পিটারের উঁচু তীক্ষ্ণ স্বর সকলের ওপরে ছাপিয়ে উঠল, "আমি হলে হাসতাম, আমরা সকলেই হাসতাম, কিন্তু গ্রাৎসের মেয়ে কথাটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে—এবং ভয় পাচ্ছে!"

"ভয় পাচ্ছে!"

"কি বাজে কথা।"

"পিটারটাও যেমন বোকা!"

আরো অনেক মন্তব্য করা হল, ধারেকাছে যারা ছিল সবাই কিছু-না-কিছু মত প্রকাশ করল। পিটার বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তবে ওদের মন্তব্য শুনে নয়। ঐ অভাবনীয় সংবাদে নিজেই সে ভেঙে পড়েছিল, অপমানিত পরাভূত বোধ করছিল। ঐ

বিকট চিন্তাটা মনে আসতেই ওর কান্না পাচ্ছিল। গ্রাৎসের মেয়ে ভয় পেয়েছে! গ্রাৎসের মেয়ে!…এ ভাবা যায় না!!

পিটার মঞ্চের দিকে চোখ ফেরাল, কিন্তু সেখানে সে ছিল না।

গোটা বারো গলা শোনা গেল, "ব্যাপারটা খুলে বল, পিটার!" কিন্তু খুদে মানুষটার চোখের বিবর্ণ পক্ষ্ম অশ্রু চিকচিক করছিল, সে ওদের ইশারা করে সরিয়ে দিল।

পিটারের এলোমেলো বুকনি থেকে ওরা শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছিল যে—গ্রাৎসের মেয়ে ভয় পেয়েছে।

অবশ্য সেটাই যথেষ্ট খারাপ।

কারণ ঐ মেয়ে—আসলে সে কিশোরী মাত্র, জর্মানির কোথাও গিয়ে ওর এখন শিক্ষা শেষ করা উচিত—ঐ মেয়েই হঠাৎ উদিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীর লোককে বজ্রাহত করে দিয়েছিল।

হাঙ্গারির একটা ছোট শহরে একটা মিটিং-এ কি ভাবে কি করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ হচ্ছিল। পুরুষরা অস্ট্রিয়ার মুণ্ডপাত করবার পর, মেয়েটা উঠে কথা বলতে আরম্ভ করেছিল।

ছোট একটা মেয়ে, বেঁটে স্কার্ট পরা, মাথার দুপাশে দুটো লম্বা ফিকে সোনালী বেণী ঝুলছে। সরু সরু পা, চ্যাপ্টা বুক, কেঠো গড়ন, কোমর বলে কিছু নেই। গ্রাৎসের লোকরা তাই দেখে মুখে হাত চাপা দিয়ে মুচকি হেসেছিল আর ভেবেছিল ওর বাবা আবার ওকে কেন এই সভায় নিয়ে এসেছে।

কিন্তু ওর সেই বক্তৃতা!…দু ঘণ্টা ধরে ও বক্তৃতা দিয়েছিল, কেউ এতটুকু নড়েনি। ছোট্ট একটা মেয়ে, বুকটা একেবারে চ্যাপ্টা, আর কণ্ঠে সে কি উচ্চনাদী বাক্য—তার বেশির ভাগই অবশ্য বুড়ো জোসেফের রান্নাঘরে শুনে সংগ্রহ করা। কিন্তু মেয়েটার নিজের মধ্যে কি একটা ক্ষমতা ছিল, তার জোরে ঐ সব অকিঞ্চিৎকর মামুলী কথাগুলোকে কেমন একটা বিস্ময়কর ভাব দিয়ে মণ্ডিত করে দিয়েছিল।

সত্যি কথা বলতে কি ওর বাক্যগুলো বহু ব্যবহৃত সত্য ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু বিদ্রোহের ইতিহাসের কোনো এক বিশেষ সময়ে, কোনো বহুকাল মৃত প্রতিভাবান কেউ ওগুলিকে রচনা করেছিল; তার হৃদয়ের আঁচে রূপ দেওয়া ঐ সব কথা কত মানুষের মন গ'ড়ছিল, কত বিশাল ভয়ঙ্কর কীর্তির সূচনা করেছিল।

তারপর ক্ষুদ্রতর মানুষরা ঐ কথাগুলিকে নিয়ে বারংবার নিজেদের অভিপ্রায়ে ব্যবহার করেছে; মূল রচয়িতার প্রাণের আগুন তাদের মনে জ্বলেনি, তাদের মুখে কথাগুলি হয়ে উঠেছিল কথামাত্র, তার বেশি নয়।

কিন্তু এই যে মেয়ে, এ সেই শুনে-শুনে ক্ষয়ধরা, পুরনো কথাগুলোতে আবার প্রাণ দিয়েছিল। শত-শত ছায়াময় বিদ্রোহীর আত্মা যেন তার শরীরে প্রবেশ করেছিল; মন্ত্রমুগ্ধের মতো গ্রাৎসের লোকরা ওর মুখ থেকে, ওর চাইতে ভালো করে জানা সেই মতবাদগুলো শুনেছিল, অথচ ওরা নিজেরাও ঐ-সব শব্দ, ঐ-সব বাক্য এর আগে হাজার বার উচ্চারণ করেছে।

এইভাবে গ্রাৎসের মেয়ে স্বীকৃতি পেয়েছিল, নানান্ ভাষায় ওরা ওর কথা বলত, ওর বক্তৃতা প্রচার করত। ক্রমে মেয়েটা বড় হতে লাগল। রোগা মেয়ের গাল-বসা মুখ ভরাট হল; চ্যাপ্টা বুক সুগোল হল; কাঠ-কাঠ গড়নের রেখাগুলো কোমল বঙ্কিম হয়ে উঠল; শেষটা ওরা প্রায় বুঝতে পারার আগেই মেয়েটা সুন্দরী হয়ে উঠল।

ওর বাপের মতো, কিম্বা যারা ওর সংস্পর্শে আসত সেই সব পুরুষদের মতো, আপনারাও হয় তো বলতেন যে ও নিজে জানত না ও কত সুন্দর। কথাটা অবশ্য সত্যি নয়। ও ছাড়া এই আন্দোলনে অন্য মেয়েরাও ছিল, শহীদের অপরিচ্ছন্ন মৃত্যু-প্রয়াসী যত সব মূঢ় বীরাঙ্গনা। 'লাল শতক'-এর সব চাইতে অধম পুরুষদের মতোই তারাও দয়াহীন, নির্মম, দুষ্ট। অন্য সব দিক দিয়ে তারা ছিল অমানুষ, কেবল ঐ একটা বিষয় ছাড়া—ওরা সকলেই জানত যে

গ্রাৎসের মেয়ে বড় সুন্দরী এবং তারা এ-কথাও জানত যে ও নিজেও ভালো করেই জানে ও কত সুন্দরী।

এমনি করে ওর খ্যাতি ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল, যতদিন না ওর বাবার মৃত্যু হল আর ও নিজে রাশিয়া গেল। তার পরেই পরিপর ঘটে গেল কয়েকটা দৌরাত্ম্যের ঘটনা। স্পষ্টভাবে ও সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে :

১. মস্কোর পুলিসদপ্তরে তাঁর নিজের কামরায় জেনারেল মালফ্‌কে কোনো অজ্ঞাত স্ত্রীলোক গুলি করে মেরে ফেলে।

২. পেট্রোগ্র্যাডে পথের মধ্যে প্রিন্স হাজালার্কফকে কোনো অজ্ঞাত স্ত্রীলোক গুলি করে মেরে ফেলে।

৩. কর্নেল কাবেরভাব্‌স্কফ্‌কে বোমা ছুঁড়ে হত্যা করে একজন স্ত্রীলোক পালিয়ে যায়।

এর পর গ্রাৎসের মেয়ের খ্যাতি হঠাৎ আরো বেড়ে গিয়েছিল। বার ছয়েক পুলিস তাকে গ্রেপ্তার-ও করেছিল; একবার তাকে বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তবু তার বিপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তার মুখ থেকেও কোনো কথা বের করা যায়নি—তার ওপর মেয়েটা বাস্তবিক বড় সুন্দরী।

যে-মানুষ কারো মুখাবয়বের দোষগুণ খতিয়ে দেখে না, তার পক্ষে সুন্দরী নারীর বর্ণনা দেওয়া বড় কঠিন কাজ। ওর শান্ত ছাই-রঙের চোখদুটি সব চাইতে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করত, তা ছাড়া পাতলা ভুরু আর সূক্ষ্ম নাসা, প্রস্ফুটিত লাল অধরোষ্ঠ, নিখুঁৎ গ্রীবা। একে-একে সব দেখে নিয়ে, ওর চোখের দিকে দর্শকের চোখ আবার ফিরে আসত। সে চোখ শান্ত স্নিগ্ধ হলেও, মাঝে-মাঝে পল্লবদুটি নেমে এসে আধখানা চোখকে আচ্ছাদিত করত, তখন ওর ঐ ক্ষীণ দেহলতার অন্তর থেকে আবেগের উচ্ছ্বাস সেই চোখে চকিত একটু দেখা দিত। এমনিতে যতই পরিণতি হক না কেন, ওকে দেখে মনে হত কি ক্ষীণ, কি ভঙ্গুর। শেষ বক্তার বলা হয়ে গেলে, লাল

চাদর ঢাকা টেবিলের পাশে গ্রাৎসের মেয়েটি যেই তার স্থান নিল, অমনি অপেক্ষমান সদস্যদের হর্ষধ্বনি বজ্রের মতো ফেটে পড়ল এবং যে দুজন লোক এতক্ষণ ধরে ধৈর্য সহকারে নিকৃষ্ট বাগ্মিতার এক-ঘেয়েমি সহ্য করে এসেছিল, তারা পরস্পরের সঙ্গে দু-একটা বাক্য বিনিময় করে নিল।

মেয়েটি হাত তুলতেই ঘরময় সম্পূর্ণ এবং নিশ্ছিদ্র নীরবতা। সে নীরবতা এতই গভীর যে ওর প্রথম কথাগুলোকে কেমন কর্কশ ও তীক্ষ্ণ শোনাল, তার কারণ ঘরের গণ্ডগোলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ও কথা বলতে আরম্ভ করেছিল। তারপরেই সুর সংযত করে নিয়ে, স্বাভাবিক আলাপের স্বরে কথা বলতে লাগল।

হাত দুটি পিছনে জড়ো করে, অতি সহজভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল সে, কোনো অঙ্গভঙ্গী করেনি। অন্তরের আবেগ সে প্রকাশ করছিল শুধু তার অপূর্ব কণ্ঠস্বরে। বাস্তবিকই ওর বক্তৃতার জোর ছিল শুধু ওর বলবার ধরনে, বক্তব্যের মধ্যে নয়, কারণ নৈরাজ্যবাদীদের অলিখিত বাঁধাবুলি থেকে ক্বচিৎ সে ভ্রষ্ট হচ্ছিল; নিপীড়িতের অত্যাচারীকে উৎখাত করবার অধিকার, হিংসার ঐশ্বরিক গুণ, জ্ঞানালোক বিস্তারের প্রচেষ্টায় আত্মত্যাগ ও শহীদের মৃত্যু, এই-সব ছিল তার বক্তব্য বিষয়। ওর বাগ্মিতার বাঁধা বুলির মধ্যে মাত্র একটি বাক্য আলাদাভাবে প্রকট হয়ে উঠছিল। যে-সব নীতিবাদীরা সংস্কারের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং হিংসার নিন্দা করেন, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে তাঁদের প্রসঙ্গে ও বলেছিল, "ওঁরা যিশু হয়ে ক্যাল-ভারিতে প্রতিনিধি বসান।" ওর এই উপমাটি সভাস্থ সকলের সোচ্চার সমর্থন লাভ করেছিল।

এই সমর্থনের মধ্যে কতখানি রোষ প্রকাশ পাচ্ছিল তা দেখে গ্রাৎসের মেয়ে নিজেই হকচকিয়ে গিয়েছিল; যারা দুজন ওর দিকে তাকিয়ে বসেছিল, তাদের মধ্যে যে মাথায় লম্বা সে সেটা লক্ষ্য করেছিল। কারণ হট্টগোল থামলে, মেয়েটি যখন আবার তার বক্তৃতা শুরু করবার চেষ্টা করল, ওর গলা কেঁপে গেল, কথা বেধে

গেল, ক্ষণেকের জন্য সে নীরব রইল। তারপর অপ্রত্যাশিত দৃপ্তির সঙ্গে সে আবার কথা বলতে আরম্ভ করল। এবার কিন্তু তার বক্তব্যের দিক্ বদলে গেল; সে অন্য বিষয়ে আলোচনা শুরু করল। ঐ মুহূর্তে এই নতুন বিষয়টিই ছিল তার কাছে আর সব কিছু থেকে বেশি অন্তরঙ্গ; বলতে-বলতে ওর পাণ্ডুর গণ্ড রক্তিম হয়ে উঠল, চোখের মণিতে ঈষৎ জ্বরগ্রস্তের মতো একটা আভা দেখা গেল।

"...এখন আমাদের সংগঠনে কোনো দোষ-দুর্বলতা নেই, সমস্ত পৃথিবী যখন প্রায় আমাদের মুষ্টিগত, তখন একজন এসে কিনা বলছেন, 'থাম!'—আর আমরা, যাদের কীর্তি দেখে কত রাজা ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠেছে, কত সাম্রাজ্য-সংসদ বশ্যতা স্বীকার করেছে, সেই আমাদের কিনা ভয় দেখানো হচ্ছে!"

শ্রোতারা নীরব নিথর। আগেও তারা নীরবই ছিল, এখনকার নীরবতাটা কেমন বেদনাদায়ক।

পর্যবেক্ষণকারী দুই ব্যক্তি অস্বস্তির সঙ্গে একটু নড়ে-চড়ে উঠল, যেন ওর কথাগুলোর মধ্যে কিছু একটা ওদের কানে লাগল। বাস্তবিকই 'লাল শতক'-এর ক্ষমতা সম্বন্ধে ওর ঐ দর্পিত উক্তির মধ্যে একটা বিজাতীয় সুর শোনা যাচ্ছিল।

মেয়েটি খুব তাড়াতাড়ি বলে যেতে লাগল,

"আমরা শুনেছি—আপনারাও শুনেছেন—ঐ যারা আমাদের কাছে চিঠি লিখেছে, তারা বলেছে—" মেয়েটির গলা এবার একটু উঠল—"যে আমরা যা করে থাকি, তা আর করতে পারব না। ওরা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে—আমাকে ভয় দেখাচ্ছে—বলছে আমাদের কাজের পদ্ধতি পাল্টাতে হবে, নইলে আমাদের নাকি সাজা দেবে—আমরা যেমন করে সাজা দিই; আমাদের নাকি মেরে ফেলবে, আমরা যেমন করে মারি!"

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন শোনা গেল, অবাক্ হয়ে তারা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। কারণ ওর ঐ বিবর্ণ মুখে

লেখা ছিল ভীতি, ওর ঐ অপূর্ব চোখে জলছিল ভীতি, নির্ভুল সপ্রকাশ ভয়।

"কিন্তু আমরা তাকে গ্রাহ্য করব না—"

এই সময় বাইরের ছোট ঘরটাতে উচ্চকণ্ঠ আর ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দে বক্তৃতায় বাধা পড়ল, কে যেন চেঁচিয়ে সকলকে সাবধান করে দিল, সকলে সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

"পুলিস!"

সন্তর্পণে শতেক হাত গুপ্ত পকেটের দিকে এগুল, কিন্তু প্রবেশ-দ্বারের কাছে রাখা বেঞ্চির ওপর কে যেন লাফিয়ে উঠে, কর্তৃত্বের হাত তুলে ধরল।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আশঙ্কার কোনো কারণ নেই—আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ফলমাথ, 'লাল শতক'-এর সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নেই।"

খুদে পিটার প্রথমটা আড়ষ্ট হয়ে গেলেও, এবার ডিটেক্‌টিভের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল,

"আপনারা কাকে চান—কি চান?"

দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে গোয়েন্দা বলল, "দুজন লোককে এই হলে ঢুকতে দেখা গিয়েছে, আমি তাদের চাই; 'লাল শতক'-এর বাইরের আরেকটা সংগঠনের সভ্য তারা। তারা—"

"ও!" মেয়েটি তখনো মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল; অগ্নিময় চোখে সামনে ঝুঁকে সে রুদ্ধশ্বাসে বলল, "আমি জানি—আমি জানি! ঐ লোকরাই আমাদের ভয় দেখিয়েছে—আমাকে ভয় দেখিয়েছে—সেই চার বিচারক!"

ডিটেক্‌টিভ মুখ খুলবার সময় লম্বা লোকটার হাত ছিল তার পকেটে।

ঘরে ঢুকেই চকিতে চারদিকে একবার চাইতেই ঘরের সব খুঁটিনাটি তার জানা হয়ে গিয়েছিল। বিজলি-বাতির তারের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে রঙ-না-করা খাঁজকাটা কাঠের চিল্‌তে লাগানো

ছিল, তাও তার চোখে পড়েছিল আর বাক্যবাগীশ ভ্রাতাটি যখন তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতা ঝাড়ছিলেন, সেই সুযোগে লম্বা লোকটি অবস্থাটার আরেকটু পর্যবেক্ষণ করেও নিয়েছিল। মঞ্চের বাঁ দিকে একটা সাদা চীনে-মাটির সুইচ্-বোর্ডে গুটি-ছয়েক সুইচ্ বসানো ছিল।

দূরত্বটুকু অনুমান করে নিয়েই হঠাৎ সে তার পিস্তলসুদ্ধ হাত তুলল।

দুম! দুম!

কাচ ভাঙার শব্দ। ফিউজগুলো চুরমার হতেই চকিত একটা নীল আলোর হল্কা—তারপরেই সভাঘর জুড়ে অন্ধকার। তখন ভিড়ের সে কি চিৎকার! গোয়েন্দা তার বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়বার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল, কে যে গুলি ছুঁড়ল ডিটেক্‌টিভ সেটা দেখবারও অবকাশ পেল না।

মুহূর্তের মধ্যে সে কি হুলস্থূল কাণ্ড, ভয়ের চোটে সবাই প্রাণপণে চ্যাঁচাতে লাগল, অন্ধ আতঙ্কে দুর্বলদের ঠেলে গুঁতো মেরে সরিয়ে বলবানরা পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। মেয়েদের তীক্ষ্ণ চিৎকার আর হুড়মুড় করে ঘরের আসবাব ভেঙে পড়ার শব্দের ফলে ডিটেক্‌টিভ যে কি বলছে তা শোনাই গেল না।

"চুপ!" সেই হট্টগোলের মধ্যে শেষটা সে গর্জন করে উঠল, "চুপ কর, কি নির্বোধ তোমরা! আর একটি কথা নয়! কাপুরুষের দল! ব্রাউন, কার্টিস, আলো দেখাও! ইন্সপেক্টর, তোমার লোকদের লণ্ঠন কোথায়!"

ভিড় তখনো ঠেলাঠেলি করছিল, গোটা বারো ঘেরাটোপ দেওয়া পুলিসের বাতির ক্ষীণ-রশ্মি তার ওপর ইতস্ততঃ গিয়ে পড়ল। ডিটেক্‌টিভের গলা আবার শোনা গেল। "বাতির ঢাকনি খুলে ফেল!" তারপর আন্দোলিত জনতাকে উদ্দেশ করে, "সবাই চুপ!"

এই সময় পুলিস অফিসারদের মধ্যে চালাকচতুর এক ছোকরার মনে পড়ল যে দেয়ালে যেন গ্যাস-বাতির ব্র্যাকেট দেখেছিল। চিৎকাররত ভিড় ঠেলে দেয়ালের কাছে গিয়ে লণ্ঠনের আলোতে

সে গ্যাস-বাতি খুঁজে বের করল। অমনি দেশলাই ধরিয়ে গ্যাস-বাতিটা জ্বেলেও ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে যেমনি সহসা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি তার অবসানও হল।

চ্যাঁচামেচি থেমে গেল, লোকেরা আবার স্বাভাবিককণ্ঠে গুঞ্জন করতে লাগল। ঘরে আরো গ্যাস-বাতি ছিল। ভিড়ের মধ্যে যাদের মাথা ঠাণ্ডা, তারা সেগুলিও জ্বেলে ফেলল।

রাগে ফোঁস-ফোঁস করতে করতে ফলমাথ ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন।

সংক্ষেপে বললেন, "দরজা পাহারা দাও। চারদিকে আমাদের লোক আছে, ওরা কিছুতেই পালাতে পারবে না।" বলে হলের মাঝখানের পথ দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে, মঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠলেন। পিছন-পিছন ওঁর দু'জন লোকও উঠল। ফলমাথ শ্রোতাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সাদা ভাবলেশহীন মুখে গ্র্যাৎসের মেয়ে ছোট্ট টেবিলটার ওপর একটা হাত আর নিজের কণ্ঠে অন্য হাত রেখে, তখনো নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ফলমাথ হাত উঠিয়ে সকলকে চুপ করতে ইশারা করলেন, আইন-ভঙ্গকারীরা অমনি চুপ করল।

ফলমাথ বললেন, " 'লাল শতক'-এর সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নেই। এ দেশের আইন অনুসারে মতামত পোষণ করবার এবং প্রচার করবার অধিকার সকলেরি আছে—তা সে যতই আপত্তিকর হক না কেন। আমি এখানে এসেছি দুজন লোককে গ্রেপ্তার করবার উদ্দেশ্যে, তারা দেশের আইন অমান্য করেছে। এই দুজন লোক 'চার বিচারক' সমিতির সভ্য।" যতক্ষণ ফলমাথ কথা বলেছিলেন, তাঁর চোখজোড়া সমানে সামনের লোকদের মুখগুলো পরীক্ষা করছিল। তিনি জানতেন শ্রোতাদের মধ্যে অর্ধেক লোক তাঁর কথার মানে বুঝতে পারছিল না। উনি থামবামাত্র যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল, তার মানে হল, ওঁর বক্তব্য নানান্ ভাষায় মুখে-মুখে অনুবাদ হচ্ছে।

অদ্বিষ্ট মুখ দুটোকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। ওঁর আশা ছিল যে পর্যবেক্ষণের ফলে লোকদুটো এমন কিছু করে বসবে, যাতে ওরা ধরা পড়ে যাবে। আসলে ওদের পরিচয় ওঁর জানা ছিল না। কারণ ঐ রহস্যময় সমিতির কোনো সভ্যের সামনে উনি কখনো জেনেশুনে মুখোমুখি দাঁড়াননি।

মাঝে-মাঝে এমন সব ছোটখাটো ঘটনা ঘটে যায়, আলাদা করে দেখতে গেলে যা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়, কিন্তু কখনো-কখনো তারই ফলে অত্যন্ত তাৎপর্যময় ব্যাপার সংঘটিত হয়। এর পূর্বে এমনও হয়েছে যে একজনের খাস বেহারার জুয়ো খেলার শখের জন্য একটা রাজবংশের সমাপ্তি ঘটেছে, রাজমুকুটের পর্যন্ত হাত-বদল হয়েছে। ঠিক সেইভাবে একটা বাসের চাকা ফসকে গিয়ে লণ্ডনের পিকাডিলিতে ঐ বাসটা একটা প্রাইভেট গাড়িকে ধাক্কা দিয়েছিল। সে গাড়িটা গেল উল্টে আর তার মধ্যে থেকে বেরুল রাগমাগ করতে-করতে তিনজন বিদেশী ভদ্রলোক। তাদের ঐ গাড়িতে আটক রাখা হয়েছিল। তারপর আরো দেখা গেল যে ঐ ধাক্কা খাওয়ার হট্টগোলের মাঝখানে গাড়ির চালক নিরুদ্দেশ হয়েছে। তার আগে অন্ধকারে বসে পরস্পরের অভিজ্ঞতার তুলনা করে ঐ তিন কয়েদী একটা সিদ্ধান্তে এসেছিল, যথা—ওরা তিনজন তিনটি রহস্যময় চিঠি পেয়েছিল, তাতে নাম স্বাক্ষর করা ছিল: 'চার বিচারক'। এই অপহরণ নিশ্চয় তারি পরিণাম।

ঐ দুর্ঘটনার ফলে ভয়ের চোটে ওরা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই একেবারে নাম করে 'চার বিচারক'-এর বাপান্ত করতে লাগল। এদিকে পুলিসও 'চার বিচারক'-এর নাম শুনেই খাপ্পা, কাজেই তারাও আরো জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফলমাথ তাড়াহুড়া করে মোটরে চেপে পুবমুখো চললেন এবং মিড্‌ল্‌সেক্স স্ট্রীটে বিশেষভাবে আহূত রিজার্ভ পুলিসের দলের সঙ্গে মিলিত হলেন।

সর্বদা যেমন হয়ে থাকত, ফলমাথের একটা বড় অসুবিধা ছিল

যে 'চার বিচারক' তাঁর কাছে একটা নামমাত্র, একটা দ্রুত নির্মম শক্তির প্রতীক যা ঠিক সময় বুঝে অব্যর্থভাবে আঘাত হানে, আর কিছু নয়।

'লাল শতকে'-এর দু'তিনজন নেতা দল ছেড়ে মঞ্চের কাছে এগিয়ে এল। তারা প্রথমে নিজেদেব মধ্যে চাপা গলায় খানিক কি আলোচনা করল—উত্তেজিত চাপা গলা, তার চেয়েও উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গী—তারপর কি করা উচিত শেষে সে বিষয়ে তারা একটা সিদ্ধান্তেও এল। নৈরাজ্যবাদীদের পক্ষে এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি ; ওদের বর্তমান কার্যকলাপের মূলে এই যুক্তি ছিল : "আর পুলিস যদি এতই বোকা হয় ইত্যাদি—"

ফরাসী সদস্য ফ্রাঁসোয়া তার সঙ্গীদের হয়ে নিখুঁৎ ইংরিজিতে বলল, "আপনি যাদের খুঁজছেন তাদের পরিচয় আমাদের জানা নেই, কিন্তু এটুকু যদি মেনে নেন যে ওরা আমাদের সংগঠনের সদস্য নয়, তাছাড়া—" লোকটা মনে হল এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির যোগ্য কথাই খুঁজে পাচ্ছে না—সে বলতে লাগল, "তাছাড়া ওরা যখন আমাদের ভয় দেখিয়েছে-ভয় দেখিয়েছে!" কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়ে কথাটাকে সে দুবার উচ্চারণ করল—"তখন আমরা আপনাদের যতটা পারি সাহায্য করব।"

এমন একটা সুবিধা পেয়ে গিয়ে ডিটেক্‌টিভ একেবারে লাফিয়ে উঠলেন।

"খুব ভালো!" এই বলে তাড়াতাড়ি ফ্রাঁসোয়াকে নির্দেশ দিলেন :

"আমি চাই এই হলের প্রত্যেকটা লোককে নির্দোষ বলে সাব্যস্ত করা হক। কেউ-না-কেউ প্রত্যেককে শনাক্ত করুক আর যে শনাক্ত করেছে, তাকেও শনাক্ত করা হক।"

বিদ্যুৎবেগে সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেল। লাল শতকের কর্তা-ব্যক্তিরা মঞ্চ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। তারপর পুলিসের লোকরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল আর সদস্যরা একে-একে এগিয়ে
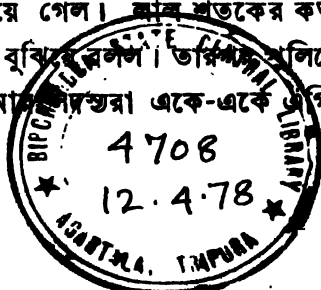
আসতে লাগল। যার যেমন স্বভাব, কেউ লজ্জিত ভাবে, কেউ সন্দিগ্ধ মনে, কেউ বা আত্মসচেতন হয়ে, তারা পুলিসের লাইন পার হয়ে যেতে লাগল।

"কে বলতে পারে ইনি বুদাপেস্তের সাইমন চেক্ কি না?"

এক ডজন গলা শোনা গেল, "আমি।"

"যেতে পারেন।"

"ইনি অডেসার মাইকেল রানেকফ্।"

"কে ওঁকে শনাক্ত করছেন?"

জর্মান ভাষায় একজন ভারিক্কে লোক বলল, "আমি।"

"আর আপনি?"

ফিকফিক করে সবাই হেসে উঠল, কারণ ওদের সংগঠনে ও-ই ছিল সব চাইতে পরিচিত। কেউ-কেউ পুলিসের লাইন পার হয়ে, আত্মীয়স্বজন ও স্বদেশবাসীদের পরিচয় দেবার জন্য আবার ফিরে এসে দাঁড়াচ্ছিল। ওরা যেই টের পেল যে এর মধ্যে পুলিসের কোনো নিগূঢ় ষড়যন্ত্র নেই, তখন ওদের মনের স্বস্তিও ফিরে এল, সবাই উগ্র গন্ধের সিগারেট ধরাল, ঘরে অপরিচিত তামাকের কড়া ধোঁয়া উঠে নীল বাষ্পের মতো জমে থাকতে লাগল।

"যতটা মনে করেছিলাম ব্যাপারটা আসলে তার চাইতেও অনেক সহজ বলে মনে হচ্ছে।"

কাটা-ছাটা দাড়ি নিয়ে লম্বা লোকটি হেঁড়েগলায় কথাগুলো বলল, ওর স্বরটা ঠিক জর্মানও নয়, আবার য়িডিশ্ও নয়। সদস্যদের পরীক্ষা-পর্ব সে কৌতুক-মিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল।

ক্ষীণ হেসে লোকটি আরো বলল, "বাইবেলে যেমন লেখা আছে, মনের আনন্দে ছাগল-ভেড়াদের আলাদা করা হচ্ছে যে।" ওর স্বল্পভাষী সঙ্গীটি শুধু মাথা নেড়ে সায় দিল। একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করল,

"তোমার কি মনে হয় এরা কেউ তোমাকে দেখে বুঝতে পারবে যে তুমিই গুলি ছুঁড়েছিলে?"

লম্বা লোকটি নিশ্চয়তার সঙ্গে মাথা নাড়ল।

"ওদের চোখ ছিল পুলিসের ওপর—তাছাড়া, আমি এততাড়াতাড়ি গুলি করি যে কেউ টের পায় না। কেউ দেখেনি, এক যদি না—"

অন্য লোকটি বলল, "এক যদি না গ্রাৎসের মেয়ে দেখে থাকে?" সেজন্য তার যে কোনো দুশ্চিন্তা হচ্ছে, তা মনে হল না।

জর্জ ম্যানফ্রেড বলল, "গ্রাৎসের মেয়ে।"

একটা আঁকাবাঁকা লাইন আস্তে-আস্তে পুলিসদের ব্যারিয়ারের দিকে এগুচ্ছিল, এরা দুজনেই সেই লাইনে ছিল।

ম্যানফ্রেড বলল, "মনে হচ্ছে একেবারে প্রকটভাবে শেষ পর্যন্ত পালাতে বাধ্য হব। ঐ 'ফটকে-ষাঁড়' পদ্ধতিটাতে আসলে আমার নীতিগত আপত্তি আছে এবং আজ পর্যন্ত কখনো ওটার শরণ নিতে হয়নি।"

সমস্তক্ষণ ওরা ওদের ঐ হেঁড়ে কণ্ঠস্বরে কথা বলছিল। আশেপাশে যারা ছিল, তাদের কিঞ্চিৎ গোলমাল লাগছিল, কারণ বিপ্লব অঞ্চলের কোথাও এ ধরনের ভাষা কখনো শোনা যায়নি।

ক্রমে ওরা পুলিস লাইনের মাথায় দাঁড়ানো অনড় প্রশ্নকর্তার কাছাকাছি এসে পৌঁছল। ওদের একটু সামনেই একজন যুবক দাঁড়িয়েছিল, সে বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল যেন বন্ধুবান্ধব কাকেও খুঁজছে। দুই আগন্তুকের মধ্যে যে বেঁটে, তার মানুষের মুখ পর্যবেক্ষণ করার শখ ছিল; এই লোকটির মুখ দেখে সে আকৃষ্ট হয়েছিল। অস্বাভাবিক রকম পাণ্ডুর মুখ, তার ওপর ছোট করে ছাঁটা কালো চুল আর কালো ঘন ভুরু থাকাতে মুখখানি যেন আরো সাদা দেখাচ্ছিল। মুখের গঠন কান্তিময়, আদর্শবাদীর মুখ, চঞ্চল চিন্তাগ্রস্ত চোখে অন্ধবিশ্বাসীর একটুখানি পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছিল। লোকটি পুলিসের লাইনের কাছে পৌঁছতেই, আগ্রহে অধীর দশ-বারোজন সদস্য তাকে শনাক্ত করবার সম্মান দাবি করতে লাগল। সেই লোকটি পার হয়ে যেতেই, দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে ম্যানফ্রেড এগিয়ে গেল।

ট্রান্সিল্‌ভেনিয়ার একটা অখ্যাত গ্রামের উল্লেখ করে সে বলল, "আমি 'রাজে'র হেনরিখ্‌ ইসেনবুর্গ।"

ফলমাথ একটানা সুরে বললেন "এঁর পরিচয় কে সমর্থন করছেন?" ম্যানফ্রেড নিশ্বাস বন্ধ করে লাফিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল।

"আমি করছি।"

কথা দুটো বলল সেই আদর্শবাদী লোকটি, যে ম্যানফ্রেডের ঠিক আগেই পার হয়ে গেছিল; মনে হল স্বপ্ন দেখে সে, মুখখানা গির্জার পুরোহিতের মতো।

"যেতে পারেন।"

পরিত্রাতার দিকে একবার বন্ধুর মতো মাথা নেড়ে শান্ত মনে হাসিমুখে, ম্যানফ্রেড পুলিসদের লাইন পার হয়ে গেল। তারপরেই কানে এল ওর সঙ্গীকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। পোয়াকার সুস্পষ্ট অবিচলিতকণ্ঠে বলল "আমি রল্‌ফ্‌ উল্‌ফুণ্ড।"

"এঁকে কে চেনেন?"

মনে চাপা উত্তেজনা নিয়ে ম্যানফ্রেড অপেক্ষা করে রইল। সেই যুবকের কণ্ঠ আবার শোনা গেল,"আমি চিনি।" তারপর পোয়াকার ওর কাছে পৌঁছলে, দুজনে অপেক্ষা করতে লাগল।

অপাঙ্গে ম্যানফ্রেড দেখতে পেল সমর্থনকারী ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ওদের পাশে এসেই সে বলল, "আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা থাকলে, কিংস্‌ ক্রসে রেগরির রেস্তোঁরায় যাবেন, আমিও ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেখানে পৌঁছব।" আবেগশূন্যভাবে ম্যানফ্রেড লক্ষ্য করল এ লোকটিও আরবি ভাষাতে কথা বলল।

হলের চারদিকে ভিড় জমেছিল, কারণ পুলিসের হানা দেওয়ার খবরটা দাবানলের মতো সমস্ত ঈস্ট এণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই ভিড় ঠেলে বেরিয়ে, অল্ডগেট স্টেশনে পৌঁছে তবে ওদের মুখে কথা ফুটল।

ম্যানফ্রেড বলল, "আমাদের অভিযানের আরম্ভটি তো বেশ অদ্ভুত।" মনে হল তাতে সে দুঃখিতও নয়, খুশিও নয়। "আমি সর্বদা ভেবেছি গোপন কথা বলতে হলে আরবির মতো নিরাপদ ভাষা দুনিয়াতে আর নেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখছি বুদ্ধিশুদ্ধিও বাড়ে।" শেষ কথাগুলো বলল দার্শনিকের মতো করে।

পোয়াকার নিজের হাতের সুমার্জিত নখগুলির দিকে তাকিয়ে রইল যেন সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু ঐখানে। তারপর স্বগতোক্তি করল, "এর কোনো নজির নেই।"

জর্জ আরো বলল, "লোকটা আমাদের অসুবিধাতে ফেলতেও পারে। তবু দেখাই যাক এক ঘণ্টা পরে কি হয়।"

এক ঘণ্টা পরে, যে লোকটি অমন আশ্চর্যভাবে ওদের সহযোগিতা করেছিল, সে এসে উপস্থিত হল। সে আসবার কিছু আগে সামান্য খোঁড়াতে-খোঁড়াতে একজন চতুর্থ ব্যক্তিও এল, সে একটু ক্ষুণ্ণ হেসে ওদের অভিবাদন করল।

পাটা ঘষতে ঘষতে বলল, "এখানে শেষবার আসবার পর দেখছি মোটর বাস্ হয়েছে!"

ম্যানফ্রেড জানতে চাইল, "লেগেছে নাকি?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে বলল, "ও কিছু নয়। কিন্তু তোমার ঐরকম রহস্যজনক টেলিফোন বার্তার মানেটা কি?"

ম্যানফ্রেড তখন সে রাতের ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বিবৃত করল, ঐ লোকটি গম্ভীরমুখে সব শুনল।

সে সবে বলতে শুরু করেছিল, "এ তো ভারি অদ্ভুত পরিস্থিতি—" এমন সময় পোয়াকারের সতর্ক দৃষ্টি দেখে থেমে গেল। ওদের আলোচনার পাত্রটি এসে উপস্থিত। সে এসে টেবিলের কাছে বসল; একজন ওয়েটার ওর চারপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল, কিন্তু ও তাকে ভাগিয়ে দিল।

একটুক্ষণ চারজনেই চুপ, তারপর নবাগতই প্রথম কথা বলল। সরলভাবে সে বলল, "আমার নাম বার্নার্ড কোরল্যাণ্ডার আর

আপনারা হলেন 'চার বিচারক' নামক সংগঠনের সভ্য।" ওরা কোনো উত্তর দিল না।

সংযতকণ্ঠে সে বলে যেতে লাগল, "আমি আপনাকে গুলিটা ছুঁড়তে দেখেছিলাম, কারণ আপনারা ঘরে ঢোকা অবধি আমার চোখ ছিল আপনাদের ওপর। তারপর পুলিস যখন ওভাবে সবাইকে শনাক্ত করা শুরু করল, আমি স্থির করলাম যে প্রাণ দিয়েও আপনাদের সমর্থন করব।"

পোয়াকার শান্তভাবে বলল, "অর্থাৎ আমরা যদি আপনাকে মেরে ফেলি, সে ঝুঁকিও নেবেন?"

যুবক মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বলল, "ঠিক তাই। বাইরে থেকে দেখলে অনেকে ভাবতে পারে সেটা নিতান্ত পৈশাচিক রকমের অকৃতজ্ঞতা হত, কিন্তু আমার নীতিবোধ তার চাইতে গভীর এবং আমি বুঝতে পারতাম আমার ও-ভাবে হস্তক্ষেপ করার ও-রকম প্রতিফল খুবই যুক্তিসঙ্গত।"

ম্যানফ্রেড লাল নকল মখমলের গদীতে ঠেস দিয়ে বসেছিল, বিশেষ করে তাকে উদ্দেশ করে যুবক বলে চলল, "আপনারা এতবার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আপনাদের পরিকল্পনাতে মানুষের প্রাণের দাম নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং আপনাদের একনিষ্ঠার এত সাক্ষ্য দিয়েছেন যে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে আমার প্রাণ— আর শুধু আমারই কেন, আপনাদের মধ্যে যে-কোনো জনের প্রাণ যদি আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে তাকে এমনি করে নস্যাৎ করতে হবে।" এই বলে তুড়ি মেরে সে ব্যাপারটা দেখিয়ে দিল।

ম্যানফ্রেড বলল, "তা হলে?"

অদ্ভুত যুবক বলে চলল, "আপনাদের কীর্তি-কলাপের বিষয়ে আমি জানি—কে না জানে?"

তারপর পকেট থেকে একটা চামড়ার খাপ নিয়ে, তার মধ্যে থেকে একটা খবরের কাগজের কাটিং বের করল। কাগজটার ভাঁজ

খুলে সেটাকে সে সাদা টেবিলের চাদরের ওপর খুলে ধরল ; ওরা কেউ তাতে বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করল না। ওদের চোখ ছিল যুবকের মুখের ওপর।

কাগজটার ভাঁজ সমান করতে করতে কৌরল্যাণ্ডার বলল, "স্থায় বিচারে নিহত লোকদের নামের ফর্দ এটা। দেশের আইন এদের রেহাই দিয়েছিল ; এমন সব লোক, শ্রমিকদের ওপর যারা অত্যাচার করে, যারা লম্পট, যারা জনসাধারণের টাকা চুরি করে, নাবালকদের কুপথে নিয়ে যায়, এমন সব লোক যারা স্থায়-বিচারকে টাকা দিয়ে কিনে রাখে, আপনারা কিম্বা আমি যেমন রুটি কিনি!" কাগজটাকে আবার ভাঁজ করে রেখে দিল। "আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন একদিন আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়।"

আবার ম্যানফ্রেডের গলা শোনা গেল, "তা হলে?"

"আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই, আপনাদের একজন হতে চাই, আপনাদের সংগ্রামের অংশ নিতে চাই আর—আর—" একটু ইতস্ততঃ করে সে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, "আপনাদের ভাগ্যে যে মৃত্যু আছে তারও অংশ চাই।"

ম্যানফ্রেড ধীরে-ধীরে মাথা দুলিয়ে যে লোকটি খোঁড়াচ্ছিল, তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি বল; গনজ্যালেজ্?"

এই লিওন গনজ্যালেজ্ লোকটি যে কারো মুখ দেখলেই তার চরিত্র বুঝতে পারত, সে-কথা ঐ যুবকের জানা ছিল। সে মুখ ফিরিয়ে গনজ্যালেজের মূল্যায়নরত চোখের সম্মুখীন হল।

গনজ্যালেজ্ ধীরে-ধীরে বলতে লাগল, "উৎসাহী, স্বপ্নদর্শী, বুদ্ধিশালী; এই মানুষটি নির্ভরযোগ্য, সেটা খুব ভালো এবং স্থিরচিত্ত, সেটা আরো ভালো—কিন্তু—" কোরল্যাণ্ডার অবিচলিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু কি?" গনজ্যালেজ্ রায় দিল, "কিন্তু সেই সঙ্গে আবেগপ্রবণতা আছে, সেটা ভালো নয়।"

শান্তভাবে যুবক বলল, "সেটাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া যায়। ভাগ্যদোষে এমন সব লোকের মাঝখানে পড়েছি যাদের চিন্তা মানে

খ্যাপামি আর কাজ মানে পাগলামি। যে-সব সংগঠন নির্বিচারে দুষ্কর্ম দিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার করার চেষ্টা করে, যাদের বুদ্ধি মানেই শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধ, যারা অনুভূতিকে ভাবালুতার পর্যায়ে নামিয়েছে, যারা রাজা' আর রাজশক্তির তফাৎ বোঝে না—তাদের সকলেরি ঐ দোষ থাকে।

ম্যানফ্রেড জিজ্ঞাসা করল, "আপনি 'লাল শতক'-এর সদস্য?" শিক্ষার্থী বলল, "হ্যাঁ, যেহেতু যে-পথে চলতে চাই, ওরা আমাকে সে-পথে কিছুটা এগিয়ে দিতে পারে।"

"কিসের অভিমুখে?"

"কে জানে? সোজা পথ তো কোথাও নেই আর পথের আরম্ভ দেখে বুঝবারও যো নেই গন্তব্যস্থল কোন্ দিকে।"

ম্যানফ্রেড বলল, "কত বড় ঝুঁকি কাঁধে তুলে নিচ্ছেন, সে বিষয়ে কিছু বলছি না, যে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে চাইছেন সে যে কত সুদূর প্রসারিত তাও বলছি না। আপনি কি ধনবান?" কোর-ল্যাণ্ডার উত্তর দিল, "হ্যাঁ, ধনের কথা যদি বলা যায়, হাঙ্গারিতে আমার বিস্তর সম্পত্তি আছে।"

"আমি মিছিমিছি এ-কথা জিজ্ঞাসা করছি না; অবশ্য আপনি গরিব হলেও কোনো তফাৎ হত না। আপনি কি আপনার সব জমিজমা বেচে দিতে প্রস্তুত আছেন—জায়গাটার নাম শুনেছি বুদা-গ্রাৎস্, হাইনেস্?"

এই প্রথম যুবকের মুখে হাসি দেখা দিল। সে বলল, "আপনি যে আমাকে চিনতে পেরেছেন, সে বিষয়ে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। সম্পত্তির কথাই যদি বলেন, আমি এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে সব বিক্রি করে দেব।"

"এবং টাকাটা আমার হাতে দিয়ে দেবেন?"

সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর এল, "তাই দেব।"

"মনে কোনো প্রশ্ন না রেখে?"

"কোনো প্রশ্ন না রেখে।"

ধীরে-ধীরে ম্যানফ্রেড বলতে লাগল, "আর যদি বাইরে থেকে দেখে মনে হয় টাকাটা আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য খরচ করছি, তাতে আপনার আপত্তি থাকবে কি ?"

শান্তভাবে যুবক বলল, "একেবারেই না।"

পোয়াকার একটু সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তার কি প্রমাণ ?"

"কথা দিচ্ছে একজন হ্যাপ—"

ম্যানফ্রেড বাধা দিয়ে বলল, "ঐ যথেষ্ট। আমরা আপনার টাকা চাই না—তবু বলি টাকা দিয়েই হয় মানুষের চরম পরীক্ষা।"

কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে ম্যানফ্রেড হঠাৎ সংক্ষিপ্ত স্বরে বলল, "গ্রাৎস থেকে যে মেয়েটি এসেছে। তেমন-তেমন হলে তাকে হত্যা করতে হবে।"

একটু দুঃখিতস্বরে কোরল্যাণ্ডার বলল, "সেটা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।"

ঐখানেই ওর চরম পরীক্ষা হয়ে গেল, যদিও ও সে-কথা জানত না।

সম্মতি দিতে অতিরিক্ত তৎপরতা, কিম্বা চার বিচারকের চরম রায়ের সঙ্গে একমত হতে বড় বেশি আগ্রহ, কিম্বা এমন একটা-কিছু যাতে ওদের আদেশ পালনের জন্য মনের যে নিখুঁৎ ভারসাম্যের প্রয়োজন, তার এতটুকু চ্যুতির পরিচয় পাওয়া যেত, তাতেই সংশোধনাতীতভাবে যুবকের আবেদন বাতিল হয়ে যেত।

একজন ওয়েটারকে ইশারায় ডেকে ম্যানফ্রেড বলল, "আসুন, একটা দাম্ভিক ইচ্ছার উদ্দেশে কিছু পান করা যাক !"

মদের বোতল খোলা হল, পাত্র পূর্ণ হল, নিম্নকণ্ঠে ম্যানফ্রেড সেই উৎসর্গ উচ্চারণ করল :

"যে চারজন ছিল তিনজন, চতুর্থ যে-জন মারা গেছে, আর চতুর্থ যে-জন জন্ম-গ্রহণ করেছে, তাদের উদ্দেশে !"

এক সময় ওদের দলে চতুর্থ একজন ছিল ; বর্দোর এক কাফেতে

বন্দুকের গুলিতে তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়; তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ওরা মদ্যপান করল।

এদিকে মিড্লসেক্স স্ট্রীটের প্রায়-শূন্য সভা-ঘরে সাংবাদিকদের ব্যূহের সামনে মরীয়া হয়ে ফ্লমাথ দাঁড়িয়েছিলেন।

"ওরাই কি সেই চার বিচারক, মিঃ ফলমাথ?"

"আপনি ওদের দেখতে পেয়েছিলেন?"

"কোনো সূত্র খুঁজে পেলেন?"

প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন সাংবাদিকের দলের আগমন, সেই মলিন গলিতে ট্যাক্সির পর ট্যাক্সি এসে ঢুকতে লাগল। হলের বাইরে যান-বাহনের সারি দেখে মনে হতে লাগল বুঝি কোনো অভিজাত সম্মেলন হচ্ছে। সদ্য ঘটিত 'টেলিফোন দুর্ঘটনা' তখনো জনসাধারণের মনে ছিল। একবার 'চার বিচারক'-এর যাদুপূর্ণ নাম উচ্চারণ করলেই হল, অমনি কৌতূহলের অঙ্গার আবার জ্বলে উঠত। সামনে প্রাঙ্গণের উষর প্রান্তরে লাল শতকের সদস্যরা যেন বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এক গোষ্ঠি; সাংবাদিকরা তাদের মধ্যে ব্যস্তসমস্তভাবে ঘোরাঘুরি করছিল।

'মেগাফোন' পত্রিকার টাইন আর তার তরুণ সহকারী মেনার্ড ভিড়ের মাঝখান থেকে গলে বেরিয়ে এসে ওদের ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

টাইন চেঁচিয়ে চালককে একটা ঠিকানা দিয়ে, গদিতে ঠেস দিয়ে বসল, তার মুখ থেকে ক্লান্তিসূচক একটা শিশ বেরিয়ে এল।

টাইন জিজ্ঞাসা করল, "শুনলে ব্যাটারা কেমন পুলিসের প্রতিরক্ষা চাইছিল? দুনিয়ার যত সব নৈরাজ্যবাদীর দল—আর কথা বলছে যেন কোনো মহিলা সমিতির মিটিং বসেছে!! ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল ওদের মতো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সামাজিক জীব পৃথিবীতে আর কখনো দেখা যায়নি। আমাদের স-্তা কি অপূর্ব জিনিস!" সংক্ষিপ্ত শ্লেষের সঙ্গে কথাগুলো সে শেষ করল।

মেনার্ড বলল, "ভুলভাল ফরাসী ভাষায় একটা লোক আমাকে

জিজ্ঞাসা করছিল এই ব্যবহারের জন্য চার বিচারকের নামে মামলা করা যায় কি না।"

ঠিক সেই মুহূর্তে 'লাল শতকে'র একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ফলমাথকে অন্যরকম একটা প্রশ্ন করছিলেন ; ততক্ষণে ফলমাথের মেজাজ বেশ খানিকটা খিঁচড়ে গিয়েছিল, তবু যতটা সৌজন্যের সঙ্গে সম্ভব প্রশ্নটার তিনি জবাব দিয়েছিলেন।

একটু রাগতভাবে ফলমাথ বলেছিলেন, "আপনারা মিটিং করে যেতে পারেন, যতক্ষণ না এমন কিছু উচ্চারণ করছেন যাতে শান্তি-ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, আপনারা গলা ফাটিয়ে রাজদ্রোহ নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি প্রচার করতে পারেন। আপনাদের ইংরেজ বন্ধুরাই বলে দেবেন কতখানি বাড়াবাড়ি করা যেতে পারে—এবং আমিই বলে দিচ্ছি বেশ খানিকটা বাড়াবাড়ি করতে পারেন—আপনারা রাজহত্যা সমর্থন করতে পারেন, যতক্ষণ না কোনো বিশেষ রাজার নাম করছেন ; আপনারা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারেন ; সেনা-বিভাগ ও গ্র্যাণ্ড ডিউকদের নিপাত যেতে বলতে পারেন ; মোট কথা আপনারা যা খুশি তাই করতে পারেন—কারণ আইন তাই বলে।"

প্রশ্নকর্তা অনেক কষ্টে কথাগুলো উচ্চারণ করে জানতে চাইল, "ঐ যে বললেন শান্তিভঙ্গ—সেটা কি ?

আরেকজন গোয়েন্দা তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে দিল।

সে রাত্রে ফ্রাঁসোয়া আর রুডলফ স্টার্ক বলে একজন—গ্রাৎসের মেয়েটিকে তার ব্লুম্স্‌বারির বাসায় পৌঁছে দিয়ে এল। পয়সাওয়ালা লোক বলে স্টার্কের খ্যাতি ছিল, তাছাড়া সে নাকি মেয়েদের খুব খুশি করতে পারত।

সে বলল, "তা হলে মনে হচ্ছে আমরা বলতে পারি 'রাজাদের মেরে ফেলা হক।' কিন্তু 'রাজাকে মেরে ফেলা হক!' বলতে পারি না ; তা ছাড়া আমরা সরকারের পতন প্রচার করতে পারি, কিন্তু যদি বলি, 'এসো, এই 'কাফে'তে ঢুকে—কি যেন বলে—ঐ

পাবলিক হাউসে ঢুকে মালিকের সঙ্গে অসভ্যতা করা যাক, তাহলে তাকে বলে 'শান্তিভঙ্গ করা'—ঠিক কি না?"

ফ্রাঁসোয়া বলল, "ঠিক তাই। ওটাই হল ইংরেজি নিয়ম।"

ওর সঙ্গী বলল, "পাগলের নিয়ম।"

ওরা মেয়েটির হোটেলের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল। পথে সে একটি কথাও বলেনি, ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে দু-এক কথায় উত্তর দিয়েছিল। আজ রাতের ঘটনার মধ্যে ও যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাচ্ছিল।

ওকে সংক্ষেপে গুড্-নাইট বলে ফ্রাঁসোয়া খানিকটা এগিয়ে গেল।

ঐ মেয়ের পাশে থাকা ক্রমে যেন স্টার্কের বিশেষ একটা অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার ওর পাতলা হাত দুখানি নিজের হাতে নিয়ে, স্টার্ক ওর মুখের দিকে চোখ নামিয়ে তাকাল।

নিচু গলায় বলল, "গুড-নাইট, ছোট ম্যারিয়ন, একদিন আমার ওপর তুমি আরেকটু দয়া করবে, দরজা থেকে ফিরিয়ে দেবে না।"

মেয়েটি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "কোনোদিনও তা হবে না।"

২ ॥ রাজাদের সমাবেশ ॥

চোদ্দই জানুয়ারি—শান্তির বছর—ঐ লণ্ডনেই অন্যরকম একটা সভাও বসেছিল। সে সভা যে 'লাল শতক'-এর অধিবেশনের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে বসেছিল, সেটার কোনো বিশেষ তাৎপর্য ছিল না।

'চার বিচারকে'র আবির্ভাবের রাতে যখন বড় বড় কালো-কালো শিরোনামা, রাশি রাশি ফটো আর ছবি নিয়ে মেগাফোন পত্রিকার

'মেক আপ' হচ্ছিল, তখন নিউম্যাটিক টিউব মারফৎ ছোট্ট একটা প্যারা কম্পোজিটরদের ঘরে পৌঁছল। মুদ্রক একবার হতাশভাবে ঘড়ির অপ্রতিরোধনীয় কাঁটার দিকে তাকাল, রাত বারোটা বেজে আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে, তারপর কাগজে হিজিবিজি করে লেখা কথা-কটির দিকে তাকিয়ে, কোনো মন্তব্য না করে কাগজটাকে হাফ-শার্টপরা নিউজ-এডিটরের হাতে দিয়ে দিল। কাগজের বাঁ কোণে একটিমাত্র জাদু-কথা লেখা ছিল 'যাবেই', অর্থাৎ 'এর জায়গা করবার জন্য কাগজ থেকে আর যাই বাদ দিতে হক না কেন, এটা যাবেই।'

ক্ষুব্ধভাবে নিউজ-এডিটর বললেন, " 'যাবেই' কেন ?" "ইতি-মধ্যেই মিড্‌লসেক্স স্ট্রীটের মিটিং-এর বিবৃতির জায়গা করবার জন্য যে-সব সামগ্রী বাদ দিতে হয়েছে তাই দিয়েই গ্যালি বোঝাই হয়ে রয়েছে। কিন্তু সম্পাদকের নিজের হাতে লেখা 'যাবেই' আদেশ নিয়ে তো আর প্রশ্ন তোলা যায় না; কাজেই কলমের নিচে এইরকম একটা বেশ নীরস ঘোষণা গুঁজে দেওয়া হল যে পরদিন ক্যানন স্ট্রীট হোটেলে হাইড্রলিক এঞ্জিনিয়ারদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসবে। একথা সত্যি যে সম্পাদক মহাশয়রা যতখানি ছাপতে ইচ্ছা বা সাহস করেন, অনেক সময়ই তার চাইতে ঢের বেশি জানেন। কখনো-সখনো নীতি রক্ষার জন্য এ-রকম করতে হয়, আবার কখনো বা সৌজন্যের কারণে কিছু-কিছু খবর চাপতে তাঁরা বাধ্য হন।

একবার সামনে আসন্ন যুদ্ধ, এমন সময় দেখা গেল যে-সমস্ত নতুন নিয়মে প্রস্তুত কামানে নৌ-বাহিনী সম্প্রতি সজ্জিত হয়েছে, সেগুলি একেবারে ভুল। তাই নিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া মানে সর্বনাশ। সে সময়ে লণ্ডনে এমন কোনো সম্পাদক ছিল না যে কথাটা না জানত—কিন্তু এমন কোনো কাগজও ছিল না, যাতে খবরটা ছাপা হল। কিছুদিন পরে দোষটার সংশোধন হল, যুদ্ধের মেঘ কেটে গেল, তখন যে-সমস্ত সংবাদপত্র এতদিন নিরুদ্বিগ্নভাবে অতলান্ত মহাসাগরে ঝঞ্চার নিম্নচাপের বিষয়ে আলোচনা করতে ব্যস্ত ছিল, তারা সকলে ফিরে দাঁড়িয়ে অনেক বিলম্বে সরকারের

কার্স্ট লর্ডদের তুলো ধুনে দিল। একটা সার্ভিস পত্রিকার একজন লেখক—সার্ভিস লেখকরা এক বর্গ ইঞ্চি জায়গায় যতখানি বাজে কথা ঠুসে দিতে পারে তেমন আর কেউ পারে না, এ-কথা নির্ভয়ে বলা যায়—সে যাই হক, ঐ লেখক গ্রেট ব্রিটেনের স্বদেশবিরোধী সংবাদপত্রগুলোকে দেশের দুর্বলতা প্রকাশ করে দেবার জন্য চুটিয়ে নিন্দা করেছিল। সে বেচারা তো আর জানত না যে তিনটি সুদীর্ঘ মাস ধরে, প্রত্যেক দিন একেকজন উদ্বিগ্ন সম্পাদক রাত দুটো অবধি জেগে বসে থাকত, কারণ কাগজের প্রথম কপিগুলিকে খুঁটিয়ে দেখতে হত, পাছে দৈবাৎ ভুলক্রমে 'কামান' শব্দের কোনো উল্লেখ ঢুকে পড়ে থাকে!

'মেগাফোন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল এবং ঐ যে আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে শেষ মুহূর্তে গুঁজে দেওয়া একটা অকিঞ্চিৎকর 'অবশ্য যাইবে' বিজ্ঞপ্তি বলে মনে হতে পারে, সেটি আসলে অনেক বুদ্ধি খাটানোর ফল। অনেক পাতা কপির কাগজ নষ্ট করে তবে ঐ সরল বিজ্ঞপ্তিটি রচিত হয়েছিল। তারপর যেই না ওটাকে কম্পোজিং রুমে পাঠিয়ে দেওয়া হল, সম্পাদক অমনি ঘন্টি টিপে মিঃ গ্যারেটকে ডেকে পাঠালেন। ঠিক সেই মুহূর্তে 'মেগাফোনে'র উজ্জ্বল তারকা চার্লস্ গ্যারেট প্রধান সহকারী সম্পাদকের কাছে, কাজ সম্বন্ধে তার মতামতগুলি ফলাও করে পেশ করছিল।

সে ঘরে পা দিতেই, মুখ তুলে তাকিয়ে সম্পাদক বললেন, "কি খবর, চার্লস্, তোমার জন্য খাসা এক কাজ রেখেছি।"

নিরুৎসাহভাবে চার্লস্ বলল, "তাই নাকি?"

সম্পাদক বললেন, "কাল ক্যানন স্ট্রীট হোটেলে হাইড্রলিক এঞ্জিনিয়ারদের এক সভা বসবে।"

দৈববাণীর সুরে চার্লস্ বলল, "দেখুন, জল হল এমন একটা জিনিস যা নিয়ে মনের মধ্যে এতটুকু আগ্রহের সঞ্চার করতে আমার বেজায় অসুবিধা হয়।"

সম্পাদক মানুষটির অনেক সহিষ্ণুতা, তিনি বললেন, "তা হলেও আমি চাই এই সভার কাজের ওপর দৃষ্টি রাখা হয়।"

সাংবাদিক ছোকরা বিরক্ত হয়ে বলল, "কার কাছে টিকিট পাব ?"

"টিকিট-ফিকিট নেইও, তা ছাড়া সাংবাদিকদের ঢুকতেও দেওয়া হবে না। ওরা সব কখন আসে কখন যায়, সেটুকু শুধু দেখে আসবে, এই আমি চাই।"

বিরসবদনে চার্লস্ জিজ্ঞাসা করল, "তা হলে লিখবটা কি ?"

সম্পাদক বললেন, "কিছু লিখতে-টিখতে হবে না।" শুনে চার্লস বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

পরদিন বিকেলের দিকে 'ল্যাম্ব ক্লাবে' ব্রিজ্ খেলতে বসে, কোনো মতেই সমর্থন করা যায় না এমন একটা 'নো-ট্রাম্প' খেলার মাঝখানে চার্লসের ঐ কাজটার কথা মনে পড়ে যাওয়াতে, তাড়াতাড়ি সে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল।

একটা ট্যাক্সি ওকে সেই হোটেলের বাইরে নামিয়ে দিলে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চার্লস দেখল তখনো পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

নিশ্চিন্ত হবার জন্য হোটেলের দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল এঞ্জিনিয়াররা কেউই তখনো এসে পৌঁছননি।

দরোয়ান আরো বলল, যে এর আগেও ওঁরা একবার এখানে মিটিং করেছিলেন, সেবার ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় সবাই একসঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কথাটার মধ্যে চার্লস কিঞ্চিৎ চিন্তার সামগ্রী পেল। তার কারণ নানা রকমের লোক ও নানান্ হালচাল দেখে সে অভ্যস্ত ছিল। ব্যবসা ও পেশা সংক্রান্ত সভা-সমিতির যত অদ্ভুত নিয়ম, সব তার জানা ছিল ; তার একটাও এ-রকম নয়। পৃথিবীতে শুধু একজাতের লোকই আছে, যারা কাঁটায়-কাঁটায় ঘড়ি ধরে নির্ধারিত স্থানে হাজির হয়। কাজেই নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট আগে যখন একটা

'ব্রুহাম' গাড়ি প্রথম 'হাইড্রলিক এঞ্জিনিয়ারকে নামিয়ে দিল, চার্লস একটুও আশ্চর্য হল না। সে দেখেই চিনতে পারল গাড়ি থেকে যে ভোঁদামতো ব্যক্তি অবতরণ করলেন, তিনি হাম্বুর্গ-আল্‌টোনার মহামান্য ডিউকের বিশ্বস্ত চেম্বারলেন ছাড়া আর কেউ নন্। তাতে চার্লস খুব বেশি বিস্মিত হল না। তারপর অবশ্য বিস্ময়কর তৎপরতার সঙ্গে একের-পর-এক মোটর, ব্রুহাম, ট্যাক্সি হোটেলের পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণে খটাখট শব্দে এসে উপস্থিত হল এবং চিন্তান্বিত সাংবাদিক লক্ষ্য করল একের-পর-এক এলেন মিঃ পালোভিচ্ (অধিনেতার সেক্রেটারি), কাউন্ট ম্যানিণ্টানি (স্যাভয়ের রাজার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি), সাণ্টো স্ট্রাটোর মার্কুইস (এস্‌করিয়েলের প্রিন্সের ব্যক্তিগত সচিব)। এ ছাড়া আরো কয়েকজন লোক তার চোখে পড়ল; সার্বোভিয়ার রাজহন্তা রাজার আর শক্তিবর্গের মধ্যে আদান-প্রদানে যে খুদে মানুষটা একটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, সেই লোকটা; সুল্‌তানের পিছনে অদৃশ্য শক্তির মতো যে-চশমা-পরা গ্রীক্ গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকত এবং যার সামনে একের পর এক প্রধান উজীররা সর্বনাশের ও মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছিলেন, সে।

বিড়বিড় করে চার্লস বলল, "হাইড্রলিক এঞ্জিনিয়ার না আরো কিছু। এ কি কাণ্ড রে বাবা!"

এরপর যখন স্যার গ্রেহাম লেনক্সলাভ দেখা দিলেন, চার্লস এক পা এগিয়ে গিয়েছিল। গাড়ির চালকের প্রাপ্য মেটাবার জন্য একজন সেক্রেটারিকে রেখে তিনি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন। গাড়ি থামার জন্য নিচু উঠোন থেকে হোটেলে যাবার সরু একটু বাঁধানো পথ, সেটুকু পার হবার সময় চার্লসের অনুযোগপূর্ণ চোখ স্যার গ্রেহামের নজরে পড়তেই, তিনি থেমে গেলেন।

সুমার্জিত মোলায়েম স্বরে বললেন, "এই যে, মিঃ গ্যারেট, তারপর মেগাফোনের বন্ধুরা সব আছে কেমন?" চার্লস লক্ষ্য করল কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে স্যার গ্রেহাম চকিতে একবার চারদিকে দৃষ্টিপাত করে নিলেন, সাংবাদিক সম্প্রদায়ের আর কাউকে দেখা

যাচ্ছে কি না এবং যখন আবিষ্কার করলেন যে ফ্লীট স্ট্রীটের একমাত্র প্রতিনিধি হচ্ছে চার্লস, তখন প্রকাশ্যভাবে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

চাপা গলায় চার্লস বলল, "এই কি হাইড্রলিক এঞ্জিনিয়ারদের মিটিং ? উঃ, কি বিষম প্রতারণা !!"

স্যার গ্রেহামের মুখ গম্ভীর হল।

সাংবাদিকের হাতের কনুই ধরে, হোটেলের লবিতে প্রবেশ করতে-করতে বললেন, "দেখ গ্যারেট, এ-সব কথা যদি কোনো পত্রিকাতে প্রকাশ পায়, তাহলে কিন্তু ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হবে।"

প্রফুল্লবদনে চার্লস বলল, "সে বিষয়ে চিন্তা করবেন না। আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই যে যাতে সেটা না হয়, আপনি তার সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কিন্তু আমার মনের শান্তির জন্য বলুন, স্যার গ্রেহাম, আসল ব্যাপারটা কি ?"

সুদর্শন 'একোয়েরি অফ দি হাউসহোল্ড' বিস্তারিতভাবে গোপন কথা পেশ করলেন, "ব্যাপার কিছুই না, টারিফ আর নৌ-বিভাগের কতকগুলো প্রাপ্যের ব্যাপার আমরা একটু লোকচক্ষুর অন্তরালে মেটাতে চাইছিলাম।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাংবাদিক বলল, "ও, তা হলে এই ব্যাপার বুঝি। আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে মনে কিছু করবেন না।"

চার্লস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে-বলতে একোয়েরি মশায় গালচে-মোড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। তারপর আস্তে-আস্তে ফিরে সে ক্যানন স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলল।

খুব কম লোকই চার্লসের মতো ইয়োরোপ মহাদেশটাকে চিনত। সব রাজসভার আর চান্সেলরির যত রাজ্যের গুজব আর কেচ্ছা তার মোটামুটি জানা ছিল। যথা, মৌরাকে কেন তার-বিভাগের মন্ত্রীত্বের পদ দেবার প্রস্তাব হয়েছিল এবং কেন তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; কাসারাগুকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে

রাজমাতার কি ভূমিকা ছিল ; ত্রেচি কেন চিনির শুল্ক উঠিয়ে দিল। এখানে বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সরকারী ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে চার্লস এতখানি ওয়াকিবহাল ছিল সে যে ভালো করেই জানত টারিফ মেলাবার ইচ্ছা হলে দেশগুলো কিছু এ-ধরনের সভা-সদ্‌দের ডাকে না।

মিটিং ভাঙা অবধি চার্লস অপেক্ষা করেনি, সোজা মেগাফোন অফিসে ফিরে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে সম্পাদক-মশাই একা বসে আছেন।

চার্লস গিয়ে তাঁর প্রকাণ্ড ডেস্কের সামনে নীরবে দাঁড়াতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হল ?"

চার্লস বিড়বিড় করে বলল, "হাইড্রলিক এঞ্জিনিয়ার !! হুঁঃ !!"

"তবে কি ?"

চার্লস বলল, "রাজাদের সভা। মাথায় চুনী বসানো মুকুট আর মখমলের জাব্বাজোবা পরে, জুড়িগাড়ি চেপে এলেই পারত ! বার্গাণ্ডির ফিলিপের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত, উদ্ভট সমাবেশ আর দেখা যায়নি।"

সম্পাদকমশাই নিশ্চিন্ত সুরে বললেন, "তার জন্ত কোনো ভাবনা নেই। রাজারা নির্বিঘ্নে সভা করুন, তুমি শুধু বন্ধুভাবে একটু চোখ রেখো, ব্যস্, আর কিছু না।"

মেগাফোন হাউসের প্রতিধ্বনি মুখরিত দালান পেরিয়ে যেতে-যেতে চার্লস একটা জনপ্রিয় ব্যঙ্গসঙ্গীত গাইতে লাগল। গানটার কোরাস হল :—

মেগাফোনের অনুমতিক্রমে
মেগাফোনের অনুমতিক্রমে
বসন্ত গেলে গ্রীষ্ম জমে,
জগৎ ঘোরে পুবে, দমে,
মেগাফোনের অনুমতিক্রমে

এদিকে হোটেলের পাবলিক কোম্পানির ডিরেক্টরদের ঐতিহ্য-মণ্ডিত সভাঘরে, যেখানে কত সময় খিটখিটে অংশীদারদের সঙ্গে চালবাজ প্রমোটাররা মুখোমুখি যুদ্ধ করেছে, রাজাদের সভার সদস্যরা মন্ত্রণায় বসেছিলেন। মস্ত একটা গোলটেবিল ঘিরে তাঁরা বসেছিলেন, সভাপতিত্ব করছিলেন শহুরে কায়দাদুরস্ত সাণ্টোস্টাটো। ঘরের তিনটি দরজা দিয়ে, হয় সোজা, নয় ছোট একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে হলঘরে বেরিয়ে যাওয়া যেত। প্রত্যেক দরজায় একজন সতর্ক সেক্রেটারি পাহারা দিচ্ছিল।

মার্কুইস ফরাসী ভাষায় বললেন, "মহামান্য বন্ধুগণ, এই সভার উদ্দেশ্যটা আমার বুঝিয়ে বলা উচিত। আমরা কোনো লিখিত নিয়মাবলী বা অনুমতিপত্র ছাড়াই ইয়োরোপের শাসকগোষ্ঠির বিশেষ কয়েকটি সামাজিক অবস্থা পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি। এই সমাবেশ যে একেবারে বেসরকারী সে-কথা যত জোরালো ভাষাতেই প্রকাশ করি না কেন, তবু অত্যুক্তি হবে না। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে আপনারা কেউ আজকের আলোচনাদির বিষয়ে নোট লিখবেন না এবং এই মন্ত্রণাসভার কোনো লিখিত স্মারকলিপি রাখবেন না।"

মৃদু গুঞ্জনে সভাস্থ সকলে সমর্থন জানালেন! টেবিলের যেদিকে সভাপতি দৃষ্টিপাত করলেন, সেখানে টেবিলের ওপর দু হাত আলতোভাবে জড়ো করে এবং বক্তার মুখের ওপর চিন্তাকুল গভীর দৃষ্টি স্থাপন করে, অদ্ভুত ফ্যাকাশে মুখে একজন যুবক বসেছিলেন।

সভাপতি বলে চললেন, "এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার আমন্ত্রণ জানিয়ে মহামান্য সভ্যগণ আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু 'হিজ হাইনেস্' এই পদ গ্রহণ করলে আরো উপযুক্ত হত।" এই বলে তিনি সেই যুবকটির দিকে ফিরে মাথা নোয়ালেন, তারপর বললেন, "তিনি নিজেই যে এই পদের জন্য আমার নাম প্রস্তাব করেছেন, এ-কথা জেনে আমি দ্বিগুণ সম্মানিত বোধ করছি।"

যুবক প্রতি-নমস্কার জানালেন।

শিষ্টাচার রক্ষা করে, ভদ্রলোক মিটিং-এর আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করলেন।

অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি আবার বলতে লাগলেন, "যে-সব দলের প্রকাশ্য উদ্দেশ্যই হল, রাজকার্য চালাবার সম্মান ও দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য ভগবান যে মহামান্য শাসকদের আহ্বান করেছেন, তাঁদের নির্মূল করা, সেই সব দলের দৃষ্টিভঙ্গীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা আমাদের এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য।"

রাজপদের দায়িত্ব সম্পর্কে এবং যারা সমাজের ওপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে রাজাদের হত্যা করতে চায় তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে, সভাপতি আরো বললেন, "তবু এক রাজার মৃত্যু মানে আরেক রাজার জন্ম; কাজেই তাঁর হত্যাকাণ্ড একটা নিষ্ঠুর স্বৈরাচারমাত্র।

মহামান্য সভ্যগণ, নৈরাজ্যবাদ এবার নিয়মবদ্ধ হচ্ছে,—যদি এমন উল্টো কথা বলা যায়—কিছুদিন নির্বিচারে যথেচ্ছ হত্যাকাণ্ডের পর আসবে পরিকল্পিত অত্যাচারের পর্যায়। নানান্ সূত্র থেকে আমরা যতটুকু খবর পেয়েছি, তাতে এই কথাই মনে হয়। এখন আমাদের কর্তব্য হল এমন এক উপায় উদ্ভাবন করে নিজেদের সরকারের কাছে উপস্থাপিত করা, যার সাহায্যে আমরা যাঁদের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং অনুচর, তাঁদের যথোপযোগী প্রতি ক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে।"

মার্কুইস্ থামতেই, সেই যুবকের ওপর তাঁর চোখ পড়ল। তিনি ধীরে-ধীরে বলে যেতে লাগলেন, "ইয়োর হাইনেস্, আপনাকে আমরা উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছি কারণ আমরা জানি ঐসব লোকদের অনুভূতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তাছাড়া সকলেই জানে যে ইয়োরোপের অন্যান্য ক্ষমতাশীল রাজবংশের সঙ্গে আপনার মতের মিল নেই, তাই আমাদের মনে হয়েছে যে. যেখানে কোনো প্রতিকারের উপায় আমরা দেখতে

পাচ্ছি না, সেখানে আপনি হয়তো আপনার গভীরতর অভিজ্ঞতা থেকে একটা পন্থা বলে দিতে পারবেন।'

তরুণ প্রিন্সের মুখের ওপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল; তিনি কথা বলতে শুরু করতেই উদ্‌গ্রীব হয়ে সবাই শুনতে লাগল।

সহজভাবে তিনি বললেন, "দুঃখের বিষয়, ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনি আমাকে যে-সব মতামত ও অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে ভূষিত করলেন, সেগুলিতে আমার কোনো অধিকার নেই।

যে-সব লোকদের কথা আপনি উল্লেখ করলেন, তাদের সম্পর্কে আমিও আপনার সঙ্গে একমত। তারা সব দুষ্কর্মকারী; তার চাইতেও খারাপ হল যে তারা সব মূঢ়। আমার মতামতগুলি উন্নত হক বা তার উল্টো হক,—আপনারা যে যেমন মনে করেন—সেগুলির মূলে আছে একটা বংশগত ন্যায়-পিপাসা, তা সেটাকে দোষই বলুন আর গুণই বলুন।"

যুবকের বিখ্যাত পূর্বপুরুষের কথা স্মরণ করে, উপস্থিত সকলেই নীরবে তাঁর বক্তব্যের অনুমোদন করলেন।

যুবক বলে চললেন, "কিন্তু আপনারা যতই না আইন প্রণয়ন করুন; আজকের এই অভিজাত সম্মেলনে যতই না সুচিন্তিত পরিকল্পনার কথা বলা হক, দুর্বৃত্তের গুলি কিম্বা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য প্রতিহিংসার হাত কেউই রোধ করতে পারবেন না।"

শান্তভাবে তিনি আরো বললেন, "একমাত্র ভগবান মানুষের মনের কথা জানতে পারেন, শুধু তিনিই মানুষের মনের মধ্যে কখন কি মৎলবের উদয় হয়, আগে থেকেই বুঝতে পারেন। যে উন্মাদের অহরহ একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা হল যে অবাস্তব অন্যায়ের কোনো একজন প্রতীক্‌কে হত্যা করতে হবে, সেই বিদ্বেষপূর্ণ সঙ্কল্পকে রোধ করার সাধ্য কোনো আইনের নেই, তা সে যতই না অনমনীয় নির্মম হক।"

কথা বলতে-বলতে যুবকের চোখ একজন শ্রোতার মুখ থেকে আরেকজনের মুখের দিকে ফিরছিল। তিনি আরেকটা জিনিসও

খুঁজছিলেন। জানলার সামনে ঝোলানো একটা ভারি পরদা একটু তুলে উঠল, সেটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। বাইরে একটা নিচু পাঁচিল ছিল, তার ওপর দিয়ে কেউ হামাগুড়ি দিয়ে এগুলে, নিচের রাস্তার ক্রমঘনায়মান অন্ধকার থেকে তাকে দেখতে পাওয়া সম্ভব ছিল না। কথা বলতে-বলতে আরেকবার জানলার দিকে তাকিয়ে বক্তা বেশ সন্তুষ্ট হলেন।

তিনি বলে যেতে লাগলেন, "কাজেকাজেই, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হন না কেন, পরিস্থিতির এতটুকু পরিবর্তন হবে না। যতদিন খ্যাপা মানুষরা একটা কাল্পনিক আদর্শের জন্য তাদের প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকবে, ততদিন আমার জ্ঞাতিরা, আপনাদের প্রভুরা, আততায়ীর ছায়ার তলায় বাস করবেন।

যুবকের কথা শেষ হতেই প্যালোভিচ্ই প্রথম লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর চারকোণা চোয়াল, কোটরগত চোখ, ছোট করে ছাটা খোঁচা-খোঁচা চুল। দুই দুইবার প্রাণপ্রিয় প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে ইনি তাঁকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, দুই দুইবার একেবারে পায়ের কাছে ধূমায়িত বোমার বিস্ফোরণের বিকট কর্ণভেদী শব্দ শুনেছিলেন।

প্রকাণ্ড হাত দিয়ে সজোরে টেবিল চাপড়ে, তিনি ঝড়ের মতো ফেটে পড়লেন, "ভগবানের দিব্যি, সম্মানিত ভদ্রমহোদয়গণ! দর্শন কিম্বা নীতির বুলি আওড়াতে আমি এখানে আসিনি। বর্বরদের বর্বরতা বন্ধ করবার জন্য, বিধানের জন্য, বিচারের জন্য, আমি বর্বরতাতেই ফিরে যেতে চাই। আমি আরেকটা জার পিটারের জন্য ক্ষুধিত! এমন একটা লোকের জন্য ক্ষুধিত যে এই পশুদের অন্তর আতঙ্কে, ভয়ে, বিহ্বল করে দেবে। আমি লোহার শিকল আর ফাঁসিকাঠ আর চক্রের জন্য ক্ষুধিত!"

হাতের মুঠি মাথার ওপরে তোলা, রগের শিরা দড়ির মতো ফোলা, ওঁর কথাগুলো কোনো ভীষণ প্রার্থনার মতো শোনাল।

তাঁর এই বিস্ফোরণ সকলে একেবারে নীরব হয়ে শুনলেন, কথা শেষ হলে অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসলেন।

তারপর সভাপতি কথা বললেন।

নিচু গলায়, একটু বিহ্বল হয়ে, তিনি বললেন, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমাদের সমস্যাগুলো যে কত কঠিন, আপনার কথায় সেটা আরো প্রকট হয়ে উঠেছে—আমাদের চারদিকে মানবতার বেড়া। নিজেদের অন্তরের পাশবিক প্রবৃত্তিগুলোকে যতই আমরা দমন করতে পেরেছি, ততই উন্নতিলাভ করেছি, জ্ঞানালোকের বিস্তার হয়েছে। মানসিক বৃত্তির উন্নতির জন্য আমরা এই দাম দিয়েছি—এখন আর সেই তামসিকতায় ফিরে যাওয়া যায় না। না! আজ আমাদের জীবন যে-স্তরে উন্নীত হয়েছে, যে-সভ্যতা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি, তার কথা ভেবে তবু বলি যে নৈরাজ্যবাদের শত পাশবিকতাও জার পিটারের নিগ্রহকক্ষ ফিরিয়ে আনার যথেষ্ট কারণ হতে পারে না।"

প্যালোভিচ ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন, শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, "তা হলে নৈরাজ্য অবাধে চলুক, এই পৃথিবী আর তার সব রাষ্ট্রশক্তিগুলো এই নতুন প্রশাসনের কাছে মাথা নত করুক। আতঙ্ক এসে শাসকদের শাসন করুক, অনিয়ম এসে নিয়মের ওপর প্রভুত্ব করুক। তবে কি কোনো কাজের মধ্যে দিয়ে এর প্রতিকার হতে পারে না?"

"পারে।"

সভার সদস্যদের কণ্ঠের সঙ্গে এই নতুন কণ্ঠ এমন ভাবে মিলে গিয়েছিল যে সকলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কে কথা বলল।

ধাঁধায় পড়ে সভাপতি বললেন, "কে কথা বলল?"

"আমি বললাম।"

এবার তাকে দেখা গেল, কিন্তু এই সভার সদস্যদের এমনি আত্ম-সংযম যে কেউ এতটুকু নড়ল না।

লোকটা টেবিল আর জানলার মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল। গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত একটা লম্বা, কালোমতো, আঁটো কোট দিয়ে ঢাকা। একটা চওড়া কাণার কালো বনাতের টুপি দিয়ে মাথা ঢাকা, কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত সমস্ত মুখটা কালো মুখোশ দিয়ে ঢাকা।

লোকটি সহজ ভঙ্গীতে অপেক্ষা করে রইল। ওর দস্তানা-পরা হাতদুটি যে খালি, সেটুকু সবাই দেখতে পাচ্ছিল।

কর্কশকণ্ঠে সভাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে আপনি? এখানে কি দরকার আপনার?"

মুখোশ-পরা মূর্তি সামান্য একটু মাথা নুইয়ে বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমি যে কে সেটা আপনারই সবচেয়ে ভালো করে জানা উচিত। পাঁচ বছর আগে যখন একজন রাজনৈতিক পাগল আপনার প্রাণ নেবার চেষ্টা করেছিল, তখন আমিই আপনাকে তার বিভ্রান্ত দৃষ্টি থেকে বাঁচাবার সম্মান লাভ করেছিলাম।" "ওঁ!"

"মনে পড়েছে তো? তা হলে এ-ও নিশ্চয় আপনার মনে আছে যে ঐ ঘটনার পর রাজনৈতিক অপরাধীদের মার্জনা করে একটা আইন প্রবর্তনে আপনাকে রাজি করাতে—নিদেন যাঁরা করবেন তাঁদের প্রভাবিত করতে—আমি সচেষ্ট হয়েছিলাম।"

টেবিলের ওপর দেহের ভর দিয়ে, লোকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে সভাপতি অভিযোগ করলেন, "তুমি—তুমি চার বিচারকের একজন।"

লোকটি পুনরায় সশ্রদ্ধভাবে মাথা নোয়াল।

"তুমি কি চাও?"

"কিছুই না।"

"তবে কেন এসেছ?"

মুখোশ-পরা লোকটি নিশ্চিন্তভাবে বলল, "আমি কিছু দিতে এসেছি। সেজন্য অবশ্য কোনো কৃতজ্ঞতা আশা করছি না। আমি আপনাদের সমিতির কাজ করতে চাই।"

মাত্র এক মুহূর্তের জন্য সভাপতি বাক্যহত হয়ে রইলেন। তার পর বলে উঠলেন, "তুমি কাজ করবে!"

"আমি আর আমার তিন বন্ধু।"

"কিন্তু তোমরা—?"

"আমরা নৈরাজ্য নির্মূল করে দেব। আর কিছু না। আমাকে যে আইনের আওতা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, সে-কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। মামুলী সন্দেহের কথা মুলতবী রাখা আরো ভালো। ডজনখানেক রাজ্যে আমার প্রাণদণ্ড হয়ে গেছে, আমার হাতে অনেক লোকের রক্ত লেগে আছে।"

এমন সরলভাবে কথাগুলো সে বলে গেল যে কেউ একবারও বাধা দিল না।

"আমি হত্যা করেছি—ন্যায় রক্ষার জন্য। যে-সব দুষ্কৃতকারীদের আইন রেহাই দিয়েছে—আমি তাদের সাজা দিয়েছি। আপনাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে না বলবে যে জ্যাক এল্‌ম্যানের মরাই উচিত ছিল, কিম্বা ভেস্পার নামের সেই মেয়ের, কিম্বা ট্রেলোভিচের—।"

মুখোশের সরু ছ্যাঁদা দিয়ে তার চকচকে চোখের দৃষ্টি ছিল প্যালোভিচের ওপর। প্যালোভিচ বললেন, "ট্রেলোভিচ একটা কুত্তা, রাজহন্তা; ঐ অপরাধ থেকে আমি আপনাকে অব্যাহতি দিলাম, মশায়।"

আবার অচেনা লোকটি মাথা নোয়াল।

আবার সে বলতে লাগল, "ন্যায়ের জন্য হত্যা করেছি, বিদ্বেষের জন্য নয়, উন্মত্ত ক্রোধের জন্যেও নয়। আমার সঙ্গীদের হয়েও এ-কথা বলছি।"

"আর এখন?"

মুখোশ-পরা লোকটি বলল, "এখন সব চাইতে প্রচণ্ড এক শক্তির উত্থান হয়েছে। জঘন্য একটা ক্ষমতাকে জঘন্যভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। তাকে বিনষ্ট করাই আমাদের সঙ্কল্প।"

মনে হচ্ছিল যেন ঐ টেবিল ঘিরে যারা বসেছিল, তারা সকলেই বক্তার অদ্ভুত চরিত্রের কথা ভুলে গেছে। তাদের যতদূর জানা ছিল, এমন কি সে নিজের মুখেই স্বীকার করেছিল যে সে মানুষ মেরেছে।

"আতঙ্ক দিয়ে আতঙ্কের সঙ্গে আমরা লড়ব—নিপীড়ন দিয়ে নিপীড়নের সঙ্গে। ওদের হিংসার পাত্রদের মনে ওরা যে ভীতির সৃষ্টি করে, ওদের মনে আমরাও তাই করব। আপনাদেরই মতো ওরা মানুষ বই তো নয়। ওদের মধ্যেও বিপদ সম্পর্কে সেই একই সতর্কতা, মৃত্যু সম্বন্ধে সেই একই ভয়।"

লোকটি একটু থামল, তারপর সরলভাবে আবার বলল, "এই-টুকুই বলতে চাই।"

প্যালোভিচ ঝোঁকের মাথায় কাজ করত, প্রচণ্ড তার মনের জোর, অন্য লোকে কি বলল না বলল তাতে তার কিছুই এসে যেত না। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সে মুখোশ-পরা লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"তুমি এ-সব করবে?"

শান্তভাবে লোকটি বলল, "আমরা করব।"

"তাহলে আমিও তোমাদের দলে।"

এই অবধি বলেছে এমন সময় বাইরের উঠোনে একটা চোখ-ঝলসানো আলোর ঝলক দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে কান-ফাটানো বিস্ফোরণের শব্দে ঘর কেঁপে উঠল, জানলার কাচ ভেঙে পড়ল।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় মুখোশ-পরা লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরল।

বাইরে থেকে শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ বেদনার্ত চিৎকার আর লণ্ডনের জনতার অবর্ণনীয় গর্জন।

ফ্যাকাশে মুখে সোজা হয়ে সাণ্টোস্ত্রাটো দাঁড়িয়ে ছিলেন, এক টুকরো ভাঙা কাচ উড়ে এসে তাঁর রগে লাগাতে ক্ষীণ একটা রক্ত-স্রোতে কানের পাশের পাকা চুলগুলোকে রাঙিয়ে দিচ্ছিল। ভাঙা-গলায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি হল?"

মুখোশ-পরা লোকটি তাড়াতাড়ি ভাঙা জানলার কাছে গিয়ে, নির্লিপ্তকণ্ঠে বলল, "ঐ যে ওরা শুরু করে দিল। মহাশয়, আপনাদের বৈঠকের গোপনীয়তা দেখছি রক্ষা হয়নি।"

"কি করে জানব যে তুমি নিজেই..."

"এ কাজটি করনি ?—" মুখোশ-পরা লোকটি নিজেই তাঁর কথা শেষ করে দিল, "আমি না আর কেউ সে-কথা একটু পরেই টের পাবেন।"

সজোরে দরজাটাকে ধাক্কা দিয়ে খুলে বিবর্ণমুখে সেক্রেটারিদের একজন হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে ভগ্নকণ্ঠে বলল, "মাননীয় মহাশয়রা একটা হিংসাত্মক কাণ্ড হয়ে গেল। আপনাদের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া একটা বোমা—উঃ!" ঘাবড়ে গিয়ে লোকটি হাত ঝাড়তে লাগল।

খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল হোটেলের ভয়-বিহ্বল ভৃত্যের দল উদ্দেশ্যহীন ভাবে দালানের এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করছে।

মুখোশ-পরা লোকটি বলল, "আপনাদের অনুমতি নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি।" এই বলে সে দরজার দিকে এগুল; সকলেই দেখতে পেল মুখোশ খুলবার উদ্দেশ্যে লোকটা মুখের দিকে একবার হাত তুলল। ততক্ষণে সে দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, তারপর কেউ কিছু বুঝবার আগেই সে বেরিয়ে গেল।

সভাপতি চেঁচিয়ে উঠলেন, "লোকটাকে ধর!" কিন্তু তরুণ হ্যাপস্‌বার্গ প্রিন্স তাঁর হাত চেপে বাধা দিলেন। আদেশের সুরে, দ্রুতভাবে তিনি বললেন, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, পরিস্থিতিটাকে মেনেই নেওয়া যাক। ও-ই যে এই হিংসাত্মক কাণ্ডের জন্য দায়ী এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। তার চাইতে বরং সভা মুলতুবি রেখে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা দেখাই যাক না কেন।"

পুলিসের দল উঠোন থেকে ভিড় সরিয়ে দিচ্ছিল, সদস্যদের আগে আগে তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। একজন ইন্সপেক্টর ঐ সমিতির এই ইংরেজ সদস্যটিকে দেখেই চিনতে পারল; স্যালিউট করে সে বলল,

"মস্ত বড় বিস্ফোরক, স্যার। দুই বেচারার প্রাণ গেছে, হোটেলের খানিকটা চুরমার হয়েছে।"

"লোকটাকে কি ওরা ধরতে পেরেছে?"

ইন্সপেক্টর উত্তর দেবার আগেই ভিড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। একদল পুলিসের লোক একটা ন্যাতার মতো পোঁটলা নিয়ে টলতে-টলতে এগিয়ে এল। দলের সঙ্গে যে সার্জেণ্ট ছিল, সে তাড়াতাড়ি এসে রুদ্ধশ্বাসে বলল, "মনে হয় এই লোকটাই কুকর্মটি করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না—হ্যাঁ, মরে গেছে; সঙ্গে এই থলিটা ছিল, এতে আরেকটা বোমা রয়েছে; থলিটা ওর পাশেই পড়ে ছিল।"

শানের ওপর মৃতদেহটা নামানো হল। প্রিন্স বললেন, "ল্যাটিন জাতীয় দেখছি। স্পেনের কিম্বা ইটালির লোক। মরল কি করে? গায়ে তো একটা আঁচড়ও নেই।"

সার্জেণ্ট নিচু হয়ে কোটটা একটু সরিয়ে দিল। হৃৎপিণ্ডের ঠিক ওপরে একটা স্টিলেটো ছোরার বাঁট দেখা গেল। ইন্সপেক্টরের চোখে পড়ল তাতে একটা চিরকুট বাঁধা। এগিয়ে গিয়ে সে চিরকুটটা পড়ল। তাতে লেখা ছিল: "এই লোকটি বোমা ছুঁড়েছিল তাই আমরা ওকে হত্যা করলাম।" নিচে সই ছিল—"চার বিচারক।"

মেগাফোন পত্রিকার ভাবখানা এমন যেন সেই হল এই অদ্ভুত সংগঠনের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, তাই দেখে গ্রেট ব্রিটেনের সংবাদপত্র মহল মহাবিরক্ত।

মেগাফোনের এতটা বাড়াবাড়ি যে 'চার বিচারক'কে কোনো সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া উচিত কিনা তাই নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। জগৎ জুড়ে যে ব্যবস্থাকে সকলে জীবাণু দিয়ে জীবাণু নির্মূল করার নীতি বলে জানে, মেগাফোন এইভাবে তারই অবতারণা করেছিল। সেই নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের দেহে যদি হলুদ-জ্বরের সংক্রমণ হয়, তাহলে ঐ দেহে হামের বীজাণু

অনুপ্রবিষ্ট করা যেতে পারে, যাতে এক জাতের জীবাণু অপরটির কুফল থেকে দেহকে রক্ষা করতে পারে।

সূক্ষ্ম শ্লেষের সঙ্গে 'টেলিফোন' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, "অর্থাৎ কিনা আমাদের এই সর্বনেশে সমকালীন পত্রিকা বলতে চান যে কোনো মানসিক ব্যাধির বিশেষজ্ঞের কাছে যদি একজন অ্যাপেণ্ডি-সাইটিস রুগী আসে, ঐ রোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ চিকিৎসক আর কিছু না করে শুধু যদি রুগীকে পাগল করে দিতে পারেন, তবেই রুগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।"

বলা বাহুল্য 'মেগাফোন'কে ব্যঙ্গ করে কোনো ফল পাওয়া যেত না। নিজেই যখন সে নিজের কথাতে কোনো গুরুত্ব দিত না, তখন সে যে পত্রবহুল প্রতিদ্বন্দ্বীর কথায় বিশেষ কর্ণপাত করবে এমন আশা করা যেত না।

সম্পাদক মহাশয় ব্যাকুলভাবে বলেছিলেন, "আমি যেটা চাই, সেটা হল ঐ চারজনের কাছ থেকে এক ধরনের সরকারী প্রপাগ্যাণ্ডা— একটা অনুপ্রাণিত বিজ্ঞপ্তির মতো কিছু, যা আমরা ছয় কলম ধরে ফলাও করে ছাপতে পারি—ঐরকম একটা-কিছু করতে পারলে, তাই দেখে 'টেলিফোনে'র চোখ ট্যারা হয়ে যাবে!"

চার্লস্ গ্যারেট তার টুপিটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে, যেন কতই না অন্যমনস্কভাবে ঘরের আলোর দিকে তাকিয়ে, নাক দিয়ে একটা ফোঁস্ শব্দ করল।

সম্পাদক চিন্তান্বিতভাবে ওর দিকে তাকালেন। "তেমন চালাক-চতুর কেউ হলে, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করত।"

চার্লস কোনো উত্তর দিল না।

চতুরভাবে সম্পাদক বলে চললেন, "কাজটা সম্ভব—তেমন লোক হলে ঠিক করে নিত। মনে করে দেখ, হিজ সিরীন হাইনেসের ব্যাপারে তুমি কি না করেছিলে।"

চার্লস বলল, "হুঁ।" কিন্তু তার ভাবটা যেন নিরুৎসাহ। সম্পাদক বললেন,

"যখন লণ্ডন আর প্যারিসের অর্ধেক গোয়েন্দা লোকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু সে যে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিল তার এতটুকু হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না, তুমিই না তখন কতকগুলো তথ্যের সঙ্গে কতকগুলো ধারণা জুড়ে দিয়ে ঈলিং-এ গিয়ে তাকে কোণ-ঠাসা করেছিলে।"

তাঁর ভুল শুধরে দিয়ে চার্লস বলল, "ব্যাল্‌হামে।" চৌকোস সম্পাদকমশাই বললেন, "ঠিক, ঠিক, ব্যাল্‌হামই বটে—এখন দেখছি—" চার্লস চোখ নামিয়ে কড়াদৃষ্টিতে তার চীফের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "প্রাণ গেলেও না; এ হল অন্য ব্যাপার। এক জার্মান প্রিন্স বিয়ে করল এক পেশাদার নাচিয়ে গাইয়ে মেয়েকে, তার সঙ্গে তেড়িবেড়ি করা, আর এক দল ভদ্রলোক যারা দুহাতে সাত রকম অপঘাতে-মৃত্যু বিলোয়, তাদের সঙ্গে তেড়িবেড়ি করা, মোটেই এক জিনিস নয়।"

সম্পাদক যেন নিজের মনেই বললেন, "তোমাকে যদি না চিনতাম, তাহলে ভাবতাম বুঝি ভয় পেয়েছ।"

নির্লজ্জের মতো চার্লস বলল, "পেয়েছিই তো।" বিমর্ষভাবে সম্পাদক বললেন, "আরো কম-বয়সী কোনো রিপোর্টারকে এ কাজটাতে লাগাতে চাই না। সেটা তোমার পক্ষে খারাপ দেখাবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পারছি শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে।"

উৎসাহিত হয়ে চার্লস বলল, "সেই ভালো, তাই করুন আর চাঁদার খাতায় আমার নাম লিখে রাখুন, মৃতকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তো ফুল পাঠাতে হবে।"

এর কিছুক্ষণ পরে ঐ সাংবাদিক যখন সম্পাদকের আপিস থেকে বেরিয়ে এল, তার ঠোঁটের কোণে মৃদু একটি হাসি লেগে ছিল আর তার হৃদয়ের গভীরতম *গোপনতম কন্দরে ছিল একটিমাত্র স্থির* সঙ্কল্প।

চার্লসের স্বভাবটাই ছিল ঐ রকম, প্রথমে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে

কোনো কাজের ভার নিতে অস্বীকার করবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে, তারপর যে-কাজে প্রকাশ্যে তার এত আপত্তি দেখা গিয়েছিল, যেচে ঠিক সেই কাজের দায়িত্বই ঘাড়ে নিত। হয়তো চার্লস নিজেকে যতটা ভালো করে চিনত, মালিকও ঠিক ততটা ভালো করেই চিনতেন, কারণ চার্লস যখন শেষ একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে, গট-গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তার ঠোঁটের ক্ষীণ হাসিটির প্রতিবিম্ব দেখা গেল সম্পাদকের মুখেও।

ঘর থেকে বেরিয়ে সামনেই পড়ে ফ্লীট স্ট্রীট। ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে, চার্লস দেখতে লাগল যানবাহনের প্রবল স্রোত কেমন সরু রাস্তাটার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাওয়া-আসা করছে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে সে কি যেন ভাবল, তারপর একজন ট্যাক্সি-চালক আশান্বিতভাবে তাকাতেই, মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানাল।

চালক জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাবেন, স্যার?" অন্য-মনস্কভাবে চার্লস বলল, "এ্যা, কি বললে?" তারপরেই বলল, "স্ট্যানম্যারিনোর ওখানে।" কিন্তু সেই বিখ্যাত রেস্তোরাতে পৌছবার আগেই তার মত বদলে গেল। জানলা দিয়ে চেঁচিয়ে অন্য রকম ফরমায়েশ করল।—"ওয়ালওয়ার্থে ৩৭ নম্বর প্রেস্‌লি স্ট্রীটে চল। 'ব্লু বব্' ঘুরে, বাঁ হাতের দ্বিতীয় মোড়।"

ওয়াটারলু ব্রিজ্ পার হবার সময় মনে হল ট্যাক্সিতে গেলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, কাজেই ওয়াটারলু রোডের অর্ধেকটা গিয়ে, আবার এক নতুন ফরমায়েশ দিল। পরে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বাকি পথটুকু চার্লস হেঁটেই গেল।

প্রেস্‌লি স্ট্রীট আভিজাত্যের দাবি রাখত; তার প্রমাণস্বরূপ বাড়ির জানলার সামনে সব কাঠের বাক্স ঝোলানো ছিল, তাতে গ্রীষ্মকালে জেরেনিয়ম আর ফুসিয়া ফুল বাহার দিত। জানলায় সাদা পরদা ঝুলত, সেগুলো প্রতি সপ্তাহে বদলানো হত—সাধারণতঃ কি শনিবার সকালে—পাথর বাঁধানো-প্রবেশ পথ, অন্ততঃ তিনটি

করে পিতলের নামের প্লেট, তাছাড়া চিমনি-সাফের প্লেটও একটা ছিল এক কোণে, সেটার উদ্দেশ্য অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক।

৩৭ নম্বরের দরজায় চার্লস টোকা দিয়ে একটুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর, ভিতর থেকে দৃঢ় পদশব্দ শুনতে পেল, তারপর দরজার অর্ধেকটা খুলে গেল।

ভিতরের দালান অন্ধকার, তারি মধ্যে অস্পষ্টভাবে চার্লস দেখল একজন গাঁট্টাগোঁট্টা লোক নীরবে অপেক্ষা করছে।

চার্লস জিজ্ঞাসা করল, "মিঃ লং নাকি ?"

লোকটি সংক্ষেপে বলল, "হ্যাঁ।"

চার্লস হেসে উঠতেই লোকটা ওকে চিনতে পেরে, দরজাটা আরেকটু ফাঁক করল।

অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "মিঃ গ্যারেট নয় নিশ্চয় ?"

চার্লস বলল, "আমিই বৈকি।" বলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

গৃহস্বামী দাঁড়িয়ে দরজাটাকে বন্ধ করল, চার্লস ভালো করে তেল লাগানো তালা বন্ধ হবার আর শিকল পড়ার শব্দ শুনতে পেল।

মাপ চেয়ে লোকটি ওর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে, একটা উত্তমরূপে আলোকিত ঘরে ওকে নিয়ে গেল।

প্রেস্‌লি স্ট্রীটের মতো একটা অভিজাত রাস্তাতেও এমন ঘর কেউ আশা করে না।

দেয়ালগুলি মিহি ছাই রঙের কাগজে মোড়া, তাতে জ্যামিতিক নিয়মে ঝোলানো বড়-দিনের পত্রিকায় প্রকাশিত মামুলী রঙীন ছবির বদলে যে সব রঙ-ছবি আর এচিং ঝুলছিল, সে-গুলির যে যথেষ্ট শিল্পগুণ ছিল তা বুঝতে কোনো বিশেষজ্ঞের দরকার ছিল না। চিমনির ওপরের তাকে কোনো আয়না বা ফুলদানি ছিল না। অনাবৃত দেয়ালে একটা অদ্ভুত কাপড় টানানো ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল কোনো উপনিবেশের আদিবাসীদের তৈরি এবং বাস্তবিকই

তাই। তাছাড়া একটা গাড়ির ঘড়ি ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল বেশ নির্ভরযোগ্য, তার চারদিকে সাজানো ছিল কতকগুলি প্রাচ্যদেশের মূর্তি, বাসনের টুকরো, অদ্ভুত আকারের সব অস্ত্র। পায়ের নিচে সমস্ত মেঝেটা একটিমাত্র নরম গালচে দিয়ে মোড়া।

লোকটা চার্লসকে ইশারায় একটা বড় গর্তপানা চেয়ারে বসতে বলল, ক্যালিফর্নিয়ার পুরনো মিশনবাড়িতে এই রকম বোনা চামড়ার সীট দেওয়া চেয়ার দেখা যেত।

তারপর নিজে ছোট একটা টেবিলের কাছে বসে, রুপোর পড়বার আলোটাকে সরিয়ে দিয়ে, একটা বইয়ের পাতা মুড়ে নামিয়ে রাখল, আগন্তুক এসে বিঘ্ন ঘটাবার আগে সম্ভবতঃ সে ঐ বইটা পড়ছিল। তারপর সে জিজ্ঞাসুভাবে অতিথির দিকে তাকিয়ে রইল।

চার্লস বইটার দিকে দেখিয়ে বলল,

"জ্ঞান-বিজ্ঞের বই নাকি?"

"বিনোদনের।" এই বলে লোকটা বই তুলে তার নামটা দেখাল।

চার্লস পড়ে বলল, "হুঁঃ, হাজি বাবা!"

লোকটি তার কথার পুনরুক্তি করল, "হাজি বাবা।" তারপর আরেকটু বলল, "ইস্পাহানের।"

সাংবাদিকের এই হোস্টটির গায়ে শার্ট, একজন খেটে-খাওয়া লোকের মতো কাপড়চোপড়। কলার পরেনি, শার্টের গলার বোতাম খোলা, দাড়ি-গোঁপ চাঁচা, চওড়া জোরালো চোয়াল, ঠোঁটের কোণাদুটো ঝুলো মতো। কঠিন ছাইরঙের চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস, হাতদুটো সব সময় নড়ছে-চড়ছে, দেখে মনে হয় বিদেশী।

চার্লস বলল, "তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।"

মিঃ লং-এর চেয়ে ছোট মাপের কোনো মানুষ হলে হয়তো এর উত্তরে হাল্কা ব্যঙ্গ করে কিছু বলতে পারত, এই যুবক কিন্তু—বয়স

ওর পঁয়ত্রিশ, দেখে আরো বেশি মনে হয়—অতখানি নিচে নামল না।

উত্তরে শুধু বলল, "আমিও আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।"

ভাষার ধরন শুনে মনে হয় যেন সমানে সমানে কথা হচ্ছে, তবু ওর হাবভাবের মধ্যে একটুখানি বাধ্যবাধকতার ভাব ছিল।

সে বলে চলল, "আপনি আমাকে মিল্‌টনের কথা বলেছিলেন, কিন্তু দেখলাম যে তাঁর লেখা পড়া যায় না। বোধ হয় তার কারণ লোকটি যথেষ্ট বাস্তব নন।" একটু থেমে সে আবার বলতে আরম্ভ করল, "বাইবেলের কবিতা ছাড়া অন্য কোনো কবিতাই পড়তে পারি না এবং তার কারণ হল যে বাইবেলে বাস্তবতার আর রহস্যের বিচক্ষণ সমাবেশ হয়েছে।" সাংবাদিকের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া দেখে সে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, "কাব্যালোচনা অন্য সময় করা যেতে পারে।"

চার্লস কোনো মামুলী আপত্তি না জানিয়ে, ওর প্রয়োজনের গুরুত্বের বিষয়ে লোকটির ব্যাখ্যানা মেনে নিল।

চার্লস বলল, "তুমি তো সবাইকে চেন, চুবড়ির ভিতর যত অদ্ভুত মাছ আছে সবাইকেই জান আর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তোমাকে চেনে—সময়কালে।"

লোকটি গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে সায় দিল। সাংবাদিক বলে চলল, "যখন তথ্য সংগ্রহের অন্য সব পন্থা ব্যর্থ হয়, তখন তোমার কাছে আসতে আমি কখনো দ্বিধা করি না, জেসেন।"

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে বাড়ির দোরগোড়ায় যে ছিল 'মিঃ লং', ভিতরের কামরার অন্তরঙ্গতায় সেই হয়ে উঠল 'মিঃ জেসেন'।

জেসেন আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, "আমি আপনার কাছে যতখানি ঋণী, আপনি কোনোদিনও আমার কাছে ততখানি হতে পারেন না। আপনি আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।" ঘরের চারদিকে হাত নেড়ে দেখিয়ে যেন সে বোঝাতে চাইছিল যে এই

ঘরটাই সেই পথের প্রতীক। "সেই সকালের কথা আপনার মনে আছে? আপনি যদি না ভোলেন, আমি ভুলতে পারি না—যেদিন আমি আপনাকে বলেছিলাম যে ভুলে থাকবার জন্য আমাকে মদ খেতে হয়? তখন আপনি বলেছিলেন—"

শান্তকণ্ঠে সংবাদ-সংগ্রাহক বলল, "আমি ভুলে যাইনি, জেসেন, আর তুমি যে এতখানি করে উঠতে পেরেছ, সেটাই হল তোমার গুণের যথেষ্ট প্রমাণ।" কোনো মন্তব্য না করে লোকটি প্রশংসাটুকু গ্রহণ করল।

চার্লস বলে চলল, "এবার যা বলতে এসেছি, সে কথাটা বলি। একটা মোক্ষম কাহিনীর সূত্র ধরে চলেছি। কাহিনীটা 'চার বিচারকে'র বিষয়ে; তুমি তো সবই জান? বুঝতেই পারছি যে জান; এখন কথা হল যে যেমন করে হক, তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করতে হবে। আমি অবিশ্যি এক মুহূর্তের জন্যেও মনে করছি না যে তুমি সাহায্য করতে পারবে আর তোমার চেনাজানা লোকদের মধ্যে এদের কোনো সাকরেদ থাকবে, এমনও আশা করছি না।"

জেসেন বলল, "না, তা নেই, ওদের খবর রেখে লাভ আছে এ-কথা ভাবিনি। একবার গিল্ড্-এ যাবেন?"

ঠোঁট কুঁচকে একটু চিন্তা করে, ধীরে ধীরে চার্লস বলল, "হ্যাঁ, ওটা ভালো বুদ্ধি দিয়েছ; কবে যাওয়া হবে?"

"আপনি যদি বলেন তো আজই।"

"তাহলে আজই যাওয়া যাক।"

গৃহস্বামী উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই কাপড়চোপড় পরে যখন সে ফিরে এল, গাঢ় রঙের ওভারকোট আর কালো রেশমের গলাবন্ধ পরে ওর চারকোণা দৃঢ় মুখখানাকে আরো বেশি বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

সে বলল, "এক মিনিট দাঁড়ান।" এই বলে দেরাজের চাবি খুলে একটা রিভলভার বের করল।

সযত্নে রিভলভারের ম্যাগাজিনটা ঘোরাতেই, চার্লস মুচকি হাসল। জেসন মাথা নাড়ল।

একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে বলল, "না, না, আমার সেই সব খামখেয়াল ছেড়ে দিয়েছি, তবে এটাকে ছাড়তে পারছি না।"

"ধরা পড়বার ভয়ে?"

জেসেন মাথা নেড়ে স্বীকার করল।

"ঐ একটা মূঢ়তাই বাকি আছে—ঐ ভয়টা। ঐ একটা গলদ রয়ে গেছে, নইলে সব মঙ্গল।"

আগে ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে, তারপর সরু প্যাসেজ দিয়ে পথ দেখিয়ে সে এগিয়ে চলল।

অন্ধকার রাস্তায় দুজনে এসে কাছাকাছি দাঁড়াল, জেসেন একবার দেখে নিল সদর দরজা ঠিকমতো বন্ধ হল কি না।

তারপর সে বলল, "এবার চলুন।" কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা ওয়ালওয়ার্থ রোডের সান্ধ্য হাটের কর্কশ হট্টগোলের মাঝখানে গিয়ে পড়ল।

নীরবে কিছু দূর এগিয়ে ওরা ঈস্ট স্ট্রীটের মোড় নিল; তারপর মন্থরগতিতে খোদ্দেরদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে, ন্যাপ্‌থা আলোর নিচে সাজানো স্টলগুলি এড়িয়ে, হঠাৎ বেঁকে একটা সরু গলিতে ঢুকল।

মনে হল দুজনেরই চেনা পথ, দ্রুত দ্বিধাহীন পদে এগিয়ে, দুটো দুর্গন্ধময় পথের মাঝখানে ছোট একটা উঠোন পেরিয়ে, দুজনে এক-সঙ্গে একটা দরজার সামনে পৌঁছে দাঁড়াল; দরজাটা দেখে মনে হয় কোনো অব্যবহৃত কারখানার প্রবেশপথ।

চোয়াড়ে চেহারার এক ছোকরা রক্ষী হয়ে দরজার পাশে বসে-ছিল; ওরা ঢুকতেই সে হাত বাড়িয়ে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু চিনতে পেরে কোনো কথা না বলে পিছু হটে গেল।

সামনের স্বল্পালোকিত সিঁড়ি বেয়ে উঠে, সিঁড়ির মাথায় একটা দরজা খুলে, জেসেন তার বন্ধুকে একটা বড় হলে নিয়ে গেল।

একটা অদ্ভুত দৃশ্য সাংবাদিকের চোখে পড়ল। যদিও 'গিল্‌ডে'র এবং গিল্‌ডের অত্যাশ্চর্য সদস্যদের সম্বন্ধে অনেক কথাই তার জানা ছিল, তবু এ গৃহের চৌকাঠ সে আগে কখনো মাড়ায়নি। শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের ক্লাব আর কুপথগামী যুবকদের পুনরুদ্ধারের জন্য যে-সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চার্লসের পরিচয় ছিল, সে সমস্ত জায়গাতেই একটা বিলিয়ার্ড টেবিল অপরিহার্য ছিল, এখানে কিন্তু তার দেখা পাওয়া গেল না আর শুধু তাই নয়, এখানে গত মাসের পত্রিকা ছড়ানো টেবিলও ছিল না আর সব চাইতে মন কেমন করে উঠল বিনি পয়সার কফির গন্ধের অভাবে।

ঘরের মেঝেটা কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ঢাকা; এক মাথায় চিমনিতে গনগন করে আগুন জ্বলছিল, তার সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে চেয়ার সাজানো, সে-সব চেয়ারে নানান্ বয়সী লোক বসে ছিল। বুড়ো চেহারার যুবক, যুব চেহারার বুড়ো, কারো ছেঁড়া খোঁড়া কাপড়, কারো ভালো পোশাক, কেউ বা সস্তা খেলো বাবুগিরি করে উৎকট রঙের সাজ পরেছে, গায়ে নকল গয়না চকচক করছে। সবাই মদ খাচ্ছে।

অর্ধ-চন্দ্রের এক প্রান্তে দুজন ছোকরা একটা পিউটারের পাত্রে এক কোয়ার্ট মদ ভাগাভাগি করে খাচ্ছিল। উৎকট সাজকরা লোকটার গলা সকলের কথাবার্তাকে ছাপিয়ে উঠছিল, তার আংটি-পরা হাতে এক গেলাস হুইস্কি; মুখে ক্ষতের দাগ: পাকা-চুল একটা লোক মাথা নিচু করে কথা শুনছিল, তার হাতের মদের গেলাসের অর্ধেকটা কি একটা বর্ণহীন জলীয় পদার্থে ভরা।

কেউ উঠে দাঁড়িয়ে নবাগতদের অভ্যর্থনা করল না। উৎকট সাজের লোকটা অমায়িকভাবে মাথা নাড়ল, চক্রের একজন চেয়ার হটিয়ে জেসেনের জন্য জায়গা করে দিল। উৎকট সাজের লোকটা বলে চলল, "আমি এই ছোকরাদের বলছিলাম যে ভালোমন্দ হিসাব করে দেখতে গেলে ফাটকের চেয়েও খারাপ জায়গা আছে।"

এ রকম একটা অযৌক্তিক মন্তব্য শুনেও জেসেন কোনো উত্তর

দিল না, আংটি-পরা লোকটা আরো বলতে লাগল, "সোজা পথে চলবার চেষ্টা করে কি লাভ? যাই কর না, পুলিস ঠিক পাকড়াও করবে, ঠিকানা বদলের কথা রিপোর্ট করনি কেন, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন; হেনা-তেনা—যাই কর না কেন, একবার কেউ ফাটকে গেলে, আবার যেতে সে বাধ্য।"

মৃদুস্বরে সকলে তার কথায় সমর্থন জানাল। জেসেন একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল এবং তার যে তাৎপর্যই থাকুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ হয়ে যাবার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট।

জেসেন চারদিকে চেয়ে দেখল মনোযোগ সহকারে সকলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কৌতূহলী দর্শক হয়ে চার্লস্ লক্ষ্য করল কতগুলো মুখ সাগ্রহে তার বন্ধুর দিকে ফিরেছে; নিজের হাতে-পোঁতা বীজটির ফলন-শক্তি দেখে সে কম বিস্মিত হল না।

জেসেন ধীরে-ধীরে কথা বলতে শুরু করল, চার্লসের মনে হল কথাগুলি একটা ভাষণের মতো শোনাচ্ছে। এ ধরনের ভাষণ যে জেসেন দিয়ে থাকে এবং শ্রোতাদের কাছে যে তার ভাষণ অপ্রীতিকর নয়, তারা কেমন গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে সেটুকু লক্ষ্য করলেই বোঝা গেল।

আংটি-পরা লোকটাকে দেখিয়ে জেসেন বলল, "ফক্ যা বলেছে সে-কথা সত্যি—খানিকদূর পর্যন্ত। ফাটকের চেয়েও খারাপ জায়গা আছে, আর এ-ও সত্যি যে দাগী চোরকে পুলিস কখনো রেহাই দেয় না, কিন্তু তার কারণ হল দাগী চোররা অন্য কোনো কাজ করতে চায় না। না চাইবার কারণ হল দাগী চোররা তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার অন্য কোনো উপায় জানে না।"

চিমড়ে চেহারার এক ছোকরার দিকে মাথা নেড়ে জেসেন বলল, "এই যে ওয়ালিকে দেখছ, ও কিসের জন্য মেয়াদ খাটল? না, কয়েকটা জিনিসের জন্য, মহাজন যার দাম দিল ত্রিশটি পাউণ্ড!! ত্রিশ পাউণ্ডের জন্য বারো মাস সশ্রম কারাদণ্ড! হিসেব করে দেখ,

হপ্তায় সাড়ে দশ শিলিঙের জন্য। তার থেকে উকীলকে আর তার সাকরেদকে পাঁচ পাউণ্ড দিতে হয়েছিল।”

জিনের গেলাস হাতে পাকাচুল লোকটাকে দেখিয়ে জেসেন বলল, “আর বুড়ো গার্থ পাঁচ মাস ফাটকে রইল ওর চাইতেও কম লাভে, আর এখন যে ছাড়া পেয়েছে তা-ও নজরবন্দী হয়ে। ওর মাইনে দাঁড়াচ্ছে হপ্তায় এক শিলিং।”

ফক্ একটা অসহিষ্ণু ভঙ্গী করতেই জেসেন তাকে থামিয়ে দিয়ে, নির্বিকারভাবে বলে চলল, “আমি জানি যে ফক্ বলবে এ সব হল আপোসের বাইরের কথা ; যখন এই গিল্‌ড্‌টার প্রতিষ্ঠা করেছিলাম তখন কথা দিয়েছিলাম যে এখানে কোনো পাদ্রীর বুলি কিম্বা ধর্ম-সঙ্গীত হবে না। সবাই জানে যে বে-আইনী পেশা কিছু সুখের চাকরি নয়, আমি সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চাই না। যা আমি সর্বদা বলে এবং করে এসেছি, তার উদ্দেশ্যই হল যাতে তোমরা নিজেদের পেশায় আরো বেশি রোজগার করতে পার।

আইজাক্‌স্ ছোকরার বেলায় কি করেছিলাম ? তাকে নীতি-বাক্যও শোনাইনি, তার জন্য প্রার্থনাও করিনি। ও ছিল লণ্ডন শহরের সব চাইতে পটু জালিয়াৎদের একজন। পিউটারের বাসন ভেঙে ছোকরা এমন সব আধ-ক্রাউন বানাত যে ধরতে পারে কার সাধ্য! ঠং করে সত্যি টাকার মতো বাজত, এতটুকু তুমড়ে যেত না। তিন বছরের জন্য ফাটকে গেল ; বেরিয়ে আসতেই ওর জন্য একটা চাকরি ঠিক করে দিলাম। ওকে কি কাঠুরে বানালাম নাকি ? সালভেশন আর্মির লাঙল চষতে লাগালাম ? মোটেই না ; তাই যদি করতাম, তা হলে সাতদিন না-যেতেই আবার বে-আইনী ব্যবসা শুরু করে দিত। বার্মিংহামে একটা মেডেল তৈরির কোম্পানি আছে, তাদের বলে ওর জন্য একটা কাজ ঠিক করে দিলাম। তার-পর আইক্ যেই দেখল চারদিকে প্লাস্টারের ছাঁচ আর ‘ইলেকট্রিক বাথ’ এবং সৎভাবে নিজের পেশা চালানো সম্ভব, অমনি তার মন বসে গেল।”

অসন্তুষ্টকণ্ঠে গোঁ-গোঁ করে ফক্ বলল, "আমরা সবাই তো আর জালিয়াতির কাজ করি না।"

জেসেন বলে চলল, "যে কাজই কর না কেন, একই কথা; মুশকিল হল তোমরা সেটাই জান না। যেমন ধর ভাঁওতা দিয়ে লোক ঠকানো—"

জেসেন যে বিস্তারিত আলোচনার সাহায্যে শ্রোতাদের কাছে কেমন দক্ষভাবে প্রমাণ করে দিল যে যারা ভাঁওতা দিতে পটু, তাদের জিনিসপত্র বিক্রির দালালি করার বিষয়েও জন্মগত ক্ষমতা থাকতে বাধ্য—সে-সব কথা এখন বলা উচিত হবে না। শুনে সকলে সন্তুষ্ট হল; অবিশ্যি ওর যুক্তিগুলো সব সময় অভ্রান্ত ছিল না, কিন্তু শ্রোতারা সবই মেনে নিয়েছিল। ও-ও যেমন কথা বলে চলল, আগুনের সামনে যে কজন ছিল, তাদের দলও তেমনি বাড়তে লাগল। ঘরে একজন, দুজন, তিনজন করে লোক জমতে লাগল। সবাই আগুনের ধারে যারা জটলা করছিল, তাদের দলে এসে ভিড়ে গেল। খবর ছড়িয়ে গেল যে জেসেন ভাষণ দিচ্ছে—ভালো কথা, ওরা কিন্তু ওকে মিঃ লং বলে ডাকত—নবাগতদের কেউ কেউ হাঁপাচ্ছিল, যেন পাছে ভাষণের খানিকটা থেকে বাদ পড়ে যায় এই ভয়ে দৌড়ে এসেছে।

এ-সব ভারি কৌতূহলের ব্যাপার হলেও, চার্লস গ্যারেট তার এখানে আগমনের উদ্দেশ্যটার কথা ভোলেনি, জেসেনের বক্তৃতা শুনতে শুনতে সে একটু উশখুশ করতে আরম্ভ করল।

ঘরে ঢুকবামাত্র জেসেনের সঙ্গে তার ছাত্রদের সম্পর্কটা চার্লস বুঝে নিয়েছিল। ও জানত যে জেসেন তাদের সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করতে পারে না ওরা 'চার বিচারক' সম্বন্ধে কতখানি জানে, কারণ তা হলে ওদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে, আর তা হলে তো এখানকার আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে, এমন কি গিল্ডের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে।

জেসেনের ভাষণ শেষ হল, এক ডজন দিক থেকে এক সঙ্গে

নিক্ষিপ্ত এক ডজন প্রশ্নের জবাব দেওয়া হল, সেই সব প্রশ্ন থেকে উত্থিত আরো কতকগুলো প্রশ্নের সমাধান হল,তারপর অপ্রত্যাশিত-ভাবে একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

অধিবেশনের গুরুত্বপূর্ণ দিকটার সমাধা হলে, অনিবার্যভাবে কৌতুকে ভরা সব প্রশ্ন আসতে লাগল।

ফক্ ঠাট্টা করে বলল, "চার বিচারককে আপনি কি চাকরি দিতে পারেন?" সবাই হেসে উঠল।

মুহূর্তের জন্য সাংবাদিকের সঙ্গে সংস্কারকের চোখাচোখি হল আর দুজনার মনেই এক সঙ্গে উত্তরটা ঝলক দিয়ে উঠল। ধীরে ধীরে উত্তর দেবার সময়ে জেসেনের ঠোঁট একটু কাঁপল, চঞ্চল হাত দুটি আরো অস্থির হয়ে উঠল।

"কেউ যদি আমাকে বলে দিতে পারে চার বিচারক কোন লাইনে কাজ করে, তা হলে একটা উত্তর দিতে পারি।"

ফকের পাশেই একজন লোক বসেছিল, এবার সে জেসেনের দিকে ফিরে, সোজাসুজি বলল, "ঐ চারজনের সঙ্গে আমাদের মতো লোকরা কোনো কারবার করবে, এ ধারণা মন থেকে দূর করে দিন।"

লোকটা বেজায় রোগা, গাল বসা, গায়ে কাপড়চোপড় ঝুলে আছে ঠিক যেন খুঁটি থেকে ঝুলছে। "কি যে বলেন মিঃ লং, চার বিচারকের সঙ্গে আমাদের দেখা হবারই সম্ভাবনা কম। আমাদের চাইতে বরং আপনার কাছেই ওরা আসতে পারে; আপনি একজন সরকারী কর্মচারি, তাই সেটারই বেশি সম্ভাবনা।"

আবার জেসেন আর চার্লসের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল, সাংবাদিকের চোখে একটা অদ্ভুত দীপ্তি ফুটে উঠল। সত্যিই যদি ওরা জেসেনের কাছে আসে!! তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

এর আগেও একবার দক্ষিণ অ্যামেরিকার একটা রাজ্যে ওদের প্রতিহিংসার অভিযান চালাবার সময়ে, জেসেনের মতোই একজন লোকের কাছে ওরা গিয়েছিল।

এটা একটা নতুন চিন্তা—এর সূত্র অনুসরণ কর উচিত। জেসেন তখনো কথা বলেই চলেছিল, ওখানকার একজন লোক ওর ওভারকোট পরিয়ে দিচ্ছিল, এদিকে চার্লস ঐ নতুন সম্ভাবনা সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিল।

তারপরে একসঙ্গে হল্ ছেড়ে বেরিয়ে এসে, সিঁড়ির নিচের রক্ষীকে পেরিয়ে এসে, সাংবাদিক তার সঙ্গীকে বলল, "যদি ওরা তোমার কাছে আসে—"

জেসেন মাথা নাড়ল।

"তার সম্ভাবনা কম। ওরা কদাচ বাইরের সাহায্য নেয়।"

বাকি পথটুকু ওরা নীরবে পার হল।

জেসেনের বাড়ির দরজায় চার্লস ওর করমর্দন করল। বলল, "দৈবাৎ যদি ওরা আসে—"

জেসেন হাসল।

কাষ্ঠহেসে বলল, "তা হলে আপনাকে জানাব।" তারপর সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল : বাইরে থেকে চার্লস শুনতে পেল এই অদ্ভুত মানুষটি দরজা বন্ধ করে, ভিতর থেকে খট্ করে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে।

এর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ-পত্রে প্রেস্‌লি স্ট্রীট থেকে জনৈক মিঃ লং-এর রহস্যজনক অন্তর্ধানের খবর প্রকাশিত হল। এ রকম অদৃশ্য হওয়ার ঘটনার সে রকম গুরুত্ব থাকত না, যদি না তার টেবিলের ওপর একটা চিরকুট পাওয়া যেত।

তাতে লেখা ছিল :

"আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মিঃ লংকে দরকার, তাই ওঁকে আমরা নিলাম। চার বিচারক।"

'ব্যাপারটার সঙ্গে চার বিচারকের নাম যুক্ত থাকার জন্যেই তার সাংবাদিক মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য সাংবাদিক-জগৎ একেবারে স্তম্ভিত। তার কারণ মিঃ লং ছিলেন মোটের ওপর

একজন নগণ্য ব্যক্তি, নিজের চেষ্টায় কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন, 'অপরাধপ্রবণ সম্প্রদায়ের সংস্কারসাধনের শখ ছিল। কিন্তু 'হোম অফিস' মিঃ লংকে মিঃ জেসেন বলে জানত, তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর বর্তমান অবস্থান জানবার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল।

৩ ॥ "শিমের বিচি" ॥

'লাল শতক'-এর ব্যবস্থাপনার কাজ যারা করত, কেন্দ্র সমিতি থেকে তাদের জরুরী ডাক এসেছিল।

স্টার্ক এল ; ফরাসী সদস্য ফ্রাঁসোয়া এল ; ইতালীয় হলম এল, পল মির্টিস্কি, মার্কিনদেশী জর্জ গ্রেব, ইরেগুলার ক্যাভাল্রির প্রাক্তন সেনাপতি লডার বার্থলমিউও এল। গ্রীক্ স্ট্রীটের টেবিলের চারধারে যারা সমবেত হয়েছিল, তাদের মধ্যে বার্থলমিউকে সব চাইতে সুবেশ বলা যেত, কারণ এক সময় ও 'কিংস কমিশনে'র অধিকারী ছিল, তার মানেই হল লোকটা সাজগোজ সম্বন্ধে ভালো পাঠ নিয়েছিল। ওর সঙ্গে দেখা হতেই সকলের অস্পষ্টভাবে ওর নামটা মনে পড়ে যেত আর অমনি তাদের ভুরুও কুঁচকে যেত। ক্ষীণভাবে স্মরণ হত ওর নামে কি যেন একটা অভিযোগ ছিল, কিন্তু সেটা যে কি তা মনে আসত না। আসলে ব্যাপারটা দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ সংক্রান্ত একটা আত্মসমর্পণের কথা। কোনো মামুলী আত্মসমর্পণ নয়, শত্রুপক্ষের সঙ্গে অর্থ বিনিময়ের রফা, কিছু মালপত্রও হস্তান্তরিত হয়েছিল। পরে কোর্ট মার্শেল হয়েছিল, পদ থেকে ওকে তাড়িয়েও দেওয়া হয়েছিল। তারপর ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে, প্রথমে যুদ্ধ-দপ্তরকে, তারপর সংবাদপত্রগুলোকে এক গোছা টাইপ-করা অভিযোগ নিয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ করে

তুলেছিল। আরো পরে ও নাট্য ব্যাবসায়ে নেমে পড়েছিল, মিউজিক হলের মঞ্চে 'ডোপফন্টেনের বীর, ক্যাপ্টেন লডার বার্থলমিউ' নামে হাল্কা ভূমিকায় ওকে দেখা যেত।

ওর জীবন-কাহিনীর আরো সব অধ্যায় ছিল, যা পড়ে লোকে মজা পেত; একটা বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে ওর ভূমিকা ছিল; একটা ফ্যাশানেবল্ সংবাদপত্র চালিয়েছিল; কয়েকটা দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মালিক হয়েছিল এবং রেসিং ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠায় নিজের নাম প্রকাশিত হবার সম্মান লাভ করেছিল; প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে ঐ প্যারাতে গাম্ভীর্য সহকারে এবং সরকারীভাবে 'নিউমার্কেট হীথে' ওর উপস্থিতি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ওকে যে 'লাল শতক'-এর কেন্দ্র সমিতির সভ্য করা হয়েছিল, সেটা একমাত্র এই কারণে দ্রষ্টব্য যে তাতে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে কন্টিনেণ্টে সাধারণতঃ যারা রাজনীতি করে, ইংল্যাণ্ডের চিন্তাধারা ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে তারা একেবারে অজ্ঞ। 'লাল শতক'-এর সভ্য-তালিকাভুক্ত হবার জন্য বার্থলমিউ যখন গোপনে আবেদন করেছিল, তখন সে আবেদন উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল আর দেখতে-দেখতে কেন্দ্র সমিতিতে তার পদোন্নতি ঘটেছিল। উনি না একজন ইংরেজ সামরিক কর্মচারি? অভিজাত বংশে না ওঁর জন্ম? ইংরেজ সমাজের সব চাইতে উন্নাসিক গোষ্ঠির সভ্য না উনি? লাল শতক-এর সদস্যরা এইসব যুক্তি দেখিয়েছিল।

মিথ্যা কথা বলে বার্থলমিউ চক্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, কারণ ও দেখেছিল যে আগেও যেমন সন্দেহ হয়েছিল, বাস্তবিকই হিংসা-বাদের একটা লাভজনক দিক আছে। গুপ্তচরের কাজের জন্য মুনাফা পাওয়া যায়, আর ওর মতো উর্বর কল্পনা থাকলে 'লাল শতক'-এর অর্থ-সচিবের কাছ থেকে নানা অছিলায় ও বিবিধ কারণ দেখিয়ে টাকার জন্য ঘন ঘন আবেদন পেশ করা খুব শক্ত নয়।

ও বলত নাকি রাজবংশীয় লোকদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁদের সঙ্গে সে শুধু অন্তরঙ্গতারই দাবি করত না, এমন সব পারিবারিক সম্বন্ধের ইঙ্গিত করত, যাতে ওর পিতৃপুরুষদের আচরণের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা কঠিন হত।

'লাল শতক' ছিল একটা লাভজনক ব্যবসা; কেন্দ্র সমিতির সভ্যরা বেশ কিছু মুনাফা পেত। বিপদে পড়ে একবার বার্থলমিউ অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে দিয়েছিল—একজন পাওনাদার বাড়িওয়ালা ওর নামে হুলিয়া বের করে দিয়েছিল--এই অবস্থায় ও একজন বিদ্রোহীর কাছে এক চিঠিতে 'দরিদ্র-বন্ধু' নামক সঙ্ঘের হয়ে লণ্ডনে প্রতিনিধিত্ব করার প্রস্তাব দিয়েছিল; ঐ সঙ্ঘ কিন্তু অনেক দিন আগেই 'লাল শতক'-এর অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। এ লোকটির পূর্ব ইতিহাস বিশদ্‌ভাবে বিবৃত করার কারণ হল যে এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীতে ওর এমন এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা ছিলও নিজে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি।

গ্রীক স্ট্রীটের এক বোর্ডিং হাউসের মলিন বসবার-ঘরে যে সাতজন লোক সমবেত হয়েছিল, বার্থলমিউ তাদের একজন এবং এটা লক্ষ্যণীয় যে ওর সঙ্গীদের মধ্যে পাঁচজন ওকে এমন শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন করল যে তাকে সমীহও বলা চলে। বাদ ছিল শুধু স্টার্ক, সে একটু দেরিতে এসে দেখে যে এই ছোকরা, যে কখনো সোজা তাকায় না, একে ঘিরে বাকিরা ভক্তি গদগদ হয়ে তার কথা গিলছে। বিরক্তির চোটে স্টার্কের ভুরু কুঁচকে গেল।

স্টার্ক ঘরে ঢুকতেই বার্থলমিউ মুখ তুলে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল।

টেবিলের মাথায় স্টার্ক তার জায়গা নিয়ে, অসহিষ্ণুভাবে অন্যদের সকলকে বসতে ইঙ্গিত করল। ওদের মধ্যে একজন উঠে তার কর্তব্যমতো দরজায় চাবি দিল। জানলার খড়খড়ি বন্ধ ছিল, তবু একবার সে ছিটকিনিগুলো পরীক্ষা করে এল; তারপর পকেট থেকে দুই প্যাকেট তাস বের করে, এলোমেলোভাবে সেগুলোকে

টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিল। প্রত্যেকে এক মুঠো টাকা বের করে নিজের-নিজের সামনে রাখল।

স্টার্কের খুব মৌলিক বুদ্ধি ছিল, তা ছাড়া রাশিয়াতে গিয়ে অনেক কিছু শিখেও এসেছিল। সেখানে লোকে যদি ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে, একটা বনাত-মোড়া টেবিলের চারদিকে বসে থাকে এবং ওভাবে বসার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারে, তা হলে তাদের সঙ্গে-সঙ্গে সমূহ বিপদ হতে পারে। বিদ্রোহী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার সন্দেহে অনির্দিষ্ট কালের জন্য খনিতে শ্রমদণ্ড ভোগ করার চাইতে বরং জুয়ো-খেলার জন্য এক শো রুবল্ জরিমানা দেওয়া ভালো।

এবার স্টার্ক সন্ধ্যার আসল কাজ শুরু করল। সত্যি কথা বলতে কি, এখন পর্যন্ত যা-যা ঘটেছিল, তার সঙ্গে সমিতির অন্যান্য অধিবেশনের কোনো তফাৎ ছিল না।

কিছু খরচের অনুমোদন দরকার ছিল। বার্থলমিউ প্যারিস যাবে, তাই তার কিছু জিনিসপত্রের প্রয়োজন ; সেখানকার একজন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তির অতিথি হয়ে, 'লাল শতক'-এর জন্য কিছু জরুরী তথ্য সংগ্রহ করবার আশা পোষণ করছিল সে।

খিটখিটেভাবে স্টার্ক বলল, "ছ মাসের মধ্যে এই চতুর্থ বার টাকার অনুমোদন চাওয়া হল, কমরেড, গতবার তোমাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে খবর আনবার জন্য খরচ নিয়েছিলে, তাও আবার ভুল খবর।"

বার্থলমিউ কাঁধ ঝাঁকাল, যেন এতে তার কিছুই এসে যায় না। মুখে বলল, "যদি টাকাটা অনুমোদন করা সম্বন্ধে তোমাদের কোনো দ্বিধা থাকে, তা হলে যেতে দাও। আমার লোকদের উঁচু নজর ; আমি তো আর পুলিসের লোকদের কিম্বা দূতাবাসের অধস্তন কর্মচারিদের ঘুষ দিতে যাচ্ছি না।"

হাঁড়িমুখে স্টার্ক বলল, "টাকার কথা বলছি না, ফলাফলের কথা বলছি। টাকা আমাদের প্রচুর আছে, কিন্তু আমাদের গৌরবময় আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে তথ্যের যাথার্থ্যের ওপর।"

অনুমোদন হয়ে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে সমিতির মেজাজে একটা রূঢ়ভাব দেখা দিল।

স্টার্ক সামনের দিকে ঝুঁকে, গলা নামিয়ে বলল, "অবিলম্বে কয়েকটা বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার।" এই বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে, হাত দিয়ে সেটাকে সমান করে নিয়ে, নিজের সামনে খুলে ধরল। "এতকাল ধরে আমরা নিষ্কর্মা হয়ে আছি যে, যে-সব অত্যাচারীরা 'লাল শতক'-এর নাম শুনলে ভয়ে কাঁপত, তারাও এখন নিজেদের নিরাপদ মনে করতে শুরু করেছে। অথচ—" ওর গলার স্বর আরো নেমে গেল—"অথচ আমাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবার আগতপ্রায়, এবার এক কোপে নিপীড়নকারীরা সবাই একসঙ্গে নির্মূল হবে। রাজশক্তির মূলে এমনি নির্মম আঘাত হানব যে সীজার বা আলেকজান্দারের বিজয়-অভিযানের কথা পৃথিবীর ইতিহাস থেকে যদি বা মুছে যায়, আমাদের কথা তখনো সকলের মনে থাকবে; আমাদের কীর্তির অকুস্থলগুলি হাজার বছরের ধুলো ও ধ্বংসাবশেষের তলায় চাপা পড়ে গেলেও কেউ ভুলবে না। কিন্তু সে মহাদিবস এখনো আসেনি—তার আগে কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষ সরাতে হবে, তা হলে আঘাতটা আরো মোক্ষমভাবে পড়বে; আগে অনুচররা, পরে প্রভুরা।" সামনে রাখা তালিকাটাকে ভোঁতা তর্জনী দিয়ে খোঁচা মেরে, স্টার্ক নাম পড়তে লাগল,

"ফ্রিট্‌শ্ ফন হেডলিট্‌স্, হামবুর্গ-আল্টোনা ডাচির চান্সেলর।"

টেবিলের চারদিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে, স্টার্ক বলল, "এ লোকটার কিছু মৌলিক কাজের উদ্যম আছে, ভাইসব। ওর প্রভুর বিরুদ্ধে আমাদের প্রচেষ্টাকে ও বেশ চতুরভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। যদি বলি মৃত্যুদণ্ড—সেটা কি তোমাদের মনঃপূত হবে?"

"মৃত্যুদণ্ড!"

নিচু গলায় সমস্বরে উত্তর এল।

দলত্যাগী, সাত-ঘাটে-জল-খাওয়া বার্থলমিউ কথাটা যন্ত্রচালিতের মতো বলল। শুধুমাত্র প্রভুর বিশ্বাসী অনুচরের কর্তব্যপালনের জন্য যে একজন নির্ভীক ভদ্রলোককে মরতে হবে, তাতে বার্থলমিউয়ের কিছুই যায় আসে না।

স্টার্ক আরেকটা নাম পড়ল, "সান্টোস্ট্রাটো, লণ্ডনের সেই সমিতির অধিবেশনে এ লোকটারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, যে-অধিবেশন ভেঙে দিতে গিয়ে আমাদের কম্‌রেড্‌ শহীদ হয়েছিল।"

আবার সকলে নিচু গলায় দণ্ড দিল, "মৃত্যু!"

একে-একে নামগুলোকে স্টার্ক পড়তে লাগল, আলোচ্য ব্যক্তির জঘন্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করবার জন্য মাঝে-মাঝে তাকে থামতে হচ্ছিল। কাগজে টোকা দিয়ে এবার সে বলল, "এই যে হেণ্ড্রিক হাউস্‌ম্যান, এ বার্লিনের গুপ্ত-গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করে; সব জায়গায় নাক গলায়; লোকটা বিপজ্জনক। এরই মধ্যে আমাদের একজন কম্‌রেডের গ্রেপ্তার ও সাজার ব্যবস্থা করিয়েছে।"

সমিতির সভ্যরা যন্ত্রচালিতের মতো বলল, "মৃত্যু!" তালিকা শেষ করতে আধঘণ্টা সময় লাগল। তারপর স্টার্ক বলল, "আরেকটা ব্যাপারও আছে।"

সদস্যরা অস্বস্তির সঙ্গে উস্‌খুস করে উঠল, কারণ সেই অন্য ব্যাপারটাই সর্বাগ্রে সকলের মনে এসেছিল।

"যে কোনো উপায়ে হক, আমাদের সঙ্গে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" সভাপতি বলে যেতে লাগল, কিন্তু আগে তার কথার মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় ছিল, এখন তার অভাব লক্ষিত হল, "একটা সংগঠন আছে—প্রতিক্রিয়াশীল একটা সংগঠন—তারা আমাদের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে ব্রতী হয়েছে। ওরা আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় জেনে ফেলেছে।

"আজ সকালে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে আমাকে কেন্দ্র সমিতির সভাপতি বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং আমাকে

শাসানো হয়েছে।" আবার একটু ইতস্তত: করে স্টার্ক বলল, "তলায় সই আছে—চার বিচারক।" নিশ্ছিদ্র নীরবতায় ওরা ওর বক্তব্য শুনল—এ রকম নীরবতায় স্টার্ক একটু আশ্চর্য হয়ে গেল; চিঠি পেয়ে ও যেরকম স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, তার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ ও আশা করেছিল যে ওর বিজ্ঞপ্তি শুনে এরা সকলেও চমকে উঠবে।

নীরবতার কারণটাও অনতিবিলম্বে জানা গেল। ফ্রাঁসোয়া শান্ত-কণ্ঠে বলল, "আমিও একটা চিঠি পেয়েছি।"

"আমিও।"

"আমিও।"

"আমিও।"

শুধু বার্থলমিউ চুপ করে রইল; অন্যদের অব্যক্ত অভিযোগ তাকে বিঁধতে লাগল।

শেষে সহজভাবে হেসে সে বলল, "আমি কোনো চিঠি পাইনি, শুধু এগুলো পেয়েছি।" এই বলে পকেট হাতড়ে দুটি শিম বিচি বের করল। বিচিগুলোর শুধু এইটুকু বৈশিষ্ট্য ছিল যে একটার স্বাভাবিক রঙ কালো, অন্যটাকে লাল রঙ করা হয়েছিল।

সন্দিগ্ধভাবে স্টার্ক জিজ্ঞাসা করল, "ওগুলোর মানে কি?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বার্থলমিউ বলল, "আমার কোন ধারণাই নেই। খুদে একটা বাক্সে করে এসেছিল, যে-রকম বাক্সে লোকে গয়না পাঠায়, সঙ্গে চিঠিও ছিল না, অন্য কিছুও ছিল না। এই সব রহস্যময় বার্তায় আমি বিশেষ ঘাবড়াই না।"

স্টার্কের তবু ঐ এক কথা "কিন্তু এগুলোর মানেটা কি?"

সকলে গলা বাড়িয়ে বিচিগুলোকে দেখতে লাগল।

"এর নিশ্চয়ই একটা-কিছু অর্থ আছে—ভেবে দেখ।"

বার্থলমিউ হাই তুলল।

তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "আমি যদ্দূর জানি ওর কোনো অর্থই নেই। লাল শিম-বিচিই বল, বা কালোই বল, আমার

জীবনে কিছুই কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়নি—যদ্দূর জানি—।"

হঠাৎ বার্থলমিউ থেমে গেল। সভ্যরা চেয়ে দেখল ওর সমস্ত মুখে যেন একটা রক্তিমার ঢেউ খেলে গেল, তারপরেই সেটা মিলিয়ে গেল, মুখটাকে মড়ার মতো সাদা দেখাতে লাগল।

স্টার্ক আদেশ করল, "কি জান বল?" প্রশ্নটার মধ্যে একটা গোপন শাসানি ছিল।

ইতস্তত: করে বার্থলমিউ বলল, "দাঁড়াও, দেখি।" এই বলে লাল বিচিটাকে তুলে নিল; ওর হাত কাঁপছিল। হাতে নিয়ে বিচিটাকে সে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল, যেন নিজের সমস্ত সঞ্চিত শক্তিকে আহ্বান করছে।

এটুকু বার্থলমিউ বুঝতে পারছিল, ব্যাপারটা এদের খুলে বলা যায় না।

এই বার্তার অর্থটা যদি সে আগে বুঝতে পারত, তা হলে হয়তো বুঝিয়ে বলাটা সম্ভব হত, কিন্তু এখন ছয় জোড়া সন্দেহপূর্ণ চোখ ওর ওপর নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে, ওর অপ্রতিভ ভাব ওরা সবাই সম্যক্‌রূপে লক্ষ্যও করেছে, এখন ইতস্তত: করলে ওরা উল্টো বুঝবে। কাজেই বানিয়ে-বানিয়ে একটা চলনসই গল্প না বললে চলবে না।

কণ্ঠস্বর সংযত করে, বার্থলমিউ বলতে আরম্ভ করল, "অনেক বছর আগে আমি এই ধরনের একটা সংগঠনের সভ্য ছিলাম আর—আর দলে একজন বিশ্বাসঘাতক ছিল।" গল্পটা মনের মধ্যে দানা বাঁধল, সঙ্গে-সঙ্গে সে নিজেকে সামলে নিল। "বিশ্বাসহন্তা ধরা পড়ল, তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে কি না, তাই নিয়ে ভোট নেওয়া হল। দু দিকে সমান-সমান ভোট পড়ল। আমি ছিলাম সভাপতি, আমাকেই ভোট দিয়ে মীমাংসা করে দিতে হবে। লাল শিম মানে জীবন, কালো মানেই মৃত্যু। আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম।"

বার্থলমিউ যখন চেয়ে দেখল ওর কথায় এরা প্রভাবিত হয়েছে, তখন সে আরো বিস্তারিত ভাবে গল্প বলে যেতে লাগল। স্টার্ক লাল বিচি হাতে নিয়ে সেটাকে ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগল।

"আমার এ রকম মনে করবার কারণ আছে যে ঐ সিদ্ধান্তের ফলে আমি অনেকগুলি শত্রু তৈরি করেছিলাম, তাদের মধ্যে কেউ বোধ হয় এই স্মারক-লিপিটি পাঠিয়েছে।"

চারপাশের মুখগুলো থেকে সন্দেহের ছায়া অপসারিত হল দেখে বার্থলমিউ মনে-মনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর—

"আর এক হাজার পাউণ্ডের ব্যাপারটা?" শান্তকণ্ঠে স্টার্ক প্রশ্নটা করল।

বার্থলমিউকে ঠোঁট কামড়াতে কেউ দেখতে পেল না, তার কারণ সে তার নরম কালো গোঁফে হাত বুলোচ্ছিল। ওরা যেটুকু লক্ষ্য করল, তা হল অবাক হয়ে বার্থলমিউ তুই ভুরু কপালে তুলেছে। চমৎকার অভিনয় করছিল সে।

মনে হল কেমন যেন ধাঁধা লেগেছে ওর, "হাজার পাউণ্ড?" তারপর হেসে ফেলল, "ও হো, তুমিও দেখছি সে গল্প শুনেছ—পরে জেনেছিলাম বিশ্বাসঘাতক আমাদের ধরিয়ে দেবার জন্য হাজার পাউণ্ড ঘুষ নিয়েছিল। সংগঠনের মঙ্গলার্থে ওটা আমরা বাজেয়াপ্ত করেছিলাম—ঠিকই করেছিলাম।" ভেবেও যেন ওর রাগ হচ্ছিল।

সকলেই নিম্নস্বরে ওর কথার অনুমোদন করাতে, ব্যাখ্যানার ফলাফল সম্বন্ধে ওর মনের ভয়টুকু কেটে গেল।

স্টার্ক পর্যন্ত মুচকি হাসল।

"তোমার ও গল্পটা জানতাম না, তবে লাল বিচির গায়ে দেখছি 'এক হাজার পাউণ্ড' কথাগুলো আঁচড় দিয়ে লেখা হয়েছে। এতে কিন্তু আমাদের সমস্যাটি সমাধানের দিকে একটুও এগুল না। কে আমাদের 'চার বিচারকে'র কাছে ধরিয়ে দিয়েছে?"

ওর কথার মাঝখানে ঘরের দরজায় মৃদু টোকার শব্দ শোনা গেল। ফ্রাঁসোয়া সভাপতির ডানদিকে বসেছিল, সে নিঃশব্দে উঠে, পা টিপে-টিপে দরজার কাছে গেল।

তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, "কে ওখানে?"

কে যেন জর্মান ভাষায় কথা বলল, তার গলার স্বর সকলের

কানে গেল, সবাই তাকে চিনতে পারল। বার্থলমিউ বলল, "গ্রাৎসের মেয়ে!" বলে আগ্রহের চোটে উঠে দাঁড়াল।

স্টার্কের সঙ্গে 'ইরেগুলার ক্যাভালরি'র প্রাক্তন সেনাপতির বিরোধের কারণ খুঁজতে গেলে, এইখানেই তার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। মেয়েটি ঘরে পা দিতেই দুজনার চোখে যে-আলো জ্বলে উঠল, সেই যথেষ্ট প্রমাণ।

স্টার্ক লোকটার এমনিতে ভারিক্কে গড়ন, আঙুলের আগা অবধি কেমন একটা জান্তব ভাব, কিন্তু যখন দাঁড়িয়ে উঠে তাকে সম্ভাষণ জানাল, ওর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

নিম্নস্বরে "মাডনা" বলে সে মেয়েটির হাতে চুমো খেল।

বেশ ভালো কাপড়চোপড় পরে এসেছিল সে, একটা মূল্যবান কালো সেব্‌ল্ কোট দিয়ে লাবণ্যেভরা শরীরটি আঁটো করে ঢাকা, সুন্দর মাথায় লোমের টুপি।

বার্থলমিউয়ের দিকে একটা দস্তানাপরা হাত বাড়িয়ে দিয়ে, গ্রাৎসের মেয়ে মৃদু হাসল।

ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো, বার্থলমিউকেও মেয়েরা পছন্দ করত, কেমন একটা ক্ষমতা ছিল ওরও, কিন্তু সেটি ভারি কোমল, পশ্চিম ইয়োরোপের সৌজন্যেভরা, মামুলী কায়দায় দুরস্ত। আমাদের বিচারে ও যে একটা ঘৃণ্য বদ্‌মাইশ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ না থাকলেও ভদ্রসমাজে মেশার ফলে ও খানিকটা সৌজন্যও শিখেছিল। তবু ওর ব্যবহারে স্টার্কের চেয়েও বেশি বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা গেল; মেয়েটার হাত ধরে ও তার চোখের দিকে চেয়ে রইল, ওদিকে স্টার্ক ধৈর্য হারিয়ে উসখুস করতে লাগল।

শেষটা বিরক্ত হয়ে সে বলল, "কম্‌রেড্, আমাদের মারিয়া-দিদির সঙ্গে গল্পটা এখন স্থগিত রাখা যাক। ও যদি মনে করে ও আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, তা হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে—তাছাড়া ঐ যে চার—"

স্টার্ক লক্ষ্য করল কথাটা শুনে মারিয়া একটু শিউরে উঠল।

ওর কথার পুনরুক্তি করে সে বলল, "সেই চারজন? তবে কি ওরা তোমাদেরো চিঠি দিয়েছে?"

স্টার্ক সজোরে টেবিলের ওপর ঘুঁষি মারল। "তোমাকেও—তোমাকেও? ওদের এত আস্পর্ধা যে তোমাকেও শাসিয়েছে? ভগবানের দিব্যি—"

মেয়েটি আরো বলল, "হ্যাঁ," ওর গভীর মধুর কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে এল, "ওরা আমাকেও—শাসিয়েছে।"

এই বলে গলার কাছে লোমের জামাটা একটু ঢিলে করে দিল যেন ঘরটা হঠাৎ বড় বেশি গরম হয়ে উঠেছে, আবহাওয়াটা আর সইতে পারা যাচ্ছে না।

স্টার্কের রসনাগ্রে বন্যার মতো হুড়মুড় করে যে কথার স্রোত এসেছিল, মেয়েটির মুখের ভাব দেখে, সে স্রোত স্তব্ধ হয়ে গেল।

ধীরে-ধীরে মেয়েটি বলতে লাগল, "মৃত্যুকে যে আমি ভয় করি তা নয়। আসলে আমি কি-যে ভয় করি নিজেই ঠাওর করতে পারছি না।"

বার্থলমিউয়ের হাল্কা স্বভাব, মেয়েটির কণ্ঠের বেদনার রহস্য তাকে স্পর্শ করেনি,—সে ওদের নীরবতা ভেঙে দিল। মেয়েটির আকুল ভাব দেখে বাস্তবিকই ওরা নীরব হয়ে গিয়েছিল।

বার্থলমিউ হেসে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার চারপাশে আমাদের মতো পুরুষরা উপস্থিত থাকতে, ঐ 'চার বিচারকে'র নাটুকেপনার দিকে তুমি তাকাবেই বা কেন?" বলেই কিন্তু সেই শিম-বিচি ছুটোর কথা মনে পড়ে গেল এবং বার্থলমিউও হঠাৎ বাকিদের মতো চুপ করে গেল।

শত্রুর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে এমন একটা সুগভীর ও অকারণজনিত আতঙ্ক ওদের মনকে গ্রাস করল আর গ্রাৎসের মেয়েকে ক্রন্দনোন্মুখ দেখে সকলে এমন অভিভূত হয়ে পড়ল যে এতক্ষণ যা কেউ শুনতে পায়নি, সেই শব্দ এবার ওদের কানে পৌঁছল—একটা ঘড়ির টিকটিক।

বহু বছরের অভ্যাসবশতঃ অমনি বার্থলমিউয়ের হাত তার পকেটে গেল, যন্ত্রচালিতের মতো পকেট-ঘড়িটা বের করে সময় মিলিয়ে নেবার জন্য ঘরের চারদিকে দৃষ্টিপাত করে সে বড় ঘড়ি খুঁজতে লাগল।

এই রকম বেখাপ্পা একেকটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা দুঃখের পরিবেশের মধ্যেও অনধিকারপ্রবেশ করে থাকে, আজ কিন্তু তার ফলে সমিতির সভ্যদের জিহ্বের আড়ষ্টতা ঘুচে গেল, সকলে একসঙ্গে কথা বলতে লাগল।

স্টার্ক মেয়েটির কম্পিত হাতদুটি নিজের দুই স্থূল হাতের মাঝখানে চেপে ধরল।

কোমলস্বরে তাকে তিরস্কার করে বলল, "মারিয়া, মারিয়া, এ কেমন পাগলামি! সে কি কথা! গ্রাৎসের মেয়ে যে সমস্ত রুশ দেশকে তোয়াক্কা করেনি, মির্তোস্কির সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছিল—কি ব্যাপার বল তো?"

শেষের কথাগুলো তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধভাবে বার্থলমিউকে উদ্দেশ করে বলা।

সেই রাতে এই দ্বিতীয়বারের মতো ইংরেজ সদস্যটির মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরে সে দাঁড়িয়েছিল, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল, থুত্‌নি ঝুলে পড়েছিল।

ভীতকণ্ঠে বার্থলমিউ বলল, "ঘড়িটা! ঘড়িটা কোথায়?" বিস্ফারিত চোখে অসহায়ের মতো সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

ফিস্‌ফিস্‌ করে আবার সে বলল, "ঐ শোন!" সকলে নিশ্বাস বন্ধ করে রইল। খুব স্পষ্ট করে শোনা গেল টিক্—টিক্—টিক্!

বিড়বিড় করে ফ্রাঁসোয়া বলল, "টেবিলের তলায় দেখ।"

স্টার্ক টেবিলের চাদর ধরে তুলে ফেলল। নিচে, ছায়ার মধ্যে দেখতে পেল একটা কালো বাক্স আর শুনতে পেল বিপদের সংকেত—যন্ত্র চলার খড়-খড় শব্দ। অমনি স্টার্ক গর্জন করে উঠল, "বাইরে চল!" বলে দরজার দিকে ছুটল।

দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

বারে বারে বিশাল দেহ নিয়ে স্টার্ক দরজার ওপর আছড়ে পড়তে লাগল; কিন্তু ওর চারদিকে যে পুরুষগুলো ভিড় করে ছিল, তারা গুঙিয়ে ককিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমনি চেপে ধরেছিল যে সে নড়বার জায়গা পাচ্ছিল না।

বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে তাদের ডাইনে-বাঁয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, গায়ের সমস্ত ভার আর শক্তি দিয়ে দরজার ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল; দরজা ভেঙে খুলে গেল।

দলের মধ্যে একমাত্র গ্রাংসের মেয়ের মাথা ঠাণ্ডা ছিল। টেবিলের পাশেই সে দাঁড়িয়ে ছিল, ওর পা যন্ত্রটাকে প্রায় স্পর্শ করেছিল, যন্ত্র চলার স্পন্দন ও অনুভব করছিল। তারপর স্টার্ক ওকে কোলে তুলে নিল; অর্ধেক কোলে নিয়ে অর্ধেক ধরে-ধরে হাঁটিয়ে, সরু প্যাসেজ পার হয়ে, অবশেষে ওরা রাস্তার নিরাপত্তায় গিয়ে পৌঁছল।

পথযাত্রীরা ওদের উস্কোখুস্কো চেহারা দেখে, কোথাও কোনো বিপদ ঘটেছে সন্দেহ করে, ওদের ঘিরে দাঁড়াল।

ফ্রাঁসোয়া ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল "ওটা কি ছিল? কি ছিল ওটা?" কিন্তু স্টার্ক দাঁত খিঁচিয়ে উঠে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

পাশ দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, সেটাকে ডেকে স্টার্ক মেয়েটিকে আগে তুলে তারপর চালককে পথের নির্দেশ দিয়ে, নিজেও লাফিয়ে উঠে পড়ল।

ট্যাক্সিটা বেগে প্রস্থান করলে পর, সমিতির সভ্যরা হকচকিয়ে গিয়ে এ-ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

বাড়ির দরজাটাকে ওরা হাঁ করে খুলে রেখেছিল, হল্-ঘরে একটা খোলা গ্যাস-বাতি খ্যাপার মতো আন্দোলিত হচ্ছিল।

চাপাগলায় বার্থলমিউ বলল, "এখান থেকে সরে পড়া যাক।"

ফ্রাঁসোয়া ব্যাকুলভাবে হাত নাড়তে লাগল,

"কিন্তু কাগজগুলো—রেকর্ডগুলো!"

বার্থলমিউ তাড়াতাড়ি একটু ভেবে নিল।

রেকর্ডগুলো এমন হেলাভরে যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা যায় না। কে জানে এই সব খ্যাপা লোকগুলো হয়তো কাগজে-কলমে নিজেদের সঙ্গে ওর নামও জড়িয়ে রেখেছিল। ওর সাহসের অভাব ছিল না, কিন্তু যে ঘরে একটা কালো বাক্সে একটা ছোট যন্ত্র রহস্যজনকভাবে টিক্-টিক্ করছিল, সেখানে আবার গিয়ে ঢুকতে হলে ওর সমস্ত মনুষ্যত্বের প্রয়োজন হবে।

জিজ্ঞাসা করল, "সেগুলো কোথায়?"

ফ্রাঁসোয়া প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "টেবিলের ওপরে। মঁ ডিউ। কি সর্বনাশ!"

ইংরেজ সদস্যটি ততক্ষণে মন ঠিক করে ফেলেছিল। এক দৌড়ে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে সে হল্‌ঘরে পৌঁছল, সেখান থেকে দুই পদক্ষেপে সেই ঘরের দরজায়, আর-এক পদক্ষেপে টেবিলের পাশে। যন্ত্রটার টিক-টিক শব্দ কানে এল, একবার টেবিলের দিকে, একবার মেঝের দিকে তাকিয়ে, দুটো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলবার আগেই বার্থলমিউ আবার পথে গিয়ে পৌঁছল।

ফ্রাঁসোয়া ওর জন্য অপেক্ষা করছিল, বাকিরা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

ফরাসী সদস্যটি বলে উঠল, "কাগজগুলো কোথায়! কাগজগুলো!"

দাঁতের ফাঁক দিয়ে বার্থলমিউ বলল, "উধাও হয়েছে!"

ওখান থেকে একশো গজও দূরে নয়, একটা জায়গায় আরেকটা অধিবেশন চলছিল।

ওদের আলোচনায় একটু ছেদ পড়েছিল, হঠাৎ পোয়াকার বলল, "ম্যানফ্রেড, আমাদের বন্ধুকে দরকার হবে নাকি?"

ম্যানফ্রেড মৃদু হাসল, "অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় মিঃ জেসেনকে?" পোয়াকার মাথা নেড়ে কথাটার সমর্থন করল।

ম্যানফ্রেড শান্তভাবে বলল, "লাগবে বোধ হয়। বিস্কুটের বাক্সে সে সস্তা অ্যালার্ম-ঘড়ি রেখে এসেছি, তাতেই কেন্দ্র সমিতি যথেষ্ট সাবধান হবে কি না সন্দেহ—এই যে লিওন।"

গনজ্যালেজ ঘরে ঢুকে ধীরে-সুস্থে ওভারকোট ছাড়ল। তখন ওরা লক্ষ্য করল যে ওর কোটের হাতা ছেঁড়া আর ম্যানফ্রেডের চোখে পড়ল ওর একটা হাত রক্তমাখা রুমাল জড়িয়ে বাঁধা।

গনজ্যালেজ সংক্ষেপে বলল, "কাচ। পাঁচিলে চড়তে হয়েছিল।"

ম্যানফ্রেড জিজ্ঞাসা করল, "ভালোভাবে হয়ে গেল?"

"খুব ভালোভাবে। ভেড়ার পালের মতো সব পালাল, ঘরে ঢুকে ওদের দণ্ডবিধানের কৌতূহলোদ্দীপক কাগজগুলো নিয়ে বেরিয়ে আসা ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না।"

"বার্থলমিউয়ের কি হল?"

গনজ্যালেজ সামান্য কৌতুক বোধ করছিল।

"অন্যদের চেয়ে ও কিছুটা কম ভয় পেয়েছিল—কাগজগুলো খুঁজতে ফিরে এসেছিল।"

"ও কি—?"

লিওন বলল, "সম্ভবতঃ। দেখলাম পালাবার সময়ে কালো শিম বিচিটা ফেলে গেল—কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে লালটাকে আমরা আবার দেখতে পাব।"

ম্যানফ্রেড গম্ভীরমুখে বলল, "তা হলে তো ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।"

লডার বার্থলমিউ উগাণ্ডাতে একজন লোককে চিনত, সে ওখানে চাষবাস করত। হঠাৎ বন্ধুর অস্তিত্বের কথা স্মরণ হওয়াতে, তিন বছর আগে দেওয়া, আফ্রিকার ঐ অঞ্চলে একটা শীতকাল কাটাবার নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়ার মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না। বার্থলমিউয়ের একটা ক্লাব ছিল; সমস্ত অভিজাত ডিরেক্টরিতে সেটিকে 'সামাজিক, সাহিত্যিক ও নাট্য ক্লাব' বলে অভিহিত করা

হত, কিন্তু ওয়াকিবহাল লোকরা ওটিকে আরো ছোট নামে ডাকত। তারা বলত 'নাইট ক্লাব'। ওখানে সাহিত্যিক সভ্যদের খোরাক নিতান্ত অপ্রচুর হলেও, কয়েকটা সাপ্তাহিক থাকত, 'দি টাইমস্' পত্রিকা থাকত, আর চাইলেই কয়েকটা বিনি পয়সায় পাওয়া টাইমটেব্‌ল্ পাওয়া যেত। তাতে বার্থলমিউ জাহাজ ছাড়ার সময়গুলো খুঁজে বের করল। পরদিন সকালে লণ্ডন ছেড়ে, ব্রিন্দিসি আর সুয়েজ হয়ে একটা জার্মান জাহাজ ধরা যেতে পারে; সেটি ওকে হপ্তা দুই বাদে উগাণ্ডায় নামিয়ে দেবে।

বার্থলমিউ ভেবে দেখল এই পন্থাই সবচাইতে ভালো।

সত্যি কথা বলতে কি, 'লাল শতক' ব্যাপারটা ক্রমে বড় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল; ওর মনে হচ্ছিল ওরা ওকে সন্দেহ করে, এবং তার চেয়েও নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছিল যে ওখানে অঢেল টাকা ওড়াবার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আর 'চার বিচারকে'র কথাই যদি ধরা যায়, ওরা মেনশিকফের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে নেবে; অর্থাৎ দ্বিগুণিত বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। ব্র্যাড্‌শ'র পাতা ওল্‌টাতে-ওল্‌টাতে মনে-মনে সে নিজের পরিস্থিতিটাকে পরিদর্শন করে নিল। হাতে ছিল প্রায় সাতশো পাউণ্ড; ধার-খোর যা ছিল সেগুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, কারণ শোধ করার কথা আদৌ ওর মনে আসেনি। সাতশো পাউণ্ড—আর লাল শিম-বিচি আর মেনশিকফ।

মনে-মনে বার্থলমিউ বলল, "এরা যদি সত্যি কাজ চায়, তা হলে তিন হাজার আশা করা যায়।"

এখন প্রত্যক্ষ অসুবিধা হল, কি করে 'চার বিচারকে'র সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। হাতে মোটে সময় নেই—তা ছাড়া কাগজে তো আর বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না—'যদি চার বিচারক এল-বি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাঁরা কিছু লাভজনক খবর পাবেন'।

ওদিকে সমিতির অধিবেশনে যা ঘটে গেল, তারপর তো আর 'লণ্ডন প্রেসে'র অ্যাগনি কলমে, ঢাকাচুপি দিয়েও লাল শিমের

উল্লেখ করা যায় না। দূতাবাসের ব্যাপারটা খুবই সহজ। চাপা গলায় বার্থলমিউ এ-রকম বে-সরকারি বার্তা পাঠাবার জন্য 'চার-বিচারকে'র বাপান্ত করতে লাগল। যদি একটা মিলন স্থলের নামও উল্লেখ করত, নিদেন ইঙ্গিত করত, তা হলে সব ব্যবস্থা করে ফেলা যেত।

সান্ধ্যপোশাক-পরা একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা করল ওর ব্র্যাডশটার কাজ শেষ হয়েছে কি না। অসৌজন্য সহকারে বইটা তাকে দিয়ে, ক্লাবের ওয়েটারকে ডেকে বার্থলমিউ একটা হুইস্কি সোডা ফরমায়েশ করল। তারপর চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে সমস্যার সমাধানের কথা ভাবতে লাগল।

সেই লোকটি ভদ্রভাবে ক্ষমা চেয়ে, ব্র্যাডশ'টি ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু প্রায় বিনা নোটিসে আমার বিদেশে ডাক পড়েছে।"

বার্থলমিউ বিরক্ত হয়ে তাকাল। যুবকের মুখটা কেমন চেনা-চেনা লাগল।

জিজ্ঞাসা করল, "আপনাকে কোথাও দেখেছি না?" অচেনা লোকটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে, মৃদু হেসে বলল,

"লোকের সঙ্গে দেখা হয়, আবার ভুলেও যাই। ভেবেছিলাম আপনাকে চিনি, কিন্তু কে তা ঠিক মনে করতে পারছি না।"

শুধু মুখটা না, গলার স্বরটাও অদ্ভুত রকম পরিচিত।

মনে-মনে ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে, বার্থলমিউ ভাবল, "ইংরেজ নয়। হয়তো ফরাসী; স্লাভ হবার সম্ভাবনা তার চেয়েও বেশি— কে হতে পারে?"

মনটা অন্য দিকে যাওয়াতে এক দিক দিয়ে ও খুশিই হয়েছিল; দেখতে-দেখতে ফাৎনা দিয়ে মাছ ধরা সম্বন্ধে লোকটার সঙ্গে দিব্যি উপভোগ্য আলোচনা জমে উঠল।

ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটার কাছে এলে, অচেনা লোকটি হাই তুলে, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

তারপর অমায়িকভাবে জিজ্ঞাসা করল, "পশ্চিমদিকে যাচ্ছেন নাকি ?"

এর পরের এক ঘণ্টা কি ভাবে কাটাবে সে বিষয়ে বার্থলমিউ কিছুই স্থির করেনি, কাজেই ওর কথায় সম্মত হয়ে গেল। দুজনে ক্লাব থেকে বেরিয়ে, পিকাডিলি সার্কাস হয়ে, গল্প করতে-করতে পিকাডিলি পৌঁছল।

তারপর হাফ-মুন স্ট্রীট পেরিয়ে বার্কলি স্কোয়ারে পড়ল; জায়গাটা নীরব, জনমানবশূন্য। হঠাৎ থেমে অচেনা লোকটি বলল, "আপনাকে অনেক দূর বেপথে নিয়ে এলাম বোধ হয়।"

বার্থলমিউ বলল, "না, মোটেই না।" অমায়িক কায়দাদুরস্ত ভাবখানা তার।

তারপর দুজন দুদিকে চলল, প্রাক্তন সেনাপতি যে-পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে চলল। সন্ধ্যার গোড়ার দিকে যে সমস্যা তার সমস্ত চিন্তা জুড়ে ছিল, আবার তার সূত্রগুলি তুলে নিয়ে সে ভাবতে-ভাবতে চলল।

হাফ-মুন স্ট্রীটের অর্ধেকটা গিয়ে দেখে একটা গাড়ি; তার পাশাপাশি এলে দেখে একটা লোক ফুটপাথের ধারে অপেক্ষা করছে; লোকটা এসে ওর পথ রোধ করল।

বিনীতভাবে সে জিজ্ঞাসা করল, "ক্যাপ্টেন বার্থলমিউ না ?" অবাক হয়ে বার্থলমিউ বলল, "হ্যাঁ, আমিই।"

"আমার প্রভু জানতে চান আপনি কি স্থির করেছেন।"

"কি—?"

নির্বিকারভাবে প্রশ্নকর্তা বলল, "যদি লালটা পছন্দ করে থাকেন, তা হলে এই যে গাড়ি, দয়া করে উঠুন।"

সামান্য দ্বিধা করে বার্থলমিউ জিজ্ঞাসা করল, "আর যদি কালোটা পছন্দ করে থাকি।"

নিরুদ্বিগ্নভাবে লোকটি বলল, "সে ক্ষেত্রে আমার প্রভু মনে করেন যে তাঁর নিজের আরো বেশি নিরাপত্তার জন্য যাতে আপনি

কোনো পক্ষই অবলম্বন করতে না পারেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।"

লোকটির স্বরে কোনো ভয় দেখানোর ভাব ছিল না, ছিল শুধু এমন একটা হিম-শীতল, কার্যকরী আত্মপ্রত্যয়, যে তাই শুনে এই ধুরন্ধর ফন্দিবাজও স্তম্ভিত।

ভাঙা গলায় সে বলল, "লাল রঙটাই নিয়েছি।" লোকটি নিচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে, গাড়ির দরজা খুলে দিল।

সেই লোকগুলির সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আগে বার্থলমিউয়ের খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছিল।

মুখোস-পরা বিচার-সভা দেখতে সে অনভ্যস্ত ছিল না। কেন্দ্র সমিতিতে পদোন্নতির আগে ওকে এইরকম আর একটা সভায় উপস্থিত থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু এই চারজন লোকের পরনে সান্ধ্যবেশ, আর লাল শতকের বিচার সভার নাটকীয় আবহাওয়া এখানে অনুপস্থিত। উদ্ভট আলোর খেলা, ঘণ্টার গম্ভীর নিনাদ, কালো পরদার অপসারণ—কেন্দ্র সমিতির খেলো চাতুরির কিছুই এখানে দেখা গেল না।

দেখেই বোঝা গেল এটা একটা বসবার ঘর, এইরকম শত-শত বসবার-ঘর দেখেছে বার্থলমিউ।

যে চারজন লোক ওর কাছ থেকে সমান দূরত্ব রেখে বসে ছিল, এক ঐ মুখোসটুকু বাদে, তাদেরও যথেষ্ট মামুলী চেহারা। মনে হল একজনের দাড়ি আছে, তবে সেটা ঠিক বোঝা গেল না। যা বলবার তার বেশির ভাগ সেই বলল।

সে বলল, "শুনলাম আপনি লাল-বিচি পছন্দ করেছেন।"

বার্থলমিউ উত্তর দিল, "আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্বন্ধে দেখছি আপনি অনেক কিছুই জানেন।"

"আপনি লালটাকেই পছন্দ করলেন আবার?"

বন্দী জিজ্ঞাসা করল, " 'আবার' বলছেন কেন?"

মুখোসের ছ্যাদার মধ্যে দিয়ে মুখোস-পরা লোকটির চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছিল।

সে শান্তকণ্ঠে বলল, "অনেক বছর আগে, একজন অফিসার ছিল, সে তার স্বদেশের আর বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।"

"ওটা একটা পুরনো মিথ্যা কথা।"

মুখোস-পরা লোকটি বলে চলল, "তার হাতে একটা ঘাঁটি আগলানোর ভার ছিল, সেখানে অনেক খাবার ও গোলাগুলি মজুত রাখা ছিল। শত্রুপক্ষের সেনাধ্যক্ষের ঐ-সব জিনিসের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাঁর হাতে এত লোকবল ছিল না যে রক্ষকদলকে আক্রমণ করে ওগুলি ছিনিয়ে নেন।"

বার্থলমিউ মুখ হাঁড়ি করে বলল, "অনেক দিন আগেকার যত সব মিথ্যা রটনা।"

"কাজেই শত্রুপক্ষীয় সেনাপতি বুদ্ধি করে ঘুষ দিতে চাইলেন। তার ঝুঁকি অনেক ; হাজারের মধ্যে নয় শো নিরানব্বুই ক্ষেত্রে এ রকম চেষ্টা ব্যর্থ হত। হয়তো মাত্রাটাকে আমি খানিকটা কমিয়েই বলছি—সে যাই হক, চতুর বুড়ো সেনাধ্যক্ষ ঠিকই মানুষ চিনেছিলেন।"

বার্থলমিউ বলল, "আর কিছু বলবার দরকার নেই" তবু ম্যানফ্রেড বলতে লাগল, "কোনো চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়নি। আমাদের সেনাপতি ঘুঘুলোক, কিন্তু স্থির হয়েছিল তার সিদ্ধান্তটা এইভাবে শত্রুপক্ষের সেনাধ্যক্ষকে জানানো হবে—"

এই বলে সে হাতের মুঠি খুলল। বার্থলমিউ দেখল মুঠোর মধ্যে দুটি শিম বিচি, একটা লাল, একটা কালো।

"কালো বিচি মানে প্রত্যাখ্যান, লাল বিচি মানে সম্মতি—এক হাজার পাউণ্ডের রফা।"

বার্থলমিউ কোনো উত্তর দিল না।

"লাল শতক-এর গতিবিধি সম্বন্ধে থেকে-থেকে আমাদের তথ্য

সরবরাহের জন্য আমরাও আপনাকে ঠিক অতগুলি টাকাই দেব।"

"যদি অস্বীকার করি?"

মুখোস-পরা লোকটি নির্বিকারভাবে বলল, "অস্বীকার আপনি করবেন না। আপনার টাকার দরকার, এই মুহূর্তেই আপনি বন্ধুদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার মৎলব ভাঁজছেন।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বার্থলমিউ বলল, "আপনি যখন এতই জানেন—"

"অনেক কিছুই জানি। যথা এ-ও জানি যে আপনি পত্রপাঠ পলায়নের কথা ভাবছেন—ভালো কথা, আপনি কি খবর রাখেন যে 'লুকাস্ ওহ্ রম্যানে'র বয়লার ফুটো হয়ে গেছে বলে জাহাজটা নেপল্‌সের ডকে তোলা আছে?"

বার্থলমিউ চমকে উঠল; চমকাবারই কথা, কারণ সে নিজে ছাড়া আর কারো জানবার কথা নয় যে ঐ জাহাজটাকেই ওর সুয়েজে গিয়ে ধরবার ইচ্ছা।

ম্যানফ্রেড ওর বিড়ম্বিত ভাব দেখে মুচকে হাসল। বলল, "অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে আমি বাহাদুরি চাই না। সত্যি কথা বলতে কি, ও-সব স্রেফ আন্দাজে বললাম; কিন্তু ও মৎলবটা আপনাকে ছাড়তে হবে। আমাদের আরো অধিক সাফল্যের জন্য আপনার এখানে থাকা দরকার।"

বার্থলমিউ ঠোঁট কামড়াল। এ প্রস্তাবটি কারো মৎলবের সঙ্গে খাপ খেল না। হঠাৎ সে ভারি একটা অমায়িক ভাব দেখাতে শুরু করল।

প্রসন্নভাবে বলল, "তাই যদি থাকতে হয় তো থাকব। আর যখন রাজিই হয়ে গেলাম, তখন কি জানতে পারি কার সঙ্গে কথা বলবার সম্মান লাভ করলাম? তা ছাড়া আর-একটু বলি, আপনাদের বিশ্বস্ত কর্মচারির পদে যখন বহাল হয়েছি, তখন আমার প্রভুদের মুখ দেখতে পাব না কি?"

ম্যানফ্রেডের হাসিতে একটা অবজ্ঞার সুর শুনল বার্থলমিউ।

নির্বিকারভাবে ম্যানফ্রেড বলল, "আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের কোনো দরকার নেই। জেনে রাখুন আপনার কাছে আমাদের কোনো বিশ্বস্ত কথা বলা হবে না। আমাদের চুক্তি অনুসারে আপনার সব গোপন তথ্যের ভাগীদার আমরা হব, আমাদেরটার আপনি হবেন না।"

বার্থলমিউ তবু একগুঁয়েমি করে বলতে লাগল, "কিছু তো আমার জানা দরকার! কি করতে হবে? কোথায় রিপোর্ট করতে হবে? কিভাবে টাকা পাব?"

"কাজ শেষ হলে টাকা পাবেন।" ম্যানফ্রেডের হাতের নাগালের মধ্যে একটা ছোট টেবিল ছিল, সেদিকে হাত বাড়াতেই অমনি ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

বিশ্বাসঘাতক এক লাফে পেছিয়ে গেল, কিসের ভয়ে তা সে নিজেই জানত না।

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আসুন, কোনো ভয় নেই।"

বার্থলমিউ বলল, "এর মানে কি?" বলে এক পা এগুল।

অমনি পায়ের তলার মেঝে খসে গেল, বার্থলমিউ পিছু হটবার চেষ্টা করল, কিন্তু ততক্ষণে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে আতঙ্কে বিকট চিৎকার করেই, বুঝতে পারল সে পড়ছে তো পড়ছেই।

"এই যে, উঠে পড়ুন।" কে যেন ওর হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছিল, চারদিকে কি ভয়ঙ্কর শীত, মুখে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা লাগছিল।

শিউরে উঠে বার্থলমিউ চোখ খুলল।

প্রথমে চোখে পড়ল পিঠে বোঝা নিয়ে একটা লোহার তৈরি উট। তারপর অস্পষ্টভাবে চৈতন্য হল ওটা কোনো বাগানের লোহার বেঞ্চির কারিকুরি করা থাম। তারপর দেখতে পেল নোংরা পাথরের তৈরি মলিন ছাই রঙের পাঁচিলের খানিকটা। টেম্‌স্ নদীর বাঁধের ওপর একটা বেঞ্চিতে ও বসে আছে আর

একজন পুলিসের লোক ওকে ধরে ঝাঁকিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে, তবে খুব জোরে ঝাঁকাচ্ছে না।

"দেখুন মশাই—বলুন তো এরকম করলে কি করে চলে ?"

টলতে-টলতে বার্থলমিউ উঠে দাঁড়ান্ন। গায়ে একটা লোমের কোট, তাও আবার নিজের নয়।

নিষ্প্রাণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "আমি এখানে এলাম কি করে ?"

পুলিসের লোকটি অমায়িকভাবে হাসল,

"সে আর আমি কি করে বলব, তবে দশ মিনিট আগেও আপনি এখানে ছিলেন না, এ-কথা হলপ করে বলতে পারি।"

কম্পিতকণ্ঠে বার্থলমিউ বলল, "একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও দেখি।" ট্যাক্সি ডাকা হল, বার্থলমিউ তাতে চড়ে বাসায় ফিরে গেল।

কিন্তু বাঁধের ধারে ও কোন্ যাদুবলে গিয়ে উঠেছিল ? সেই চারজনের কথা মনে পড়ল; ঘরটা কেমন হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তাও মনে পড়ল; তারপর মনে পড়ল ও পড়ে গিয়েছিল, পড়ছিল তো পড়ছিলই।

হয়তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পড়ে যাওয়ার ফলে একটুও জখম হয়নি। অস্পষ্টভাবে মনে হল কে যেন ওকে জোরে নিশ্বাস নিতে বলেছিল, কেমন একটা বিশ্রী মিষ্টি গন্ধ নাকে এসেছিল—ব্যস্ আর কিছু না।

কোটটা ওর নিজের নয়। দুদিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখতেই একটা চিঠি পেল। ও যদি জানত যে এই বিশেষ রকম কাগজের জন্য 'চার বিচারকে'র ছাই রঙের চিঠিগুলি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

সংক্ষিপ্ত চিঠি, একটিও বাড়তি কথা নেই।

"বিশ্বাসী কর্মীর মতো কাজ করলে পুরস্কার পাবে; বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে পড়বার সময়ে নিচে জাল দিয়ে আপনাকে রক্ষা করা হবে না।"

আবার বার্থলমিউ শিউরে উঠল। তারপর নিজের অকর্মণ্যতা এবং অসহায়তার কথা মনে করে রাগে গা জ্বলে গেল। দুর্বলকণ্ঠে মৃদুস্বরে বার্থলমিউ গাল পাড়তে লাগল।

সাক্ষাৎকারটা শহরের কোন্ অঞ্চলে ঘটেছিল তা পর্যন্ত ওর জানা ছিল না। যাবার সময় জানলা-বন্ধ-করা গাড়িটা কোন্ পথ ধরেছিল সেটা অনুসরণ করতে ও বৃথাই চেষ্টা করেছিল।

কি উপায়ে সেই চারজন তাদের আদেশ জানাবে সে বিষয়ে বার্থলমিউয়ের কোনো ধারণাই ছিল না। তবে এটুকু সে জানত যে উপায় একটা তারা করে নেবেই।

যখন বাড়ি পৌঁছল, তখনো ওরা যে ওষুধ দিয়েছিল তার ফলে ওর মাথা ঘুরছিল। যেমন কাপড়-চোপড় পরা ছিল, সেই অবস্থাতেই খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। দুপুর গড়িয়ে গেলে যখন ঘুম ভাঙ্গল, সমস্ত গায়ে বেদনা, মেজাজ খিটখিটে। স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরতেই শরীরটা অনেক ঝরঝরে মনে হল। একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, বার্থলমিউ তাই বেরিয়ে পড়ল।

পথে যেতে বিরক্তির সঙ্গে মনে পড়ল যে পাঁচটার সময়ে কেন্দ্র-সমিতিতে যাবার ডাক এসেছিল। সেকালে মহড়া দেবার সময়কার কথা মনে পড়ে গেল। তারপর মনে পড়ে ... ল মিটিং-এর কোনো জায়গা তো ঠিক করা হয়নি। লেস্টার স্কোয়ারে শান্তশিষ্ট ফ্রাঁসোয়াকে পাওয়া যাবে, কাজেই বার্থলমিউ সেই দিকে পা চালাল।

ধীরস্থির হাসিখুশি ফ্রাঁসোয়া অন্য দিনের মতোই বিনীতভাবে ওর জন্য অপেক্ষা করে ছিল। ওকে দেখেই বলল, "বেলা দুটোর সময় মিটিং হয়ে গেছে। আমাকে বলতে বলা হয়েছে যে দুটি পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বলে সতর্কভাবে সে ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে নিল। তারপর বলে চলল,

"গ্রেভস্ এণ্ডে—(ফ্রাঁসোয়া বলেছিল গোয়েভস্ এণ্ডে) রসদ

নেবার জন্য একটা যুদ্ধের জাহাজ লেগেছে। জাহাজের নাম গ্রনোভিচ্। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, যে ওর কাপ্তান হল স্বার্দো নামের সেই উঁচু বংশের লোকটা—তাকে ভালোবাসবার আমাদের কোনো কারণ নেই।"

বার্থলমিউ জিজ্ঞাসা করল, "আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটা?" আবার আগের মতো বিরক্তিকরভাবে এদিকে-ওদিক তাকিয়ে ফ্রাঁসোয়া জয়োল্লাসের সঙ্গে বলল, "ব্যাঙ্কের চেয়ে কম কিছু নয়!"

শুনে বার্থলমিউ স্তম্ভিত।"

"ব্যাঙ্ক? ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড! সে কি! তোমরা কি পাগল হয়েছ নাকি—বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে?"

ফ্রাঁসোয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরলভাবে বলল, "ঐ রকমই আদেশ।" বলে আরেকবার কাঁধ ঝাঁকাল।

আবার বলল, "ঐ রকম আদেশ।" তারপর হঠাৎ "আচ্ছা আসি।" বলে অভ্যাসমতো নাটুকেভাবে মাথা নিচু করে বিদায় নিল।

এর আগে যদি 'লাল শতক' থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার কারণ থেকে থাকে, এখন সেটা সহস্রগুণ বেড়ে গেল। মনের কোণে যদি বা এতটুকু দ্বিধা বাকি থেকে থাকে, বিবেকের সামান্যতম দংশন, এবার তাও বিদায় নিল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বার্থলমিউ গন্তব্যস্থলে চলল। ওর লক্ষ্য ছিল হোটেল লারবর্নের 'রেডরুম', লাল কামরা। সেখানে পৌঁছে একটা টেবিলে বসে, কিছু পানীয় চাইল। ওয়েটারটা অস্বাভাবিক রকমের বকবক করে। বার্থলমিউয়ের নিঃসঙ্গ টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে, লোকটা প্রসন্ন কিন্তু সশ্রদ্ধভাবে গল্প করে যেতে লাগল। ঘরের অন্যান্য খদ্দেররা এটা লক্ষ্য করে মনে-মনে ভাবছিল কি নিয়ে ওদের এত কথা, ঘোড়দৌড়, না বাড়ি-বিক্রি?

ওয়েটার বলছিল, "আমি গ্রনোভিচ সম্বন্ধে ও-কথাটা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই, তবু দূতাবাস আর কমাণ্ডারকে কথাটা জানিয়ে দেব—আপনি যাচ্ছেন কবে?"

বার্থলমিউ বলল, "যত শীগগির সম্ভব।"

মাথা নেড়ে ওয়েটার টেবিলের ওপর থেকে খানিকটা সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলল।

তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আর গ্রাৎসের মেয়ে?"

বার্থলমিউ একটা অনিশ্চয়তার ভঙ্গী করল।

ওয়েটার বলল, "নাই বা কেন?" তারপর চিন্তান্বিতভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আরো বলল, "ওকে সঙ্গে নিয়ে যান না কেন?"

এই রকম একটা চিন্তার বীজ বার্থলমিউয়ের মনেও ছিল, তবে সেটাকে কখনো অঙ্কুরিত হতে দেয়নি, নিজের মনেও না।

"ও মেয়ে বড় সুন্দরী আর আমার তো মনে হয় আপনার রূপগুণ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন নয়—ঐ ধরনের মেয়েদের আপনার মতো পুরুষদের প্রতিই দুর্বলতা থাকে আর সত্যি কথা বলতে কি, ও এখান থেকে সরে গেলেই আমরা খুশি হই—কিম্বা মরে গেলে।"

মিঃ মেন্‌শিকফ্‌ একটুও প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন না, তবু শেষ কথাগুলি উচ্চারণ করবার সময় তাঁর কণ্ঠে স্পষ্ট একটা প্রত্যয়ের সুর শোনা গেল। এত বছর ধরে উনি গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগের অধিনায়কের কাজ করে এসেছিলেন যে এখন তার কোনো আনুষ্ঠানিক শত্রুকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না।

কি যেন ভাবতে-ভাবতে বললেন, "একবার ভেবেছিলাম বুঝি এবার ও ধরা পড়ে গেল। ওরা ওকে সেণ্ট পিটার ও পলের দুর্গে নিয়ে গিয়ে বেত্র-দণ্ড দিতে চেয়েছিল, আমিই তাতে বাধা দিয়েছিলাম। মনে হয় সে-জন্য ও কৃতজ্ঞ হয়েছিল, প্রায় সাধারণ মানুষের মতোই—তারপর কিন্তু সে ভাবটা কেটে গিয়েছিল।"

বার্থলমিউ পানীয়ের দাম চুকিয়ে দিল। লোকটা আজ্ঞাবাহী

দাসের মতো সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, সবাইকে দেখিয়ে-দেখিয়ে বার্থলমিউ তাকে কিছু বকশিশ দিল। দেবার সময় মনে পড়ল লোকে বলে লোকটা নাকি কোটিপতি।

মেনশিকফ গম্ভীরমুখে বললেন, "এই যে আপনার ভাঙানি টাকাটা।" এই বলে বার্থলমিউয়ের হাতে ঝন্‌ঝন্ করে কয়েকটা তামার পয়সা আর ছোট করে পাকানো দুটো একশো পাউণ্ডের নোট দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে টাকা শোধ করে দেওয়াতে তিনি বিশ্বাস করতেন। বার্থলমিউ যেন অন্যমনস্কভাবে টাকাটা পকেটে পুরে নিয়ে, সবাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলল, "গুড্ ডে।"

ওয়েটার বলল, "আবার দেখা হবে, মঁসিউ, শুভ-যাত্রা!"

৪ ॥ বিদ্রোহী রাজকন্যা ॥

গ্রাৎসের মেয়ের অনেক মানবিক গুণ ছিল। কিন্তু বার্থলমিউয়ের মনে হত ও বুঝি বরফ দিয়ে তৈরি, আবেগশূন্য একজন রূপসী মেয়ে মাত্র, শক্ত সোজা চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসা এক মেয়ে, যে শান্ত জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে চেয়ে ছিল। এখানে যা-যা বিবৃত হচ্ছে, সে সবই মেন্‌শিকফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর দিন সন্ধ্যায়, ব্লুম্‌স্‌বারিতে ঐ মেয়ের ঘরে সংঘটিত হয়েছিল। ওর ঐ শীতল সংযত ভাব দেখে বার্থলমিউয়ের কথার উদ্যত আবেগকে কে যেন গলা টিপে মেরে ফেলেছিল। ফলে ওর বক্তব্য ভাঙা-ভাঙা ভাষায় প্রকাশ পেল; তা শুনে কেউ প্রভাবিত হতে পারে না।

মেয়েটি শুধু বলল, "কিন্তু কেন?" কথার মধ্যে তিনবার বার্থলমিউ থেমেছিল, প্রার্থীর মতো, ওর কাছ থেকে এতটুকু উৎসাহ পাবার আশায়। কিন্তু মেয়ের মুখে শুধু ঐ এক উত্তর।

অসংযতভাবে উন্মত্তভাবে বার্থলমিউ কথা বলতে লাগল। এক-

দিকে সেই চারজনের ভয়, অপরদিকে 'লাল'দের ভয় বার্থলমিউয়ের স্নায়বিক দুর্বলতা ঘটাচ্ছিল।

মনে হল এই বুঝি ঐ দুই আতঙ্ক থেকে রেহাই পাবার একমাত্র সুযোগ; দুটি সংগঠনের—কারার বাঁধন থেকে মুক্তিলাভ; সম্মুখে পদচিহ্নবিহীন বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর, সেখানে এদের কারো প্রতিহিংসা ওর নাগাল পাবে না।

চোখের সামনে ঈডেনের কানন—বার্থলমিউ শুধু একজন ঈভ ভিক্ষা করছিল।

আসন্ন মুক্তির কথা মনে করলেই গ্রাৎসের মেয়ের আবেগহীন শীতলতাজনিত বিষণ্ণতাও দূর হয়ে যাচ্ছিল।

"মারিয়া—তুমি কি বুঝতে পারছ না? এই রকম পুরুষ-মানুষের যোগ্য কাজ করে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলছ—এ যে খুনের কাজ। প্রেমের জন্য, আমার জন্য, তোমার সৃষ্টি হয়েছিল!" গ্রাৎসের মেয়ের হাত চেপে ধরল বার্থলমিউ; সে হাত সরিয়ে নিল না। কিন্তু হাতের পাতায় কোনো আবেগের প্রতিদানও পাওয়া গেল না এবং ওর ঐ অদ্ভুত অন্বেষী চোখ বার্থলমিউয়ের মুখের ওপর নিবদ্ধ রইল।

আবার সে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু কেন এবং কি উপায়ে? আমি তোমাকে ভালোবাসি না, কোনোদিনও কোনো পুরুষমানুষকে আমি ভালোবাসব না—তা ছাড়া এখানে তোমার কাজ আছে, আমার কাজ আছে। আমাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য আছে, তোমার অঙ্গীকার আছে। তোমার কম্‌রেডরা, রুডল্‌ফ—"

চমকে উঠে বার্থলমিউ ওর হাত ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুহূর্তের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর উন্নত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর কাষ্ঠ হেসে কর্কশকণ্ঠে বলল, "কাজ! কম্‌রেডরা!! তুমি কি ভেবেছ এখনো আমার পৈত্রিক প্রাণটাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করতে যাব?"

দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল না বার্থলমিউ; যে দুজন লোক এসে ঢুকল, তাদের পায়ের শব্দও শুনতে পেল না। নির্মমভাবে বলে চলল, "তুমি কি পাগল, তার ওপর অন্ধ? বুঝছ না ব্যাপারটা চুকেবুকে গেছে? আমরা সবাই এখন 'চার বিচারকে'র মুঠোর মধ্যে! ওরা আমাদের এমনি করে নস্যাৎ করবে।" অবজ্ঞাভরে বার্থলমিউ হাতের আঙুল মটকাল।

"সব জানে ওরা,—এস্কোরিয়েলের প্রিন্সের ওপর যে আঘাত হানার চেষ্টা হবে, তা পর্যন্ত জানে! ঐ তো! এবার চমকে উঠেছ তো! বাস্তবিকই যা বলছি সব সত্যি—ওরা জানে!"

ধীরে-ধীরে গ্রাৎসের মেয়ে বলল, "তাই যদি হয়, তবে আমাদের মধ্যে কেউ একজন বিশ্বাসঘাতক আছে।"

বার্থলমিউ অবজ্ঞাভরে হাত নেড়ে, সে সম্ভাবনাটাকে স্বীকার করেও একেবারে যেন উড়িয়ে দিল।

তারপর সহজভাবে বলল,

"সব জায়গায় বিশ্বাসঘাতক থাকে—যদি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যথেষ্ট মুনাফা পাওয়া যায়। আর সে হক বা নাই হক, তোমার আমার পক্ষে লণ্ডন শহর বড় বেশি গরম হয়ে উঠেছে।"

মেয়েটি তার কথার সংশোধন করে বলল, "তোমার পক্ষে হয়ে থাকতে পারে।"

রূঢ়ভাবে বার্থলমিউ বলল, "তোমার পক্ষেও।" বলে ওর হাত আবার চেপে ধরল, "তোমাকে আসতেই হবে—শুনছ, তুষার-সুন্দরী, আমার সঙ্গে তোমাকেও আসতে হবে।"

ওকে কাছে টেনে আনতে গেল বার্থলমিউ, কিন্তু কোথা থেকে একটা হাত ওর বাহু চেপে ধরল; ফিরে দেখে স্টার্ক! নীরব নিদারুণ ক্রোধে স্টার্কের মুখ লাল কুঞ্চিত, বিকৃত।

ছোরার জন্য, পিস্তলের জন্য স্টার্ক প্রস্তুত ছিল, ঘুঁষির জন্য নয়। ঘুঁষিটা লাগল সোজা মুখের ওপর, স্টার্ক পিছনের দেয়ালে আছড়ে পড়ল।

সঙ্গে-সঙ্গে সামলে নিয়ে ফ্রাঁসোয়াকে ইশারা করল। ফ্রাঁসোয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে, দরজায় চাবি দিল।

"দরজা থেকে সরে দাঁড়াও!"

"দাঁড়াও!"

স্টার্কের নিশ্বাস দ্রুত পড়ছিল, হাতের পিছন দিয়ে সে মুখের রক্ত মুছে ফেলল।

তারপর অভ্যস্ত কণ্ঠস্বরে বলল, "দাঁড়াও। যাবার আগে একটা ব্যপারের নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।"

ওদের ইংরেজ সদস্যটি বলল, "যেখানে বল, যখন বল।"

হাঁপ ছেড়ে দিয়ে স্টার্ক বলল, "ঘুঁষিটার কথা বলছি না, ওটা কিছু নয়। কেন্দ্র-সমিতির কথা বলছি—বিশ্বাসঘাতক!"

থুতনি বাড়িয়ে সাপের মতো ফোঁস করে সে শেষের শব্দটা উচ্চারণ করল।

কি করবে স্থির করবার জন্য বার্থলমিউ খুব কম সময় পেয়েছিল। সঙ্গে অস্ত্র ছিল না, তাকে বলে দিতে হল না যে গোলাগুলি চলবে না। ভয় শুধু ছোরার; বার্থলমিউ একটা চেয়ারের পিঠ আঁকড়ে ধরল। যদি ওদের কিছুক্ষণ তফাতে রাখা যায়, তা হলে দরজার কাছে পৌঁছে নিরাপদে সরে পড়া যেতে পারে। মোক্ষম আঘাত দিয়ে স্টার্ককে যখন পেড়ে ফেলা যেত, তখন দেরি ক:র ফেলার জন্য নিজেকে সে দুষতে লাগল।

"তুমি 'চার বিচারক'দের কাছে আমাদের ধরিয়ে দিয়েছ—সে খবরটা আমাদের কানে নাও আসতে পারত, কারণ ওরা তো চাকরবাকর রাখে না। কিন্তু দূতাবাসেও তুমি টাকার জন্য আমাদের কথা প্রকাশ করেছ—সেটাই তোমার কাল হল!"

ততক্ষণে সে নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল।

"তোমাকে জানিয়েছিলাম আমরা ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড ধ্বংস করব। চার বিচারক ব্যাঙ্ককে সাবধান করে দিয়েছিল। তোমাকে জানানো হয়েছিল গ্রনোভিচ্ জাহাজটার ওপর আক্রমণ

চালানো হবে—দূতাবাস থেকে জাহাজের কাপ্তানকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। দু দিক থেকে তোমার অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ঐ-সব আক্রমণ আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে নেই। তোমাকে পরখ করবার জন্য ও-কথা বানিয়ে বলা হয়েছিল—তুমি সেই ফাঁদেই পড়েছ !!"

বার্থলমিউ চেয়ারটাকে ভালো করে ধরল। অস্পষ্টভাবে ও বুঝতে পারছিল যে এবার ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য মনটা অবাধ আতঙ্কে ভরে গেল।

ধীরেসুস্থে স্টার্ক বলে চলল, "কাল রাতে সমিতির গোপন বৈঠক বসেছিল। তালিকা থেকে তোমার নাম পড়া হয়েছিল।"

ইংরেজ সদস্যের মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গিয়েছিল।

"একবাক্যে সমিতির সদস্যরা বলেছিল—" একবার থেমে স্টার্ক গ্রাংসের মেয়ের দিকে তাকাল। নির্বিকারভাবে সে দাঁড়িয়ে ছিল, হাত দুটি জড়ো করা, পরিস্থিতিটার সমর্থনও করেনি, কোনো আপত্তিও জানায়নি। মুহূর্তের জন্য বার্থলমিউয়ের চোখ ওর মুখের দিকে গিয়েছিল ; সেখানে না ছিল দয়া, না ছিল দণ্ড। যেন স্বয়ং ভাগ্য-দেবীর মুখ—অনমনীয়, অযৌক্তিক, অপরিহার্য।

"তোমার প্রাণদণ্ড হয়েছে।" এত আস্তে কথাগুলি স্টার্ক বলল যে সামনে দাঁড়িয়ে বার্থলমিউ প্রায় শুনতেই পেল না। "মৃত্যু···"

বিদ্যুৎগতিতে হাত তুলে ছুরিটা ছুঁড়ে দিল স্টার্ক।

আহত মানুষটা কাতরস্বরে শুধু বলল, "উচ্ছন্নে যাও !" তারপর অসহায়ভাবে নিজের বুক হাতড়াতে লাগল,···তারপর হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। তখন ফ্রাঁসোয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে আঘাত করল।

স্টার্ক আবার মেয়েটির দিকে চেয়ে, বাধো-বাধো স্বরে বলল, "এই আমাদের আইন।" কিন্তু সে কোনো উত্তর দিল না।

শুধু ওর চোখদুটি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটার দিকে ফিরল, ঠোঁটদুটি কেঁপে উঠল।

ফিসফিস করে স্টার্ক বলল, "এখান থেকে সরে পড়তে হবে।"

একটু কাঁপছিল সে, এ ধরনের কাজ তার কাছে নতুন। ঈর্ষার তাড়নায় আর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য, অন্য সময়ে যে-কাজ ও অধস্তন কর্মীদের হাতে ফেলে রাখত, সেই কাজের ভার এবার সে নিজের হাতে নিয়েছিল।

"উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে কে থাকে ?"

দরজার ফাঁক দিয়ে স্টার্ক একবার বাইরে দেখে নিয়েছিল।

"একজন ছাত্র—একজন রাসায়নিক।" শান্ত স্বাভাবিক স্বরে মেয়েটি উত্তর দিল।

স্টার্কের মুখটা লাল হয়ে উঠল, ও নিজের আর ওর সঙ্গীটির ফিসফিস কথার পর মেয়েটির স্বর যেন কানে বড় লাগল।

ব্যস্ত হয়ে স্টার্ক বলে উঠল, "আস্তে, আস্তে।" যেখানে দেহটা পড়ে ছিল, সাবধানে সেখানে ফিরে গিয়ে, সেটার চারদিক ঘুরে, জানলার পরদা টেনে দিল।

মনের কোন্ সতর্কবাণীর তাগাদায় পরদা টানল, তা সে নিজেই জানত না। তারপর দরজার কাছে গিয়ে, অন্যদের ইশারায় ডেকে, হাতল ধরে ঘোরাল। মনে হল হাতলটা যেন আপনা থেকেই ঘুরে গেল, কিম্বা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আর কেউ ঠিক একই সময় হাতল ঘোরাল।

দেখল বাস্তবিকই তাই ; দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল ; ফলে ওকে পিছু হটতে হল ; চৌকাঠে একজন লোক এসে দাঁড়াল।

পরদা টানা, কাজেই ঘরে আধো-অন্ধকার। চৌকাঠে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আগন্তুক সেই ছায়াময় ঘরের লোকদের দেখতে পেল, আর কিছু দেখতে পেল না।

একটু অপেক্ষা করতেই, আরো তিনজন লোক এসে জুটল। নিজেদের মধ্যে তারা যে কোন্ ভাষায় দ্রুত পরামর্শ করল, সেটা স্টার্কের মতো দক্ষ ভাষাবিদ্ও বুঝতে পারল না। সঙ্গীদের একজন গিয়ে সেই ছাত্রের ঘর থেকে কি একটা জিনিস এনে চৌকাঠের রক্ষীর হাতে দিল।

সে লোকটি একলাই ঘরে ঢুকে, দরজাটা বন্ধ করে দিল। একেবারে এঁটে বন্ধ করল না, কারণ ওর হাত থেকে লম্বা একটা দড়ির মতো কি যেন ঝুলে মাটিতে লুটিয়ে ছিল, সেটার জন্যই দরজাটা ঠিকভাবে বন্ধ হয়নি।

স্টার্কের কণ্ঠে স্বর ফিরে এল।

সে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি চান?"

আগন্তুক বলল, "বার্থলমিউকে চাই। আধঘণ্টা আগে সে এই ঘরে ঢুকেছিল।"

স্টার্ক বলল, "সে চলে গেছে।" বলতে-বলতে পা দিয়ে মৃত-দেহটা খুঁজতে লাগল—ছুরিটা দরকার। নির্বিকারভাবে আগন্তুক বলল, "ওটা মিছে কথা। সে, কিম্বা তুমি, কিম্বা গ্রাৎসের মেয়ে, কিম্বা খুনে ফ্রাঁসোয়া কেউই ঘর ছেড়ে যাওনি।"

স্টার্ক সংযত-কণ্ঠে বলল, "মঁসিউ বড্ড বেশি জানেন দেখছি।" বলেই সামনে ঝুঁকে ছোরা তুলল। অচেনা লোকটি ওদের সাবধান করে দিয়ে বলল, "তফাৎ রাখ তোমরা!" ঠিক সেই মুহূর্তে স্টার্ক আর নির্বাক ফ্রাঁসোয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুরি বসিয়ে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে ওদের দেহে যে সাংঘাতিক শক্ লাগল, তার তীব্র যন্ত্রণার চোটে ওরা নড়বার-চড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। বিদ্যুৎ-শক্তিপূর্ণ তারের গোছা ঢালের মতো করে লোকটা সামনে ধরে রেখেছিল, তাতে লেগে স্টার্কের হাত থেকে ছোরা ছিটকে পড়ল আর ফ্রাঁসোয়াকে গোঙাতে-গোঙাতে পড়ে যেতে দেখা গেল।

আবার সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "তোমরা বড় নির্বোধ। আর দেখুন মহাশয়া, আপনিও একটুও নড়বেন-চড়বেন না, এই অনুরোধ করি—বলুন বার্থলমিউয়ের কি হল?"

ক্ষণিক নীরবতা। তারপর গ্রাৎসের মেয়ে বলল, "সে মরে গেছে।"

বলেই টের পেল অচেনা লোকটি একটু নড়ল।

বেশ শান্তকণ্ঠে মেয়েটি আবার বলল, "ও ছিল বিশ্বাসঘাতক—

তাই ওকে আমরা মেরে ফেলেছি। আপনি কি করতে পারেন—নিজেদের তো নিজেরাই বিচারকের আসনে বসিয়েছেন।"

লোকটি কোনো উত্তর দিল না। মারিয়া শুনতে পেল আঙুল দিয়ে দেওয়াল হাতড়াবার কোমল শব্দ।

"আপনি আলো খুঁজছেন—আমরাও যেমন খুঁজি।" অবিচলিত-কণ্ঠে কথাগুলি বলে মেয়েটি আলোর সুইচ্ টিপে দিল।

আগন্তুক দেখল যে-মানুষটাকে এই মেয়ে ভুলিয়ে এনে মৃত্যুমুখে ফেলেছে, তার দেহের পাশেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। অবজ্ঞাপূর্ণ, বিদ্রোহী এবং ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে এক রকম ওরই প্ররোচনায় এখানে এইমাত্র যে বিয়োগান্তক নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে, তার সঙ্গে ওর কোনোই সম্পর্ক নেই। মেয়েটি দেখল বছর পঁয়ত্রিশের একজন রোদেপোড়া তামাটে রঙের পুরুষ, গম্ভীর গভীর তার দৃষ্টি, প্রশস্ত ললাট, ছিমছাম দাড়ি, তার আগাটা সরু করে কাটা। দীর্ঘ দেহ তার, সুঠাম শরীরের রেখায়-রেখায় বলিষ্ঠতা, মুখের প্রত্যেকটি অবয়বে শক্তির চিহ্ন।

ওর দিকে মেয়েটি তাকিয়ে রইল; ধৃষ্টতায়, অবজ্ঞায় তার মন ভরা, তবু কিন্তু মানুষটি চোখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হল।

মনে হতে লাগল এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলো এতই অকিঞ্চিৎকর যে তারা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অদ্ভুত ভঙ্গী করে, মরা মানুষটি পড়ে ছিল, পায়ের কাছে অচেতন অবস্থায় খুনে-গুণ্ডাটাও পড়ে রইল আর দেয়াল ঘেঁষে উপুড় হয়ে স্টার্ক পড়ে রইল, তখনো তার হতচকিত ভাব কেটে যায়নি।

মেয়েটি আবার বলল, 'এই দেখুন যে-আলো আপনি চাইছিলেন; কিন্তু আমরা, 'লাল শতক'-এর সভ্যরা, দুর্দশার, হতাশার, অত্যাচারের অন্ধকার দূর ক'রে যে-আলো জ্বালতে চাই, সে আলো অত সহজে—"

হিম-শীতল কণ্ঠে ম্যানফ্রেড বলল, "বক্তিমে রাখ।" তার

কণ্ঠস্বরে এত ঘৃণা প্রকাশ পেল, যে মনে হল সে-ঘৃণা ওর গায়ে চাবুক মারল; এই প্রথম মারিয়ার মুখ রাঙা হয়ে উঠল, রাগে দুচোখ জ্বলতে লাগল।

ম্যান্‌ফ্রেড্‌ বলে চলল, "তোমার পরামর্শদাতারা সুবিধার নয়। তুমি স্বৈরতন্ত্রের আর দুর্নীতি-পরায়ণ রাজশক্তির কথা বল—কিন্তু তুমি নিজে কি?—খোশামোদপুষ্ট একটা পুতুল বই তো নও! লোকে তোমাকে দক্ষ ষড়যন্ত্রকারী ভাবুক, এই বুঝি তোমার শখ? আরেকটা শার্লট্‌ কর্ডে হবে? তারপর যখন সকলে তোমাকে 'বিদ্রোহী রাজকন্যা' আখ্যা দেবে, তখন কি তোমার খুব আত্ম-তৃপ্তি হবে—'রূপসী রাজকন্যা' নামে পরিচিত হবার অধিকার পাবার চাইতেও বেশি?"

যত্নসহকারে শব্দ-চয়ন করেছিল ম্যানফ্রেড্‌। তারপর স্টার্ককে দেখিয়ে বলল, "তবু পুরুষরা—এইরকম পুরুষরা,—শুধু রূপসী রাজকন্যার কথাই ভাবে—মামুলী বুলি ঝেড়ে যে মহিলা সবাইকে অনুপ্রাণিত করে তোলে তার কথা নয়; অগ্নিময়ী, বাক্যময়ী, ক্ষীণদেহ, দেশপ্রেমিক বীরাঙ্গনার কথাও নয়; উষ্ণ রক্তমাংসে গড়া একজন মেয়ের কথা সবাই ভাবে, যাকে ভালোবাসা যায়, আদর করা যায়।"

জর্মান ভাষায় ম্যানফ্রেড্‌ কথাগুলি বলেছিল, তার কথার মাঝে সূক্ষ্মতর অর্থ ছিল, যার অধিক অনুবাদ হয় না। কথাগুলির উদ্দেশ্য ছিল; সংযতভাবে বলা হয়েছিল, কোনো আবেগের চিহ্ন ছিল না। আঘাত করা, গভীরভাবে আঘাত করাই ছিল ওর উদ্দেশ্য এবং ও নিজেও বুঝতে পেরেছিল যে সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

ম্যানফ্রেড্‌ দেখল, নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টায় ওর বুকটা উঠছে পড়ছে; আরো দেখল ওর ধারালো দাঁতের চাপে ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে।

উত্তেজনার আতিশয্যে মেয়েটির গলা কেঁপে গেল, সে বলল, "তোমাকে আবার চিনে নেব। তোমাকে খুঁজে বের করব, তা সে

বিদ্রোহী রাজকন্যার বেশেই হক, কিম্বা রূপসী রাজকন্যার বেশেই হক, তোমাকে উপযুক্ত সাজা দেব। নিশ্চিত জেনে রেখো, আমিও মোক্ষম আঘাত করব।”

ম্যানফ্রেড্ মাথা নোয়াল।

শান্তভাবে বলল, “সে যাই হক, এখন তো তোমার কোনো ক্ষমতাই নেই। আমার যদি সেই রকম ইচ্ছা থাকত তা হলে চিরকালের মতো তুমি ক্ষমতা হারাতে—কিন্তু এখনকার মতো আমি চাই যে তুমি এখান থেকে চলে যাও।’

এই বলে এক পাশে সরে সে দরজা খুলে দিল। ম্যানফ্রেডের চোখে কি এক চুম্বকের মতো শক্তি ছিল, যার জন্য মেয়েটি এগিয়ে আসতে বাধ্য হল।

তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে ম্যানফ্রেড বলল, “এই দিকে তোমার পথ।” মেয়েটি একেবারে অসহায়, এই অসম্মান তাকে প্রায় ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

দোরগোড়ায় ইতস্ততঃ করে, বলতে শুরু করল—

“আমার বন্ধুরা—”

অবিচালিতভাবে ম্যানফ্রেড্ বলল, “একদিন তোমার জন্যেও যে পরিণাম অপেক্ষা করে আছে, ওদেরও সেই পরিণাম গ্রাস করবে।”

রাগে বিবর্ণ হয়ে মারিয়া ঘুরে দাঁড়াল,

“তুমি—তুমি আমাকে শাসাচ্ছ! ভারি বীরপুরুষ দেখছি তুমি, একজন মেয়েকে ভয় দেখাও!”

এমন উল্টো কথা বলে ফেলেই, নিজের জিব কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। ও নারী বলে কি না এই পুরুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে!

এর চাইতে বড় অপমান আর কি হতে পারত! ভদ্রভাবে, কিন্তু সন্ধির কোনো পথ খোলা না রেখে ম্যানফ্রেড আবার বলল, “ঐ যে তোমার যাবার রাস্তা।”

মারিয়া ওর কাছ থেকে হয়তো এক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার ঘুরে ওর দিকে মুখ করে দাঁড়াল, ঠোঁট দুটি আল্লা, চোখে তীব্র বিদ্বেষের কালিমা

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, বলল, "এক দিন—এক দিন এর শোধ নেব।"

এই বলে তাড়াতাড়ি ফিরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ; যতক্ষণ না দূরে ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়, ম্যানফ্রেড অপেক্ষা করে রইল। তারপর নিচু হয়ে অর্ধ-অচেতন স্টার্ককে এক টানে দাঁড় করিয়ে দিল।

ক্যানন্ স্ট্রীটের হাঙ্গামার অনতিপরেই যে-সব ব্যাপার ঘটেছিল তার বিবরণী দিতে গিয়ে, আমি শুধু সেই সব ঘটনার উল্লেখ করেছি, 'লাল শতক'-এর পরিকল্পনার ফল কিম্বা ওদের বিরুদ্ধে চার বিচারক'-এর প্রতিক্রিয়া বলে যেগুলিকে আমি জানি।

সেইজন্য উলউইচ আর্সেনলের বিস্ফোরণের কোনো উল্লেখ করিনি ; অনেকে সেটাকেও 'লাল শতক'-এর কীর্তি মনে করলেও, আমার জানা ছিল যে ঐ দুর্ঘটনার মূলে ছিল একজন কর্মীর অসাবধানতা। তা ছাড়া অক্সফোর্ড স্ট্রীটে একটা গ্যাস্ মেনে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। 'মেগাফোন' পত্রিকা তার যে-সব উদ্ভট মন-গড়া কারণ দেখাবার চেষ্টা করেছিল, আসল কারণটি তার চাইতে অনেক সহজ ও সরল ছিল। বিজলী তারের ফিউজ আর গ্যাস্ মেনের ছিদ্রজনিত দুর্ঘটনার ফলে পথঘাটের উৎক্ষেপের দৃষ্টান্ত এই প্রথম নয়। 'মেগাফোনে' বর্ণিত অনুষ্ঠিত নৈরাজ্যবাদের জটিল ষড়যন্ত্রের কথাটা সম্পূর্ণ মন-গড়া।

আমার মতে 'লালশতক' আন্দোলনের সব চাইতে সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস পাওয়া যেতে পারে 'মর্নিং লীডার' পত্রিকায়, হ্যারোল্ড অ্যাশটনের লেখা 'চল্লিশ দিনের হিংসার কাহিনী' নামে যে দশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে। যদিও আমি মনে করি যে

'চার বিচারক'-এর প্রতি সহানুভূতির অভাবে, মাঝে-মাঝেই এই লেখক ঐ অত্যাশ্চর্য মানুষগুলির একনিষ্ঠার প্রতি সুবিচার করতে পারেননি, তবু আমার মতে একমাত্র 'চল্লিশ দিনের হিংসার কাহিনী' নামক রচনা ঐ আন্দোলনের এবং তার ব্যর্থতার শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক ইতিহাস।

ঐ ইতিহাসের উল্লিখিত মাত্র একটি প্রসঙ্গ সম্পর্কে আমি মিঃ অ্যাশ্‌টনের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না এবং সেটি হল কার্লবি ম্যানশনের দুর্ঘটনা প্রকাশের সঙ্গে ৩৭ নং প্রেস্‌লি স্ট্রীটের মিঃ জেসেনের প্রত্যাবর্তনের ঠিক সম্পর্কটা কি।

হয়তো এত আগেই মিঃ জেসেনের ফিরে আসার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করা সমীচীন হল না। কারণ যদিও 'চল্লিশ দিনের হিংসার কাহিনী'তে যে-সব মতামত পেশ করা হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে, তবু আমার নিজের মতামতগুলি যে প্রমাণের ওপর নির্ভর করছে, সে বিষয়ে কোনো আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে আমি প্রস্তুত নই।

গুজব আছে যে এক যিনি সকালে মিঃ জেসেন নিজের বাড়ি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে বিস্মিত দুধ-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সকালে কেন সে দুধ দিয়ে যায়নি। এ-কথা স্মরণ রাখা উচিত যে লংএর—প্রেস্‌লি স্ট্রীটে তিনি যে-নামে পরিচিত ছিলেন, সেই নামেই তাঁর বিষয়ে উল্লেখ করলে বোধ হয় কম গোলমাল লাগবে—অদর্শনের ফলে অভূতপূর্ব এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল; তাঁর বাস-গৃহের বাইরের ও ভিতরের নানান্ ছবি সব সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল; যে-সব সাংবাদিকরা অপরাধ ও বে-আইনী ঘটনা সম্বন্ধে লিখে থাকে, তারা কলমের পর কলম জুড়ে নানান্ মন-গড়া তথ্য পরিবেশন করেছিল; এবং দুর্ঘটনা-বিলাসী লোকরা বেশ কয়েক সপ্তাহ, তীর্থের কাকের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অতিশয় সাধারণ চেহারার ঐ বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত; কাজেই সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে ঐ দুধ-ওয়ালার ব্যাপারটাতে

এমন একটা সাংবাদিকী ভাব ছিল যা বানানো গল্প-লেখকদের কাছে বহু-পুরুষ-ধরে-পাঠ-নেওয়া পাঠকদের মনকে নাড়া দিতে বাধ্য, কারণ তারা এই ধরনের একটা পরিমাপণরই প্রত্যাশী ছিল।

আসল ব্যাপার হল যে পুনর্জীবিত হয়ে মিঃ লং স্বরাষ্ট্র দপ্তরে গিয়ে আণ্ডার সেক্রেটারি মহাশয়ের কাছে সব কথা খুলে বলেছিলেন। মোটেই তিনি ট্যাক্সি চেপে সেখানে যাননি, কিম্বা একটা কাগজে যেমন মিছিমিছি লিখেছিল, এত অত্যধিক শ্রান্তিতে অভিভূত হয়েও পড়েননি যে তাঁকে কোলপাঁজা করে ধরে নামাতে হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে গেলে, ঐ দপ্তরের সামনে দিয়ে যে বাস যেত, তারি একটার দো-তলায় চেপে তিনি এসেছিলেন। এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে বড়-কর্তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁকে সমস্ত ব্যাপার বলবার পর মিঃ লংকে স্বয়ং স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; পুলিস কমিশনারকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল স্নুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফলমাথকে সঙ্গে করে সে ভদ্রলোকও তড়িঘড়ি উপস্থিত হয়েছিলেন। এ-সব কথাই মিঃ অ্যাশটনের বইতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

ঐ একই সূত্র থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"কোনো দুর্বোধ্য উপায়ে, লং অর্থাৎ জেসেন, তাঁর কাছে যে-সব কাগজপত্র ছিল, তাঁর সাহায্যে স্বরাষ্ট্র সচিবকে ও পুলিসের কর্তৃপক্ষকে এই সমস্ত ব্যাপারে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছিলেন। উপরন্তু ঐ সব রহস্যময় কাগজের সাহায্যে পূর্বোক্ত শ্রদ্ধাভাজন ভদ্রলোকদের তিনি এতদূর প্রভাবিত করেছিলেন যে জেসেনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা দূরে থাকুক, মিঃ রিজ্‌ওয়ে তাঁকে পুনরায় তাঁর পূর্বপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।"

ঐ সব নথিপত্রের মধ্যে দুটি যে কি উপায়ে জেসেনের কিম্বা 'চার বিচারক'-এর হাতে পড়েছিল, বুদ্ধি করে সে-বিষয়ে মিঃ অ্যাশটন নীরবতা অবলম্বন করেছেন; পেট্রোগ্র্যাড্‌ ও কী ড'অর্সে যে রহস্য নিয়ে হকচাকিয়ে গিয়েছিল, তার সমাধানের তিনি কোনো চেষ্টাই

করেননি। কারণ পূর্বোক্ত নথি দুটির একটিতে ছিল ফরাসী রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর এবং অপরটিতে ছিল জার নিকোলাসের স্বাক্ষর এবং প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত জাতীয় রক্ষণাগারে অন্যান্য সাময়িকপত্রাদির সঙ্গে ঐ দুটি নথিরও থাকবার কথা ছিল।

মিঃ জেসেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরে যাবার পরে কার্লবি ম্যানশন দুর্ঘটনার কথা জানা যায়। 'দি টাইমস্' পত্রিকায় ঐ ব্যাপারের এই রকম বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল :

"কাল বেলা একটার অনতিপরেই, বিশেষ সংবাদ পাইবার ফলে ক্রিমিনেল ইন্‌ভেস্টিগেশন ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফলমাথ, ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্ট বয়েল্ ও ললিকে সঙ্গে লইয়া ৬৯ নং কার্লবি ম্যান্‌শনে প্রবেশ করেন। গৃহস্বামিনী একজন অবস্থাপন্ন রুশ মহিলা, নাম কাউণ্টেস শেন্‌ভিচ্। ঘরের মেঝের উপর তিনটি মৃতদেহ দেখা যায়। পরে তাহাদের নিম্নলিখিতভাবে সনাক্ত করা হয় :

"লডার বার্থলমিউ, বয়স ৩৩, কুনডর্প মাউণ্টেড্ রাইফ্‌ল্‌সের প্রাক্তন অফিসার।

রুডলফ্ স্টার্ক, বয়স ৪০, অস্ট্রিয়ান বলিয়া অনুমান করা হয়, একজন প্রখ্যাত বিদ্রোহী আন্দোলনকারী। অঁরি ডিলে ফ্রাঁসোয়া, বয়স ৩৬, ফরাসী, ইনিও আন্দোলন-কার্যে লিপ্ত বলিয়া অনুমান।

বার্থলমিউয়ের মৃত্যুর কারণ প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অপর দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ আছে; এ বিষয়ে পুলিস কর্তৃপক্ষ মৌনতা অবলম্বন করিয়াছেন; কোনো বিজ্ঞপ্তি দিবার পূর্বে তাঁহারা ময়না-তদন্তের ফলাফলের প্রতীক্ষায় আছেন।"

ফলমাথ জোর দিয়ে বলেছিলেন, "ব্যাপারটা গোপন রাখা দরকার।" এই উক্তিটুকুর মধ্যে পরবর্তী তদন্তের সময়ে পুলিসের অভূতপূর্ব আচরণের একটা সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

করোনারের আদালতটি খুব ছোট, তিনজন সাংবাদিক ও পঞ্চাশজন সাধারণ দর্শকের জায়গা হয়। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৎ

পুলিস-বাহিনীর ওপর সন্দেহের ছায়াপাত করবার আমার কোনো ইচ্ছা নেই ; শুধু এইটুকু বলা আমার উদ্দেশ্য যে জুরির সদস্যদের সংযত ব্যবহার ছিল দেখবার মতো ; কিন্তু জনসাধারণ এসে দেখল আদালতের ঘরে চওড়া-কাঁধওয়ালা লোকদের এমন ভিড় যে আর কেউ ঢুকতেই পারল না। সাংবাদিকদের প্রসঙ্গে এটুকু বলতে হয় যে গোপন বিজ্ঞপ্তির সুফল হয়েছিল, সাংবাদিক জগতের যে তিনটি উজ্জ্বল তারকা রিপোর্টারদের আসন দখল করেছিল, তারা সযত্নে সব আদেশ মেনে চলেছিল।"

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আদালতের কাজ শেষ হয়ে গেল। জুরির মতে এক বা একাধিক অজ্ঞাত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হল ; 'ইভনিং নিউজ' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি : লণ্ডনের অ-প্রতিবিহিত অপরাধের সুদীর্ঘ এবং ভয়াবহ তালিকায় আরেকটি রহস্য জুড়ে দেওয়া হল।

ইন্‌কোয়েস্টে যে তিনজন সাংবাদিককে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, চার্লস্‌ গ্যারেট ছিল তাদের একজন। সব চুকে গেলে পর গ্যারেট গিয়ে ফলমাথের সামনে দাঁড়াল।

ওর মেজাজটা খিঁচড়ে গিয়েছিল, এই অবস্থায় ওর টুপিটা মাথার পিছন দিকে ঝুলে পড়ত, আর ওর কথাবার্তার বেশির ভাগটাই অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে ভরা থাকত, যেমন, "একেবারে তাজ্জব—!" এবং "এবার কি হতে—!" ইত্যাদি।

যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে চার্লস বলল, "দেখ, ফলমাথ, তোমাদের মতলবটা কি ?"

এই বেঁটে লোকটিকে চিনবার এবং কিয়দংশে সমীহ করে চলবার ফলমাথের যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি বিমর্ষভাবে মাথা নাড়লেন।

চার্লস অসৌজন্যের সঙ্গে বলল, "যত সব বাজে কথা। এ রকম রহস্যপনা দেখলে গা জ্বলে যায়—আমাদের কেন বলতে মানা যে ঐ লোকগুলো মরেছে—"

ফলমাথ জিজ্ঞাসা করলেন "জেসেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?"

তিক্তকণ্ঠে চার্লস বলল, "হ্যাঁ, হয়েছে ; ঐ লোকটার জন্য এত করবার পর কি না এই ! কৃষ্টির মইয়ের ধাপে ওর ঐ বড়-বড় পা দুটোকে তুলে দেবার পরেও—"

যেন কিছুই জানেন না এমন ভাব করে ফলমাথ বললেন, "কেন, কিছু বলেনি বুঝি ?"

বিরসবদনে চার্লস উত্তর দিল, "ভ্যাকুয়াম পাম্পের ভিতরকার ওয়াশারের মতো এঁটে মুখ বন্ধ করে রেখেছে !"

চিন্তিতভাবে গোয়েন্দা বললেন "হুম !" আগেই হক পরেই হক, ঐ দুটি ব্যাপারের সম্বন্ধটা চার্লস নিশ্চয় আঁচ করবে ; একমাত্র ও-ই জেসেনের গোপন কথা ধরে ফেলতে পারে। তার চাইতে এখনি জানিয়ে দেওয়া ভালো।

শান্তভাবে ফলমাথ বললেন "আমি হলে জেসেনকে বিরক্ত করতাম না ; তুমি তো জানই ও কি এবং ও কি-ভাবে সরকারের কাজ করে দেয়। এসো আমার সঙ্গে।"

চার্লস ওঁকে যত প্রশ্ন করল তার একটারও উত্তর পেল না, যতক্ষণ না ওরা কার্লবি ম্যান্‌শনের বাহারে প্রবেশদ্বার পেরিয়ে লিফ্‌টে চড়ে ফ্ল্যাটের দোর-গোড়ায় পৌঁছল।

একটা চাবি দিয়ে ফলমাথ দরজা খুললেন, চার্লস ওঁর সঙ্গে ভিতরে গেল।

দেখল ঘরের মেঝেতে একটা মস্ত চারকোণা গর্ত ; সেই গর্ত দিয়ে এক রাশি প্লাস্টার আর কাঠের টুকরো নিচের তলায় গিয়ে পড়েছে।

চার্লস বলল, "এ-সব ব্যাপার তো ইন্‌কোয়েস্টে প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু এর সঙ্গে জেসেনের কি সম্পর্ক ?" বলে ফলমাথের দিকে যেন ধাঁধায় পড়ে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে ওর কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ; শিশ্‌ দিয়ে চার্লস বলল, "একেবারে তাজ্জব বনে—" তারপর আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করল, "তা এ বিষয়ে সরকার কি বলেন ?"

টুপির বনাতে হাত বুলোতে-বুলোতে যতটা ভারিক্কে সরকারি চালে পারেন, ফলমাথ বললেন, "সরকার—সরকার পরিস্থিতিটাকে অস্বাভাবিক বলে মনে করেন, তবু অবস্থাটাকে দার্শনিকের মতো মেনেও নিয়েছেন।"

সেই রাত্রে মিঃ লং—অর্থাৎ জেসেন—পুনরায় গিল্ডে দেখা দিয়েছিলেন, ভাবখানা যেন কিছুই হয়নি। সেদিন তিনি "সিঁদেল চোররা কি ভালোভাবে তত্ত্বাবধানের কাজ করতে পারে?" এই বিষয়ে আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

শহরের কোন গোপন জায়গা থেকে গ্রাৎসের মেয়ে তার দলবলকে পুনরায় সংগঠিত করেছিল, সে-কথা কখনো জানা যাবে না। স্টার্কের মৃত্যুর পর কার্যতঃ এবং বস্তুতঃ ও-ই 'লাল শতক'-এর নেতার আসন নিয়েছিল। ইয়োরোপের চারদিক থেকে লোক এবং অর্থ এসে ওর বলবৃদ্ধি ঘটাতে এবং নৈরাজ্যবাদের এই বলিষ্ঠ সংগঠনের হৃতসম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে লাগল।

নৈরাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ উৎপাত থেকে গ্রেট ব্রিটেন এতকাল মুক্ত ছিল। বহু শতাব্দী ধরে বিদ্রোহীরা এখানে এসে আশ্রয়লাভ করেছে; এখানকার মাটিতে আন্দোলন চালিয়ে শরণার্থীদের জন্য এমন একটা নিরাপদ আশ্রয়কে বিপন্ন করতে নৈরাজ্যবাদীরা দ্বিধা করত। সকলেই জানত যে এই বাধা সম্বন্ধে আন্দোলনের চরম-পন্থীরা বিশেষ অসহিষ্ণু ছিল; গ্রাৎসের মেয়ে যখন প্রকাশ্যে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, দলের লোকেরা তাকে উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করল।

তারপর শুরু হল এমন এক বিস্ময়কর দ্বন্দ্বযুদ্ধ, যা পৃথিবীর লোকে আগে কখনো দেখেনি। দুটি শক্তিশালী দল, উভয়েরই অবস্থান আইনের সীমানার বাইরে, দ্রুত ও নির্মমভাবে লড়াই করে চলল; কেউ কারো কাছে এতটুকু রেহাই চায়ওনি, দেয়ওনি যেন দুটি আধ্যাত্মিক শক্তি আসুরিক দ্বন্দ্বে মত্ত। পুলিসবাহিনী এক রকম বলতে গেলে অসহায়। 'লাল শতক'-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল

প্রায় একা হাতে 'চার বিচারক', বা 'বিচার সমিতি' কারণ আজকাল ঐ নামেই ওদের বিখ্যাত বিজ্ঞপ্তিগুলি প্রকাশিত হত।

মাঝে-মাঝে সমিতি পুলিসের হাতে কাজের ভার দিত, যেমন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে একবার সংবাদ এল যে হাউস অফ কমন্সের ওপর হামলা হবে। তবে সাধারণতঃ ওরা একাই কাজ করত।

যে রাতে লণ্ডনের বড়-বড় হোর্ডিং-এ 'লাল শতক'-এর তে-কোণা চিহ্ন দেওয়া টকটকে লাল সব প্রাচীরপত্র যেন জাদুবলে দেখা দিয়েছিল, সে-রাতের কথা মনে করলে কে না শিউরে ওঠে! প্রাচীরপত্রগুলোতে লণ্ডনের আসন্ন ধ্বংসের কথা লেখা ছিল।

"কাল আমাদের ভ্রাতৃগণ দ্বারা চালিত দুইটি আকাশযানের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক এবং দুর্নীতিপূর্ণ এই মৌচাকটাকে আমরা ভস্মে পরিণত করব।"

প্রাচীরপত্রে অন্যান্য কথাও ছিল, আরো অলঙ্কারময় ভাষায়।

ম্যানফ্রেড স্বীকার করেছিল, "আমি ওর ক্ষমতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দি-ইনি।" লিউইশ্যামের বাড়িতে ওর সঙ্গে আরো যে তিনজন মিলিত হয়েছিল, তাদের সকলের মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

শহরের উপকণ্ঠে লিউইশ্যামের এই বাড়িটি বড় সুন্দর। বাড়িটাতে একটা স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব ছিল, একজন ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের বাড়িতে যেমন থাকাই উচিত। বহু বছর আগে ম্যানফ্রেড এই বাড়ি কিনেছিল। ম্যানফ্রেডের প্রলম্বিত অনুপস্থিতিতে যে বৃদ্ধা বাড়িটার দেখাশোনা করত, এবং ও যখন এসে একনাগাড়ে অনেক-দিন থেকে যেত, তখন যে ওর রাঁধাবাড়া করত, তাকে প্রতিবেশীরা কিছু জিজ্ঞাসা করলে, সে এই বলে তাদের এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও সন্তুষ্ট করত যে ম্যানফ্রেড একজন বিদেশী ভদ্রলোক, গান-বাজনা নিয়ে সময় কাটান।

ম্যানফ্রেডের বক্তব্যের পর যে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল, যে-যুবক কোরল্যাণ্ডার বলে নিজের পরিচয় দিত, সে সেটি ভঙ্গ করল।

"ঐ যে আকাশযান—তার কি ব্যবস্থা করতে চান?" যে রাত্রে প্রাচীরপত্রগুলি লাগানো হয়েছিল, তার আগের রাতে এই কথাবার্তা হচ্ছিল। ম্যানফ্রেডের কোনো গোপন অনুচর ছাপাখানা থেকে ভিজে অবস্থায় প্রাচীরপত্রের একটা নমুনা এনে দিয়েছিল।

ম্যানফ্রেড মৃদু হাসল।

বলল, "ঐ বেলুনগুলোর কথা মনে করে মন্তব্যটা করা হয়নি। ওগুলোকে আজ রাতেই আমি নষ্ট করে ফেলতে পারি, অন্ততঃ লিওন পারে।"

লিওন বলল, "আমাদের একটু নাটুকেপনা পছন্দ।" হাঁটুর ওপর রেখে সে একটা বই পড়ছিল, আঙুলের ফাঁকে চিমটি-কাটা চশমা-জোড়া ধরা ছিল।

কথাগুলো বলেছিল অর্ধেকটা গাম্ভীর্য সহকারে, অর্ধেক কৌতুক করে। যে-সময়ে ও আর ম্যানফ্রেড আর পোয়াকার আর থেরি বলে লোকটি সেই ক্যাবিনেট মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড দিয়েছিল, তারপর ওর বিদগ্ধ মুখ যেন আরো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, রগের চুলে আরো পাক ধরেছিল। কিন্তু চোখে তখনো সেই পুরনো আগুন জ্বলছিল—যার সঙ্গে দেখা হত তারি মুখের ওপর ওর ঐ সাগ্রহ বিশ্লেষণকারীর দৃষ্টি খেলে যেত, যতক্ষণ না মনে হত যত দোষ-গুণ-আবেগ-উদ্বেগ দিয়ে সেই মুখ গড়া হয়েছিল, সব কিছুকে মূল্যায়ন করে, ওজন করে, ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য তালিকাভুক্ত করে রাখা হয়েছে।

ম্যানফ্রেড বলে যেতে লাগল, "ঐ বেলুনগুলো কিছুই না। মাথার ওপর দেখলে অবশ্য লণ্ডনের লোকরা কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে যাবে: আর যদি দৈবাৎ পথেঘাটে ওদের একটা বোমা ফাটে, তবে কিছু ক্ষতিও হতে পারে: কিন্তু আমার উৎকণ্ঠার বিষয় হল ওদের ইয়োরোপীয় দল ইংল্যাণ্ডে আরো মাল পাঠাচ্ছে।"

"টাকা?"

ম্যানফ্রেড বলল, "না, 'পসিক বোমা', সেটা একটা ভয়াবহ রকমের বিস্ফোরক। ইংল্যাণ্ডে ও-রকম জিনিস তৈরিই হতে পারে

না। আর বেলুনের কথা যদি বল, তোমাদের আমাদের নতুন ডেস্ট্রয়ার দেখাব।"

গির্জার পরিদর্শক ভেবেছিল সেদিনের মতো বুঝি গ্যালারি বন্ধ হয়ে যাবে। পুলিস কমিশনার হুকুম দিয়েছিলেন পথ-ঘাট ফাঁকা থাকা চাই; নাগরিকদেরো সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যতক্ষণ-না বিপদ কেটে যায়, কেউ যেন বাইরে না বেরোয়।

ম্যানফ্রেডের হাতের বড় বাক্সটার দিকে পরিদর্শক সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে ছিল। তারপর গন্‌জ্যালেজ ওকে ডীনের সই দেওয়া অনুমতিপত্র দেখাল, তাতে করে এদের ফটো তুলবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল—তারপর 'ক্যামেরা'টা সম্বন্ধে সে আর কোনো আপত্তি করেনি।

লোকটা একটু ভীতু-গোছের ছিল, ব্যালহামে ওর স্ত্রীপুত্র-পরিবার থাকত।

উদ্বিগ্ন হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "মশাইদের কি অনেক সময় লাগবে নাকি?"

ম্যানফ্রেড বলল, "ঘণ্টা দুই মতো।"

মনে-মনে লোকটা গোঙিয়ে উঠল।

ম্যানফ্রেড বলল, "অবিশ্যি আমাদের সঙ্গে তোমার ওপরে আসবার দরকার নেই; আমরা নিজেরাই বেরিয়ে যেতে পারব।"

পরিদর্শককে ওরা ঘোরানো সিঁড়ির নিচে রেখে ওপরে উঠে গেল; তার কি যে করা উচিত সে বিষয়ে লোকটার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। পরিষ্কার দিনে, সেণ্ট পলের গির্জার গ্যালারি থেকে অনেক দূর অবধি যে-দৃশ্য দেখা যায়, পৃথিবীতে তার তুলনা নেই। সে দিনটি ছিল ঠিক সেই রকম. বসন্তকালের উজ্জ্বল আলোয় লণ্ডন শহর যেন একটা নতুন গৌরবে মণ্ডিত হয়েছিল। নিচের পথ-ঘাট অদ্ভুত রকম জনশূন্য; এখানে-ওখানে লাল পোশাক-পরা সৈনিকদের ছোটো ছোটো দল।

পোয়াকার বলল, "ওরা লক্ষ্যভেদী; তোমাদের ইংলিশ সৈনিকদের স্থির লক্ষ্য, তাই না?"

ম্যানফ্রেড মাথা নেড়ে সায় দিল; কোরল্যাণ্ডারকে দেখে মনে হল ধাঁধায় পড়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল,

"আচ্ছা, ওরা ধরুন এই রকম একটা জায়গায়, অবস্থান নেয়নি কেন?"

গন্‌জ্যালেজ বলল, "তিনশো ফুট কম-বেশিতে-বিশেষ কিছু এসে যায় না। আমার মনে হয় ওদের সঙ্গে নানা রকম ভারি ভারি লটবহর থাকে, যার সাহায্যে লক্ষ্য ঠিক করতে হয়; এই রকম সঙ্কীর্ণ জায়গায় কি তার খুব সুবিধা হত—ও হো!"

গন্‌জ্যালেজ দক্ষিণ দিকে আঙুল দেখাল।

আকাশের বুকে অনেক উঁচুতে দুটি খুদে জিনিস দেখা গেল; দূরবীণের সাহায্যে ম্যানফ্রেড সেগুলির আকৃতি চিনতে পারল।

বিড়বিড় করে সে বলল, "অবশ্যই ডিম্বাকৃতি, জেপেলিনের নক্সার মতো, অর্থহীন সব মোটর আর প্রোপেলার তো থাকতেই হবে, বাতাসের গতি ওদের অনুকূল।"

নীরবে দাঁড়িয়ে ওরা দেখতে লাগল। তারপর বাইনাকুলার দিয়ে সমস্ত দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করে গন্‌জ্যালেজ মনুমেণ্টের দিকে দেখাল; মনুমেণ্টের ওপরের খাঁচা থেকে হঠাৎ একটা ঝিলিক আর একটু আলোর শিখা দেখা গেল।

"সামরিক বিভাগও ওগুলোকে দেখতে পেয়ে চারদিকে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। ওদের কি টেলিগ্রাফ যোগাযোগ নেই?"

একটুক্ষণের জন্য আলোর ঝিলিক বন্ধ হয়ে, তারপর আরো বেশি করে দেখা যেতে লাগল।

গন্‌জ্যালেজ সঙ্কেতের অর্থ পাঠ করে বলল, "এখন চিজ্‌লহার্টের ওপরে আছে; ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে লণ্ডনের দিকে আসছে।" তখন ম্যানফ্রেড পালিশকরা কাঠের বাক্সটার একটা পাল্লা সরিয়ে, সপ্রশংসভাবে তার ভিতরকার জিনিস দেখতে লাগল।

কোরল্যাণ্ডার বলল, "ওদের যদ্দূর জানি, আগে একটু খেল দেখাবে, একটা ইঁদুরের সঙ্গে বেড়ালের খেল।"

কঠিনভাবে হাসল গন্‌জ্যালেজ।

তারপর সহজভাবে বলল, "তার জন্য ওদের অনুশোচনা করতে হবে।" লক্ষ্য করল কোরল্যাণ্ডারের চোখদুটি বাক্সটার দিকে ফিরেছে, সে দৃষ্টিতে সন্দেহের সঙ্গে কৌতুক মিশ্রিত ছিল।

আক্ষেপের সুরে গন্‌জ্যালেজ বলল, "ওটা হল জর্জের খেয়াল। ঐজন্য ওর ওপর আমার খানিকটা হিংসে মতো আছে। অনেক বছর ওগুলো ওর কাছে আছে। আগে থেকেই ও বুঝেছিল ওগুলোর দরকার হতে পারে।"

কোরল্যাণ্ডার জিজ্ঞাসা করল, "ওগুলোর?" আকাশ-যান দুটোকে প্রতি মুহূর্তে আরো বড় দেখাচ্ছিল; কি নিশ্চিন্তে তারা ভেসে আসছিল। কোরল্যাণ্ডার হাত দিয়ে সেদিকে দেখাল।

লিওন বলল, "আরে না। যুদ্ধটুদ্ধর কথা বলছি।" কেমন যেন অনিশ্চয়তার ভাব।" জর্জের মধ্যে দেশপ্রেমিকের সব গুণই আছে। ওর একমাত্র দুর্বলতা হল, ও বড় আবেগপ্রবণ।"

শুনে ম্যানফ্রেডের হাসি পেল, নির্বাক পোয়াকার বাধা দিল।

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, "কি ভাবে কোথায় যাবে?"

ম্যানফ্রেড বলতে শুরু করল, "প্রথমে সেন্ট পলের "

কোরল্যাণ্ডার বলল, "এখানে।"

ম্যানফ্রেড মৃদু হাসল, "এখানে। তারপর টাওয়ার অফ লণ্ডনে, তারপর মিন্ট-এ, তারপর ন্যাশনেল গ্যালারিতে আর যাবার পথে জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কোনো বড় বাড়ি দেখে যদি ওদের মনে ধরে যায়।"

আকাশযান দুটো ক্রমে কাছে আসছিল, মানফ্রেডের চোখ ছিল সেদিকে। এক সময় তারা এত কাছে এসে পৌঁছল যে নিচের খোলা গাড়িতে বসা লোকদের দেখা গেল আর এঞ্জিনের স্পন্দন স্পষ্ট করে শোনা গেল।

পোয়াকার বলল, "ওরা খানিকটা নেমে এসেছে।"

ম্যানফ্রেড বলল, "তা হলে তো আরো ভালো।" এই বলে ডান হাতে একটা চামড়ার দস্তানা পরে নিল।

"দেখ, দেখ!"

একটা আকাশযানের তলার গাড়ি থেকে একটা ছোটো গোল জিনিস—দেখে মনে হচ্ছিল হাস্যকর রকমের ছোট্ট কিছু—নিচেকার বাড়ি ঘরের ছাদ আর চুড়োর মেলার ওপর একেবারে ওলনের দড়ির মতো সোজা নেমে এল। এক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর বিস্ফোরণের বজ্র নির্ঘোষের সঙ্গে নদীর দক্ষিণ-তীরের একটা মাল-গুদোমে আগুন লেগে গেল আর দেখতে-দেখতে তাসের বাড়ির মতো সেটা কাঁপতে-কাঁপতে ধূলিসাৎ হল।

পোয়াকার বলল, "ওরা থেমে গেছে।"

আকাশযানের প্রোপেলারগুলো আর ঘুরছিল না, বাতাস লেগে আকাশযানগুলোও আস্তে আস্তে দোল খেয়ে ঘুরছিল।

ম্যানফ্রেড এবার নীতি-বাক্য আওড়াল, "অলস কৌতূহল বহু সতর্ক ষড়যন্ত্রকারীর সর্বনাশের কারণ।" এই বলে বাক্সের মধ্যে দস্তানা-পরা হাত ঢুকিয়ে দিল। দুবার হাত ঢুকিয়ে, দুবারই একটা করে পাখি বের করে আনল।

এ রকম পাখি কম লোকেই দেখেছে, কিন্তু এমন সময় ছিল যখন এইরকম পাখিকেই ইংল্যাণ্ডের বীরপুরুষরা গর্ব ও প্রশংসার চোখে দেখতেন, তাঁদের বংশধররা যেমন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে দেখে।

প্রকাণ্ড দুই বাজ-পাখির চোখের ঠুলি দক্ষহস্তে খুলে দিতে দিতে ম্যানফ্রেড বলল, "বাজ-পাখির খেলা এ-দেশ থেকে একেবারে উঠে যায়নি। এদের খুব ভালোভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—তবে পায়রা, কিম্বা ফেজাণ্ট, কিম্বা অন্য পাখি ধরবার শিক্ষা নয়—এক্ষুনি দেখবে এরা কেমন।"

ম্যানফ্রেড বাজপাখি দুটিকে ছেড়ে দিতেই, পোয়াকার বলল, "ঐ যে ওরা আসছে।"

ম্যানফ্রেড বলল, "ভালো কথা।" যে দুটি ঘূর্ণায়মান সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতকে সে এক্ষুনি মুক্তি দিয়েছে, তাদের ওপর তার চোখ।

একমুহূর্তের জন্য ওরা দিক্‌ভ্রান্তের মতো পাক খেল, তারপর ডানার একটা প্রবল ঝাপ্‌টা দিয়ে, একসঙ্গে সোজা আকাশে উড়ে গেল।

একেবারে সোজা আকাশযান দুটোর অভিমুখে। নির্বিকারভাবে ম্যানফ্রেড বলল, "আশা করি ওরা নদী পার হয়ে গিয়েছে। ওদের পায়ে বাঁধা ইস্পাতের কাঁটাগুলো লক্ষ্য করেছিলে?"

বেলুনগুলির অনেক উপরে উঠে বাজপাখি দুটো নিশ্চল হল। তারপর ঠিক যেন যে যার শত্রু বেছে নিয়ে, পাথর পড়ার মতো ছোঁ মারল।

এত দূর থেকে আকাশযানের রেশমি শরীর ছেঁড়ার খস্‌-খস্‌ শব্দ, কিংবা শোঁ শোঁ করে গ্যাস বেরিয়ে যাবার আওয়াজ শোনা গেল না। শুধু হঠাৎ দেখা গেল একটা বেলুন দোল খেয়ে কাৎ হয়ে যাচ্ছে; সেটার নিটোল দেহে একটা বড় টোল দেখা গেল; তার পরেই আকাশযানটা নিচে পড়ে গেল।

পড়ল নিঃশব্দে, পড়ার সময় শুধু একটা ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা গেল।

ম্যানফ্রেড কঠিনস্বরে বলল, "একটা গেল, এবং গেল নদীগর্ভে!"

দ্বিতীয়টা অত তাড়াতাড়ি পড়েনি। সেটারও চওড়া পিঠে টোল খেয়ে গেল, তারপর বেলুনটা আর টাল সামলাতেই পারল না; নিচের ঝোলানো গাড়িটা পাগলের মতো দুলে উঠল।

ওরা দেখতে পেল বেলুনের চালকদল দড়ি-দড়া ধরে আছে, কিন্তু বেলুনটা ক্রমে ওদের কাছে নেমে আসতে লাগল।

দেখতে পেল চালকদের একজন বেলুনের ব্যালাস্ট নিচে ফেলে দিচ্ছে; ফলে বেলুনটা আবার একটু ওপরে উঠল। তারপর এঞ্জিনের কাজ বন্ধ হয়ে গেল, আকাশযানের প্রকাণ্ড গ্যাসের

থলিটা বাতাসের কবলে পড়ল আর আকাশযানটা আবার আস্তে আস্তে নদীর দিকে নামতে লাগল।

ম্যানফ্রেডের মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি; যদি বা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে থাকে, তাও ফেলেছিল ভিতরে ভিতরে।

এরপর আকাশযানটা কুঁকড়ে গিয়ে, গড়িয়ে পিছন দিকে ভেসে চলল। তারপর হুম্ করে ভীষর্ণ জোরে একটা শব্দ হল; লণ্ডনের পথে-পথে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। কি একটা জিনিস শাঁ করে আকাশে ছুটে চলল; আকাশযানের ওপরে হঠাৎ একটা ধোঁয়ার গোলা দেখা গেল; একটা খণ্ড মুহূর্ত ধরে কিছু হল না। তারপর বেলুন থেকে একটা আঁকা-বাঁকা আগুনের হল্কা বেরিয়ে এল, সঙ্গে-সঙ্গে কান-ফাটানো বিস্ফোরণের শব্দ।

ম্যানফ্রেড বলল, "ঐ আমাদের ফীল্ড আর্টিলারি। বাঁধের ওপর একটা ঘাটি দেখেছিলাম। আশাকরি ওরা আমার পাখি মারেনি।"

৫ ॥ লাল শিম-বিচি ॥

এস্কোরিয়েলের রাজকুমারের বিবাহ উপলক্ষে ম্যাড্রিডে উৎসব লেগে গিয়েছিল। তাঁর মহামান্য আত্মীয়, ক্যাটালোনিয়া ও অ্যারগনের রাজা সেই রকমই আদেশ দিয়েছিলেন; তাছাড়া স্পেনের জনসাধারণের মনেও এস্কোরিয়েলের কার্লসের জন্য একটা কোমল উষ্ণ স্থান ছিল।

সেই জন্য শ্রমিক-বাহিনী রঙে-চঙে কাপড়ে জড়ানো লম্বা-লম্বা খুঁটি পুঁতছিল, তার চারদিকে ফুলের মালা জড়াচ্ছিল, পথের ধারে মাইলের পর মাইল ধরে রঙ-না-করা কাঠের মঞ্চ তৈরি করছিল, সেখান থেকে প্রসন্ন জনতা বিয়ের শোভা-যাত্রা দেখতে পারবে।

বিয়ের তখনো তিনদিন বাকি, পৃথিবীর চার কোণ থেকে অতিথিরা দলে-দলে ম্যাড্রিডে এসে পৌঁছচ্ছিল, এমন সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিস কমিশনার এমন এক সূত্র থেকে একটা বিশেষ সংবাদ পেলেন, যে-সূত্র থেকে এর আগেও তিনি অনেক উত্তম সংবাদ পেয়েছিলেন।

কমিশনার ফলমাথকে ডেকে পাঠালেন।

গোয়েন্দা ঘরে ঢুকতেই, তাঁকে শান্তকণ্ঠে বললেন, "দরজাটা বন্ধ করে দাও। সাত দিনের মতো যুদ্ধবিরতি হল। ঐ সময়টুকুর মতো নিরাপদে কাজে ঢিল দেওয়া যায়।"

ফলমাথ জিজ্ঞাসা করলেন "তার কারণটা কি?"

কমিশনার হাতে করে এক টুকরো ময়লা কাগজ পাকাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "রাজবাড়িতে বিয়ে। 'লাল'রা ঐ ছোকরাকে মেরে ফেলবে।"

ইংল্যাণ্ডে বাস করার সময়ে তরুণ রাজকুমারের অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছিল, তাদের মধ্যে এই কড়া মেজাজের প্রাক্তন স্থপতি-বাহিনীর কর্নেল, অধুনা যিনি পুলিস বনেছেন—ইনিও নেহাৎ পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

চিন্তান্বিতভাবে তিনি বললেন, "আমরা অবশ্য কিছুই করতে পারি না। তবে তুমি যদি ছুটি কাটাতে ম্যাড্রিডে যেতে চাও, তুমি হয় তো দু-চারটে সূত্র কুড়িয়ে পেতেও পার।"

এক মুহূর্তকাল ভেবে, ফলমাথ বললেন, "তাই যাব।" কমিশনারের মুখখানাকে প্রফুল্ল দেখাতে লাগল, বললেন, "ভালো কথা।" তারপর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যেই ঘর থেকে চলে যাবার যোগাড় করছেন, অমনি তাঁকে ডেকে বললেন, "ইয়ে—কি বলে—সেখানে তোমার 'চার বিচারক' বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেও পারে।"

সন্দেহপূর্ণ চোখে ফলমাথ তাঁর চীফের দিকে তাকালেন কিন্তু সে ভদ্রলোক হাতে ধরা কাগজটা মন দিয়ে পড়তে ব্যস্ত ছিলেন, তাই চোখ তুলে তাকালেন না।

জানলার ধারে বসে গন্‌জ্যালেজ কি লিখছিল। বাইরে, সরু 'কালে ডি রেকোলেটস্'-এ ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে ট্রামগাড়ি চলছিল, সেগুলোকে বাদ দিলে ম্যাড্রিড শহর যেন একটা মৃত-নগরী, কারণ এখন হল গিয়ে 'সিয়েস্তা'র সময়, এখন গরীবরা লেবুগাছের ছায়ায় ঘুমোয়, আর বড়লোকরা শীতল অন্ধকার ঘরে।

এই ঘরের ছাদটা অনেক উঁচুতে, গন্‌জ্যালেজ এখানে একলা বসেছিল; ওর সামনে এক গোছা কাগজপত্র আর বই, থেকে থেকে সেগুলিকে ও খুলে দেখছিল। পুরনো রেজিস্টার, হলদে হয়ে যাওয়া নক্সা, আর জরীপওয়ালাদের ম্যাপ।

দ্রুত কি লিখে যাচ্ছিল সে, খুদে-খুদে অদ্ভুত আড়ষ্ট হাতের লেখা; সাধারণতঃ যারা গণিতের চর্চায় জীবন কাটায়, তাদের হস্তাক্ষর এ রকম হয়। মূল গ্রন্থ দেখে নেবার জন্য সে থামছিল বটে, কিন্তু তাও মুহূর্তেকের জন্য।

দরজায় কে টোকা দিতে, গন্‌জ্যালেজ উঠে নিঃশব্দে চাবি খুলে দিল। "কর্তা কি শ্রদ্ধেয় ডন এম্যানুয়েল ডি সিল্‌ভার সঙ্গে দেখা করবেন?" কর্তা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। উক্ত শ্রদ্ধেয় এম্যানুয়েল একজন অবস্থাপন্ন স্থপতি, মোটাসোটা চেহারা, আত্মাভিমানে ভরতি, পয়সাওয়ালা চাষাভুষো যেমন হয়ে থাকে; কিন্তু এর মধ্যে যে একটা কৌতুকের দিক থাকতে পারে, সে-কথা গন্‌জ্যালেজের একবার-ও মনে হয়নি: বহুকাল আগেই দুনিয়ার প্রতি ওর মনের ভাবটি একটি বাক্যে দানা বেঁধেছিল: 'দুনিয়ার অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে যদি হাসতে হয়, তা হলে হেসে-হেসেই জীবন কাটবে।'

ডন এম্যানুয়েল দেখলেন গম্ভীরভাবাপন্ন, তরুণ-চেহারার এই লোকটির মুখখানি যেন পুরোহিতের মুখের মতো; সশ্রদ্ধভাবে সে ওঁর দিকে চেয়ে ছিল; এই রকম ভাবই ডন এম্যানুয়েল পছন্দ করতেন।

মামুলী সৌজন্য-বিনিময়ের পর, গন্‌জ্যালেজ 'বাও' করে অতিথিকে আসন দিল।

ডন এম্যান্নুয়েল সাড়ম্বরে বললেন "ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনাকে জানাতে এসেছি যে আপনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।"

গনজ্যালেজ মাথা দুলিয়ে অনুমোদন জানাল।

গুরুত্বপূর্ণভাবে ডন এম্যান্নুয়েল বলে চললেন, "বাধা ছিল অনেক, বিশাল, অভূতপূর্ব, হৃদয়-বিদারক সব বাধা। আর শ্রমিকদের কথা কি বলব! কয়েক দিন পরেই বিয়ের ব্যাপার, আমাদের দেশের লোকদের তো জানেনই! তারপর মালপত্র সরবরাহ যানবাহনের সমস্যা—তোমার ঐ শিকার-কুঠিটির জন্য আচ্ছা এক নির্জন জায়গাও বেছে নিয়েছ!"

গনজ্যালেজ আবার মাথা দোলাল। ওকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করাতে ওর একটুও আপত্তি ছিল না।

"কিন্তু আমি, ডন এম্যান্নুয়েল ডি সিলভা—জান কি যে আমি ইজাবেলা দি ক্যাথলিকের সম্মান-চিহ্ন ধারণ করি?" এই বলে কোটের বুকে-আঁটা লাল-হলদে রঙকরা মস্ত ফুলের মতো জ্বলজ্বলে সম্মান-চিহ্নটির ওপর আঙুল বুলিয়ে দেখালেন। "আমি কত রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছি, নিজে দাঁড়িয়ে বাড়ি-তৈরির তত্ত্বাবধান করেছি। বাবা! আভিলার ঐ-সব মিস্ত্রিদের কথা আর বলো না! মশায়, পাগলের মতো প্রলাপ বকেছি, ঝড়ের মতো ধমকেছি, অনুনয়-বিনয় করেছি, কেঁদেছি পর্যন্ত—আর ওরা? ওরা নিজেদের চালে চলেছে! কিন্তু রাত-দিন—" আনন্দের আতিশয্যে এম্যান্নুয়েলের কাঁধ উঠলনামল, তারপর হঠাৎ কথা শেষ করে বললেন, "যাক্, শেষ হয়ে গেছে।"

আবার গনজ্যালেজ মাথা দোলাল। হাতের কাছের টানা খুলে পাতলা একটা কাগজ টেনে বের করে জিজ্ঞাসা করল, "যেমন-যেমন বলা হয়েছিল?"

"তার চাইতেও ভালো করে।" নিশ্বাস ফেলে স্থপতি বললেন, নিজের কীর্তির ব্যাখ্যানা করতে গেলে মানুষের কণ্ঠে যে ভক্তির সুর শোনা যায়, এম্যান্নুয়েলের স্বরে তা শোনা গেল।

গন্‌জ্যালেজ আরেকটা টানা খুলে মোটা এক গোছা নোট বের করল। রবার-ব্যাণ্ডটা খুলে ফেলে, চটপট কতকগুলো নোট গুণে, টেবিলের ওপর রেখে বুঝিয়ে বলল :

"পনেরো হাজার পেসেটা। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, ডন এম্যানুয়েল।" এই বলে নোটগুলো তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

তারপর পারস্পরিক সন্তোষ সম্বন্ধে কয়েকটি সালঙ্কার বাক্য-বিনিময়; ক্যাটালোনিয়ার রাজার মুখের ছবির ওপর সালঙ্কার স্বাক্ষর; আবার কিছু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন; তারপর স্থপতি বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

"...ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনার জন্য কিছু কাজ করে দিতে পেরে আমি কৃতার্থ হয়েছি, কিন্তু...আমার শ্রমিকদের কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক, তারা জানতে চাইছিল এই অদ্ভুত কুঠি বানাবার কারণটা কি...একেবারে পাহাড়ের গা কেটে বসানো, দেয়ালের ভিতরে মোটা গাছের গুঁড়ি লাগানো—আমি কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, কুঠিটা স্যাঁৎসেতে হবে, এখানে বেজায় বৃষ্টি পড়ে, মাটিটার ওপরেও বিশ্বাস নেই..." আরো প্রশ্ন করবার জন্য লোকটার পেট ফেটে যাচ্ছিল।

এ-সবই গন্‌জ্যালেজের চোখে পড়েছিল। সে আস্তে-আস্তে বলল, "মশায়, কথা রাখতে পারেন?" সাগ্রহে কিন্তু কিঞ্চিৎ দ্ব্যর্থব্যঞ্জকভাবে স্থপতি বললেন,

"মৃত্যুর মতো। একজন শ্রমিকও জানে না এই কুঠি, কি গুহা, কি যা-ই বলুন, এটা কার জন্য তৈরি হচ্ছে, আমার তো হাজার রকম কারণের কথা মনে হয়েছে।"

"আপনি শুধু অ্যাভিলা থেকেই শ্রমিক নিয়েছিলেন নাকি?"

"তাই নিয়েছিলাম; যেমন আপনি বলেছিলেন; আমার নিজের লোক লাগালে আরো কম খরচে হত।"

গন্‌জ্যালেজ ধীরে-ধীরে বলল, "তা হলে আপনাকে ভেতরের কথা বলাই ভালো, সেনর ডন এম্যানুয়েল—আপনি যে উদ্দেশ্যে

সিয়েরার সেই ছোট্ট কুড়ে-ঘরটা ব্যবহার করেছিলেন, আমিও এই কুঠিটাকে সেই কাজে লাগাব—ভুলে গেছেন বোধ হয়? সেই যে টারিফার পাহাড়ের ওপর দিয়ে যে পথটা গিয়েছে?"

কথার কি ফল হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এইটুকুই বলেছিল গন্‌জ্যালেজ। সঙ্গে-সঙ্গে মোটা নীরস চেহারার স্থপতি একটা চাপা আর্তনাদ করে, এক লাফে পেছিয়ে গিয়েছিলেন। ভয়ে তাঁর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল, মাংসল মুখে ছাইয়ের মতো রঙ।

তোতলাতে-তোতলাতে বললেন, "আমি—আমি—" গন্‌জ্যালেজ হাত নেড়ে যেন ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিল। "যৌবনের কোনো নির্বোধ আচরণের কথা আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়—কেউ এখন ডন এম্যান্নুয়েল ডি সিল্‌ভাকে চিনতে পারবে না—ইহুদী নাম নিলেন কেন?—এক সময় যে—"

দম বন্ধ হয়ে আসছিল স্থপতির, কষ্টে বললেন "যথেষ্ট বলেছেন—দিন টাকাটা, এবার আমাকে ছেড়ে দিন।"

কম্পিত কলেবর লোকটার হাতে গন্‌জ্যালেজ নোটগুলো তুলে দিল। নির্বিকারভাবে জিজ্ঞাসা করল, "তা হলে কথাটা জানাজানি হবে না কথা দিচ্ছেন?"

"মৃত্যু পর্যন্ত!" ফিসফিস করে কথাদুটি বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মৃদু হেসে গন্‌জ্যালেজ আবার তার ডেস্কের কাছে গেল। কিছু পরে ডেস্ক থেকে একটা চাবি-দেওয়া নোট-বই বের করে গন্‌জ্যালেজ লিখল:

"এম্যান্নুয়েল ম্যাণ্ডুয়েজ, স্মাগ্‌লার, ১৮৮৬ সালে মালাগা অঞ্চলের গুয়েলা গ্রামে একজন সিভিল গার্ডকে খুন করে। পরে সে অন্তর্ধান করে, লোকে ভাবে বুঝি মারা গেছে; কিন্তু জানা যায় যে তা নয়; সে এস্ট্রেমাডুরাতে বসবাস করছে। সেখানে সে একজন বাড়বাড়ন্ত ব্যবসাদার হয়ে উঠেছে। কালো চুল, ছোট দাড়ি, বাঁকা নাক, গালের হাড় উঁচু, বড়-বড় জোরালো চোয়াল, ভাবহীন চোখ, উট-কপাল।"

পরে যে বহু-আলোচিত বই 'ক্রাইম ক্যাসেটক্' নামে প্রকাশিত হয়েছিল, তার কৌতূহলোদ্দীপক অপরাধ তথ্যের সঙ্গে এই নতুন 'তথ্যগুলো জুড়ে দিচ্ছিল গন্‌জ্যালেজ।

লেখা হয়ে গেলে নোট-বইতে চাবি দিয়ে সেটাকে সে তুলে রেখে দিল; তারপর আবার লিখতে বসল। একটা 'ক্যারেজ ক্লকে' বেলা দুটো বাজা অবধি লিখেই চলল।

তারপর কাগজের রাশি গুছিয়ে, পাণ্ডুলিপি বাক্সে চাবি-বন্ধ করে, একটা সিগারেট ধরিয়ে, গন্‌জ্যালেজ দুপুরের চোখ ঝলসানো সাদা আলোতে বেরিয়ে পড়ল। একটা ট্র্যামে চড়ে 'আলকালা' ধরে 'কালে ডি সেভিলা' অবধি গিয়ে, তারপর নেমে পড়ল। রাস্তা পার হয়ে গন্‌জ্যালেজ 'কাফে ফর্নোসে' ঢুকল।

খাবার-ঘরের অন্য মাথায় দেখল ম্যানফ্রেড আর পোয়াকার একটা টেবিলের ধারে বসে আছে। গন্‌জ্যালেজ বসে পড়ে লাঞ্চের ফরমায়েশ দিল।

জিজ্ঞাসা করল, "কোরল্যাণ্ডার?"

ম্যানফ্রেড মৃদু হেসে বলল, "কোরল্যাণ্ডার—ভালোই আছে।" ওরা ইংরিজিতে কথা বলছিল।

"অন্যরা?"

চিন্তান্বিতভাবে ম্যানফ্রেড তার ছুঁচলো দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল।

ধীরে-ধীরে বলল, "অন্যরাও এখানে আছে, কিন্তু কাজটা স্থানীয় লোক দিয়ে করানো হবে—সেই একটা অসুবিধা।" লিওন ভ্রূকুটি করল।

"সে তো বিপদের কথা—স্থানীয় লোক সংখ্যায় অল্প আর যদ্দূর জানি, কোনো-না-কোনো অছিলায় অপরাধ-নিবারণের উদ্দেশ্যে তাদের সব গ্রেপ্তার করা হয়েছে—মার্শেল, সুমারেজ আর—"

পোয়াকার সংক্ষেপে বলল, "থাক্, ওদের নাম বলতে হবে না।

ওদের কাউকে দিয়ে কাজ করাবার সম্ভাবনা কম—'লাল শতক' লোক আনবার জন্য ক্যাটালোনিয়া গিয়েছে।"

লিওন উত্তর দিল না, অন্যমনস্কভাবে লোকে-ভরা-ঘরটার চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

খানিক বাদে সে যখন কথা বলল, কণ্ঠস্বরটা কেমন কঠিন শোনাল, "লোকটা কে হতে পারে যদি আমাকে বলে দাও, আমি জায়গাটা দেখিয়ে দেব।"

বাকিরা মনোযোগ দিয়ে ওকে দেখতে লাগল।

গনজ্যালেজ বলে চলল, "সমস্ত ম্যাড্রিড শহরে একটিমাত্র জায়গা আছে যেখানে হামলার চেষ্টা হলে খানিকটা সাফল্যের আশা থাকতে পারে। সরকারি জরীপের ম্যাপ সারা নিয়ে সকালটা কাটিয়েছি, তাতে কোন রাস্তা কত চওড়া তার মাপ নিয়ে দেওয়া আছে। আলকালা বড় বেশি চওড়া। পোয়ের্টা ডেল সল বড্ড বিরাট..." একটার-পর-একটা রাস্তা ধরে গনজ্যালেজ তার অসুবিধাগুলো বলে দিতে লাগল।

" 'কালে মেয়র'—ঐটে হল আদর্শ স্থান। ঠিক প্লাজা ডেল মেয়র ছাড়িয়ে, পথটা যেখানে সরু হয়ে গেছে, আর দু ধারের উঁচু উঁচু বাড়িগুলো ছোট্ট রাস্তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে, ঐখানে রাজবাড়ির গাড়ির ওপর বোমা ফেলা খুব সহজ, আমি যেমনি সহজে এই ঘরের মেঝেতে একটা বিস্কুট ফেলে দিতে পারি।"

সামনে সূপ দিয়ে গেল; গনজ্যালেজ চামচ দিয়ে সেটি নাড়তে লাগল।

"আজ সকালে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম—শোভাযাত্রা দেখবার একটা ভালো জায়গা দেখে রাখবার জন্য। অবিকল ঐ জায়গাতে একটা বাড়ি আছে, সেটা ফ্ল্যাট হিসাবে ভাড়া দেওয়া হয়। দো-তলায় কোনো খুঁৎ ধরবার জো নেই। একজন কাউন্টেস্, একজন মার্কোয়েস্ আর ব্রিটিশ দূতাবাসের একজন কর্মচারী। তিন তলার সব উচ্চ মধ্যবিত্ত, কিন্তু সন্দেহের বাইরে। সবার ওপর তলাটাতে

সুপরিচিত, সহজেই সনাক্ত করা যায় এমন সব স্থানীয় লোক থাকে। শুধু একটি ঘর বাদে, সেখানে সাধারণতঃ একজন শিল্পীর আকার নিয়ে স্বয়ং প্রতিভা বাস করেন।"

কোনো মন্তব্য না করে সকলে গনজ্যালেজের কথা শুনছিল। তাঁর কাছে এক রূপসী এলেন, তিনি হোটেল ডি লা-পে'তে থাকেন। কল্পনা কর সেই অপরূপা বিদেশিনীর সামনে টুপি হাতে করে শিল্পী দাঁড়িয়ে, সুন্দরীর ভাই নাকি আজ রাতে বার্সেলোনা থেকে এসে পৌঁছবেন, তাঁর জন্য একটা ঘর চাই। হোটেল ডি লা পে'তে ঘর খালি নেই। শিল্পী যদি এক সপ্তাহের জন্য তার ঘরটি ভাড়া দেয়। ভালো টাকা দিলেন সুন্দরী; হাজার ফ্র্যাঙ্কের বিনিময়ে শিল্পী নিজের ঘরের জানলা থেকে রাজকীয় শোভাযাত্রা দেখার অধিকার ছেড়ে দিয়েছে।"

ম্যানফ্রেড মাথা নাড়ল।

"আজ রাতে সে পৌঁছবে—আর ঐ মহিলাটি ?"

লিওন উদ্‌ধৃতি করে বলল,

"ছিপছিপে, লম্বা, অপূর্ব তার চোখ, গ্রীষ্মকালে উপত্যকার ছায়ার মতো সুন্দর।"

ম্যানফ্রেড হাসল। "ঐ বুঝি সেই শিল্পীর দেওয়া বর্ণনা ?" থেমে, পোয়াকারের দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে বলল, "ও-ই গ্রাৎসের মেয়ে।"

পোয়াকারও ধীরে-ধীরে মাথা নেড়ে বলল, "গ্রাৎসের মেয়ে বটে।"

নীরবে বসে রইল ওরা, যে-যার নিজের মতো সমস্যাটার সমাধান খুঁজতে লাগল। দক্ষ আঙুল দিয়ে লিওন একটা স্পেনীয় সিগারেট পাকাতে পাকাতে, ভাবলেশহীন মুখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। কিন্তু সেখানকার লঘুচিত্ত পথচারীর মিছিল ওর চিন্তার বিষয় ছিল না।

শেষটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলল, "হাই-হো!" ম্যানফ্রেড অভিযোগ করল, "তুমি ঐ মেয়ের কথা ভাবছিলে ?"

শুনে গনজ্যালেজ বাস্তবিক অবাক হয়ে গেল।

"একেবারে অন্য কথা ভাবছিলাম—কখনো লক্ষ্য করেছ, জর্জ, অপ্রকৃতিস্থ লোকদের অনেক সময়ই ভরাট ভারি থুত্‌নি আর পাতলা চুল থাকে! মনে হচ্ছে যেন লম্ব্রোসো বলেছিলেন—"

ভারিক্কিভাবে হেসে পোয়াকার বলল, "মুখাবয়ব-তত্ত্ব নিয়ে যদি কথাবার্তা শুরু কর তো আমি চললাম। কাল তুমি কিছুতেই 'প্রটোক্সাইড' সম্বন্ধে আমার কথা শুনলে না, কাজেই একটা ভালো গল্প শুনতে পেলে না।"

লিওন ওর বাহুর ওপর হাত রেখে হেসে বলল, "প্রটোক্সাইড বাদ দিতে পারি, কিন্তু গল্প নয়।"

পোয়াকার আবার বসে পড়ে বলল, "কিন্তু গল্পের মধ্যে রসায়নের কথা এসে পড়বে, আরো সব অদ্ভুত ফর্মুলা, যার ওপর লিওন হাড়ে-চটা। গল্পটা একজন রসায়নিকের বিষয়ে—সে থাকত আর্জেন্টিনে—একজন মেয়ে তার সঙ্গে অতিশয় লজ্জাকরভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।"

পোয়াকার খুব একটা ভালো বক্তা ছিল না. তা ছাড়া উত্তেজিত হয়ে পড়লে ক্বচিৎ তার গল্পের মানে বোঝা যেত। এখন সে দ্বিধার সঙ্গে গল্প শুরু করল: "কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রার জন্য একজন মেয়ে ঐ লোকটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল……যে কারণেই হক লোকটির রাগ গিয়ে ঐ মেয়েটির ওপর পড়েনি, কারণ সে ভয়ে কাতর হয়ে, সব কথা স্বীকার করে, টাকাগুলো লোকটির পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল—সে মুদ্রাগুলো কুড়িয়ে নিয়েছিল। যে লোকটি বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সেই ছিল ওর রাগের লক্ষ্য।"

এতক্ষণে পোয়াকার তার গল্পের এমন জায়গায় পৌঁছল, যাকে তার নিজের ক্ষেত্র বলা যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 'স্টেরক্লোরাইড' আর প্রোটক্সাইডের কথা এবং কি এক রহস্যময় 'এ-ইউ-ও থ্রি'র কথা তুলল, এই শেষেরটিকে নাকি কস্টিক অ্যামোনিয়ার সঙ্গে

মেশালে আরেকটা কি পদার্থ তৈরি হয় ; বিষয়বস্তুটার টেকনিকেল দিকটাকে যে-রকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পোয়াকার সামলিয়ে নিল, তার শ্রোতারা দুজন শুনে বিস্মিত হয়ে পড়ল।

তারপর গল্পটা প্রায় শেষ হয়ে এলে, যেন একমত হয়ে ম্যানফ্রেডের চোখ গনজ্যালেজের চোখের ওপর নিবদ্ধ হল।

পোয়াকারের গল্প শেষ হতেই লিওন সামনে ঝুঁকে কৌতূহলের কাহিনীকারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের কি এই বুঝতে হবে যে গল্পটার একটা গোপন অর্থ আছে ?"

পোয়াকার মাথা নেড়ে কথাটার সমর্থন করল, ম্যানফ্রেড জিজ্ঞাসা করল,

"কার্যকরী হবে মনে হয় ?"

গম্ভীরমুখে পোয়াকার বলল, "তাই মনে হয়।"

এই কথাবার্তার, বিশেষ করে ঐ গল্পটির সঙ্গে, কতকগুলো পরবর্তী ঘটনার একটা যোগসূত্র ছিল ; অনেকাংশে তারই ফলে শেষপর্যন্ত 'লাল শতক'-এর ক্ষমতা চিরকালের মতো বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল—এই আলোচনার আর সিয়েরাসে ডন এম্যানুয়েলের তৈরি সেই ছোট বাড়িটার।

হোটেল ভিলা পে'র অসমান আকৃতির খাবারঘরে বেজায় ভিড়। এই সময়ে বিশিষ্ট অতিথিরা সান্ধ্যভোজে বসতেন।

সরকারের পক্ষ থেকে এই হোটেলের বেশির ভাগটাই সম্মানিত অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। নানান্ ভাষায় উচ্চারিত বাক্যালাপের গোলমালে হোটেলের অর্কেস্ট্রার বাজনা চাপা পড়ে যাচ্ছিল। সাদা চাদরে ঢাকা ছোট-ছোট টেবিলের ওপর ঘেরা-টোপ পরানো বাতির আলোয় রুপোর আর কাচের বাসনপত্র ঝকমক করছিল। সে-সব টেবিল ঘিরে পৃথিবীর সব জাতির মন্ত্রী, ফৌজী, দূত, সুগম্ভীর সভাসদ্, গোটা কুড়ি বিশেষ দূতাবাসের সচিব হাসি-গল্পে মত্ত ছিলেন। প্রত্যেক টেবিলেই সাধারণতঃ যতজন ধরে, তার বেশি লোক বসেছিল, তাছাড়া প্রায় প্রতি মুহূর্তেই রাষ্ট্র-দূতদের

এক-আধজন বিলম্বিত সহযোগী অপরাধীর মতো মুখ করে এসে উপস্থিত হচ্ছিলেন। তাঁদের বসবার জন্যে সকলেই নিজেদের চেয়ার সরিয়ে জায়গা করে দিচ্ছিলেন, তাই নিয়ে কত হাসি-তামাশা।

একটি মাত্র অতিথির জন্য একটা আলাদা টেবিল রাখা ছিল; সেই টেবিলের অধিকারিণীর দিকে ঘরের প্রত্যেকটি পুরুষমানুষের চোখ বারে-বারে ফিরে যাচ্ছিল।

লান্সারদের মেজর এক চোখে চশমা তুলে, চোরা চাউনিতে তাকিয়ে বললেন, "বলিহারি, কি সুন্দর মেয়ে গো!"

রুশ মিশনের প্রিন্স ডাস্তুরিস্কি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ও?" বলে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

যে ওয়েটার ওঁদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল, সেই চাপাগলায় পরিচয়টা দিল, "বেজায় ধনী, ইয়োর এক্সেলেন্সি, উনি হলেন ব্যারনেস্ ফন ডুর্নস্টাট; হ্যাঁ, বোধহয় বিবাহিতা। লোকে বলে নাকি রাশিয়াতে ওঁর বিস্তর সম্পত্তি আছে, কিন্তু প্যারিসেই বেশির ভাগ সময় কাটান।"

রুশ ভদ্রলোক বললেন, "বুদ্ধিমতী মেয়ে বলতে হবে। রাশিয়া একটা অভিশপ্ত দেশ, নীরস, নিরানন্দ, অতিশয় অভিশপ্ত দেশ!"

ওয়েটার হাসল এবং কথাটা মনে করে রাখল। গ্রাৎসের মেয়ে যে ম্যাড্রিডে উপস্থিত হবে, এটা সে বরাবরই মনে করেছিল। যখন জানতে পারল যে সে হোটেল ডি লা পে'তে উঠেছে, তখন সামান্য একটু কষ্ট করে সেও সেখানে চাকরি নিল। রাশিয়ার কম লোকেই মেনশিকফ্‌কে ব্যক্তিগতভাবে চিনত। মোটের ওপর উনি ছিলেন একটি নাম মাত্র। এমন কি সব সময় একই নামও নয়। ম্যাড্রিডে তাঁর কাজ হল গ্র্যাণ্ড ডিউককে রক্ষা করা; তাঁর অনুচরবর্গের সঙ্গে তিনি একরকম যুক্ত ছিলেন; অবশ্য গ্র্যাণ্ড ডিউক নিজে ঘুণাক্ষরে জানতেন না যে তাঁর বন্ধুবর্গের মধ্যে মঁসিউ মেনশিকফ্ বলে কেউ আছে।

নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বাইরে কোনো কিছুতে নাক গলাবার

ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কাজেই এস্কোরিয়েনের রাজকুমারের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর বিশেষ মাথা-ব্যথাও ছিল না। তাঁর নিজের লোকটি নিরাপদে থাকলেই হল, আর কে কোথায় কি কষ্ট পাচ্ছে-না-পাচ্ছে, তাতে তাঁর বিশেষ এসে যেত না।

নিঃসঙ্গ সুন্দরী তাঁকে ইশারায় ডাকতেই তিনি কাছে গেলেন। অপূর্ব পোশাকে সজ্জিতা ঐ মেয়ে, কালো শিফনের পোশাক, কোথাও কোনো অলঙ্কার নেই, শুধু গলায় আঁটা লেসের কলারের ওপর মুক্তোর তৈরি আরেকটা কলার।

"লাল শতক'-এর টাকা খরচ করাটা সব সময় এমন সার্থক হয় না।" এই কথা ভাবতে-ভাবতে, মেয়েটির ফরমায়েশ শুনবার জন্য মেনসিকফ্ একটু সামনে ঝুঁকলেন।

ফরাসী ভাষায় মেয়েটি বলল, "আমার সঙ্গে একজন দেখা করতে আসবেন বলে আশা করছি। তাঁকে যেন আমার বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।"

গুপ্তচর বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মাদাম, আমি ম্যানেজারকে আপনার আদেশের কথা বলব।"

হঠাৎ কৌতূহলের সঙ্গে সুন্দরী মেয়েটি তাকিয়ে বলল "তোমার গলার আওয়াজ চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, তুমি কি আগেও আমার খাবার দিয়েছ নাকি?"

নকল পেশার উপযুক্ত খোশামোদের হাসি হেসে মেনশিকফ্ বললেন, "তা তো মনে পড়ছে না।"

তাড়াতাড়ি ওর আদেশের কথা বলে আবার ফিরে এসে ওকে জানালেন যে ম্যানেজারকে বলা হয়েছে।

মেয়েটি বলল, "আমি কফি খাব।" বলে আরেকবার ওঁর দিকে তাকাল।

এমন সময় টুপি হাতে শ্রদ্ধাবনত দ্বাররক্ষী এসে খবর দিল যে মঁসিউ এসে 'হার এক্সেলেন্সি'র বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।

সংক্ষেপে মাথা নেড়ে লোকটাকে বিদায় দিয়ে, মেয়েটি উঠে ঘর

থেকে বেরিয়ে গেল, তখন শতচক্ষু তার ওপর নিবদ্ধ হয়েছিল। ওর ঘর ছিল ওপর তলায়; খুদে লিফ্‌ট চালকের আহ্বান উপেক্ষা করে, চওড়া সিঁড়ি বেয়ে সে উঠে গেল।

নিজের দরজায় পৌঁছে, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল; তারপর দরজার হাতল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকল। প্রকাণ্ড নিরানন্দ বসবার ঘরে একটিমাত্র আলো ক্ষীণভাবে জ্বলছিল। যে লোকটি ওকে অভিবাদন করবার জন্য উঠে পড়ল। সে ঐ একটিমাত্র আলো আর মেয়েটির মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

দ্বিধাভরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল, এ তো ফন্‌ ডুনপ্‌ নয়, যার জন্য সে অপেক্ষা করে ছিল, এ যে মাথায় অনেক লম্বা। লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছিল না।

মেয়েটি বলতে শুরু করল, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত—" অপর ব্যক্তি সহজ সুরে বলল, "তা হলে তো খুশিই হতাম—" অমনি মেয়েটি তার কণ্ঠস্বর চিনল, চিনতেই বিবর্ণ মুখ রক্তিম হয়ে উঠল।

নিশ্বাস প্রায় রোধ করে সে বলে উঠল, "তুমি!" লোকটি 'বাও' করল।

ওর কাছে যাবার জন্য পুরুষটি এগিয়ে এসেছিল, এখন সে দরজার আর মেয়েটির মধ্যিখানে দাঁড়াল; তাতে ওর মুখে আলো পড়ল, মেয়েটি সে মুখ দেখতে পেল আর সেই বিষাদমাখা দুটি চোখ। প্রথম যে-দিন সে ঐ চোখের শক্তি অনুভব করেছিল, সে-দিন থেকে ঐ দৃষ্টি ওর নিত্যসঙ্গী হয়েছিল; আজও ওর বাক্যরোধ হল।

কিঞ্চিৎ তিক্তকণ্ঠে মানুষটি বলল, "আমি চাই তুমি ভয় পাও, কিম্বা তোমার মধ্যে কোনো মানবীয় দুর্বলতা প্রকাশ পাক, তোমার হৃদয়ের মাঝখানে কোমল কোনো স্থান, যার নাগাল পাওয়া যায়।"

কথা বলবার সময় মেয়েটির কণ্ঠ যেন ভেঙে পড়ছিল, সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি চাও?"

সরলভাবে সেই পুরুষ উত্তর দিল, "মানুষের জন্য সুখ, দুর্বলের জন্য নিরাপত্তা, নিপীড়িতের জন্য ন্যায়-বিচার।"

অবজ্ঞাভরে মেয়েটি বলল, "কে এখন অর্থহীন মামুলী বুলি আওড়াচ্ছে?"

পুরুষটি বলল, "আমিও না, আমার বন্ধুরাও না। এই সভ্য জগতের প্রত্যেক রাজ্য আমাকে প্রাণ-দণ্ড দিয়েছে, কারণ আমি ঐ আদর্শে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি বলে সেইভাবে কাজও করি।"

নির্বিকারচিত্তে মেয়েটি বলল, "আর এখন?" এমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে দেখা হয়ে যাওয়াতে ও যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, সে-ভাবটা ততক্ষণে সামলে নিয়েছিল এবং এই সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছিল। এবার আর কোনো ভুল হবে না। একবার এই পুরুষ ওকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়াতে ওর নারী-সুলভ অভিমান প্রকাশ পেয়েছিল; এবার ও সাবধান হয়ে গেছে।

পুরুষটি আবার বলল, "এখন আমি যুদ্ধবিরতি দাবি করছি।"

"আহা!" ওর কথায় বিজয়োল্লাসের আভাস শুনেও পুরুষটি বিচলিত হল না। সে বলে চলল, "এই অনুরোধ করার আর কোনো কারণ নেই, আমার একমাত্র ইচ্ছা অকারণ রক্তপাত বন্ধ করা—বৃথা জীবন নষ্ট করা, ভগবান জানেন সেই সব জীবন হয়তো আরো উপযুক্তভাবে আরো মঙ্গলকাজে নিয়োজিত হতে পারত; তোমার লোকেরা যে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক কাজে নেমেছে, তার হতাহত সব একতরফা।"

জ্বলে উঠল মেয়েটি, "আমাদের কিছু শোধ নেওয়ার বাকি আছে।"

পুরুষটি মাথা নেড়ে বলল, "আমাদেরও।" ওর কথার মধ্যে একটা ভয়াবহ শক্তি ছিল।

মেয়েটি মনে করেছিল ও এবার গলা তুলবে, তা না করে গলা নামিয়ে সে বলল, "শোধই বটে, মাদাম।" কিছুই নয় ব্যাপারটা,

কিন্তু তাতেই ও কেমন বিব্রত বোধ করতে লাগল। এই মানুষটির কি সব সময় অপ্রত্যাশিত আচরণ করতে হবে!

"সভ্যতার কাছে ক'টা প্রাণের জন্য 'লাল শতক' ঋণী? যেমন ধর ফন্ ডুনপ্; তুমি তার আশায় বসেছিলে না?"

মেয়েটির দম আটকে এল, "সে কি মারা গেছে?" ম্যান্‌ফ্রেড মৃদু হাসল। যাই হক, ও তো একটি মেয়ে মাত্র; সেই মেয়ে ঐ হাসির মধুর ভাবটি লক্ষ্য করল; আর লক্ষ্য করল ওর চোখের কোণে কেমন কটি ছোট-ছোট রেখা পড়ল। মেয়েটির মনে হল এ-মানুষটি নিশ্চয় প্রায়ই হাসে।

"না, না, মারা যায়নি—বলিনি যুদ্ধ-বিরতির কথা—কিন্তু ঐ ফন্ ডুনপ, ওর কি দেশের কাজে লাগাবার জন্য নিজের একটা প্রাণ নেই? ও যদি মারা পড়ে, ওর মৃত্যুর জন্য কি কারো বিবেক দংশন করবে? আর আন্টোনার ফ্রিট্জ্ মাইস্টার, আর ক্যারনালি, আর. ডি. ভিটজি। আমি এমন অগুন্তি লোকের নাম করতে পারি, যারা 'লাল শতক'-এর নাম করে হিংসাত্মক কাজ করেছে—তাদের ওপর মানবজাতি কি শোধ তুলবে?"

মেয়েটির মস্তিষ্ক সচল হয়ে উঠেছিল।

ম্যান্‌ফ্রেডের কথার মাঝখানেই ওর মনে একটা চিন্তা অঙ্কুরিত হয়ে আকার নিয়েছিল। ম্যানফ্রেডের শেষ কথাগুলি ওর পিঠটাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছিল, কারণ মেয়েটি হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ওর কাছ থেকে সরে একটা ডেস্ক খুলছিল।

মাথা ঘুরিয়ে অবজ্ঞাসূচক স্বরে সে জিজ্ঞাসা করল, "আর তুমি?"

গম্ভীরমুখে ম্যানফ্রেড বলল, "মাত্র একবার একজন ভালো লোককে আমরা হত্যা করেছিলাম, তাও মানুষের কল্যাণের জন্য।"

মেয়েটি চুপ করে রইল, তারপর ''র যেন কতই অবহেলাভরে আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে ফিরে এসে আবার দাঁড়াল।

সে বলল, "যুদ্ধ-বিরতি হতে পারে না। আমরা সঙ্কল্প করেছি

সংগ্রামী মানুষের পথে যারা বাধার সৃষ্টি করবে তাদের সকলকে আমরা অপসারিত করব—প্রাচীন মৃত রীতির কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যে-সব আকস্মিক বিঘ্ন আমরা পেয়েছি, সেই সব বাপের ছেলেদের, যারা নিজেরাও এমন সব বাপের ছেলে, যারা কোনো সময়ে বাহুবলের সাহায্যে রাজ্যশাসন করেছে এবং সেই উত্তরাধিকার নিজেদের এলোমেলো সন্তানদের জন্য রেখে গেছে।"

রাগে ফেটে পড়ে মেয়েটি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, "ইংল্যাণ্ডে যদি একটা ঘোড়া দৌড়ে ডার্বি জেতে, তা হলে কি ঐ ঘোড়ার বংশধরদেরও জন্ম থেকে ডার্বি-জয়ী বলতে হবে? ওদের ছেলেরাও কি ডার্বি-জয়ী, যদিও তারা ঘোড়দৌড়ে নামেওনি? তোমাদের ডাক্তারদের ছেলেরা কি ডাক্তার হয়েই জন্মায়? জজ্‌রা কি জন্মেই জজের আসন পায়?"

নির্বিকারভাবে ম্যানফ্রেড উত্তর দিল, "হ্যাঁ-ও, আবার না-ও। ডার্বি-জয়ীর ছেলেও ঘোড়-দৌড়ে জিতবে, যদি তার উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা থাকে। ডাক্তারের ছেলেও ডাক্তার হবে, যদি সে অনুশীলন করে এবং রাজার ছেলে যদি বুদ্ধিমান ও বলবান হয়, তা হলে সেও প্রজা শাসন করবে এবং মন্ত্রীদের ওপর নেতৃত্ব করবে—যদি উপযুক্ত শিক্ষা পায়।"

হিংস্রভাবে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, "আর যদি তা না পায়? যদি দুর্বল হয়, কিম্বা পাগল হয়?"

কিঞ্চিৎ ক্লান্তভাবে ম্যানফ্রেড বলল, "তা হলে তার মন্ত্রণাদাতারা তার ওপর শাসন করবে।"

তেরিয়া হয়ে মেয়েটি বলে চলল, "তুমি এমনভাবে কথা বল যেন আমি একটা শিশু—যেন আমাকে ভোলাতে হবে, বোঝাতে হবে, ফুস্‌লোতে হবে—আমার শরীরের প্রত্যেকটি রক্তকণিকা কি স্বাধীনতার জন্য স্পন্দিত হয় না, মনের প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি কি বলে না—রাজশক্তির মৃত্যু হক!"

বিষণ্ণভাবে ম্যানফ্রেড বলল, "তা'হলে আরেক রাজা আসবে—

কিম্বা মন্ত্রণাদাতারা, সে আরো খারাপ—কিম্বা একনায়কত্ব আসবে, সেটাই হবে সব চাইতে খারাপ। তোমরা অপরিহার্য সব নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করছ, সে-নিয়ম বলে একেকজন মানুষ সর্বদা তার সঙ্গীদের নেতৃত্ব করবে এবং সকলের মঙ্গলবিধানের জন্য তাদের শাসন করবে।"

মেয়েটি বলল, "আমরা আতঙ্ক দিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগ্রাম করছি, অন্য একটা নিয়মের ওপর আমাদের প্রাকৃতিক নিয়ম প্রক্ষেপ করছি—ক্ষমতা-পিপাসার ওপর মৃত্যুভয় প্রক্ষেপ করছি। একে-একে এরা সবাই চলে যাবে, তোমার সেই সব শাসনকর্তারা।" আরো কাছে এসে আরো দ্রুতকণ্ঠে সে কথা বলতে লাগল; ম্যানফ্রেড লক্ষ্য করল ওর নিশ্বাস-প্রশ্বাসও কেমন দ্রুত হয়ে উঠেছে।

"রাজা, মন্ত্রী, একনায়ক, অধিপতি, এদের সিংহাসনে উঠবার নিচেকার ধাপগুলিতে মরা মানুষের হাড়ের এমন স্তূপ জমে যাবে যে মাথায় মুকুট পরবার ঝুঁকি কেউ নিতে চাইবে না। যারা আমাদের বিরোধিতা করবে, ভিড়ের সঙ্গে তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—ছোট-বড় সবাই, মন্ত্রীরা সভাসদ্‌রা—এমন কি তোমার মতো লোকরাও।"

ছোরাটাকে ঝিকমিক করে উঠতে দেখে, ম্যানফ্রেড এক লাফে পাশে সরে গেল।

ছোরার ক্ষুরধার ফলা তার কাঁধ ঘেঁষে চলে গেল, আরেকবার হাত তুলবার আগেই ম্যানফ্রেড তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল; মুহূর্তের জন্য মেয়েটি অনুভব করল তাকে ম্যানফ্রেড নিজ দেহের ওপর সবলে আকর্ষণ করেছে, তার চুলে ম্যানফ্রেডের নিঃশ্বাস; পর মুহূর্তেই ম্যানফ্রেডের দৃঢ়মুষ্টি ওর বাহু ধরে নেমে এসে দু-হাতের মণিবন্ধে আবদ্ধ হল।

পাগলের মতো ওর দিকে চেয়ে রইল মেয়ে। সারা দেহের ওপর দিয়ে যে প্রবল ক্রোধের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল, এখন সে স্তিমিত, মেয়ের মুখ বিবর্ণ, দেহ কম্পিত।

ধরা-গলায় ফিসফিস করে সে বলল, "এখন তুমি আমাকে মেরে ফেলতে পার।"

ম্যানফ্রেড মাথা নাড়ল, মারিয়া দেখল তার চোখে কি গভীর বেদনা।

সংক্ষেপে ম্যানফ্রেড বলল, "না।" বলে ওকে মুক্ত করল। তারপর আবার ওর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, "তা হলে যুদ্ধ-বিরতি হবে না?"

সে কোনো উত্তর দিল না।

ম্যানফ্রেড বলল, "তবে তাই হক।" বলে ফিরে চলল।

দু-পা এগিয়েই ম্যানফ্রেড একটু টলে পড়ল, দেয়ালে হাত দিয়ে নিজেকে সামলে নিল।

মুহূর্তের মধ্যে গ্রাৎসের সেই অদ্ভুত মেয়ে ওর পাশে ছুটে এল।

নিদারুণ উদ্বেগের সঙ্গে সে বলে উঠল, "তোমার লেগেছে! দেখি আমি—" বলে ওর বাহু চেপে ধরল।

দীর্ঘ দেহী ম্যানফ্রেড চোখ নামিয়ে ওর দিকে চাইল, ওর সমস্ত মুখের ওপরে অদ্ভুত একটা ছায়া পড়ল।

আবার সে জিজ্ঞাসা করল, "যুদ্ধবিরতি হবে কি?"

চকিতে মারিয়া সরে গেল, তার চোখদুটি আবার জ্বলে উঠল।

"কখনো না।"

বাও করে ম্যানফ্রেড ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গনজ্যালেস্ ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, "খুব একটা গুরুতর আঘাত নয়। নিশ্চয়ই ঐ গ্রাৎসের মেয়ের কাজ—তুমি কি করেছিলে?"

ম্যানফ্রেড একটু কঠিন হেসে বলল, "চলে আসার সময় দেখলাম তার এতটুকু অনুশোচনা হয়নি।"

কথাটা সত্যি হতে পারে, আবার নাও হতে পারে—কারণ

কে বলতে পারে সে রাত্রে কিসের জন্য গ্রাংসের মেয়ের চোখে জল এসেছিল?

এস্কোরিয়েল-এর কার্লস সব কাজই যেমন ঝড়ের মতো সম্পাদন করতেন, নিজের বিবাহ ব্যাপারেও তেমনি করেছিলেন। প্রেমের পথে বাধা ছিল এন্তার—ইয়োরোপের যাবতীয় মন্ত্রি-দপ্তর উদ্‌ব্যস্ত হয়ে এমন কাণ্ডের কোনো প্রাচীন নজির আছে কি না খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, ভ্যাটিকানের গুরুজনদের অশুভ বিরোধিতা, গ্র্যাণ্ড ডাচেস্ সোফিয়া তো নৈর্ব্যক্তিকভাবে এ বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেবার জন্য কিছু করতে বাকি রাখেননি—তাঁর নিজের মেয়ে রাজকুমারী মেরিয়া টেরেসার মার্চ মাসে ত্রিশ বছর পূর্ণ হবে। কিন্তু নানান্ বিশেষ দূতের হাতে একের পর এক যে-সব চিঠিপত্র আসতে লাগল, তাতে তরুণ রাজকুমারের বিন্দুমাত্র এসে গেল না। তাঁর ব্যক্তিগত পুরোহিত বা কন্‌ফেসর, নির্বোধের মতো নিজের অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন করে ফেলে, গায়ে পড়ে সৎ পরামর্শ দিতে গিয়েছিলেন—রাজকুমার পত্রপাঠ তাঁকে ছুটি দিয়ে দিলেন। পরে তিনি চরম গুরুর সমর্থন নিয়ে আবার বিজয়গর্বে ফিরে এসেছিলেন, তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তারপর রোম থেকে একজন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকের নেতৃত্বে একটি ছোট দল এসেছিল, কার্লস ভদ্রতা সহকারে তাঁদের বক্তব্য শুনে, সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলেন, "দেখুন আমাকে বেশি বিরক্ত করলে আমি প্রটেস্ট্যাণ্ট হয়ে যাব।"

সেটা তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় জেনে ওঁরা আর ওঁকে বিরক্ত করেননি। তারপর মধ্য-ইয়োরোপ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে সমর্থন এল এবং সব চাইতে বড় কথা, উত্তরের দ্বীপগুলির রাজার কাছ থেকে। এমন সমন্বয় আপত্তিকারীদের পক্ষে বড় বেশি হয়ে পড়াতে, তাঁরা বিরত হলেন। অবশ্য গ্র্যাণ্ড-ডাচেস্ সোফিয়াকে শেষপর্যন্ত বকবক করতে শোনা গিয়েছিল।

যে উচ্চবংশীয়া কন্যাকে তিনি পত্নীরূপে নির্বাচন করেছিলেন,

তাঁর কথা এখানে বলার প্রয়োজন নেই। দুনিয়াসুদ্ধ সবাই জানত যে তিনি অতিশয় সুন্দরী, অপরূপ নীল চোখ, চুলগুলি যেন সোনা পাকিয়ে তৈরি। বলা বাহুল্য যে তরুণ রাজকুমার এই মেয়ের প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন; বাকি যা কিছু, কন্যার ব্যক্তিগত জীবন, তাঁদের পৈত্রিক অট্টালিকাসমূহ, স্বনামধন্য পিতৃপুরুষগণ তাঁর শৈশবের নানান্ দৃশ্য, তাঁর সাজ-পোশাক ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে ওঁদের বিবাহের দিনে যে সব ছবি দেওয়া পোস্টকার্ড বিক্রি হয়েছিল, সেগুলি দেখতে হয়।

ভোর তিনটে থেকে ফেরিওয়ালারা কতরকম জিনিস হেঁকে ফিরছিল—ছবি, স্মারক-চিহ্ন, রাজ বংশের নক্সা দেওয়া ছোট-ছোট পতাকা ইত্যাদি। পোয়ের্টা ডেলসলে যখন সূর্যের প্রথম শুভ্র কিরণ এসে পড়ল, তখন পথে-ঘাটে ভিড় জমে গিয়েছিল—সমস্ত বিভাগীয় কর্মচারীরা জমকালো উৎসববেশে সেজে এসেছিলেন, সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীরা; কাঁধে কোট ঝুলিয়ে, চ্যাপ্টা গোল টুপি বাঁকা করে পরে মফঃস্বল থেকে চাষীরা এসেছিল। কাফেগুলোতে লোকে লোকারণ্য; সূর্য যেমন আরো ওপরে উঠতে লাগল, পিতলের বিউগ্লের প্রতিধ্বনি তুলে একটার পর একটা সামরিক দল, যে-যার স্থান নিল।

সে দৃশ্যের জাঁকজমক প্রায় প্রাক্-সভ্য যুগের যোগ্য; উত্তর দেশের ছাই আর ভুসো রঙ দেখে-দেখে যাদের চোখ ক্লান্ত, তাদের আনন্দ দেবার জন্য পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে একমাত্র স্পেনই এমন রঙের বাহার খুলে দিতে পারে। রাজকুমারকে সম্মান দেখাবার জন্য উচ্চবংশীয়দের মধ্যে সে কি রেষারেষি। সমস্ত উপর তলার বারান্দা থেকে বহুমূল্য কারুকার্য-করা দেয়াল-আবরণ ঝুলছিল, সমস্ত জানলায় ফুলের মালা দুলছিল, সব রাজন্যবর্গের প্রাসাদ সাজ-সজ্জায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। যতই বেলা বাড়তে লাগল, গরমও তেমনি অসহ্য হয়ে উঠল।

'কালে মেয়রে' সেই শিল্পীর ঘর যে-দুটি লোক এসে অধিকার

করেছিল, তাদের আরো বেশি কষ্ট হচ্ছিল, কারণ তাদের কাজের দায়ে দরজা-জানলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

তাদের সামনের টেবিলে রাখা একটা খোলা মদের বোতল, কিছু ফল, বড় এক তোড়া ফুল দেখে মনে হতে পারত যে এরাও এখানে ছুটি উপভোগ করতে এসেছে, কিন্তু ফল-ফুল মদের মাঝখানে দুটো পালিশ-করা ইস্পাতের চোঙা আর গুলি-ভরা ব্রাউনিং পিস্তল তাদের উপস্থিতির আরো বিপজ্জনক কারণ দর্শাচ্ছিল।

এখন তারা ডেক চেয়ারে শুয়ে অপেক্ষা করছিল। পথ থেকে বাজনার উচ্ছ্বাস শোনা গেল। তার মানে রাজবাড়ির লোকরা গির্জা অভিমুখে যাচ্ছে। তারপর আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল।

একজন উঠে গেলাসের দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "পালাবার পথটা—ঠিক জান তো সেটা খোলা আছে কি না?"

অন্যজন হাই তুলল।

অলসভাবে সে বলল, "তিনটে পথ আছে, সে-কথা তো দশ-বারোবার বলেছি, ম্যানুয়েল,—তুমি কি ঘাবড়াচ্ছ নাকি?"

সে লোকটি দাঁত বের করে হাসল। নিজের কোমরের চারদিকে বাঁধা চওড়া বেল্টটাকে একবার হাতড়াল, ওটার ভিতরে একটা-একটা করে স্বর্ণমুদ্রাগুলোকে সযত্নে ভরা হয়েছিল। তারপর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলল, "একেবারে আলোড়ন পড়ে যাবে।"

প্রথম বক্তা বলল, "উত্তেজনা যত বেশি হয়, পালাবার সম্ভাবনাও তত বেশি হবে।" এই বলে সে একটা সিগারেট ধরাল।

ম্যানুয়েল জানলা খুলে একবার সরু রাস্তাটার দিকে তাকাল, তারপর আবার ঘরে ফিরে এসে বিবৃতি দিল,

"সব বারান্দায় লোকে-লোকারণ্য আর নিচেকার রাস্তায় কমলা-লেবুর বাক্সে যেমন করে লেবু ঠাসা থাকে তেমনি ভিড়। একবার দেখ!"

গজ-গজ করতে করতে ওর সঙ্গীও উঠল; দুজনে বারান্দায় বেরিয়ে এল; তারপর আবার ঘরে ফিরে গেল।

সেই কয়েক মিনিটের অনুপস্থিতিতেই ঘরে একটা পরিবর্তন এসেছিল। অন্যমনস্কভাবে টেবিলের দিকে তাকিয়ে ম্যানুয়েল দেখল পিস্তলগুলো নেই আর ইস্পাতের নল দুটোকে সরিয়ে টেবিলের অন্য মাথায় রাখা হয়েছে। আর কিছু লক্ষ্য করবার সময় হল না।

কার হাত ওর গলা জড়িয়ে ধরল—চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল, ম্যানুয়েলের গলায় যেন ফাঁস লাগল, সে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল। তবু সঙ্গীর চাইতে ওর ভাগ্য ভালো, কারণ কর্মপটু পোয়াকার 'লাইফ-প্রিজার্ভার' লাগিয়েছিল, জলমগ্ন ব্যক্তিকে এই ভাবে ধরতে হয়।

ম্যানুয়েলের গলার চাপ ঢিলে হল ; জ্ঞান ফিরে আসতেই ও নিজের অবস্থার কষ্টগুলো অনুভব করল। দু-হাত স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা, মুখে একটা কাঠ ধরা, পা-দুটো চেয়ারের সঙ্গে আঁটো করে বাঁধা। যেমন চেতনা ফিরে এল, কানে এল একটা অদ্ভুত চাপা গর্জন ; একটু পরেই সেটাকে রাস্তার লোকদের হর্ষধ্বনি বলে চেনা গেল। রাজবাড়ির শোভাযাত্রা সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল আর ও কি না অচল হয়ে বসে। টাকা পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কাজটা হয়নি। ম্যানুয়েল চারদিকে চেয়ে দেখল।

বন্ধুরও অনেকটা ওরই দশা, সে জোরে-জোরে কাতরাচ্ছিল।

যে তিনজন লোক ওদের বন্দী করেছিল, তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছিল। কি বলছিল তা ম্যানুয়েল বুঝতে পারল না, যে-হেতু ওরা ইংরিজিতে কথা বলছিল।

ম্যানফ্রেড বলল, "এবার ওদের এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া যায়।"

পোয়াকার বন্দীদের বন্ধন দেখিয়ে বলল, "এ-ভাবে নয়।"

ম্যানফ্রেড বলল, "তা হলে লিওন ওদের ঘুম পাড়াক—নিচের উঠোনে পৌঁছনো যাবে, তারপর গাড়িতে। পথঘাট খালি হয়ে গেলে ওদের নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু এ-ঘর থেকে এখনি বেরিয়ে পড়তে হয়। ঐ শোন।"

নিজের উল্লাস যেন প্রায় উন্মাদনায় দাঁড়িয়েছিল। ম্যানফ্রেড বলল, "প্রিন্স···এখন···।"

এদিকে গ্রাৎসের মেয়ে হোটেল ডি লা পে'তে তার নিজের ঘরের জানলায় বসে হাতের লেসের রুমালটাকে কুটি-কুটি করে ছিঁড়ছিল আর কান পেতে বিস্ফোরণের শব্দের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে শব্দ আর হল না।

অতি সাধারণ একটা টেবিলে তিনজন লোক বসেছিল, আর ধোঁয়াটে বাতির আলোয় ম্যানুয়েল যতদূর দেখতে পাচ্ছিল, ঘরটাও যথেষ্ট সাধারণ। হয়তো কোনো স্কুলের একটা ঘর, যা এখন ব্যবহার হয় না, মনে হল দেয়াল থেকে কতকগুলো মানচিত্র নামিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবং সম্প্রতি হয়েছে।

হাতে অনভ্যস্ত হাতকড়া দেখতে খুব সুগঠিত নয়, কিন্তু গোপনে তার ঠুনকো চেহারার সুবিধ নেবার চেষ্টা করার পর জিনিসটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল। আগেই ম্যানুয়েল লক্ষ্য করেছিল যে ঐ তিনজনের মধ্যে যে নেতা-স্বরূপ সে লোকটা কোনোভাবে আহত হয়েছিল, হাতটা যেন কেমন আড়ষ্ট; এই নেতাই বেশির ভাগ কথাবার্তা বলল,

"তোমার নাম কি?"

"আমি বলতে রাজি নই।"

"ম্যানুয়েল জারাগজা নয় কি?"

"তা হতে পারে।"

"তুমি কি একজন নৈরাজ্যবাদী?"

"যাতে লাভ হয়, আমি তাই।"

তারপর সে ব্যক্তি দ্বিতীয় বন্দীকে জিজ্ঞাসা করল,

"আর তুমি, তোমার নাম কি লোমণ্ডো?"

সে লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে, মাটিতে থুতু ফেলে বলল, "আমি কোনো উত্তর দেব না।"

ম্যানফ্রেড বলে চলল, "তোমরা দুজনেই বার্সিলোনা থেকে এসেছ, খুব কুখ্যাত লোক তোমরা।" তারপর গনজ্যালেসের দিকে ফিরে বলল, "জারাগজার বিষয়ে কি জানা গেছে ?"

ওদের বিষয়ে লিওন যা-যা বলল সে-সব যথেষ্ট খারাপ। চক্রাকারে সংঘটিত হত্যা, অত্যাচার, বিচারপতিকে সন্ত্রাস, নিষ্কৃতির আবেদন ইত্যাদির এক ঘৃণ্য বিবৃতি।

"তোমাদের দুজনের কাছে আমরা পাঁচ হাজার ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছি; এ কাজের জন্য সে টাকা তোমাদের কে দিয়েছে ?"

কোনো উত্তর নেই।

"তোমাদের ঐ খুনের চেষ্টার এই কি একমাত্র কারণ ?"

দ্বিতীয় লোকটা ব্যঙ্গ করে বলল, "আর কি কারণ থাকতে পারে ? যে-সব আহাম্মুক বিনা লাভে খুন করে, আমাকে কি তাদের একজন বলে মনে হয় ? টাকাটা নিয়ে কি করলে ?" এই বলে হঠাৎ দাবি করল, "ওটা ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের বিচারপতির হাতে তুলে দাও।"

শান্তভাবে ম্যানফ্রেড বলল, "সময় হলে সব হবে। টাকা তোমরা ফিরে পাবে আর আমরাই তোমাদের বিচারপতি।"

তারপর টেবিলের পিছন দিকের দরজাটা খুলে গেল, চতুর্থ ব্যক্তি ঘরে ঢুকল। তার মুখে মুখোশ, লম্বা স্প্যানিশ ক্লোক্ দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা। সে এসে যখন টেবিলে বসল, বাকি তিনজন কোনো সাড়া দিল না।

ম্যানফ্রেড আবার জিজ্ঞাসা করল, "গ্রাৎসের মেয়ে কি তোমাদের টাকা দিয়েছিল ?"

বন্দী বড় একগুঁয়ে, সে বলল, "সে আমি বিচারপতির কাছে বলব।"

এর পরের প্রশ্ন করল মুখোশ-পরা লোকটি। শান্তভাবে সে জিজ্ঞাসা করল, "এস্কোরিয়েল-এর রাজকুমারের বিরুদ্ধে তোমাদের

কি কোনো অভিযোগ আছে যে তাকে প্রাণে মারবার চেষ্টা করলে?"

বন্দী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "ভোজের জন্য যে শুয়োর মারি, তার সঙ্গেই বা আমার কিসের ঝগড়া? রাজকুমারই হক, কিম্বা পুরোহিত বা পানি-পাঁড়েই হক, আমার কাছে একই কথা।"

মুখোশ-পরা লোকটি তার স্বাভাবিক স্পষ্টকণ্ঠে বলল, "বহু বছর আগে তোমার বিচার হয়েছিল।"

দুর্বিনীত প্রফুল্লস্বরে লোকটি বলল, "বহুবার হয়েছে।"

"সেটাও ছিল খুনের মামলা—একটা ধর্মীয় শোভাযাত্রার ওপর বোমা ছুঁড়েছিলে।"

মনে হল লোকটার হাসি পেয়েছে।

"যে রাজকুমারকে আজ হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলে, তিনি তোমাকে ক্ষমা করেছিলেন; তখন তিনি ছেলেমানুষ ছিলেন, কিন্তু তোমাদের অঞ্চলে ওঁর কথায় মানুষ মরত বাঁচত।"

লোকটা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, "আমি তো সাক্ষ্য দিয়েছিলাম।"

অন্য লোকটি বলল, "আমিও।"

"তোমরা তোমাদের মালিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলে, সে কথা সত্যি। কিন্তু লোহার কলার থেকে তোমাদের গলা বাঁচাবার পক্ষে সেটা যথেষ্ট ছিল না। সেই ছেলেটির ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে নিপীড়নে জর্জরিত হয়ে তোমরা ক্ষেপে উঠেছিলে—তাতেই তোমরা বেঁচে যাওনি কি? তার জন্যেই তোমাদের প্রাণ বেঁচেছিল।"

দুই বন্দীর মধ্যে যে স্বল্পভাষী সে অসহিষ্ণুভাবে তার শিকল-বাঁধা পা ঘষটাতে লাগল।

তারপর গাঁউগাঁউ করে সে বলল, "মেলা কথা রাখ। ইচ্ছা হয় তো আমাদের বিচারপতির কাছে ধরে দাও—যে টাকা নিয়েছ, সেটা ফিরিয়ে দাও সেনর, ওটার দরকার হবে।"

আবার ম্যানফ্রেড বলল, "সময় হলেই দেব।" তারপর যে

লোকটার নাম এম্যানুয়েল, তাকে জিজ্ঞাসা করল, "বোমা সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু অভিজ্ঞতা আছে?"

লোকটা মুচকি হেসে বলল, "সামান্য।"

"সাধারণভাবে রসায়নও জান?"

বিনয় সহকারে কাঁধ ঝাঁকিয়ে লোকটা বলল, "কিঞ্চিৎ ঘেঁটেছি।"

গন্‌জ্যালেজ মাঝখান থেকে বলল, "খানিকটা লেখাপড়াও জানা আছে দেখছি।"

বন্দী নির্বিকারভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কেন জানতে চাইছ?" সযত্নে শব্দ চয়ন করে ম্যানফ্রেড বলল, "আমার প্রশ্নের একটা উদ্দেশ্য ছিল। বলেছি তো তোমাদের সোনা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তোমাদের কাছ-ছাড়া হবার পর, সোনাটা একটু বদ্‌লে গেছে। আমার এই বন্ধুটিও একজন রাসায়নিক।" এই বলে টেবিল থেকে একটা কাচের শিশি তুলল, তার অর্ধেকটা একরকম সবুজ গুঁড়ো দিয়ে ভরতি।

ম্যানফ্রেড জিজ্ঞাসা করল, "এটা দেখতে পাচ্ছ?" লোকটা প্রসন্নভাবে মাথা নাড়ল যেন ওর বিনোদনের জন্যই এত সব ব্যবস্থা হচ্ছে।

ম্যানফ্রেড বলল, "এ রকম আকারের সোনা দেখেছ কখনো?" বন্দী ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল। তারপর ধীরে-ধীরে বলল, "না।"

ম্যানফ্রেড বলতে লাগল, "তবু যদি প্রটোক্সাইডটা পাও—"

লোকটা আগে থেকেই বলল, "কস্টিক অ্যামোনিয়া!" তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

ম্যানফ্রেড বলল, "ঠিক তাই। এই আকারেই তোমাদের সোনাটা ফিরিয়ে দেব স্থির করেছি—যে সোনা তুমি আর তোমার বন্ধু নিয়েছিলে, দু জন নির্দোস তরুণ-তরুণীকে নির্মমভাবে হত্যা করবার জন্য, যদিও তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করেনি।"

লোমগো বলে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "আমি ন্যায়বিচার চাই, বিচারপতির সামনে সাক্ষী-সাবুদ-সুদ্ধ ন্যায় বিচার চাই।"

মুখোশ-পরা লোকটি হিম-শীতলকণ্ঠে বলল, "ন্যায়বিচারই পাবে তোমরা। তোমাদের, বিচার করবার অধিকার কেউ আমাকে দেবে না? যে-সাক্ষ্যের ফলে তোমাদের দণ্ড হয়ে গেছে কে সেটাকে প্রশ্ন করবে? তোমরা কি বল?" এই বলে সে টেবিলের সামনে আসীন তিন ব্যক্তির দিকে ফিরল।

ম্যানফ্রেড মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল। শান্তকণ্ঠে বলল, "তাই ভালো হয়।"

মুখোশ-পরা লোকটি উঠে, যেখানে বন্দীরা দু জন বসেছিল সেখানে গেল। তাদের বলল,

"তোমরা যে-রকম লোক, তোমাদের মরাই উচিত। সেইজন্য তোমরা আইন-বহির্ভূত বলে আমি ঘোষণা করলাম, আইন তোমাদের আর রক্ষা করবে না। অপরের জন্য তোমরা যে মৃত্যুর পরিকল্পনা করেছিলে, সেই মৃত্যুই তোমাদের গ্রাস করবে। তোমাদের অস্ত্রের ভয়ঙ্কর শক্তি তোমাদেরি ওপর প্রতিহত হবে। অসহায় ও নির্দোষের ওপর তোমরা যে দ্রুত মরণ হেনেছিলে, সে অমোঘ শক্তিতে তোমাদেরি আঘাত করবে।"

ম্যানুয়েলের মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, তার ঠোঁট কাঁপছিল। ভগ্নকণ্ঠে সে বলে উঠল, "ভগবানের দোহাই, সেনর, পবিত্র কুমারীর দয়ায়, ও-ভাবে মারবেন না। একটা সুযোগ দিন, হিজ হাইনেসের কাছে আবেদন করি; তিনি দয়া করবেন।"

পর্বতের চুড়োর মতো মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে, বিচারক মুহূর্তের জন্য মুখ থেকে মুখোশ তুলে নিল।

লোকটা তাকিয়ে দেখল; তারপর বিষম আতঙ্কে তার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে টেবিলে আসীন তিনজনের দিকে ফিরল। তারপর কাতরোক্তি করতে করতে সে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু লোমগো বলে লোকটা তার ধরাশায়ী দেহটার দিকে ঘৃণার সঙ্গে তাকিয়ে, আবার থুতু ফেলল। তবে এম্যানুয়েল জারাগজার মতো ও তো আর অত লেখাপড়া শেখেনি, কাজেই ওর কল্পনাশক্তি ছিল সীমিত।

পর দিন ভোরে যে দলটি বেরিয়ে পড়ে, শহরের সীমানা ছাড়িয়ে পাহাড়ের পথ ধরেছিল, ভারি গাড়িটার বেগের সঙ্গে নিজেদের গতি তাদের মানিয়ে নিতে হচ্ছিল।

অবশ্য যে-মেয়েটি মুখে ফেনাজমা বিশাল তামাটে রঙের ঘোড়ায় চড়ে একলা-একলা ওদের পিছনে চলেছিল, তার আট ঘণ্টা আগেই ওরা রওনা হয়েছিল; মেয়েটি সবেগে ওদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল। বেশির ভাগ পথ ও মোটরে করেও যেতে পারত; ঘণ্টাখানেক খুঁজলে এমন রক্ষী-দলও সংগ্রহ করা যেত যারা ওকে পথের যে-কোনো আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারত। কিন্তু সেই বাড়তি এক ঘণ্টা সময় ওর হাতে ছিল না। একজন গুপ্তচর ওর ঘরে একটি লোককে নিয়ে এসেছিল যে ওকে অনেক কথা বলেছিল—অবশ্য অনেক কিছু চেপেও গিয়েছিল।

হোটেলে ওর মস্ত ঘরে ও পাইচারি করছিল; রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল; মনে হাজার রকম সন্দেহ মাথা তুলছিল; নিজের অসহায় অবস্থা দেখে নিজেই হকচকিয়ে যাচ্ছিল; এমন সময় একজন মোটা লোক এসে উপস্থিত। তার মনে খানিকটা জাঁক, খানিকটা ভয়, সেই সঙ্গে নিজের এই কাজের ফলাফল সম্বন্ধে বিষম আতঙ্ক এবং নিজের মান-সম্মান চোখের সামনে খসে যাচ্ছে বলে ভাবনা, তাছাড়া সামনে এই রূপসীকে দেখে বিস্ময়। এই সব বিচিত্র আবেগের জমির ওপর মনে হচ্ছিল একটা রঙ-চটা সেকেলে ভাবকে কে যেন ঘষে-মেজে সাজিয়ে দিয়েছে। ঐ ভাবটি নাকি '৭২ সালে আন্দালুসিয়ার মেয়েদের মধ্যে ভারি সাড়া জাগিয়েছিল।

অধীরভাবে তার কথার মধ্যে বাধা দিয়ে মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ,

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি পাহাড়ে একটা বাড়ি বানিয়েছেন, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ?"

অলঙ্কারপ্রিয় ডন এম্যানুয়েল তাঁর সবচাইতে পুষ্পময় ভাষা প্রয়োগ করে বললেন, "এক্সেলেন্সি, আমরা প্রাণ পেয়েছি—"

"মহাশয়, আপনার যদি কিছু বলবার থাকে, তা হলে দয়া করে বলে ফেলুন।"

"মহামান্যা সেনোরিটা, আমি নিজের এতখানি উন্নতি করেছি যে আজ লোকে আমাকে ধনী বলে, 'আইউন্টিমিয়েণ্টো'র সদস্য হয়েছি, ইজাবেল দি ক্যাথলিকের অনুচর আমি, আমার সামনে 'কর্টেজ' : এ-সব কথা বুঝে নিয়ে, আমার দুঃখ আমার হতাশার কথাও কল্পনা করুন, যখন এই লোকটা, এই সেনর ডন লিওন—শয়তান যেন আজ রাতে ওর সঙ্গে নুন খায়—ব্যাটা এসে কি না আমার যৌবনের একটা নির্বুদ্ধিতার কথা মনে করিয়ে দিল।"

অতিরঞ্জিত করে হাত-পা ছুঁড়ে ওঁর হতাশার কথাটা উনি ব্যক্ত করলেন। "সে লোকটা বলে কি না আমার জন্য এমন বাড়ি বানিয়ে দাও সেটা নিরেট পাহাড়ের গায়ে কাটা একটা গর্তের মতো হবে, এই রকম পুরু তক্তার দেয়াল হবে তার, এই রকম মেঝে। এইখানে একটা আঁকড়া দেওয়া থাকবে, ঐখানে একটা লোহা-বাঁধানো দরজা থাকবে। এমন সব লোক দিয়ে কাজ করাও যারা পরে জায়গাটাকে আর চিনতে পারবে না, কিম্বা ও-বিষয়ে কিছু বলে বেড়াবে না, প্রতিবেশীদের দেখাতে আনবে না, কিম্বা বাড়িটার উদ্দেশ্য নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করবে না।" এই অবধি বলে একবার থেমে তিনি কপালের ঘাম মুছলেন। "আরো পরে বাড়িটাকে ঠিক যেন হাতে করে দিয়ে এলাম। একেবারে তৈরি ; ঠিক যতদিনে বলা হয়েছিল, যেখানে যেমন হুকুম হয়েছিল, তেমনি কাজও হয়েছিল। আমার তাই অভ্যাস। এইভাবে আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত—"

ইশারা করে মেয়েটি ভদ্রলোকের বাজে বকা বন্ধ করল। "তারপর ঐ সেনর ডন লিওন—ঐ যদি ওঁর সত্যিকার নাম হয়ে

থাকে—এই গোটা পৈশাচিক ব্যাপারের মধ্যে ওঁর একটিমাত্র প্রশংসনীয় কাজ করলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কথা রাখতে পার?' আমি বললাম,—'মৃত্যুর মতো।' তখন উনি বললেন,—'তা হলে শোন, আমি ঐ বাড়ি করিয়েছি একজন লোকের মৃত্যু ঘটাবার জন্য।' ব্যস্, আর কিছু নয়।"

মেয়েটি বিরক্তির সঙ্গে বলল, "কিন্তু আমার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?"

একটা হাত তুলে ডন এম্যানুয়েল ওকে সতর্ক করে দিলেন। তারপর গুরুত্বের সঙ্গে বললেন, "দাঁড়ান, এখনো শেষ করিনি। আজ সকালে অভ্যাসমতো প্রভাতের শীতল হাওয়ায় ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় দেখলাম শহরের দিক থেকে বড় রাস্তা ধরে একটা অশ্বারোহীর মিছিল আসছে। কি মনে হল, অমনি কয়েকটা গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়লাম, সৌভাগ্যক্রমে আমার ঐ রকম একটা উপস্থিত বুদ্ধি আছে। ঘোড়সোয়ারের মিছিল আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। আটটা খচ্চরের টানা একটা ভারি গাড়ি, এক ভদ্রলোক চালাচ্ছেন; গাড়ির দু পাশে আরো দু জন ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তিনি হলেন সেনর ডন লিওন।"

এই অবধি বলে ডন এম্যানুয়েল এক পা পিছিয়ে গেলেন, তার উদ্দেশ্য হল মেয়েটির ওপর তাঁর কথার কি প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা দেখবেন। বড়ই নিরাশার বিষয়, খানিকটা ক্ষমার্হ ক্লান্তি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

ডন এম্যানুয়েল তখন আবো বললেন, "শুনুন, ঐ গাড়ির মধ্যে দু জন লোক ছিল। পরদা টানা ছিল, কিন্তু বাতাসে সেটা একটু উড়ে যেতেই আমি, ডন এম্যানুয়েল ডি সিল্‌ভা তাদের দেখতে পেলাম—হাত-পা বাঁধা অবস্থায়।"

এইবার কথার প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল। মনে হল মেয়েটির কৌতূহল জেগেছে। এমন কি, ওর চোখদুটি যেমন ছোট হয়ে এল

আর যেরকম জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগল, তাই দেখে বলা চলে যে বিবৃতি শুনে সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

"ওরা সেই পাহাড়ের বাড়িটার দিকে যাচ্ছিল—ডন লিওন যেমন বলেছিলেন—একজনকে হত্যা করতে—যদিও তিনি একজনের কথাই বিশেষ করে বলেছিলেন, দু'জনের কথা উল্লেখ করেননি।"

মেয়েটি দ্রুতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "ঐ যে লোকগুলো, ওরা দেখতে কেমন?"

বাগ্মিতা ফলিয়ে ডন এম্যানুয়েল বলতে শুরু করলেন, "ডন লিয়ন একজন হৃদয়হীন পাষণ্ড, মুখখানা যেন পুরোহিতের মুখ—"

মেয়েটি বলল, "অন্যরা? বলুন শীগ্‌গির।"

"যে লোকটি গাড়ির অন্য পাশে ছিলেন, তাঁকে দেখিনি, কিন্তু আমার মনে কোনোই সন্দেহ নেই যে তাঁর মুখটা নিশ্চয় একটা পামরের মুখ। আমার কাছের লোকটির দাড়ি ছিল।"

ব্যগ্রভাবে মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"ছোট্ট দাড়ি আগাটা ছুঁচলো, ঘোড়া চালাচ্ছিল এক হাতে, অন্য হাতটা কোটের ভিতরে ঢোকানো ছিল।"

"তা হলে—দাঁড়ান!" এই বলে ডেস্ক খুলে সে কাগজ কলম বের করল। তারপর তাড়াতাড়ি বলল,

"আপনার তো বাড়ির নক্সা আঁকার অভ্যাস আছে পাহাড়ের ঐ বাড়িটার অবস্থানটা একটু এঁকে দিন তো, কোন্ পথে যাব, কোন্ কোন্ গ্রাম পেরিয়ে যেতে হবে, কোথায় ঘোড়া পাওয়া যাবে, আমাকে তো ফিরতে হবে।"

ডন এম্যানুয়েলকে একরকম ঠেলেঠুলে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে; রাজকীয় ভঙ্গীতে সে বেরিয়ে গেল।

ভালোমানুষের ছেলে ডন এম্যানুয়েলের প্রতি সুবিচার করতে হলে বলা যেতে পারে যে গ্রাৎসের মেয়ের প্রকৃতি তাঁর অজানা ছিল, তিনি তাকে কোনো দেশের সরকারের গুপ্তচর বলে ঠাউরে ছিলেন, ভেবেছিলেন এই মেয়ের শরণাপন্ন হলে, যে-লোকটা

জীবিতাবস্থায় সর্বদাই তাঁর আশঙ্কার কারণ হয়ে থাকবে, এইভাবে তাকে হয়তো এমন সাফল্যের সঙ্গে ও ন্যায়ানুমোদিতভাবে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে, যাতে করে তার এ জন্মে ওঁর নাগাল পাবার সম্ভাবনা থাকবে না।

যদিও ওঁর গল্প শুনে মেয়েটি যে-রকম বিচলিত হয়ে পড়েছিল, তাতে ডন এম্যানুয়েল আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন, তার সঙ্গে যথেষ্ট বিস্মিতও হয়েছিলেন। তবু স্থির করেছিলেন কোনো প্রশ্নাদি করবেন না, অতিরিক্ত কৌতূহলের জন্যই তাঁর কতবার সর্বনাশ হয়েছে। মেয়েটি ঘোড়ায় চড়বার পোশাক পরে ফিরে এসে দেখল তিনি তখনো তাঁর নক্শা নিয়ে ব্যস্ত।

ডন এম্যানুয়েল অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু সেনোরা, আপনি নিশ্চয় ঘোড়ায় চড়ে যাবেন না—এখান থেকে সে জায়গাটা পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে, পথ অত্যন্ত খারাপ—তার ওপর একা যাচ্ছেন!"

কিঞ্চিৎ দুষ্টবুদ্ধি-সহ মেয়েটি বলল, "আপনি আমার সঙ্গে চলুন না।" শুনে ভদ্রলোকের মুখ সাদা!

মেয়েটি নক্সাটা দেখতে লাগল।

ডন এম্যানুয়েল তখন গ্রাঞ্জা ডি লা ফ্লরেস গ্রামটি দেখিয়ে বললেন, "এইখানে ঘোড়া পেতে পারেন, তবে সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। দেখুন সেনোরা, ঐ পাহাড়ী লোকগুলো বড় বদমায়েশ, তারা যদি আপনাকে আক্রমণ করে?"

উত্তরে ওর কঠিন হাসি শুনে, ওর সম্বন্ধে মত বদলাতে হল।

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে মেয়েটি একটা চিরকুট লিখে, ওঁকে বলল, "এটা যদি যথাস্থানে পৌঁছে দেন, তা হলে বড় উপকার হয়।" কোনো ধন্যবাদের কথা না বলেই, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চলে গেল। পরে জানলা দিয়ে তাকিয়ে, ডন এম্যানুয়েল দেখতে পেলেন, সমস্ত ম্যাড্রিড শহরের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে, পোয়েৰ্টা ডেল সলের রোদেগলা অ্যাশফল্টের ওপর দিয়ে, কেমন সে পাহাড়ের অভিমুখে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল।

যতটা ও মনে করেছিল, পথকষ্ট তার চাইতেও বেশি। মাঝে-মাঝে রাস্তা বলতে, পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো বড়-বড় পাথরের মধ্যে দিয়ে সরু একটা পায়েচলা পথ। তবে এই পথ দিয়ে গেলেই ওর সুবিধা, কারণ গাড়িটাকে তো যেতে হচ্ছিল বড় রাস্তা ধরে, অনেকখানি ঘুরে। পথের ধারের বাড়ি থেকে খাবার পাওয়া গেল, অতি দরিদ্রের খাদ্য, আর রজনের গন্ধযুক্ত মদ, কিন্তু সেই যথেষ্ট। ঘণ্টাখানেক ঐ পথ ধরে এগুলে, একবার বড় রাস্তায় গিয়ে পড়তে হচ্ছিল ; বড় রাস্তায় গাড়ির চাকার দাগ দেখা যাচ্ছিল ; দাগগুলো খুব বেশিক্ষণ আগে পড়েনি।

গ্রাঞ্জা ডি লা ফ্লরেসে সে যখন পৌঁছল, সূর্য তখন ডুবু-ডুবু। গাল-ভরা নাম হলে কি হবে, জায়গাটা আসলে পাহাড়ের খাঁজে ঢোকানো দীনহীন একটা গ্রাম মাত্র, খানকতক চুনকাম-করা কুড়েঘর, মস্ত একটা গির্জার পায়ের কাছে যেন জড়োসড়ো হয়ে পড়ে আছে। জীর্ণ একটা সরাই ; তার সামনে ঘোড়া থামিয়ে মেয়েটি মালিককে ডাকল। দু-তিনজন খোঁচা-দাঁড়ি লোক একটা ছেঁড়া পরদার আড়ালে বসেছিল, তারা উঠে যন্ত্রচালিতের মতো মাথার টুপি খুলে, ওর দিকে সন্দেহভরা-চোখে চেয়ে রইল।

গ্রাঞ্জা ডি লা ফ্লরেসে ঘোড়া পাওয়া গেল না। মেয়েটি নিজের ঘোড়াটাকেই খাইয়ে-দাইয়ে জিরিয়ে নিল। সরাইয়ের সামনে বসা কুঁড়ে লোকগুলোর কাছ থেকে জানা গেল যে গাড়িটা ঘণ্টা দুই হল এই পথ দিয়েই গেছে।

এক ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটি আবার পাহাড়ের দিকে ঘোড়ার মুখ ফেরাল।

শীতল সন্ধ্যা নামলে পর সেই পাঁচজন লোক পাহাড়ের বাড়িটাতে এসে পৌঁছেছিল। ক্যাস্টিল যাবার রাস্তায় একটা ছোট বনের মধ্যে গাড়িটাকে রেখে এসেছিল। মাঝে দুবার গাড়ি ভেঙে পড়াতে যতটা আগে পৌঁছে যাবে ভেবেছিল, তার চাইতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির দরজাটা খুঁজে পেতে একটু অসুবিধা হয়েছিল,

কারণ এ বিষয়ে ভন্ এম্যানুয়েল অক্ষরে-অক্ষরে আজ্ঞা পালন করেছিলেন। কিন্তু লিওন মোটামুটি কিছু মাপ-যোক করে, ছোট একটা লতাপাতায় ঢাকা ঢিবির মাঝখানে হাতড়ে, জায়গাটা খুঁজে বের করে, বলেছিল, "এই যে এখানে।" এই বলে গায়ের জোরে ভারি দরজাটা খুলে দিয়েছিল।

ভিতরটা অন্ধকার; বন্দীদের তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ওরা দরজা বন্ধ করে দিল।

জারাগজা নামক লোকটির নাকে এল নতুন চাঁচা সরল-কাঠের গন্ধ, হাতের আঙুল বুলিয়ে সে এই অদ্ভুত কয়েদখানার দেয়ালের ভিতরটা পরীক্ষা করল।

গ্রেপ্তারকারীরা বাইরে আগুন জ্বালল; একটা থার্ম ফ্লাস্ক থেকে ম্যানফ্রেড গরম কফি ঢেলে, ঘড়ি দেখল। সাতটা বেজেছে।

সে বলল, "আরো দু-ঘণ্টার মধ্যে। এসো, অতিথিদের জন্য ব্যবস্থা করা যাক।"

লিওন উঠে পাহাড় থেকে খানিকটা নেমে সেই ছোট বনটাতে গেল। একটু পরেই যখন সে ফিরে এল, তার হাতে কয়েকটা জিনিস ছিল, মনে হল এক গোছা কাঠি। আগুনের আওতার বাইরে সেগুলোকে সে সযত্নে রাখল।

আটটার কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত ওরা নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথাবার্তা বলতে লাগল। তারপর পোয়াকার উঠে, একটা নরম জায়গা বেছে নিয়ে, মোটা একটা ইস্পাতের ডাণ্ডা দিয়ে দু ফুট গভীর করে এক গর্ত খুঁড়ল। সেই গর্তের মধ্যে সে একটা কাঠি ভরে দিল, তার আগে সেটাকে বেশ করে পাকিয়ে নিল, যাতে সবটা ছাড়া পায়।

পোয়াকার অপেক্ষা করে রইল, এদিকে ম্যানফ্রেড ঘড়ি হাতে আগুনের ধারে বসে রইল। তারপর সে মাথা নাড়তেই, নিচু হয়ে পোয়াকার কাঠিতে আগুন ধরাল।

জলের প্রবল স্রোতের মতো শব্দ করে হাউইটা অন্ধকার

আকাশে উঠে গেল। অনেক অনেক ওপরে উঠে, একটা পাক খেয়ে, হাউই ফেটে রাশি-রাশি তারা ঝরে পড়তে লাগল, তারাগুলি এতই উজ্জ্বল যে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিচেকার উপত্যকা যেন পূর্ণ চাঁদের আলোয় ভরে গেল।

সাত মাইল দূরে আনমিল্সিও বলে খুদে গ্রামের লোকরা সেই আলো দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল এবং এমন একটা স্বর্গীয় সঙ্কেত পেয়ে ভক্তিভরে নিজেদের বুকে ক্রুশচিহ্নের ইঙ্গিত করল। এরা ছাড়া অন্য লোকেও ঐ হাউই দেখতে পেয়েছিল।

যেমন, অন্ধকারে ঘর্মাক্ত কলেবরে, একটা খচ্চরের পিঠে বসে, ফন ডুনপ্ দেখেছিল; জর্মান নৈরাজ্যবাদী এলব্রেখ্ট্ তার এক ঘোড়ায় টানা গাড়িতে বসে অসমান রাস্তার ঝাঁকুনি খেতে-খেতে দেখেছিল, উত্তর দিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে আসতে গ্রীক সারোমিডিস দেখেছিল আর ম্যাড্রিডের প্রধান আদালতের বিচারপতির সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে মেননিকফ্ দেখেছিল। গ্রাৎসের মেয়েও দেখেছিল, কারণ সেই ছিল পাহাড়ের সব চাইতে কাছে, দেখেই সে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছিল।

চড়াই পথে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে, ম্যানফ্রেড মুচকি হসিল। আলোর বৃত্তের মধ্যে মেয়েটি এসে পৌঁছতেই, গনজ্যালেস্ তার কাছে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি নামবেন?" মেয়েটির মনে হল ওরা ওর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। ইঙ্গিতে গনজ্যালেজের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে সে লঘুপদে লাফিয়ে নেমে পড়ল। ওর দস্তানাপরা হাতে একটা পিস্তল ছিল, কিন্তু সেটা ওরা দেখতে পেল কিনা বোঝা গেল না।

সৌজন্য সহকারে গনজ্যালেজ বলল, "আপনি বসবেন?"

সে বলল, "আমি দাঁড়িয়ে থাকাটাই পছন্দ করি।" এ তো বড় মজার ব্যাপার যে কি-ভাবে আক্রমণ শুরু করা যায়, তাই মনে আসছিল না। ওরা যে ওর আসার প্রতীক্ষায় থাকবে, কেন জানি সেটাকে বিষম অন্যায় বলে মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ ম্যানফ্রেড কোনো

কথা বলেনি, সে ওর মনের কথা বুঝে এবার আগুনের অন্য ধার থেকে বলল, "আমরা তোমার আসার আশায় ছিলাম, তবে এত শীগগির আসবে ভাবিনি—আরো সব আসবে।"

সে বলল, বরং এই রকম ভাবতে চাই যে এক্ষুনি ঝোঁকের মাথায় ঐ আশা করে থাকাটার কথা বানিয়ে বলছ। ওর এক আঙুল থেকে ঘড়ির দোলকের মতো পিস্তলটা দুলছিল।

নির্বিকারভাবে ম্যানফ্রেড আবার বলল, "তা ছাড়া আরো সব আসবে। অতিথিদের পথ দেখাবার জন্যই হাউই ছোঁড়া, নইলে আর কেন?"

পা দিয়ে আগুনটাকে একটু নাড়তেই এক ঝাঁক স্ফুলিঙ্গ উড়ল। ম্যানফ্রেড চিন্তান্বিতভাবে আগুনের লাল কেন্দ্রবিন্দুর দিকে চেয়ে রইল, মেয়ের হাতের বন্দুকের দিকে কোনোমতেই তাকাল না।

ম্যানফ্রেড আরো বলল, "লিওন-ই ভন এম্যানুয়েলের কাছে খবর পাঠিয়েছিল। সে ভদ্রলোক তোমাকে যা যা বলেছে, সবই ওর জন্য সযত্নে রচনা করা হয়েছিল। টোপটা খুব কাজে দিয়েছে, এই তো তুমি এসে উপস্থিত হয়েছ।"

ভীষণ রেগে মেয়েটি বলল, "পরে—"

দিব্যি প্রসন্নভাবে ম্যানফ্রেড ওর বাক্যটি শেষ করে দিল, "পরে তোমার বন্ধুরা আসবে, তাও জানি। তারা এসে—কি বলে। ইয়ে—বাধা পাবে।"

দীর্ঘনিশ্বাস চেপে মারিয়া বলল, "তা হলে এটা একটা ফাঁদ।"

ওর ভুল শুধরে দিয়ে ম্যানফ্রেড বলল, "খোলা ফাঁদ। তোমার চলে যাওয়ার পথে আমরা বাধা দেব না—তার আগে তোমার ভাড়াটে গুণ্ডাদের ব্যবস্থা হক।"

দৃঢ়কণ্ঠে মারিয়া বলল, "তাদেরো ছেড়ে দিতে হবে।" এই বলে কালো ভোঁতা পিস্তলটা তুলে, ওর দিকে লক্ষ্য করল। ম্যানফ্রেড সেটা লক্ষ্য করলেও কোনো সাড়া দিল না, ওর সঙ্গীদের মধ্যেও কেউ কিছু বলল না।

তখনো আগুনের দিকে চেয়ে রইল ম্যানফ্রেড, যেন তারি ভিতরে ওর চিন্তার কেন্দ্র; বলল, "একটু অপেক্ষা কর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফন ডুনপ্ এসে পৌঁছবে, আর এলব্রেখ্ট—হাম্বুর্গ থেকে তাকে লম্বা পথ দৌড় করিয়েছি—আর আঁসবে সারোমিডিস বলে সেই গ্রীক। পার্বত্য নগরে ও-ই 'লাল শতক'-এর দক্ষ প্রতিনিধি, তাই না?"

পাহাড়ের তলা থেকে একটা হেঁপো কাশি শোনা গেল, তাতে মনে হল ম্যানফ্রেড বেশ খুশি।

তারপরেই কাৎরাতে-কাৎরাতে, শাপাতে-শাপাতে, লাঠি পড়ার ভারি শব্দের সঙ্গে, ভয়ে-ভয়ে ফন্ ডুনপ আগুনের ধারে এসে পৌঁছল। প্রথমেই তার চোখ পড়ল যে গ্রাৎসের মেয়ে অলসভাবে একটা ছোট গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই দেখে আশ্বস্ত হয়ে সে একটা ঘোঁৎ শব্দ করল।

দেখতে-দেখতে ওর সেই অতি প্রকট ভীতিও উবে গেল, সে বলল, "আঃ! তার মানে সব মঙ্গল। আমি ভাবছিলাম হয়তো এটা একটা ফাঁদ, তবে টেলিগ্রামে পাস্ওয়ার্ড দেওয়া ছিল, কাজেই অবাধ্যতা করতে পারলাম না।"

ম্যানফ্রেডকে দেখতে পেয়ে ফন্ ডুনপ অভিবাদন জানাল। অমায়িক ভারিক্কেচালে বলল, "এই সব কমরেডদের তো চিনলাম না।" বলে জিজ্ঞাসুভাবে মেয়েটির দিকে তাকাল।

ওদের পরিচয়ের জন্য ও প্রস্তুত ছিল না।

মারিয়া বলল, "এরাই নিজেদের 'চার বিচারক' বলে থাকে" ফন ডুনপ এক পা পেছিয়ে গেল, ঠিক যেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে বলল, "সে কি!" ওর হাত গেল কোমরের দিকে। ম্যানফ্রেড এতটুকু নড়ল না, অন্যরাও না।

খুব তম্বি করে পিস্তল নেড়ে ফন ডুনপ চ্যাঁচাতে লাগল, "ফাঁদ!" ম্যানফ্রেড ব্যঙ্গ না করে পারল না, "হ্যাঁ, খাসা এক ফাঁদ!" এই বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওদের অস্ত্রশস্ত্রের দিকে চাইল।

তারপর আগুন দেখে নির্দেশ পেয়ে, একে-একে অন্যরাও এসে

পৌঁছল, একজন গ্রীক, একজন জর্মান, পৌঁছেই তারা দাঁড়িয়ে পড়ল, হাতে পিস্তল, মুখে শাসানি, কিন্তু কেমন যেন হতবুদ্ধি অবস্থা ; ঐ তিনটি মানুষের প্রাণ ওদের হাতের মুঠোয়, তবু একটা আতঙ্ক ওদের ওপর ভারি বোঝার মতো চেপে বসে থেকে সমস্ত উৎসাহ অপহরণ করে নিল। নিজেদের মধ্যে চাপাকণ্ঠে পরামর্শ করতে লাগল ওরা, কিন্তু মারিয়ার সামনে যতই ওরা নানান দ্রুত প্রস্তাব উপস্থিত করে, সে হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। তারপর বনপথে দুজন মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল, অমনি সেই তিনজন মাথা নিচু করে শুনতে লাগল, প্রত্যেকেরই হাতের কাছে মুখ। যখন তারা হাত সরাল, গ্রাৎসের মেয়ে দেখল তাদের মুখ মুখোশ দিয়ে ঢাকা।

মারিয়া এক পা এগিয়ে, কড় গলায় বলল, "এইখানে প্রহসনের সমাপ্তি। তোমরা কি ইয়োরোপের দূর-দূর দেশ থেকে আমার বন্ধুদের আনিয়েছ নাটক দেখাবার জন্য ? তোমরা কি পাগল যে মনে করেছ শুধু কথা দিয়ে আমাদের ভুলোবে ?" ম্যানফ্রেডের দিকে সে আঙুল দেখাল। কালো রঙের আঁটো ঘোড়-সোয়ারের পোশাক পরে মারিয়াকে দেখাচ্ছিল যেন কোনো বিয়োগান্তক নাটকের নায়িকা। যে হাতে পিস্তল, সেই হাত দিয়েই পরনের পোশাকটা তুলে ধরেছিল, পিস্তলের কলের ওপর তার আঙুল।

গলা তুলে মেয়েটি বলল, "তুমি! তুমি! একবার আমাকে অপদস্থ করেছ, তার ওপর আবার এই প্রহসনের অপমান! তুমি কি মনে করেছে 'লাল শতক' এতই অসমর্থ, তাদের ক্ষমতা এতই ক্ষীয়মান যে তাদের নেতাদের ডেকে এনে তাদের দুর্বলতা নিয়ে হাসাহাসি করবে ?"

এই অবধি বলা হয়েছে, এমন সময় বনপথে যাদের পায়ের শব্দ শোনা গিয়েছিল, তারা এসে উপস্থিত হল।

আগুনের ধারের লোক তিনটির মতো, তাদের একজনের মুখে মুখোশ ছিল, অন্যজনের বয়স হয়েছে, সাদাসিধে পোশাক-পরিচ্ছদ, কিন্তু মুখের প্রতিটি রেখায় প্রভুত্ব প্রকাশ পাচ্ছে।

বড়-বড় পা ফেলে সে এগিয়ে এসে মেয়েটির দিকে আর আগুনের ধারে সেই মুখোশ-পরা লোকটির দিকে 'বাও' করল।

সহসা একটা ব্যাপার মেয়েটির নজরে পড়তেই, নিজের অজান্তে সে ফন্ ডুনপের বাহু চেপে ধরল।

ওদের চারদিকে, ওদের মাথার ওপরে, নিচের উপত্যকায় নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে আগুনের শিখা মিটমিট করছিল আর বনপথের ধারে ধারে গাছের ফাঁকে ইস্পাতের দ্যুতি।

ম্যানফ্রেডও সে-সব দেখতে পেয়েছিল।

সে বলল, "কথা যখন দিয়েছি যে তোমাদের মুক্তি দেব, অবশ্য আমাদের কাজ হয়ে গেলে পর, আর যখন বিরোধিতা করে কোনো লাভ হবে না, কারণ ওপরের পাহাড় আর নিচের পথ পাভিয়া হাসারের সৈন্যদলের দখলে, তখন তোমরা একটু অপেক্ষা করে আমাদের কথা শুনলেই ভালো হয়।"

এবার বুড়ো ভদ্রলোকটি আগুনের কাছে এলেন।

ওরা যেমন বিস্মিত, তেমনি সন্ত্রস্ত। 'লাল শতক'-এর ঐ সব উজ্জ্বল তারকারা। কান পেতে শুনতে পেল দূরে অস্ত্রের ঝন্ঝন, একবার ভেরীর শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল।

আমার স্থির বিশ্বাস যে একমাত্র ঐ গ্রাৎসের মেয়ে ছাড়া, বাকিরা, যারা কোনো দ্বিধা না করে কত লোককে নিষ্ঠুর নির্মমভাবে প্রাণদণ্ড দিত, তাদের সকলের নিজেদের প্রাণের ওপর প্রচুর মায়া; ওদের প্রাণগুলোর যা না দাম, তার চাইতে অনেকগুণ বেশি বলে ওরা মনে করত।

বুড়ো ভদ্রলোক শান্তকণ্ঠে বললেন, "আমি বন্দীদের দেখতে চাই।" লিওন তাদের বের করে আনল; হঠাৎ আলোয় এসে তারা চোখ মিটমিট করছিল, কপালে ভ্রূকুটি।

ভদ্রলোক স্থিরদৃষ্টিতে তাদের দেখলেন, তারপর তাদের নাম ধরে ডাকলেন, ওরা সশ্রদ্ধভাবেই উত্তর দিল। মুখোশ-পরা সঙ্গীর হাত থেকে একটা পাকানো কাগজ নিয়ে, কেমন একটা প্রাচীনকালের

গাম্ভীর্যসহকারে বৃদ্ধ একটা দলীল পড়তে শুরু করলেন। দলীলের প্রারম্ভে পাঠকের পদ ও সম্মানের একটা তালিকা ছিল।

"ডন অ্যাল্‌বার্টো ডি ম্যাগুেগেস ই ক্যারিলা ই রামুণ্ডো, তৃতীয় চার্লসের অর্ডারের কর্মচারী,… তারপর অন্যান্য পদাদির একটা ফিরিস্তি, তারপর, "প্রধান আদালতের বিচারপতি, আইন বিশারদ্‌…এই পত্রদ্বারা এবং হিজ্‌ মোস্ট ক্যাথলিক হাইনেস্‌ এস্কোরিয়েলের রাজকুমারের নামে…" এখানে বন্দীদের নাম এবং ওরফে যে নাম তারা ব্যবহার করত সব বলা হল, "এদের যে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনুমোদন করা হইল। অতএব ন্যায় বিচারমতে এবং যথাযোগ্য নিয়মানুসারে নির্দিষ্ট উপায়ে ইহাদের মৃত্যুর ব্যবস্থা হইবে।"

পড়া হয়ে গেলে, তিনি কাগজটা গুটিয়ে রাখলেন—তারপর একটা কথা মনে পড়াতে, বন্দীদের কাছে আবার এগিয়ে গিয়ে দলীলের যে স্থানে রাজকুমারের পরিচ্ছন্ন দস্তখৎ করা ছিল, সেই জায়গাটা ওদের দেখালেন। বুড়ো ভদ্রলোক যেই আগুনের অন্য ধারে সরে দাঁড়ালেন, অমনি তাঁর চারপাশের অন্ধকারের মধ্যে থেকে উঁচু কলার দেওয়া কালো ক্লোক পরা অসামরিক প্রহরীর একটা ঘন ব্যূহ এগিয়ে এল।

গ্রাৎসের মেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, সে চিন্তা করবার চেষ্টা করছিল, এই ঘটনাগুলোকে একটা কার্য-কারণ সম্বন্ধ অনুসারে সাজিয়ে নিতে চাইছিল। তবে কি 'চার বিচারক' মানে আইন— অন্ততঃ স্পেনে। আইনের চাইতেও তারা উঁচুতে; কারণ বিনা বিচারেই তারা দণ্ড দিতে পারে এবং রেহাইয়ের আশা না রেখে সেই দণ্ডকে কার্যে পরিণত করতে পারে।

গন্‌জ্যালেজ আর পোয়াকার বন্দী দুজনকে তাদের পার্বত্য কারাগারে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, মারিয়া ততক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ও যতক্ষণ মনে করেছিল, তার চাইতে ওদের কিছু বেশি সময় লেগেছিল; ওরা ফিরে আসতেই ম্যানফ্রেড উঠে পড়ল।

বলল, "চল, যাই।"

ওর আদেশ দেবার অধিকার নিয়ে মারিয়া তর্ক করল না। তখনকার মতো ও সম্পূর্ণরূপে ম্যানফ্রেডের আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। সৈনিকরা যখন খাড়া পাহাড়ের পথ বেয়ে পিছলে, হোঁচট খেয়ে, নামতে লাগল, ও-ও ভালোমানুষের মতো তাদের পিছন-পিছন নেমে চলল। ওদের দুজন মশাল জ্বেলে নিয়েছিল, কারণ ও যতটা ভেবেছিল নামবার পথটা তার চাইতেও দুর্গম।

ওদের দলটা খানিকটা খোলা জায়গায় এসে পৌছল, যেখান থেকে পাহাড়ের খাড়া সানুদেশ দেখা যায়—অন্ততঃ দিনের বেলা হলে যেত—তারপর মারিয়া কথা বলল।

ফন ডুন্প্ ফিসফিস করে অনুনয় করতে লাগল।

"চুপ, চুপ।" সে জেলির মতো কাঁপছিল, ওর সঙ্গীদের অবস্থাও তার চাইতে কিছু ভালো নয়। "ওরা কথা দিয়েছে আমাদের ছেড়ে দেবে—কিছু বল না।"

"কিছু বলব না!" লোকটাকে একটা থাপ্পড় দিতে ইচ্ছা করছিল। "কিছু বলব না! এদিকে যারা আমাদের নুন খেয়েছে, একটা অন্ধকার ঘরে তারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে!"

ম্যানফ্রেড গ্রাৎসের ঐ মেয়েকে কিছুটা চিনত। ওর হাতে কতক্ষণ নিরাপদভাবে বন্দুক রাখা যায়, তাও সে জানত। লিওন মারিয়ার কাছে কাছে ছিল, সে এবার ওর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল।

নির্বিকারভাবে শুধু বলল, "পরে আবার ফিরে পাবে।" রাগের চোটে মারিয়ার চ্যাঁচাতে ইচ্ছা করছিল।

ভগ্নকণ্ঠে বিড়বিড় করে সে বলছিল, "একদিন! একদিন!"

কে যেন আদেশ করল, "চুপ!" তারপর ম্যানফ্রেড কথা শুরু করল।

মারিয়াকে উদ্দেশ করেই সে কথা বলতে লাগল, আর মারিয়ার সঙ্গে যারা কাজ করত, তাদের উদ্দেশ করে।

"আমি তোমাদের ডেকেছিলাম যাতে তোমরা নিজেদের চোখে দেখতে পার, এবং দেখে কিছু কিছু মনে রাখতে পার। আমরা যারা এই কাজের জন্য একত্র মিলিত হয়েছি, আমরা সঙ্কল্প করেছি যে চিরকালের জন্য নৈরাজ্যবাদীদের সংগঠিত শক্তি নষ্ট করে দেব। আমরা অবশ্য আশা করি না যে যারা নিজেদের বিকৃত মস্তিষ্কের কাল্পনিক ক্ষোভের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মানুষের প্রাণহানি করে, তাদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত করতে পারব। কিন্তু যে সংগঠন নিজেদের লাভের ও সুবিধার জন্য ঐ সব উন্মাদদের প্ররোচিত ও চালিত করে, তাকে যে নির্মূল করতে পারব, সে বিষয়ে আমার মনে কোনোই সন্দেহ নেই।"

কথার মাঝে বাধা দিয়ে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে মারিয়া বলল, "'লাল শতক' এখনো জীবিত আছে। আমি মারা যেতে পারি, আমার সঙ্গে যারা আছে, তারা সবাই মারা যেতে পারে, কিন্তু তবু 'লাল শতক' বেঁচে থাকবে এবং এর প্রতিশোধ নেবে।"

শান্তভাবে ম্যানফ্রেড বলল, "'লাল শতক' যদি এখনো এত শক্তিশালী না হত, তা হলে তোমাদের এখানে আনতাম না; আর একটা কারণ হল আমি খবর পেয়েছি লণ্ডন শহর ধ্বংসের চেষ্টা চালাবার পরিকল্পনা তোমাদের সম্পূর্ণ হয়েছে; এই মুহূর্তেও জাহাজের পর জাহাজ বোঝাই লোক আর সংগ্রামের মাল-সামগ্রী স্রোতের মতো ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছচ্ছে; তা যদি না হত তবে হয়তো আজকের এই অনুষ্ঠানেই তোমাদের উপস্থিতও ঘুচিয়ে দেওয়া যেত।"

ম্যানফ্রেডের স্বরে একটা কঠিন সুর বেজে উঠল। "তোমাদের হৃদয়ে আমাদের আবেদন পৌঁছে দেবার মতো কোনো নিয়ম, কোনো প্রত্যয় কারো জানা নেই। কোনো সুবিধার প্রস্তাব দিয়ে তোমাদের প্রভাবিত করা যায় না। অন্ধের মতো, উন্মাদের মতো, কারো জন্য কোনো চিন্তা না করে, তোমরা নিজেদের কাজ করে যাও; সে-কাজ রক্ত-লালসায় ভরা, নির্দোষদের তোমরা হত্যা কর, দোষীদের অব্যাহতি দাও।"

আরো বলে চলল ম্যানফ্রেড, "ঐখানে অন্ধকারে দু জন লোক রয়েছে। ভাড়া করা খুনি, তাদের সোনা দেওয়া হয়েছে একটা জঘন্য দুষ্কর্ম করবার জন্য, সে এতই জঘন্য যে কেবলমাত্র একজন যুক্তিহীন অপ্রকৃতিস্থ মেয়েমানুষের মস্তিষ্কেই এমন দুর্বুদ্ধির জন্ম হতে পারে।"

তারপর গ্রাৎসের মেয়ের দিকে ফিরে, ম্যানফ্রেড বলল, "তোমার সোনাটা ওদের কাছেই আছে। আমার এই বন্ধু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার রূপ বদলে তাকে যে পদার্থে পরিণত করেছেন, তাকে বলে 'ফাল্‌মিনেট অফ গোল্ড।' অন্যের মনে এতদিন ওরা যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে এসেছে, এবার নিজেরা সেটা ভোগ করছে যে-বোমা ওরা ছুঁড়তে চেয়েছিল সেই বোমা এখন একটা শিকলে বাঁধা হয়ে ওদের মাথার ওপর ঝুলছে।"

এই বলে ম্যানফ্রেড মারিয়ার পায়ের কাছ থেকে একটা সরু তারের টার্মিনেল তুলে ধরল। মারিয়া লক্ষ্য করল যে তারটার অন্য মাথাটা পাকিয়ে-পাকিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেছে।

ব্যগ্রভাবে ম্যানফ্রেড বলল, "ক্ষণিক শান্তি চাই আমরা—তোমার লোকদের থামতে বল; দোহাই তোমার, আমাকে কথা দাও যে 'লাল শতক'-এর এই রক্ত-যজ্ঞ বন্ধ হবে—তার বদলে তোমার অনুচরদের প্রাণ দান করব।"

মারিয়া হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে খুদে সুইচ্‌-বোর্ডটি নিজের হাতে তুলে নিল।

ম্যানফ্রেড দেখল রাগের চোটে ওর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে, দেখে আশান্বিত হয়ে অপেক্ষা করে রইল।

মারিয়া বলে উঠল, "এই আমার উত্তর!" আঙুল দিয়ে সে সুইচ্‌টা টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একশো গজ দূরে চোখ ঝল্‌সানো আলোর ঝিলিকের সঙ্গে পাহাড়ের গা যেন উৎক্ষিপ্ত হল, বজ্রনির্ঘোষ কানে এল, পায়ের নিচের মাটি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

•মারিয়া বলল, "ঐ আমার উত্তর। নৈরাজ্যবাদের জয় হক।"

দক্ষ অফিসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফলমাথ চীফ্ কমিশনারকে বললেন, "যদ্দূর বুঝলাম 'চার বিচারক' ঐ পাহাড়ের মধ্যে কোথাও একটা বোমা-প্রতিরোধক ঘরের মতো তৈরি করিয়েছিল। এর থেকেই ওদের আশ্চর্য দূরদৃষ্টির কথা বুঝতে পারবেন যে ওরা আগে থাকতেই সমস্ত খুঁটিনাটির ব্যবস্থা করে রেখেছিল—এমন কি বন্দীদের পাহাড়ে নিয়ে যাবার জন্য ভারি কোচ্ আর ঘোড়া পর্যন্ত কিনেছিল। ওদের পরবর্তী কাজ-কর্মে এমন একটা আধা-সরকারী সমর্থনের ভাব দেখা গেছে যে মনে হচ্ছে স্পেনে ওদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। ম্যাড্রিড একেবারে চুপচাপ। ঐ প্রচেষ্টা এবং দণ্ডের কথা কেউ কিছু জানে না—বলা বাহুল্য আমার সব তথ্যই খোদ 'চার বিচারক'-এর কাছ থেকে এসেছে; ডাকযোগে ওরা সবিশেষ জানিয়েছিল...এখানে দেখলাম 'বিলি-বয়-বিলি' কতকগুলো মাথামুণ্ডু নিয়ে ব্যস্ত, ওকে দিলাম পাঠিয়ে প্যারিসে। কিন্তু যতদূর জানা যাচ্ছে ম্যাড্রিডে কোনো ইংরেজ গুণ্ডা নেই।"

ঐ গোয়েন্দা ফিরে এসে দেখল লণ্ডনে খুব হৈ-চৈ, কারণ ওর অধস্তন কর্মচারী যেমন বলেছিল, 'সে-সব আবার শুরু হয়ে গেছে।' সে-সব বলতে কি বোঝায় সে আর কাউকে বলে দিতে হবে না।

রহস্যময় অপরাধের প্রাদুর্ভাবে পুলিস হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল; এই সব হিংসাত্মক ব্যাপারের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা এই বিবৃতি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে একই দিনে ওয়াণ্ডস্‌ওয়ার্থ জেলের দেয়ালে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটেছিল, ঐ জেলে অগ্নিময় গণতন্ত্রবাদী ইংরেজ বন্দী ছিল; স্টেট গ্যালারিতে বোমা ফেটেছিল; লণ্ডন ব্রিজ ধ্বংস করবার প্রচুর চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু টেম্‌স্ পুলিসের সাহস ও তৎপরতার জন্য সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ম্যাড্রিডের রাজ-বাড়ির বিয়ের ব্যাপারের দু-দিন পরে এইসব হিংসাত্মক কাজ শুরু

হয়, অর্থাৎ গ্রাৎসের মেয়ে ঐরকম বিকটভাবে ওর সঙ্কল্প প্রকাশ করবার পরদিন সকাল থেকেই।

হিংসাত্মক ঘটনার পুনরায় শুরু হওয়ার সঙ্গে ভ্যালাডোলিড থেকে পাঠানো ঐ মেয়েটির জরুরী তারবার্তার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে সেটা অনুমান করা যায়। এই নতুন অভিযানের সব চাইতে ভয়াবহ বৈশিষ্ট্য হল যে শহরতলীর সাধারণ গৃহস্থদের অনেকের বাড়ি ধ্বংস হয়েছিল। বড়-বড় আইন-প্রবর্তকদের বাড়ি-ঘর নয়, যাদের 'প্রায়-দরিদ্র' বলে একজন উল্লেখ করেছিলেন, সেই সব সাধারণ লোকদের সাধারণ বাসস্থান। আতঙ্কের সৃষ্টি করার দিক থেকে এই নতুন প্রচেষ্টার দুটি সুবিধা ছিল। প্রথম হল যে জন-সাধারণের ব্যবহার্য বড়-বড় প্রাসাদের ক্ষতি করতে হলে নৈরাজ্যবাদীদের যে বিপদের সম্মুখীন হতে হত, এক্ষেত্রে তা হত না; দ্বিতীয় হল, জনসাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হল, প্রাণে এই ভয় নিয়ে রাতে তাদের শুতে যেতে হত যে কে জানে হয়তো আজ তাদের বাড়িটারি ধ্বংস হবার পালা। তিন দিন ধরে সন্ত্রাসবাদীরা বিনা-বাধায় যা ইচ্ছা তাই করে বেড়িয়েছিল। একটা হীন আতঙ্ক লণ্ডন শহরকে গ্রাস করেছিল। শহরে দেখা যেত জন-বিরল সেরেস্তা, বন্ধ দোকান, কারণ ব্যাবসাদারদের আর কেরানীদেরও তো ছেলে-পিলে ছিল; গম্ভীর চেহারার দালালদের দেখা যেত বন্দুক কোলে নিয়ে নিজেদের বাড়ির বসবার ঘরে বসে আছে, ব্যাবসা শিকেয় উঠেছে।

বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম প্রকাশ্যে কিম্বা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বাক্-স্বাধীনতা কঠোরভাবে বন্ধ করা হল। জাঁ ক্রয় যখন তার লাল মঞ্চে উঠে ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে মানুষের বিপ্লবাধিকার নিয়ে বক্তৃতা শুরু করল, হাইড পার্কে পুলিস তাকে বাধা দিল।

গ্রীক স্ট্রীটে, সোহো আর ক্লার্কেনয়েলের যে-সব ছোট-ছোট আস্তানায় পরিচিত এবং সন্দেহভাজন নৈরাজ্যবাদীদের বাস ছিল, সে-সব জায়গা খালি করে দেওয়া হল। তা ছাড়া ইংল্যাণ্ডের সমস্ত

প্রাদেশিক হাজত এমন সব লোকে ভর্তি হয়ে উঠল যাদের ওপর ঘুরে-ফিরেও এতটুকু সন্দেহের ছায়া পড়তে পারে। এ-সবই প্রথম দুই দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল, কারণ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করেছিল।

তৃতীয় দিনের সকালে নদীর জলের নতুন মেন বোমায় বিধ্বস্ত হল; 'গ্র্যাণ্ড সারে' খালের ওপর রেলের সেতুগুলি, অর্থাৎ দক্ষিণ লণ্ডনের সেতু, নিউ কেণ্ট রোডে, ব্যাটারসি রোড স্টেশনের ঠিক বাইরে যে পুল, সমস্তই ধ্বংস হল। খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না হলেও, এর ফলে আন্তরদেশীয় রেল চলাচল বিঘ্নিত হয়েছিল। বেলা এগারোটা নাগাদ গ্রিম্‌স্‌বির ট্রলার 'ম'সর' ঘাটে বাঁধা অবস্থায় ডুবে গেল আর বিলিংস্‌গেট বাজারের সামনে নদীর ধারটা জেটিতে 'মেলিনাইট' বিস্ফোরণের ফলে ভেঙেচুরে গেল। বেলা সাড়ে-এগারোটায় টাওয়ার ব্রিজের মুখের কাছে রাখা একটা বোমা ফাটাতে প্রকাণ্ড ড্র-ব্রিজ্ তোলার যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে গেল; বারোটা বেজে সতেরো মিনিটে হপ এক্সচেঞ্জে আরেকটা মেলিনাইট বিস্ফোরণ ঘটল।

তিক্তকণ্ঠে কমিশনার বললেন, "ওদের অগ্রগতি অনুসরণ করা যাচ্ছে দেখছি।" বিলিংসগেটের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে, টাওয়ার গেটের বিস্ফোরণের শব্দে তাঁর কানে তালা লেগে গিয়েছিল; তারপর টাওয়ার ব্রিজ থেকে তার পরের বিস্ফোরণের শব্দও শোনা গিয়েছিল।

একটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে নিউ ক্রস্ থেকে খবর এল একটা ট্রামগাড়ির সীটের তলায় একটা বোমা পাওয়া গেছে। ঠিক তার পরেই লিউইশ্যাম থেকে খবর এল একটা ব্যাঙ্ক ডিনামাইট করা হয়েছে, একজন নিম্নস্থ কেরানী আর খাজাঞ্চি নিহত হয়েছে।

হতাশার চোটে কমিশনার সত্যি-সত্যি হাত মোচড়াতে লাগলেন; ওটাই ছিল সেদিনের শেষ দৌরাত্ম্য।

বিকেল পাঁচটার সময় কয়েকজন কর্মী পথ সংক্ষেপ করবার জন্য

ক্যাটফোর্ড থেকে দুই মাইল দূরে একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসবার সময় দেখল একটা গাছ থেকে একজন লোক ঝুলছে।

ছুটে কাছে গিয়ে দেখে হাল ফ্যাশানের পোশাক-পরা, বিদেশী চেহারার এক ভদ্রলোক। দড়ি কেটে শ্রমিকদের একজন তাকে নামালে পর দেখা গেল লোকটি মৃত। গাছের নিচে একটা কালো থলির ওপর একটা লেবেল আটকানো ছিল। তাতে লেখা ছিল, "ছুঁয়ো না। এতে বিস্ফোরক আছে। পুলিসে খবর দাও।"

তার চাইতেও দ্রষ্টব্য জিনিস হল মৃত ব্যক্তির কোটের সামনে একটা মাল পাঠাবার লেবেলে লেখা : "এর নাম ফ্রান্জ্ কিটসিঙ্গার, বোমা নিক্ষেপের জন্য ১৯০৪ সালে প্রাগে একে দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৯০৫ সালের সতেরোই মার্চ এ জেল ভেঙে পালায়। আজকের দৌরাত্ম্যের জন্য যে তিন ব্যক্তি দায়ী, এ তাদের একজন। বিচার সমিতির আদেশে একে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।"

'চার বিচারক' লণ্ডনে ফিরে এসেছিল।

চীফ কমিশনারের কাছে খবর পৌঁছলে, তিনি বললেন, "স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছি, কিন্তু ঐ লোকগুলোর উপস্থিতিতে আমার ঘাড় থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল।"

তবু 'লাল শতক' হিংস্রভাবে কাজ করে চলল।

সেই রাত্রে চুরুট খেতে-খেতে একটা লোক কেন্সিংটন পার্ক গার্ডেন্সের মোড়ে যে পুলিস ডিউটি দিচ্ছিল গড়িমসি করে, কতকটা লক্ষ্যহীনভাবে তার পাশ দিয়ে গিয়ে ল্যাভব্রোক স্কোয়ারে ঢুকল। হেলেদুলে আরো খানিকটা এগিয়ে, একটা মোড় ঘুরে, একটা রাস্তা পার হয়ে, সে একটা বড় বাগানের কাছে পৌঁছল; বাগানটার দুই ধারে দুই সারি বাড়ি, তাদের পিছন দিকগুলো বাগানের দিকে ফেরানো। লোকটি একবার চারদিকে তাকাল, তারপর যেই দেখল ধারে-কাছে কেউ নেই, অমনি লোহা রেলিং টপকে বাগানে নেমে পড়ল। তার পকেটে একটা গোল মতো জিনিস উঁচু হয়ে ছিল, সেটাকে সে সযত্নে ধরে রেখেছিল।

ধীরে-সুস্থে বাড়িগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে, তবে সে স্থির করল কোন্ বাড়িটার ওপর হামলা করা হবে। বাড়িটার জানলার পরদা তোলা ছিল, খাবার-ঘরের লম্বা জানলাগুলো খোলা, ভিতরে দেখা যাচ্ছিল কয়েকজন তরুণ-তরুণী হাসিমুখে টেবিলের চারদিকে বসে আছে।

মনে হল কারো জন্মদিনের উৎসব বা ঐ ধরনের কিছু হচ্ছে।

এক্ষেত্রে নিষ্ঠুর দুর্ঘটনা ঘটাবার সম্ভাবনা দেখে লোকটি বোধহয় সন্তুষ্ট হল। এক পা এগুতেই—দুখানা বলিষ্ঠ বাহু ওকে বেঁধে ফেলল, সে বাহুর পেশীগুলো ইস্পাতের দড়ির মতো শক্ত।

কানে-কানে কে যেন বলল, "ও-ভাবে নয়, বন্ধু।" লোকটার মুখে একটা বিকট হাসি দেখা দেওয়াতে, তার দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

নটিং হিল গেট স্টেশনে যে সার্জেণ্ট ডিউটি দিচ্ছিল, তার হাতে একটা নোংরামতো রাস্তার ছেলে একটা চিরকুট গুঁজে দিল ; এই ঘটনার বেশ কিছু দিন পরেও ঐ ছোকরা যে ধরনের কুখ্যাতির পাত্র হয়ে ছিল, তা দেখে অনেকের হিংসা হতে পারত।

হেঁড়েগলায় ছোকরা এসে বলেছিল—ঐ ধরনের ছোট ছেলেদের গলা সর্বদা হেঁড়েই হয়—"এক ভদ্রলোক এটা দিতে বললেন।"

সার্জেণ্ট কটমট করে ছেলেটার দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল সে কখনো মুখ ধোয় কি না। তারপর চিঠিটা পড়েছিল। তাতে লেখা ছিল : "টাওয়ার ব্রিজ, বর' ও লিউইশ্যামের দৌরাত্ম্যে যে তিনজন লিপ্ত ছিল, তাদেও দ্বিতীয়জনকে পাওয়া যেতে পারে মেড্হ্যাম ক্রেসেণ্টের বাগানে, ৭২ নং বাড়ির উল্টো দিকে, লরেল ঝোপের তলায়।"

নিচে সই ছিল—বিচার সমিতি।

রিট্‌স্ হোটেলে কমিশনার আরাম করে কফি খাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে খবর গেল। ফলমাথ ছিলেন তাঁর বিনয়ী অতিথি, কোনো মন্তব্য না করে তাঁর দিকে তিনি চিরকুটটা এগিয়ে দিলেন।

ফলমাথ বললেন "এবার 'লাল শতক' জব্দ হবে। এই লোকগুলো ওদের সঙ্গে ওদেশি অস্ত্র নিয়ে লড়াই করছে, হত্যা দিয়ে হত্যার মোকাবিলা, আতঙ্ক দিয়ে আতঙ্কের। এর মধ্যে আমাদের কি করণীয় আছে?"

কমিশনার সযত্নে শব্দ চয়ন করে বললেন, "আমরা প্রবেশ করব একেবারে শেষে। আবর্জনা সাফ করে ফেলব এবং যা কৃতিত্বপ্রাপ্য তার সবটুকু নেব।"—তারপর থেমে, মাথা নেড়ে বলতে শুরু করলেন, "আশা করি—আমি খুবই দুঃখিত—"

অন্তর থেকে গোয়েন্দা বললেন "আমিও তাই।" কারণ তিনি জানতেন ঐ লোকগুলিকে গ্রেপ্তার করাই কমিশনারের কর্তব্য এবং শেষ পর্যন্ত তাদের নিরাপত্তা রক্ষা হবে কি না তাই নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। কপাল কুঁচকে কমিশনার গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।

একটু পরে তিনি বললেন, "আমাদের সব চাইতে বড় কাজ হল যাতে ঐ-সব মাল আর এ-দেশে না পৌঁছতে পারে, তার ব্যবস্থা করা। আমি হলপ্ করে বলতে পারি ব্যবহারের জন্য একেবারে তৈরি হয়েই ওগুলো আসছে।"

"আপনি কি বিস্ফোরকের কথা বলছেন?"

'হ্যাঁ। গত এক সপ্তাহ ধরে টেম্‌স্ নদীতে যত সন্দেহজনক স্টিমার ঢুকেছে, তার প্রত্যেকটাতে অনুসন্ধান করা হয়েছে; এ বিষয়ে নদীর পুলিস চমৎকার কাজ দেখিয়েছে। কাজটা খুবই কঠিন, বিশেষতঃ জাহাজের ওপর যদি বিদেশী পতাকা থাকে।" এই বলে কমিশনার আরেকবার চিরকুটটার দিকে তাকালেন।

তারপর চিন্তাপূর্ণ স্বরে বললেন, "দুই নম্বর—আচ্ছা ঐ 'চার বিচারক' কেমন করে জানতে পারল ক'জন লোক এই ব্যাপারে লিপ্ত—তাদের খুঁজে-খুঁজে বের করলই বা কি উপায়ে—তৃতীয়জন কে তা কে জানে—উঃফ্, সারা রাত ধরে এই রকম কত প্রশ্নই যে করা যায়।"

অবশ্য একটা তথ্য কমিশনারকে আরো আগেই বলা যেতে পারত—যদিও রাত তিনটের আগে তাঁকে কিছুই বলা হয়নি।

তৃতীয় ব্যক্তি হল আমাদের স্পেন থেকে নবাগত বন্ধু ফন্ ডুনপ্; গ্রাৎসের মেয়ের তাচ্ছিল্যে তখনো তার গা জ্বালা করছিল, পুনরায় তার অনুগ্রহে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছায় সে ভরপুর—সঙ্গে-সঙ্গে ঐ মেয়ের খামখেয়ালের ভয়ে জুজু।

সে রাতের কাজের জন্য ফন্ ডুনপ্ প্রস্তুত; সকালের কাজের ফলাফল দেখে তার আত্মপ্রসাদের অন্ত ছিল না—'চার বিচারকে'র একদিন আগেই সে লণ্ডনে পৌঁছেছিল—সন্ত্রাসবাদী বন্ধুদের পরিণামের কথা তখন পর্যন্ত তার অজানা ছিল, উপযুক্তভাবে সেই দিনের কাজ শেষ করবার জন্য সে বেরিয়ে পড়েছিল।

একটা থিয়েটারের সদর দরজার বাইরে ভিড় দেখে তার মনে কতকগুলো ধারাবাহিক চিন্তা এলেও, সে বাসনাটাকে সে প্রত্যাখ্যান করল। বড় প্রকাণ্ড জায়গা, পালাবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। এদেশের শ্রোতাদের তত সহজে বুদ্ধিভ্রম হয় না; খানিকটা আওয়াজ আর ধোঁয়া আর এখানে ওখানে দু চারটে লোক যন্ত্রণায় ছটফট করছে—এ-সব দেখে এদের মাথা ঘুরে যায় না। ফন্ ডুনপ্ মৃত্যুর গৌরবে তেমন আস্থাবান ছিল না। গৌরব অবশ্যই তার কাম্য ছিল, কিন্তু তার কাছে ঝুঁকি যত কম, গৌরব তত বেশি। এই ছিল তার জীবনের নীতি।

রিট্‌স্ হোটেলের বাইরে সে এক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে রইল। নৈশ-ভোজের পর এক দল লোক বিদায় নিচ্ছিল, পাপিষ্ঠ ধনতান্ত্রিকগুলোকে থিয়েটারে নিয়ে যাবার জন্য কয়েকটা গাড়িও এসে উপস্থিত হচ্ছিল। এক সামরিক চেহারার ভদ্রলোকের খুব পাকা গোঁফ, তাঁর সঙ্গীটি একজন চুপচাপ দাড়ি-গোঁফ-চাঁচা লোক, চারদিকে তার চোখ—এঁদের দেখে আমাদের নৈরাজ্যবাদীর ভারি কৌতূহল হল।

সামরিক চেহারার লোকটির সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হল।

ট্যাক্সিতে উঠতে-উঠতে কমিশনার জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ঐ লোকটি? মুখটা যেন চেনা বলে মনে হচ্ছে।"

ফলমাথ বললেন, "ওকে আমি আগে দেখেছি। আমি আপনার সঙ্গে যাব না, স্যার, এ অঞ্চলে আমার একটু কাজ আছে।"

এর পর থেকে ফন্ ডুনপ্‌কে আর একা বেড়াবার সুখ উপভোগ করতে দেওয়া হল না, কারণ তার অজান্তে একজন লোক তার পিছু নিল এবং সারা সন্ধ্যা তার পিছনে লেগে থাকল। তারপর রাত যতই বাড়তে লাগল, একজনের জায়গায় দুজন হল; এগারোটার সময় তিনজন হল আর পৌনে বারোটায় ফন্ ডুনপ্ যখন শেষ পর্যন্ত তার অভিযানের স্থান ও লক্ষ্য স্থির করে, পার্ক লেন থেকে ব্রুক্ স্ট্রীটে ঢুকল, তখন ফিরে দেখে, কি জ্বালা! একগাদা লোক এত কাছাকাছি রয়েছে যে কেউ ডাক দিলেই তারা শুনতে পাবে! তবু তার মনে কোনো সন্দেহ জাগল না। ঐ যে নিশাচর ভবঘুরেটা ফুটপাথের ধারে পা ঘষটাতে-ঘষটাতে চলেছে, নর্দমার ওপর তার চোখ, যদি কপালজোরে একটা চুরুটের পোড়া মাথা পেয়ে যায় এই আশায়, তাকে দেখে ওর এতটুকু সন্দেহ হল না, আর ঐ যে দুটো লোক দৃষ্টিকটু চক্‌রা-বক্‌রা স্যুট গায়ে দিয়ে, ডার্বির ঘোড়দৌড়ের জনপ্রিয় ঘোড়াদের গুণাগুণ সম্বন্ধে তর্কাতর্কি হট্টগোল করতে-করতে চলেছে, ওদের দেখেও কোনো সন্দেহ হল না, আর ঐ যে দরওয়ানগোছের লোকটি ব্যাগ হাতে পাইপ মুখে বাড়ি চলেছে, তাকে দেখেও সন্দেহ হয়নি আর সান্ধ্যপোশাক-পরা গোঁফ-দাড়ি কামানো লোকটিকে দেখেও নয়।

বার্কলি স্কোয়ারে স্বরাষ্ট্র সচিবের বাড়ি। তার নম্বরটা ফন্ ডুনপের ভালো করেই জানা ছিল। সে এবার তার চলার বেগ কমাল, যাতে সান্ধ্যপোশাক-পরা লোকটি তাকে পেরিয়ে যেতে পারে। পঞ্চাশ গজ দূরের ধীরগামী ট্যাক্সিটার ঝুঁকি নিতেই হবে। গত এক ঘণ্টা ধরে ঐ ট্যাক্সিটা ওর নিত্য সহচর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ও নিজে সেটা লক্ষ্য করেনি।

এবার ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফন্ ডুনপ্ সেই যন্ত্রটা বের করল। ঐ যন্ত্রটা ফুল্‌ভেরুইয়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তির একটি এবং এখনো খানিকটা পরীক্ষামূলক পর্যায়তেই ছিল—'রিগা'র ছাপ দেওয়া একটা ডাকের চিঠিতে ওস্তাদ তাকে ঐটুকুই জানিয়েছিল। একটা খুদে চাবি দিয়ে যন্ত্রটা চালাতে হত, বুড়ো-আঙুল দিয়ে সেটি খুঁজে নিয়ে, ফন্ ডুনপ্ চাবি টিপে দিল।

তারপর ১৯৬ নম্বর বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢুকে, বোমাটি টুপ করে নামিয়ে রাখল। মুহূর্তের মধ্যে কাজটা হয়ে গেল এবং যত দূর মনে হল কেউ ওকে পথ ছেড়ে ভিতরে ঢুকতে দেখেনি। কিন্তু যেই না দোরগোড়া থেকে ফন্ ডুনপ্ সরে এল, অমনি কানে এল একটা চিৎকার কে একটা লোক চেঁচিয়ে ওকে আত্মসমর্পণ করতে বলে, দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে আসতে লাগল। বাঁ দিক থেকেও দুজন লোক ছুটতে লাগল; ফন্ ডুনপ্ দেখল সান্ধ্যপোশাক-পরা লোকটি একটা হুইস্‌ল্ বাজাচ্ছে।

যাঃ, ধরা পড়ে গেছে, সে তো বোঝাই গেল। তবু পালাবার একটা পথ ছিল - রাস্তার অন্য মাথাটা ফাঁকা—সেদিকে ফিরে ফন্ ডুনপ্ দৌড় দিল। শুনতে পেল পশ্চাদ্ধাবনকারীরাও দৌড়তে আরম্ভ করেছে। ডুনপের দু-কান খাড়া ছিল, ক্ষীণতম শব্দটি যাতে শুনতে পায়; শুনতে পেল এক জোড়া পা থেমে, ১৯৬ নম্বরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। ডুনপ্ ফিরে তাকাল। ওরা অনেকটা এগিয়ে এসেছিল, হঠাৎ ফিরে ডুনপ্ তিনবার গুলি ছুঁড়ল। কে যেন পড়ে গেল, এটুকু সে দেখতে পেল। তারপর ওর ঠিক সামনেই লম্বা এক পুলিসের লোক ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে, ওর কোমর জড়িয়ে ধরল।

ছুটে এসে ফলমাথ চিৎকার করে বললেন "ঐ লোকটাকে ধর!" হাঁপাতে-হাঁপাতে সেই নিশাচরমতো লোকটিও এগিয়ে এল— ছেঁড়াখোঁড়া জামা পরা কিন্তু ভারি দক্ষ লোকটা—মুহূর্তের মধ্যে সে ফন্ ডুনপের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

সেই লক্ষ্য করল বন্দী কেমন নেতিয়ে পড়ছে। সে বলে উঠল, "এ কি!" বলে হাত বাড়াল, "এদিকে আলো দেখি।"

ততক্ষণে জনা-ছয়েক পুলিস আর অনিবার্য ভিড় জমে গিয়েছিল। পুলিসের 'বুল্‌স্-আই' লণ্ঠনের আলো গোয়েন্দার হাতের ওপর পড়তেই দেখা গেল হাতটা রক্তে লাল। ফলমাথ একটা লণ্ঠন তুলে বন্দীর মুখে আলো ফেললেন।

আর বেশি দেখবার দরকার ছিল না। লোকটার মৃত্যু হয়েছে। যে ছোরা তার প্রাণ নিয়েছিল, তার হাতলে সেই অনিবার্য লেবেল আঁটা।

ফলমাথের মুখ থেকে একটা কটূক্তি বেরিয়ে পড়ল। "এ যে অবিশ্বাস্য! এ যে অসম্ভব! কনস্টেবল্ ওকে ধরবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ও দৌড়াচ্ছিল, তারপর থেকে তো আমাদের হাতছাড়া হয়নি! কোথায় গেল সেই অফিসার যে ওকে ধরেছিল?"

কেউ উত্তর দিল না, সেই লম্বা পুলিসটি তো নয়ই, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে সে একটা মোটরে চড়ে পুব-দিকে যেতে-যেতে, তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের মামুলী সান্ধ্য-বেশ ধারণ করছিল।

৭ ॥ আইবেক্স রানী ॥

"সন্ত্রাসবাদীদের 'কিশ্‌তি' দিয়েছি; সেটা কতখানি বলবৎ হবে অনেকখানি নির্ভর করছে এই শহরের নাগরিকদের সুবুদ্ধি আর ধৈর্যের ওপর।" টাইম্‌স্ পত্রিকাকে ম্যানফ্রেড তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিঠিতে ঐ কথাগুলি লিখেছিল। হয়তো এ রকম কৌতূহলোদ্দীপক চিঠি টাইম্‌স্ পত্রিকাতে আর কখনো ছাপা হয়নি, কারণ পত্র-লেখক ছিল এমন একজন লোক যার নামে প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধের জন্য

ওয়ারেণ্ট জারি হয়েছিল এবং দেশের জন্য যে এমন সব অতুলনীয় ও ভয়াবহ কাজ করেছিল, ভাগ্যদোষে যদি কখনো সে ধরা পড়ে, দেশ তাকে নিঃসন্দেহে ফাঁসি দেবে।

বাইরে থেকে মনে হত বুঝি 'লাল শতক'-এর আগুন পিটিয়ে কমিয়ে এনে, শেষ পর্যন্ত তার সব চাইতে বিশ্বস্ত প্রতিনিধিদের সর্বনাশের সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে নিবিয়ে ফেলা হয়েছে, সেই একই দিনে যে-দিন লাল শতক-এর শ্রেষ্ঠ কীর্তিও সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু যারা ওদের সংগঠনকে চিনত, তারা একটুও ভুল বোঝেনি। এক মুহূর্তের জন্যও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সতর্কতা শিথিল করেনি। এবং চার বিচারকও তাদের অজ্ঞাত প্রহরাস্থলে অপেক্ষা করে বসেছিল, তাদের মনেও কোনো ভ্রান্তি, কোনো মোহ ছিল না।

দ্বিতীয় 'কিশ্‌তি' এল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পক্ষ থেকে। জাহাজের কাগজপত্রে অনুল্লিখিত মালপত্রের উপস্থিতি সম্বন্ধে তাদের একটা অলৌকিক গোছের পূর্বাভাসের প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল। তার ফলে বাল্টিক সাগরের কোনো-কোনো নৌচালকদের মধ্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অখ্যাতি ছড়াতে লাগল; এদিকে সংগ্রাম চালাবার জন্য 'লাল শতক'-এর অস্ত্রশস্ত্র দরকার। কর্তৃপক্ষীয়দের একজন বললেন, "এক মাস ওদের নিষ্কর্মা করে রেখে দিলেই সবাই খসে পড়বে।" এ যুক্তিটার মধ্যে বিচক্ষণতা ছিল।

একদিন রাতে গ্রাৎসের মেয়ে একটা চিঠি পেল, সেটা পড়ে তার বিমর্ষ চিন্তা খানিকটা কমে গেল, ক্ষুব্ধ চোখে আবার আগুন জ্বলে উঠল। কি এক চিঠি, অদ্ভুত গ্রীক হরফে লেখা, মনে হয় কোনো অশিক্ষিত লোকের হস্তাক্ষর, কিন্তু তার ফলে লণ্ডন শহরজুড়ে নৈরাজ্যের মৌচাকে গুঞ্জন উঠল। সতর্কতার কারণে যে-সব প্রতিনিধিরা ইংল্যাণ্ডের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা সব 'লাল শতক'-এর মূল কেন্দ্রে আবার এসে জড়ো হল।

সেই একই ডাকে লিউইশ্যামের 'হিল্‌ লজে'ও একটা চিঠি পৌঁছেছিল; তাতে করে পত্রলেখক আঠারো তারিখের অনুগ্রহপূর্ণ

পত্রের প্রাপ্তিসংবাদ দিয়েছে এবং প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে যে মালগুলো জাহাজে করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই বিজ্ঞপ্তি লাভ করে প্রহরাস্থলের লোকরা—অবশ্য প্রহরাস্থল শব্দটা সম্পূর্ণ আলঙ্কারিক—যথেষ্ট কৌতূহলান্বিত হয়ে উঠল।

বাঁ দিক থেকে বড়-বড় ঢেউ ভেঙে পড়ছিল, লড়ঝড়ে মালবাহী জাহাজ 'আইবেক্স কুইন'—অবশ্য রাজ্ঞীসুলভ কোনো গুণই তার ছিল না, যত্রতত্র ভাড়া খাটত—দুলতে-দুলতে কাঁপতে-কাঁপতে নর্থ সী পার হচ্ছিল। জাহাজের চীফ অফিসার কানের ওপর দিয়ে একটা শতচ্ছিন্ন গল্‌ফ খেলার টুপি টেনে, ব্রিজের ওপর দিয়ে চিন্তিতভাবে খানিকটা থুতু ফেলে বলল, "ভাগ্যিস্ পেছন থেকে বাতাস বইছে, কর্তা।"

লণ্ডভণ্ড চার্ট-রুমের আড়ালে প্রসন্নচিত্তে চুরুট খেতে-খেতে কর্তা হেঁড়ে গলায় তাকে সমর্থন করল; সে শুধু কাপ্তেনই না, 'আইবেক্স কুইনে'র মালিকও বটে।

কর্তৃপক্ষের অতি-সতর্ক এবং আপত্তিকর দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে, রহস্যজনকভাবে তার দুটো-দুটো জাহাজ অদৃশ্য হওয়ার পর, তার আর কোনো জাহাজ লয়ড্‌স্ ইন্‌সিয়োর করতে রাজি হয়নি; ফলে নৌচলাচলের কাজে তার নতুন উদ্যম দেখা দিয়েছিল। সৌভাগ্য-বশতঃ 'মিকো' এবং 'প্রাইড্ অফ ডমিশ' নামক নৌ[illegible]াদুটির ডুবে যাবার সময়ে সে তার একটিরও কাপ্তানি করছিল না, কাজেই তার টিকেট অর্থাৎ লাইসেন্স্‌খানাতেও আঁচড় পড়েনি। হতভাগ্য কাপ্তানদের বেলায় তা ঘটেনি। একজনের তো অসাবধান বলে যথেষ্ট দুর্নাম ছিলই; উপরন্তু তার জাহাজের সঙ্গে-সঙ্গে তারো সলিল-সমাধি হয়েছিল। অপরজনকে ছয় মাসের জন্য সাস্পেণ্ড করা হয়েছিল; সেই অবসরে সে নিত্য এবং আকণ্ঠ মদ্যপান করত এবং 'বন্ধুদের' কাছ থেকে মোটা হাত-[illegible]চা পেত।

এখন সেই লোকটাই 'আইবেক্স কুইনে'র চীফ অফিসার হয়েছিল, কাপ্তানের সঙ্গে সমানে-সমানে কথা বলছিল—এটাও

একটা লক্ষণীয় বিষয়, যদিও এর ওপর আমি অযথা গুরুত্ব দিতে চাই না।

বড় দুর্যোগ, বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাত, ফলে ওরা কোথাও কোনো আলোই দেখতে পায়নি, যতক্ষণ-না 'নোর লাইটশিপে'র ঘূর্ণায়মান আলোটি দৃষ্টিপথে উদিত হল।

নিঃশব্দে ছোট জাহাজখানা এগিয়ে চলেছিল; কখনো ঢেউয়ের মাথায় উঠছিল, কখনো বা পড়ছিল, থরথর করে কাঁপছিল; যেমন-তেমনভাবে চলেছিল যতক্ষণ-না আলোটার পাশাপাশি জায়গায় পৌঁছল এমন সময় নিশাবৃত সমুদ্রের তমসার ভিতর থেকে একটা কর্কশকণ্ঠ শোনা গেল, "...বেক্স কুইন, অ্যাহয়!" সে আহ্বানের খানিকটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

ছোট্ট জাহাজটার 'মেট' তখন রেলিং আঁকড়ে ধরে; ব্রিজ্ থেকে ঝুঁকে, তার তোবড়ানো মেগাফোনটা খুঁজতে লাগল।

তারপর হাঁক দিল, "অ্যাহয়!"

অন্ধকার জলরাশির ওপার থেকে প্রশ্ন এল,

"ঐ কি...কুইন?"

"তাই।"

"থাম। আমরা আসছি।"

মেট জাহাজের অন্তরীণ 'টেলিগ্রাফে'র হাতল ধরে টান দিয়ে, গজগজ করতে-করতে বলল, "ঐ যে রিগায় যাদের কথা শুনেছিলাম, তারা এসেছে। কিন্তু কি করে এ জাহাজে উঠবে তা তো বুঝলাম না।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে, দুদিকের উত্তাল ঢেউয়ের মাঝখানের নিচু জায়গাটাতে আইবেক্স কুইন দোল খেতে লাগল।

জাহাজে ওঠা বাস্তবিকই কষ্টকর, কারণ থামতেই পশ্চাদ্ধাবী ঝোড়ো হাওয়ার পুরো দমকটা জাহাজের গায়ে লাগল।

তারি মধ্যে পাশের অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তারা দড়ি চাইছে। তারপরেই 'ডঙ্কি এঞ্জিনে' বাষ্প ভরবার কড়া

হুকুম এল। খানিকটা বিলম্বের পর একজন আধ ঘুমন্ত লোক এসে ইস্পাতের দড়িটা ছুঁড়ে দিল।

তারপর সপ্তম ঢেউ নেমে গেলে খানিকটা অপেক্ষাকৃত শান্তির মধ্যে তীক্ষ্ণ আদেশ শোনা গেল। "এবার দড়ি গুটিয়ে তোল।"

ঘড়-ঘড় মড়-মড় শব্দ করতে-করতে এঞ্জিনের ড্রাম ঘুরতে লাগল তারপর দেখা গেল ছোট একটা চুপ্‌চুড় ভিজা মোটর-লঞ্চ তার মধ্যে চকচকে অয়লস্কিন, অর্থাৎ বর্ষাতি গায়ে দুজন যাত্রী।

আইবেক্স কুইনের ক্রু বলতে জনা-ছয়েক নাবিক, তারা লঞ্চটাকে ডেকের সঙ্গে এঁটে বেঁধে ফেলতে লাগল, এদিকে যাত্রীদের মধ্যে যে মাথায় বেশি লম্বা সে ব্রিজে চড়ে, মাথা নেড়ে মেটকে অভিবাদন জানাল। মেট বলল,

"কি খবর?"

মাথায় লম্বা যাত্রী নির্বিকারচিত্তে বলল, "এই দুর্যোগের মধ্যে কষ্ট পেতে হল। আমি তো ভাবছিলাম এইরকম উত্তাল সমুদ্রে টিকে থাকাই দায় হবে।"

পা ঘষতে ঘষতে কর্তা একটা ছায়ার মতো দেখা দিল। বলল, "এ জাহাজের মাস্টার আমি, মালিকও বটে। যদি কোনো কাজের কথা থাকে তো নিচে চলুন।"

চীফ অফিসার যতটা সম্ভব বেগ বাড়াবার সঙ্কেত দিল। তারপর সে জানতে চাইল, "আমিও এর মধ্যে আছি নাকি?" কাটগড়ার সিঁড়িতে একটা পা রেখে কর্তা সতর্কতার সঙ্গে বলল, "আছ-ও, আবার নেই-ও। আমি এক্ষুনি তোমার সহকারীকে পাঠাচ্ছি, তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্য।"

লোকটা সন্দিগ্ধভাবে বলল, "তাড়াতাড়ি পাঠিও।"

নোংরা সেলুনের ছাদ থেকে ঝোলানো একটা শিকলের আগায় একটা তেলের বাতি আস্তে-আস্তে দুলছিল। সেখানে পৌঁছে কাপ্তান তার অতিথিদের ভালো করে দেখে নিয়ে লম্বা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনাকে যেন আগে কোথাও দেখেছি?"

ম্যানফ্রেড হাসল, "দেখেছেন হয়তো।"

কর্তা আন্দাজে বলল, "হয়তো বিসবাও কিম্বা ভিগো, কিম্বা স্পেনের অন্য কোনো বন্দরে?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ম্যানফ্রেড বলল, "খুব সম্ভব তাই। সে যাই হক, আমি আপনাকে চিনি—আপনি যখন কাপ্তান ছিলেন আমি 'প্রাইড অফ ডমিশ' জাহাজের যাত্রীদের একজন ছিলাম।"

খানিকটা কুণ্ঠিতভাবে বুড়ো কাশতে লাগল। তারপর যেন আবৃত্তি করে গেল, "সে বড় অলুক্ষুণে ব্যাপার! আমার হাতে যদি তখন জাহাজটার ভার থাকত, ও-সব কিছুই হত না···দামী দামী মালপত্র···শালার ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানি একটি পয়সাও দিল না।"

ম্যানফ্রেডের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুড়োর ওপর নিবদ্ধ ছিল। শুষ্ককণ্ঠে সে বলল, "আমি তো ভেবেছিলাম ঠিক তার উল্টোটি হয়েছিল। কে যেন বলেছিল—"

গোঁয়ারের মতো কাপ্তান বলল, "মিথ্যা কথা, সব মিথ্যা কথা!" এখন আলোতে দেখা গেল বৃদ্ধ বড় নোংরা, মুখময় এখানে ওখানে গোছা-গোছা ময়লা সাদা দাড়ি-গোঁফ। ম্যানফ্রেডের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে কুণ্ঠিত হয়ে কাপ্তান একটু সরে দাঁড়াল।

হঠাৎ সে বলল, "এবারকার মালপত্রের কি হবে?" বলেই সামলে নিয়ে, কথাটা ঘুরিয়ে বলল, "আপনি কি চান?"

ম্যানফ্রেড একটা পকেট-বই নিয়ে তার ভিতর থেকে এক টুকরো ছাপানো কাগজ বার করল। বুড়ো হাতড়ে-হাতড়ে এক জোড়া চিমটি-কাটা চশমা নাকে লাগিয়ে কাগজটা পড়ে দেখল।

তারপর বলল, "এ তো ঠিকই আছে। একশো কুড়ি গাঁটরি চামড়া, সেণ্ট অ্যান ঘাটে নামাতে হবে, চামড়ার দালাল মেরিওস্কির ফরমায়েশ। তাই কি?"

ম্যানফ্রেড আস্তে-আস্তে বলল, "এত বেশি ভাড়ার তুলনায় মাল বড়ই অকিঞ্চিৎকর" আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল ম্যানফ্রেড, কিন্তু ঠিক জায়গায় লাগল। বুড়ো দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

তারপর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলল, "মাল নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ নেই, বুঝলেন কি না। যারা জাহাজ ভাড়া নিল তাদের সঙ্গে সামনা-সামনি দেখাও হয়নি, কিছু জানতেও চাইনি।"

ম্যানফ্রেড বলল, "বুঝলাম।"

কাপ্তান বলল, "আপনার মাল নাকি ?"

ম্যানফ্রেড ইশারায় সে-কথার সমর্থন জানাল। তারপর সংক্ষেপে বলল, "কার্যতঃ তাই, নীতিগতভাবে না হলেও।" তারপর আরো বলল, "আমার ইচ্ছা আপনি একটু সমুদ্র-যাত্রা করেন, ক্যাপ্টেন স্ট্যান্‌সেল—একটু প্রমোদ ভ্রমণ আর কি।"

আবার বুড়োর আকর্ণবিস্তৃত হাসি দেখা দিল, "আমারো যথেষ্ট আনন্দ হবে, যদি টাকার দিকটা ঠিক থাকে।"

ম্যানফ্রেড বলে চলল, "এই ধরুন গ্রেভ্‌সেণ্ড অবধি, সোজা গ্রেভ্‌সেণ্ডে, সঙ্গে যাত্রী থাকবে, জাহাজ ডুবির যাত্রী সব—ট্রিনিট মাস্টারদের কাছে গিয়ে সব কথা বলবেন।"

বুনো ভুরুর তলা দিয়ে ম্যানফ্রেডের দিকে তাকিয়ে রইল।

সবে বলতে শুরু করেছে, "কি—" এমন সময় ঘটাং করে দরজা খুলে জোরে-জোরে পা ফেলে চীফ অফিসার এসে ঢুকল।

ঢুকেই বলল, "ওদিকে একটা টাগ্‌-বোট আমাদের সিগ্‌নেল করছে।" বুড়ো খানিকটা হকচকিয়ে গেল। তারপর বিস্মিতভাবে বলল, "ও হো! ঐ সিগ্‌নেলটা—এখন মনে পড়ছে, মশাই, আপনারা তো আলো দেখাননি ?"

অতিথি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "ঠিক তাই। বুঝলেন কি না, আমাদের খুদে নৌকো যে অত নাকানি-চোবানি খাবে সেটা আমরা বুঝতে পারিনি, তা ছাড়া ফ্লেয়ারটাও কিছুতেই জ্বলল না—সব লকার দিয়ে নৌকোয় জল উঠছিল।"

জাহাজের অফিসাররা দুজন ক্রমবর্ধমান সন্দেহ সহকারে ম্যানফ্রেড ও তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

শেষে কাপ্তান জিজ্ঞাসা করল, "আপনারাই যে ঐ মালের ন্যায্য

মালিক তাই বা কি করে বুঝব ?" বলেই তাড়াতাড়ি সামলে নিল, "ঐ যে চামড়াগুলো যখন রিগাতে তোলা হল, আমি আর আমার মেট তো তখন ডাঙায় ছিলাম, মাল তোলা দেখিনি পর্যন্ত।"

ম্যানফ্রেড একটা প্রবাদবাক্য আওড়াল, " 'যে কৈফিয়ৎ দেয়, সে নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে।' তবে ও-বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন, যেহেতু—" এই বলে ইচ্ছা করে একটু থেমে, তারপর কথা শেষ করল, "আমরা সে-লোক নই।"

"এঁ্যা!"

নির্বিকারচিত্তে ম্যানফ্রেড বলে চলল, "যাদের ঐ-সব বোমা আর মেলিনাইট পাঠানো হয়েছে, আমরা তারা নই! তা সত্ত্বেও আমরা মালপত্রের ভার নিতে প্রস্তুত আছি—খবরদার, নড়বেন না!"

চীফ অফিসার ভুরু কুঁচকে, দরজার দিকে পিছু হটতে লাগল। ম্যানফ্রেড বলল, "আর পালিয়েও যাবেন না!" সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতে এমন জিনিস দেখা দিয়েছিল, যাতে করে আদেশটার গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল ; বুদ্ধি করে চীফ অফিসার থেমে গেল।

তোৎলাতে-তোৎলাতে বুড়ো বলল, "এ তো দস্যুগিরি!" বুড়োর মুখ সাদা, দাঁতে দাঁত-কপাটি লেগে যাচ্ছিল। "এর জন্য লোকে ফাঁসি যায়, মশাই—আমার—বন্ধু!"

ম্যানফ্রেড বলল, "অবাক করলেন!" বলে তাদের দু-জনকে সেলুনের অপর প্রান্তে যাবার ইশারা করল। "আপনাদের একটু-ক্ষণের জন্য ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি, কিন্তু ডাকলেই শুনতে পাব।" এই বলে ওরা বেরিয়ে গেল ; যাবার সময় দরজাটাতে বাইরে থেকে চাবি দিয়ে গেল।

বিক্ষুব্ধ সাগরের তাড়নায় আইবেক্স কুইন গড়াতে লাগল, দোল খেতে লাগল। ম্যানফ্রেড ব্রিজে যাবার সরু গ্যাংওয়ের সিঁড়ি আঁকড়ে ব্রিজে উঠল। ব্রিজের এক প্রান্ত ক্যাম্বিস দিয়ে আড়াল করা ; সেখানে একজন যুবক দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছিল। সে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কর্তা কোথায় ?"

গন্‌জ্যালেজ রসিকতা করে বলল, "সাময়িকভাবে তিনি তাঁর ক্যাবিনে আটক আছেন।"

ছোকরা জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি ?"

ম্যানফ্রেড জানতে চাইল, "কোথায় টাগ্‌-বোট ?"

ছেলেটা গজ্‌গজ্‌ করে বলল, "ঐ তো, আধ-মাইল দূরে।" তারপর আবার বলল, "মৎলবটা কি ?"

ম্যানফ্রেড উত্তর দিল, "কিছুই না। ব্যাপার শুধু এই যে এই জাহাজটা নানা রকম বে-আইনী মাল সরবরাহ করছে—বোমা, উগ্র বিস্ফোরক, লণ্ডন বন্দরের জন্য।"

শুনে ছোকরার চক্ষু চড়কগাছ। অবাক হয়ে বলল, "কি সর্বনাশ। কর্তাও আছেন নাকি এর মধ্যে ?"

"চোখ অবধি ডুবে আছেন। টাগ্‌টাকে আলো দেখাও।" ছোকরা ধরে নিয়েছিল এরা দুজন পুলিসের লোক, কাজেই তাদের আজ্ঞা পালন করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফ্লেয়ারের ভূতুড়ে আলোয় সমুদ্রের উপরটা আলোকিত হয়ে উঠল।

ম্যানফ্রেড হুকুম দিল, "ওটা পাশে এলেই ক্রুর সবাই ডাঙায় নেমে যেতে পারবে।"

"জাহাজের কি হবে ?"

শান্তকণ্ঠে উত্তর এল, "আমি এই সুন্দর জাহাজটার ভার নেব।"

এর কুড়ি মিনিট বাদে পোয়াকার অফিসারদের দু্জনকে ক্যাবিন থেকে ডেকে নিয়ে এল ; তারা ডেকে এসে দেখে যেখান থেকে সেখান থেকে সংগ্রহ করা নাবিকের দল, তাদের থলি নিয়ে ডেকে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ আশঙ্কিত হয়ে কাপ্তান গর্জন করে উঠল, "এর মানে কি ?"

ব্রিজের অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর জানাল, "জাহাজ ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হন।" তারপর ব্যঙ্গ করে বলল, "পাশেই একটা টাগ্‌ দেখবেন, তাতে আপনাদের কয়েকজন বন্ধু আছেন। জাহাজে থাকলে কিন্তু গুলি খাবেন—এবার এগোন।"

বুড়োর পায়ের কাছে পাটাতনের ওপর রিভল্‌ভারের একটা গুলি এসে লাগল; এক লাফে বুড়ো কম্প্যানিয়নের সিঁড়িতে চড়ল। সমুদ্র কিছুটা শান্ত, কিন্তু পাশে বাঁধা টাগ্‌টার মাস্তুল তখনো বোঁ-বোঁ করে পাক খাচ্ছিল।

এর পরে আইবেক্স কুইনের অন্তিম অবস্থার কাহিনীর যথার্থ বিবৃতি দিতে গেলে বলতে হয় যে বাস্তবিকই কাপ্তান সবার আগে জাহাজ ছেড়েছিলেন, অবশ্য চীফ অফিসারও প্রায় তাঁকে ধরে ফেলেন আর কি!

ম্যানফ্রেড ওদের প্রস্থানপর্ব নিরীক্ষণ করতে করতে চিৎকার করে বিদায়-সম্ভাষণ জানাল, "শুভ-যাত্রা!" তারপর টাগ্-বোটের কর্তাকে বলল, "সময় থাকতে সরে পড়!"

শুনতে পেল ছোট জলযানটার খুদে-খুদে এঞ্জিনগুলো হাঁক-পাক করছে, হাঁপাচ্ছে; দেখতে পেল ডান-দিকের আলোগুলো ঢেউয়ের সঙ্গে উঠছে পড়ছে; টাগ্-বোট মুখ ঘুরিয়ে তীরের দিকে রওনা দিল।

বর্ষাতি খুলে ফেলে পোয়াকার এঞ্জিন-রুমের কালো ময়লা সিঁড়ি বেয়ে খটখট করে নিচে নেমে গেল। আইবেক্স কুইন আবার রওনা হল, ম্যানফ্রেড তাকে খোলা সমুদ্রের দিকে নিয়ে চলল।

চোঙার মধ্যে দিয়ে পোয়াকার সংবাদ দিল:

"গভীর জল অবধি যাবার মতো বাষ্প আছে।"

যখন অ্যাডমিরেলিট চার্টের মতে সত্তর ফ্যাদম গভীর জলে পৌঁছানো গেল; ম্যানফ্রেড জাহাজ থামাবার সঙ্কেত দিয়ে বলল, "ভাগ্যিস ঢেউগুলো অনেকটা পড়ে গেছে। দেখ, এই জায়গাতেই খুব ভালো হবে, তা ছাড়া ডঙ্কি-এঞ্জিনের জন্য হাতে একটু বাষ্প রাখতে হবে তো।"

পোয়াকার যতক্ষণ নিচে জাহাজের খোলে ব্যস্ত ছিল ম্যানফ্রেড শেষবারের মতো আদিগন্ত পর্যবেক্ষণ করে দেখল কোনো আসন্ন জাহাজের চিহ্ন দেখা যায় কি না।

নর্থ সী কখনো একেবারে জনশূন্য থাকে না, অনেক দূরে উত্তর-পুব কোণে একটা আলো মিটমিট করছিল। ওরা দু-জন যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে নিজেদের নৌকো নামাল।

ম্যানফ্রেড কঠিনস্বরে বলল, "বিদায় আইবেক্স কুইন!" বলে লঞ্চের মোটর চালিয়ে দিল।

দণ্ডিত জাহাজে ম্যানফ্রেড আলো জ্বালিয়ে রেখে এসেছিল, ওরা দেখল জাহাজটা নেশাখোরের মতো টলছে।

পোয়াকার বলল, "লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই না বলে, মোটের ওপর একটা আটপৌরে জাহাজ-ডুবির ব্যবস্থা করেছি।"

"নিঃশব্দে হবে তো?"

"যতটা সম্ভব।" তার পরেই জলের ওপর দিয়ে একটা চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল।

জাহাজের সামনের দিকটা উঁচু হয়ে উঠতেই, লজ্জিতভাবে পোয়াকার বলল, "ওটুকু বন্ধ করা গেল না।"

তারপর দেখতে-দেখতে, নিঃশব্দে, রহস্যজনকভাবে, জাহাজটা পিছন দিক থেকে ডুবে গেল। এইখানেই আইবেক্স কুইনের সমাধি হল।

* * *

'চার বিচারকে'র নিধনের ব্যবস্থা করতে, গ্রাৎসের মেয়ে পরিশ্রম কিম্বা অর্থ, কোনোটারি কার্পণ্য করেনি। প্রথম দেখার পরেই ও তাদের বর্ণনা দিয়েছিল, ওর নির্দেশমতো প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছিল এবং ছবিগুলি লাল পদাধিকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। দুই-একবার সে নিজেকে প্রশ্ন করেছিল, সেই বিশেষ রাত্রে বিচারপতি এসে পৌঁছতেই—মনে মনে ও পাহাড়ের ওপরে সেই ছোট্ট বাড়িতে বারে-বারে ফিরে যেত—ওরা তিনজন কেন মুখোশ পরে নিয়েছিল? ফন্ ডুনপের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে উত্তরটা যথেষ্ট প্রকট হয়ে উঠেছিল। ওদের মুখ যারা দেখেছে, তাদের আর বাঁচতে

হয় না। ওকেও কি ওরা মেরে ফেলবে? ম্যানফ্রেডই কি সেই মরণ আঘাত হানবে, বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে মারিয়াকে নিজের বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে? তাহলে তো মৃত্যুর অর্ধেক বিভীষিকাই দূর হয়ে যাবে।

এই সময় দরজার হাতল ঘোরাতে ওর স্বপ্নে ছেদ পড়ল। স্মিট্ এল, অকথ্য স্মিট্, ঘেমে-নেয়ে, উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে। ওর গোল কর্কশ মুখ থেকে যেন উত্তেজনা ফেটে পড়ছিল, খবরটা প্রকাশ করবার যেন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে, হাতের আঙুল মটকে, স্মিট্ বলল, "লোকটাকে ধরেছি! ধরেছি তাকে! উঃ, কি ভালো খবর! আমিই আগে খবরটা আনলাম। আর কেউ এসেছিল, ছোট বন্ধু? পাঁই-পাঁই ছুটেছি, ট্যাক্সি নিয়েছি—"

দৃঢ়কণ্ঠে মারিয়া জিজ্ঞাসা করল, "কাকে ধরেছ?" মারিয়ার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল, এক হাত দিয়ে সে নিজের বুক চেপে ধরল। উত্তরের অপেক্ষায় রইল; বুকের চাপা ধুকপুকি হাতের নিচে অনুভব করল।

"বল্ না, আহাম্মুক!" জ্বলে উঠল মারিয়া। এই অনিশ্চয়তা আর সহ্য হয় না। সে যদি—।

স্মিট্ বলল, "সেই লোকটাকে—ওদের একজনকে, ঐ যারা স্টার্ককে আর ফ্রাঁসোয়াকে মেরে ফেলেছিল, আর—" কর্কশকণ্ঠে মারিয়া বলল, "কোন্—কোন্ লোকটাকে?" পকেট হাতড়ে রং-ওঠা প্রতিকৃতিটা বের করল স্মিট্।

মারিয়া বলল, "ওঃ!" ছবিটা ম্যানফ্রেডের নয়।

নিশ্চিন্ত হল, নাকি নিরাশ হল? নিরাশই নিশ্চয়। ঝড়ের মতো কণ্ঠে ও জিজ্ঞাসা করল, "কেন, কেন? কেন শুধু এই লোকটাকে? অন্যদের নয় কেন—ওদের দলপতিকে নয় কেন? তাকে কি ধরে আবার ছেড়ে দিল নাকি?"

হতাশ হল স্মিট্, হকচকিয়ে গেল, "কিন্তু, ছোট মা, একজন তো

ধরা পড়েছে—একজনকেও ধরতে পারব এমন আমরা আশা করিনি—"

ঝড় শান্ত হয়ে গেল।

ক্লান্তকণ্ঠে মারিয়া বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, একজনকেও যে ধরতে পেরেছে, সেই ভালো। ওদের শিক্ষা দিতে হবে যে 'লাল শতক' এখনো আঘাত হানতে জানে—ওদের দলপতিকে জানাতে হবে—"

এইভাবে ম্যানফ্রেডকে আঘাত করা যেতে পারে ভেবেও সে উচ্চকিত হয়ে উঠল।

স্মিটের দিকে তাকিয়ে মারিয়া বলল, "এই লোকটার জন্য তার মর্যাদার উপযুক্ত মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে হবে। বল দিকিনি ওকে ধরলে কি করে?"

স্মিট্ ব্যগ্র হয়ে বলল, "ওর ছবি দেখে; সেই যে ছবি আপনি আঁকিয়েছিলেন। আমাদের কম্‌রেডদের একজন ওকে দেখেই চিনতে পেরে, ওর পিছন পিছন ওর বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। নিশ্চিন্ত হবার জন্য সেই কম্‌রেড আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, আমি গিয়ে তাকে সনাক্ত করলাম।"

কড়াগলায় বলল, "আমাকে কিছু বলা হয়নি কেন?"

অনুনয়েরস্বরে স্মিট্ বলল, "তার সময় ছিল না, বাস্তবিকই, একটুও সময় ছিল না।"

"কিন্তু ওদের সবাইকে তো বন্দী করা যেত।"

স্মিট্ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না, না! ও একা থাকত, এই লোকটা। তাতে আমাদের কাজ আরো সহজ হয়ে গিয়েছিল। কাল রাতে ও বেড়াতে বেরিয়েছিল, নির্জন সব রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছিল,—কাজেই!"

দু-হাত নেড়ে স্মিট্ মুখের বিবৃতির ঘাট্‌তিগুলো ভরে দিল।

"ওর বিচার হবে—আজ রাতেই।" সারাদিন মারিয়া সেই বিজয়ের মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় রইল।

ষড়যন্ত্রকারীরা সব সময় তাদের শলা-পরামর্শের জন্য অন্ধকার আড়াল খোঁজে না। মিলন-স্থানের সম্ভাব্যতার জন্য বিশেষ করে 'লাল শতক'-এর কুখ্যাতি ছিল। এ বিষয়ে প্রকৃতিদেবীর কাছ থেকে ওরা পাঠ নিয়েছিল; দেবীও যেমন বাঘের গায়ে ডোরাকেটে তাকে ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে একেবারে লুকিয়ে ফেলেন, তেমনি 'লাল শতক'ও এমন সব জায়গায় সভা ডাকত, যেখানে সাধারণতঃ আর পাঁচজনেও সভা ডাকে।

এ-ও-এস্-এর 'প্রাইড অফ মিল্‌ওয়ালে'র লজ্ রুমে সভা ডাকা হল। এ-ও-এস্-এ মানে অ্যাসোসিয়েটেড্ অর্ডার অফ দি সান্‌স্ অফ অ্যাব্‌স্টিনেন্স্। সেইখানে বিচার সভা বসল।

কালো পরদা ঝোলানো সেই সভা-ঘরে গিয়ে গ্রাৎসের মেয়ে দেখল সবাই সেখানে জমায়েৎ হয়েছে। ম্যালিস্‌ক্রিভোনা, চেজ্‌কি, ভল্যান্টিনি, ভ্য রোমঁ।; নিচু বেঞ্চির ওপর পাশাপাশি-বসা মানুষ-গুলোর মধ্যে এরা কজনাও ছিল। মারিয়া ঘরে ঢুকে একটা উঁচু জায়গায় আসন নিতেই, ঘর থেকে অভ্যর্থনার একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে সকলের মুখ দেখে নিল মারিয়া, কাউকে দেখে মাথা নাড়ল, কারো দিকে দৃষ্টিপাত করে পুরনো পরিচয়ের স্বীকৃতি দিল। ওদের আন্দোলনের সাধারণ কর্মীদের সামনে শেষ কবে এসেছিল, সে-কথা ওর মনে পড়ল। সে সময়েও এলেই যারা ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাত, তাদের জন্য মন কেমন করে উঠল, স্টার্ক, ফ্‌াসোয়া, কিট্‌সিঙ্গার—চার বিচারকের হাতে তারা সবাই প্রাণ দিয়েছিল। স্টার্কের হত্যায় যে আর কিছু না করলেও, অন্ততঃ সাহায্য করেছিল, সেই লোককে আজ ও বিচার করবে; কাজটা ওর তখনকার মেজাজেরই উপযুক্ত।

হঠাৎ মারিয়া উঠে দাঁড়াল। এককালে 'লাল শতক'-এর সভায় যে একটিমাত্র গুণের জন্য ও স্বীকৃতি পেয়েছিল, আজকাল তার প্রমাণ দেবার খুব কম সুযোগ পাওয়া যেত। সংগঠন ক্ষমতার জন্য শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল মারিয়া, তার অনেক পরে। কথা বলতে শুরু

করেই, অনভ্যাসের ফল বুঝতে পারল। উপযুক্ত কথাটি মুখে জোগাচ্ছিল না, খুঁজতে হচ্ছিল; মনে হচ্ছিল নিজের দেওয়া উদাহরণগুলো কেমন যেন অমার্জিত। তবে কথা বলতে-বলতে আত্ম-প্রত্যয়ও বাড়তে লাগল, তা ছাড়া শ্রোতারও আকর্ষণ করতে পারার একটা রোমাঞ্চময় প্রতিক্রিয়াও ছিল।

ওদের সেই অভিযানের কাহিনী বলল মারিয়া। তার অনেকখানিই আমাদের জানা; সেই গল্পই লালদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত হলে কেমন দাঁড়ায় তাও সহজেই কল্পনা করা যায়। শত্রুকে বন্দী করার ঘটনা দিয়ে বক্তৃতা শেষ হল।

"আজ রাতে অগ্রগতির এইসব শত্রুদের প্রতি আমরা আঘাত হানব। ওরা যদি নির্মম আচরণ করে থাকে, এসো, আমরাও দেখিয়ে দিই 'লাল শতক'ও হিংস্রতায় কিছু কম যায় না। ওরা যেমন আঘাত করেছিল, আমরাও তেমনি করব—সেই আঘাতের মধ্যে দিয়ে, যারা আমাদের কম্‌রেডদের হত্যা করেছিল, তাদের একটা শিক্ষা দেব, সে এমন শিক্ষা যা ওরা, কিম্বা পৃথিবীর লোকে কখনো ভুলবে না।"

বক্তৃতার শেষে কেউ জয়ধ্বনি দিল না—ঐ রকমই আদেশ ছিল—শুধু ওর পদতলে নিক্ষিপ্ত শ্রদ্ধাঞ্জলির মৃদু গুঞ্জন—-প্রশংসার আর ভক্তির কতকগুলো দুর্বোধ্য শব্দের সংমিশ্রণ।

তারপর দুজন লোক বন্দীকে নিয়ে এল।

শান্ত, সংযত, কৌতূহলী মানুষটা তার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রথম বাক্যগুলো শুনে দৃঢ়তার সঙ্গে চারকোণা থুত্‌নিটাকে বাগিয়ে ধরে, বাঁধা হাতের আঙুলগুলো নাড়তে লাগল।

ভ্রূকুটি-কুটিল মুখগুলো ওর দিকে ফিরতেই, লোকটা শান্তদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল; কিন্তু অভিযোগের কথা শুনতে-শুনতে সে কেমন নিবিষ্ট হয়ে গেল, মাথা নামিয়ে আরো মনোনিবেশ করতে লাগল।

একবার বাধাও দিল।

সাবলীল রুশ ভাষায় বলল, "ও জায়গাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার জর্মান বিদ্যা খুবই কম।"

গ্রাৎসের মেয়ে উগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোন্ দেশীয়?"

"ইংরেজ।"

"ফরাসী বল?"

সরলভাবে লোকটি বলল, "শিখেছি।" বলে হাসল। গ্রাৎসের মেয়ে বলল, "রুশ ভাষা তো জান।" এই বলে সেই ভাষাতেই কথা বলতে লাগল।

সরলভাবে লোকটি আবার বলল, "হ্যাঁ, ও-দেশে অনেক বছর ছিলাম।"

এর পর ওর পরিচিত ভাষাতেই ওর অপরাধের তালিকা শোনানো হল। পাঠক যেমন বলে চলেছিল—পড়ছিল ইভান্ ওরানভিচ্—লোকটা দু-একবার মৃদু হাসল।

ওর দিকে তাকিয়ে গ্রাৎসের মেয়ের কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। বার্থলমিউ যেদিন নিহত হয়েছিল, সেদিন ওর দরজার বাইরে যারা সমবেত হয়েছিল, এ তাদের চারজনের মধ্যে একজন ছিল। কিন্তু যতই ভাষা জানুক, যতই শান্ত-সমাহিত হক, ও যে জনসাধারণের একজন, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। ম্যানফ্রেডের আভিজাত্য ওর মধ্যে ছিল না, গনজ্যালেজের শিল্পীসুলভ সূক্ষ্মতাও ছিল না, সেই অনির্বচনীয় গুণ যা দিয়ে পোয়াকারকে উচ্চবংশজাত বলে চেনা যেত, তাও ছিল না। এ লোকটা একেবারে আলাদা রকমের এবং অভিযোগ পড়া শেষ হয়ে গেলে, লোকটা যা বলল, মারিয়ার কাছে সেটাও নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিধিমতে মারিয়া ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল দণ্ডিত হবার আগে ওর কিছু বলবার আছে কিনা।

লোকটি আবার হেসেছিল।

তারপর বলেছিল, "আমি 'চার বিচারকে'র একজন নই। যে সে-কথা বলে, সে মিথ্যাবাদী।"

অবজ্ঞার সঙ্গে মারিয়া জিজ্ঞাসা করল, "ও ছাড়া কি আর বলবার কিছু নেই ?"

"ঐটুকুই বক্তব্য।" শান্তভাবে লোকটি বলল।

"আমাদের কম্‌রেড স্টার্ককে হত্যা করায় তুমি সাহায্য করেছিলে, এ-কথা কি তুমি অস্বীকার কর ?"

সহজ উত্তর এল, "মোটেই অস্বীকার করি না। তবে সাহায্য করিনি—আমিই তাকে হত্যা করেছি।"

"ওঃ!" প্রত্যেকের কণ্ঠ থেকে শব্দটা একসঙ্গে বেরিয়ে এল। "'লাল শতক'-এর অনেক লোককে তুমি হত্যা করেছ, এ-কথা কি তুমি অস্বীকার করছ ?"

উত্তর দেবার আগে লোকটি একটু থামল, তারপর বলল, 'লাল শতক'-এর কথা জানি না, তবে বহু লোককে আমি হত্যা করেছি" একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ যে-ভাবে কথা বলে, সেই রকম গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথাগুলো সে বলল। ঘরময় আবার একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল। এই মানুষটিকে জেরা করার সাফল্য সত্ত্বেও গ্রাৎসের মেয়ের মনের অস্বস্তি ক্রমে বেড়েই চলল।

"তুমি এখুনি বললে যে রাশিয়ায় ছিলে—সেখানেও কি কেউ তোমার হাতে মারা পড়েছিল ?"

মাথা নেড়ে লোকটি তার সমর্থন জানাল।

"আর ইংল্যাণ্ডেও ?"

"ইংল্যাণ্ডেও।"

মারিয়া জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম কি ?" এ-কথা ভুলক্রমে সে আগে জিজ্ঞাসা করেনি।

লোকটা বলল, "তাতে কি কিছু এসে যায় ?" হঠাৎ মারিয়ার একটা কথা মনে পড়ল। এই ঘরেই ম্যাগ্‌নাস নামের ইহুদীকে দেখেছিল, সে বহু বছর ইংল্যাণ্ডে বাস করেছে; তাকে ইশারা করে কাছে ডাকল।

ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, "এই লোকটি কোন্ শ্রেণীর ?"

ম্যাগনাস বলল, "নিম্ন শ্রেণীর। আশ্চর্যের বিষয়—আপনি কি লক্ষ্য করেননি যখন—না, কি করে করবেন? ওকে বন্দী করাটা তো আপনি দেখেননি। কিন্তু রাস্তার সাধারণ লোকের মতো কথা বলে লোকটা, হ অক্ষর বাদ দেয়।"

মারিয়ার মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখে, ম্যাগনাস্ বুঝিয়ে বলল, "ওটা নিম্নশ্রেণীর লোকদের কথা বলার ধরন—রাশিয়ায় যেমন মৌজিকরা বলে..." এই বলে ম্যাগনাস্ সেখানকার নিম্নশ্রেণীর লোকের ভাষার খানিকটা নমুনা শোনাল।

আবার মারিয়া ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম কি?"

ধূর্তভাবে তাকাল লোকটা।

"রাশিয়াতে লোকে আমাকে ফাদার কোপাভ বলে ডাকে।"

কোপাভ কথাটার মানে মাথা কাটা।

সেখানে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের বেশির ভাগই ছিল রুশ জাতীয়। ঐ নাম শুনে তারা সবাই লাফিয়ে উঠে, ফ্যাকাশে মুখে পিছু হটে গেল, যেন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঘরের মধ্যিখানে যে অসহায় লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল, তার সংশ্রবে পর্যন্ত তাদের প্রাণে ভীতি জাগে।

অন্যদের সঙ্গে গ্রাৎসের মেয়েও উঠে দাঁড়িয়েছিল। ওর কম্পিত ওষ্ঠাধর, বিস্ফারিত নয়ন দেখে বোঝা যাচ্ছিল মুহূর্তের জন্য ও কি রকম ভয় পেয়েছে।

লোকটি বলে চলল, "হ্যাঁ, আমিই স্টার্ককে মেরেছি, কর্তৃপক্ষের আদেশে ফ্রাঁসোয়াকেও।" এই বলে ঘরের চারদিকে ধীরে-সুস্থে তাকিয়ে আরো বলল, "আমি আরো..."

মারিয়া চেঁচিয়ে উঠল, "থামো!" তারপর বলল, "ওকে ছেড়ে দাও।" বিস্মিত হয়ে স্মিট্ বাঁধনের দড়িগুলো কেটে দিল। লোকটি ছাড়া পেয়ে, আড়মোড়া ভাঙল।

সে বলল, "আমাকে যখন বন্দী করেছিলে, আমার কাছে একটা

বই ছিল। বুঝতেই পারছ যে ইংল্যাণ্ডে এসে আমাকে বইয়ের সাহায্যে অন্য কথা ভুলে থাকতে হয়। আমি আইন-ভাঙার ফলে মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন দেখেছি যে তোমাদের মতো আমিও মানুষের উদ্ধারের পথ খুঁজছি, তবে অন্য উপায়ে।"

কে যেন ওর হাতে একটা বই দিল।

বইটা দেখে, মাথা নেড়ে, সেটি পকেটে ভরে, খোলা দরজার দিকে ফিরে, লোকটি বলল, "বিদায়।"

কাঁপতে-কাঁপতে গ্রাৎসের মেয়ে বলল, "ভগবানের নাম নিয়ে বলছি, তুমি শান্তিতে যাও, বাবা।"

তারপর জেসেন নামক লোকটি, এক কালে যে চরম সভার মেষ-পালক ছিল, ইদানীং যে ইংল্যাণ্ডের সরকারী ঘাতকের কাজ করছিল, সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল, কেউ তাকে বাধা দিল না।

'লাল শতক'-এর কোমর ভেঙে গিয়েছিল। ফলমাথ এটুকু জানতেন। তিনি লণ্ডনের সব প্রান্তিক স্টেশনেই সদা-সতর্ক এক দল লোক অষ্ট-প্রহর মোতায়েন রেখেছিলেন; এদের সঙ্গে ছিল ইয়োরোপের গোটা-বারো গুপ্ত গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যরা। দিনের-পর-দিন একই ধরনের বিবৃতি আসতে লাগল। এই-এই লোক, লণ্ডনে যাদের উপস্থিতি কেউ সন্দেহও করেনি, তারা হারউইচ্ স্টেশন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। অমুক-অমুক, সবাইকে অবাক ক[illegible] দিয়ে, কে জানে কোথা থেকে উদয় হয়ে, ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে এগারোটার গাড়ি ধরেছে। হাল থেকে স্টকহোমের দিকে এক দিনে কুড়িজন লোক গেছে। তা ছাড়া আরো সব ছিল, যারা লিভারপুল, গ্লাস্‌গো, নিউক্যাস্‌ল্ থেকে জাহাজে করে রওনা দিয়েছে।

বোধহয়, এতকাল পরে এইবার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের খেয়াল হল রাজধানীতে সুপ্ত অবস্থায় কি প্রচণ্ড শক্তিই না লুকিয়ে ছিল, এতদিনে তাদের সম্যক উপলব্ধি হল যে বিগত [illegible] বীষিকার সময়ে কত বড় ধ্বংসের সম্ভাবনা একেবারে হাতের গোড়া পর্যন্ত এগিয়েছিল।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে কমিশনারের টেবিলের ওপর

যেমন একেকটা নাম-তালিকা এসে পৌঁছতে লাগল, তিনিও ক্রমশঃ আরো বেশি চিন্তান্বিত হয়ে পড়তে লাগলেন।

তাঁর কাছে কথাটা পাড়তেই তিনি ভয়ে শিউরে উঠে বললেন, "ওদের গ্রেপ্তার করব! বল কি! দেখ, কখনো দেখেছ কি আফ্রিকার ড্রাইভার পিঁপড়ে কি ভাবে একেকটা বাড়িতে আক্রমণ করে? রাত দুপুরে পিঁপড়েদের অফুরন্ত বাহিনী কুচকাওয়াজ করে একেকটা বাড়িতে ঢুকে, মুরগি থেকে আরশুলা পর্যন্ত যা কিছু জীবন্ত জিনিস পায়, সব একেবারে নিঃশেষ করে, তবে ছাড়ে। দেখেছ কখনো, সকালে তারা কেমন আবার ব্যূহ রচনা করে সারি-সারি কুচকাওয়াজ করে বাড়ি ফিরে যায়? তাদের গ্রেপ্তার করার কথা নিশ্চয় কারো মনে হয় না? মোটেই হয় না, সেই সময় ওদের নাগালের বাইরে কোনো একটা নিরাপদ জায়গায় বসে থাকতে হয়, তারপর যখন শেষ খুদে লাল ঠ্যাং মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে হয়।"

যারা 'লাল শতক'কে সব চাইতে বেশি জানত, তারা তাঁর এই মতবাদ সম্পূর্ণ সমর্থন করল।

ফলমাথ বললেন, "ওরা জেসেনকে ধরেছিল।"

কমিশনার বললেন, "সে কি!"

"যেই-না সে নিজের পরিচয় দিল, অমনি ওরা তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে দিল।"

কমিশনার চিন্তান্বিতভাবে বললেন, "অনেক সময় ভাবি 'চার বিচারক' স্টার্কের ব্যাপারটা নিজেরা সম্পাদন করল না কেন।"

ফলমাথ কথাটা মেনে নিলেন, "ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত বটে, তবে কি জানেন, স্টার্ককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, ফ্রাঁসোয়াকেও। কে জানে কি উপায়ে ওরা সেই মূল ওয়ারেণ্টগুলো যোগাড় করেছিল, তারি জোরে জেসেন যা করবার তাই করেছিল।"

কমিশনার মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "আর এখন ওদের বিষয় কি করা হবে?"

ফলমাথ জানতেন যে আগেই হক, বা পরেই হক, এই প্রশ্নটা উঠবেই।

তিনি জানতে চাইলেন, "আপনি কি বলতে চাইছেন যে ওদের ধরতে হবে?" কথাগুলোর মধ্যে ঈষৎ প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ছিল। "কারণ তাই যদি বলেন, বহু বছর ধরেই তো আমরা ওদের ধরবার চেষ্টা করছি।"

চীফ্ কমিশনার ভুরু কোঁচকালেন।

তারপর বললেন, "এটা একটা লক্ষণীয় বিষয় যে এইরকম একটা পরিস্থিতি গড়ে উঠলেই, এই যেমন 'লাল শতকে'র আতঙ্ক, কিম্বা 'চার বিচারকে'র আতঙ্ক, অমনি আমাদের-বুদ্ধিভ্রম ঘটে; সমস্ত খবরের কাগজেও সেই কথাই লিখবে। কথাটা বললে বিশ্বাসযোগ্য মনে নাও হতে পারে, কিন্তু তবু কথাটা সত্যি।"

ফলমাথ বললেন, "খবরের কাগজে কি বলে-না-বলে তাই নিয়ে আমি কিছু রাতের ঘুম নষ্ট করি না। পুলিসের সম্বন্ধে দু-রকম ভাবে লেখা যায়, স্যার। এক হল খবরের কাগজি কায়দায় শিরোনামা দেওয়া—"পুলিসের অন্যতম ভ্রান্তি," কিম্বা "পুলিস ও পাবলিক," ইত্যাদি। অন্য নিয়মটা হল গল্প বলার কায়দা অবলম্ব করা, তাতে করে পুলিসদের দেখানো হয় যেন ক্যাবলা আনাড়ি, শুঁকে-শুঁকে ভুলপথে চলেছে, এদিকে একজন দর্শনধারী নাগরিক তাদের কর্তব্য শিখিয়ে দিচ্ছে; নয়তো তাদের দেখানো হয় যেন রহস্যজনক ব্যক্তি, নকল দাড়ি পরে, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তারা হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে, চেঁচিয়ে ওঠে, 'আইনের নামে তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম!' অবিশ্যি আমার স্বীকার করতে কোনো আপত্তি নেই যে যদিও তেইশ বছর পুলিস অফিসারের কাজ করছি, তবু এই দুই জাতের পুলিসের একটাকেও কখনো চোখে দেখিনি।

অপরাধ এবং অপরাধী খোঁজের ওপর চলে। ও-সব হল চিরন্তন

নিয়মের মরশুমী ফুল, তবে খুব পোক্ত। অভূতপূর্ব পরিস্থিতি দেখলে অন্য লোকের মতো পুলিসের লোকরাও হতবুদ্ধি হয়ে যাব। মামুলী নিয়মে ব্যবসা চালালে, যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা যায় না। হোয়াইটলির দোকানে একটা পিন্ থেকে একটা হাতি পর্যন্ত সব পাওয়া যায়, কিন্তু একজন মহিলা গিয়ে যদি একজন কর্মীকে বলেন: আমি খাদ্যবিভাগে যাচ্ছি, আমার ছোট্ট ছেলেটাকে একটু ধরুন তাহলে ঐ কর্মী, ওখানকার ম্যানেজার, মায় গোটা দোকানটা একেবারে হিমশিম খেয়ে যাবে; কারণ সেখানে ছোট ছেলে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। আর ধরুন যদি ম্যাঞ্চেস্টারের একজন ব্যবসায়ী তার কাপড়ের গাঁটরি খুলেই দেখে, তার মধ্যিখানে একটা সাপ দিব্যি আরামে তাল পাকিয়ে রয়েছে, তাহলে সেও হিমশিম খেয়ে যাবে, কারণ ওদের প্রশিক্ষণের পাঠ্য-তালিকায় জীব-বিজ্ঞান ছিল না এবং ঐ প্রাণীটা একটা মস্ত কেঁচো, নাকি একটা অজগর সাপ, তাই লোকটা ভেবে উঠতে পারছিল না।"

ফলমাথের কথা শুনে কমিশনারের হাসি পেল।

তিনি বললেন, "তোমার দেখছি ভারি একটা রসবোধ আছে, এমন আশা করিনি। এর মধ্যে একটু নীতি-শিক্ষাও আছে—"

যা কিছু অপ্রত্যাশিত, তাতেই মানুষ হিমশিম খেয়ে যায়, তা সে রসিকতাই হক বা অপরাধই হক।" এই বলে ফলমাথ মনে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ নিয়ে বিদায়গ্রহণ করলেন। ঘরে গিয়ে দেখেন একজন বার্তাবহ ওঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

"একজন মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

লোকটা ওঁর হাতে এক টুকরো কাগজ দিল, তাতে যা লেখা ছিল সেটা পড়ে ফলমাথ বিস্ময়ে শিস্ দিয়ে উঠলেন।

"অপ্রত্যাশিত বলে অপ্রত্যাশিত! ওঁকে ওপরে নিয়ে এসো।" কাগজে লেখা ছিল, 'গ্রাৎসের মেয়ে।'

লিউইশ্যামের বাড়িতে ম্যানফ্রেড একা বসে ছিল, ঘেরাটোপ

দেওয়া প্রদীপালোকে তার মুখখানিকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। কাছেই, টেবিলে একটা বই পড়ে ছিল ; পাশের টুলে রুপোর কফির বাসনপত্র আর একটা শূন্য কফি-পেয়ালা। ম্যানফ্রেড ভাবছিল এই হল প্রতিক্রিয়া। এই অদ্ভুত মানুষটি স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে এমন কাজের ভার তুলে নিয়েছিল, যার শেষ নেই। লাল শতক-এর শক্তির অবসান ঘটানো মানে সমরাঙ্গণে এক যুদ্ধের শেষ হতে না হতেই আরেক যুদ্ধের সূচনা করা—দৈহিক দিক থেকে ম্যানফ্রেড বড় ক্লান্ত।

সেই দিন সকালে গনজ্যালেজ প্যারিস রওনা হয়ে গিয়েছিল। পোয়াকার দুপুরের ট্রেন ধরেছিল ; ম্যানফ্রেডের যাবার কথা তার পরের দিন।

গত সংঘর্ষের ফলে ওরা অবসন্ন, তিনজনেই। অর্থের দিক থেকে বলতে হবে অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অন্যান্য দায়িত্বের চাইতে এই দায়িত্বটি ওরা অনেক সহজেই বহন করতে পারত। ওরা এক সঙ্গে মিলিত হবার আগে গোটা পৃথিবী ঢুঁড়ে বেড়াতে হয়েছিল—গনজ্যালেজ, পোয়াকার আর সেই মানুষটি যে এখন বর্দোয় একটা পুষ্পাকীর্ণ সমাধির নিচে চিরনিদ্রায় অভিভূত।

মানবিক দিক থেকে দেখতে হলে, ওরা যেন পৌরোহিত্যের শপথ নিয়ে, জীবনের সব কাম-ক্রোধ জয় করে ফেলেছিল।

পরস্পরের কাছে ওরা ছিল যেন বইয়ের খোলা পাতা—পরস্পরের কাছে ওরা অন্তরের গভীরতম গোপন চিন্তাটিও প্রকাশ করত, এই ভরসায় যে অবশ্যই সহানুভূতি পাবে ; একই মহান চিন্তা দিয়ে ওদের সকলের জীবন নিয়ন্ত্রিত হত।

ওরা 'চার বিচারকে'র নামটাকে সভ্য-জগতে বিখ্যাত করে তুলেছিল, কেউ-কেউ বলত কুখ্যাত, যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গী। জনজীবনে আর মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ওরা একটা নব শক্তির মতো অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। পৃথিবীতে কত লোক আছে, যারা আইনের বাইরে বাস করে, অন্য মানুষের অশেষ দুঃখ ঘটায় ; বিকট সব মানুষ-

পিশাচ, নির্দোষ অসহায় মানুষদের দেহ মন শুষে খেয়ে নিজেরা ফুলে ওঠে ; বড়-বড় অর্থপতি, যারা ইচ্ছামতো আইনের আশ্রয় নেয়, কিম্বা প্রয়োজন হলে আইন অবজ্ঞা করে। এই সব লোকরা এবার একটা নতুন আইনের, একটা নতুন বিচারশালার আওতায় এসে পড়ল। সংশোধন উপেক্ষা করে কতকগুলো সংগঠন ক্রমে তৈরি হয়ে উঠেছিল ; কতকগুলো সংস্থা ছিল, আইন যাদের স্পর্শ করতে পারত না ; আরো কিছু দল ছিল যারা খুব ভালো করেই জেনে রেখেছিল কতদূর পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করা চলে।

ন্যায়ের নাম নিয়ে ঐ বিচারকরা ক্রতহস্তে, নিষ্কামভাবে, নির্মমভাবে আঘাত হানত। বড়-বড় প্রবঞ্চকরা, কোটনারা, যারা সাক্ষী ভাঙাত, জুরির লোকদের ঘুষ দিয়ে হাত করত—তারা সব মরে যেত।

শাস্তির কোনো বেশ-কম ছিল না ; প্রথম সতর্কবাণী, দ্বিতীয় সতর্কবাণী—তারপর মৃত্যু।

ওদের নামটা একটা প্রতীকের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে-নাম শুনলেই কুকাজ করতে গিয়ে দুষ্কৃতকারীদের হাত কাঁপত, সতর্কবাণী শুনলে ভয়ে তাদের প্রাণ উড়ে যেত ; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা শুধরে যেত। প্রাতরাশের সময় যারা টেবিলের ওপর একটা পাতলা ছাই রঙের খাম দেখতে পেত, তাদের অনেকেরি জীবন তখন থেকে ভালোর দিকে মোড় নিত ; কিন্তু এমন লোকও ছিল যারা তবু কুকর্ম থেকে বিরত হত না, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে তারা আইনের শরণ দিত, যে আইনের বাক্য ও মর্ম তারা উপেক্ষা করে চলত। এর পরিণাম ছিল নিশ্চিত ; একজন লোকও সেই পরিণামের হাত থেকে পার পেয়েছিল বলে শোনা যায়নি।

চার বিচারকের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে নানান্ জল্পনা-কল্পনা করবার পর, বিশ্বের পুলিস-বিভাগ দুটি বিষয়ে একমত হয়েছিল। প্রথম হল এই লোকগুলি নিশ্চয়ই অতিশয় ধনী—এবং বাস্তবিকই তাই। দ্বিতীয় কথা হল ওদের মধ্যে দুই-একজনের বৈজ্ঞানিক

পারদর্শিতা কিছু কম যায় না—সে-কথাও সত্যি। যে চতুর্থ ব্যক্তি সম্প্রতি ওদের দলে যোগ দিয়েছিল, তার সম্বন্ধেও পুলিস আরো ব্যাপকভাবে অনুমান করতে শুরু করেছিল। এই চতুর্থ লোকটি, তার সততা, তার হৃদয়-মনের মহান গুণাবলী, তার উৎসাহ, তার ভারসাম্য হারানোর প্রবৃত্তি ইত্যাদির কথা মনে করে ম্যানফ্রেড মৃদু হাসল। এই চতুর্থ লোকটি এখন আর ওদের দলে ছিল না; কাজ শেষ হতেই সে বিদায় নিয়েছিল—তা ছাড়া অন্য কারণও ছিল।

ম্যানফ্রেড নানান্ কথা এলোমেলোভাবে চিন্তা করছিল, এমন সময় চিমনির ওপরকার তাকের ঘড়িতে রাত দশটার সংকেত শোনা গেল। তখন ম্যানফ্রেড স্পিরিট-কেৎলী জ্বেলে আরেক পেয়ালা কফি তৈরি করল। এই কাজে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় দূরে একটা ঘণ্টার মৃদু টিং-টিং শোনা গেল, তার পরেই একটা দরজা খুলল। তারপর কণ্ঠস্বরের মৃদু গুঞ্জন, সিঁড়িতে দুজনার পদশব্দ। এ সময় কোনো অতিথির আগমন ম্যানফ্রেড আশা করত না, কিন্তু দিন, রাতের যে-কোনো সময় সে অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত থাকত।

দরজায় টোকা পড়তেই ম্যানফ্রেড বলল, "ভিতরে এসো।" ওর বাড়ির হাউস-কীপারের কুণ্ঠিত করাঘাত ও চিনত।

"একজন মহিলা—একজন বিদেশী মহিলা দেখা করতে এসেছেন।"

শিষ্টাচার রক্ষা করে ম্যানফ্রেড বলল, "তাঁকে ভিতরে নিয়ে এসো।"

সে যখন ভিতরে এল, ম্যানফ্রেড কেৎলী নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মুখ তুলে দেখলও না, তার পরিচয়ও জানতে চাইল না। হাউস-কীপার দোরগোড়ায় মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে, ওদের দুজনকে ছেড়ে, বেরিয়ে চলে গেল।

ম্যানফ্রেড বলল, "আমাকে এক মিনিটের জন্য মাপ কর। বস।"

অকম্পিত হাতে কফি ঢেলে, ডেস্কের কাছে গিয়ে, কয়েকটা চিঠিপত্র বেছে নিয়ে, চিমনির আগুনে ফেলে দিল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেগুলোকে পুড়ে ছাই হতে দেখে, ওর দিকে মুখ তুলে চাইল।

ওর আহ্বান না শুনে মেয়েটি তখনো দাঁড়িয়ে ছিল।

ম্যানফ্রেড আবার বলল, "তুমি বসবে না?"

সংক্ষেপে সে বলল, "দাঁড়িয়ে থাকতেই চাই।"

"তাহলে তুমি আমার মতো ক্লান্ত হওনি।" এই বলে ম্যানফ্রেড চেয়ারের গদীতে আরাম করে ঠেস দিয়ে বসল।

মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না; কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলল না।

ম্যানফ্রেড জিজ্ঞাসা করল, "গ্রাৎসের মেয়ে কি ভুলে গেছে যে সে একজন বক্তা?" বলেই মনে হল ওর চোখে যেন কিসের গভীর আকুতি; কণ্ঠস্বর বদলে ম্যানফ্রেড কোমলকণ্ঠে বলল, "বস, মারিয়া।" ওর গণ্ডদেশ রক্তিম হয়ে উঠল, ম্যানফ্রেড তার তাৎপর্য বুঝল না।

তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে বলল, "না, না। আমি এখন পরিহাস করছি না। অন্য সকলের সঙ্গে তুমি চলে যাওনি কেন, মারিয়া?"

সে বলল, "আমার কাজ আছে।"

ক্লান্ত ভঙ্গীতে দু-হাত ছড়িয়ে ম্যানফ্রেড বলল, "কাজ, কাজ, কাজ! কাজ কি শেষ হয়ে যায়নি? তোমাদের এই কাজের কি সমাপ্তি ঘটেনি?"

মারিয়া বলল, "এই হল বলে।" বলে অদ্ভুতভাবে ওর দিকে চেয়ে রইল।

ম্যানফ্রেড আদেশের সুরে বলল, "বস তুমি।" সব চাইতে কাছের চেয়ারে বসে পড়ে, মারিয়া ওকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, "তুমি কি?" প্রশ্নটাতে অসহিষ্ণুতার আভাস। "কে তোমাকে প্রভুত্ব করবার অধিকার দিয়েছে?"

ম্যানফ্রেড হাসল। "আমি কি?—আমি শুধু একটা মানুষ, মারিয়া। প্রভুত্ব করার অধিকার? তুমি তা বলতে যা বোঝ, সে আমাকে কেউ দেয়নি।"

মুহূর্তের জন্য মারিয়া ভাবিত হয়ে পড়ল।

"আমি কেন এসেছি তা তো জানতে চাইলে না।"

"আমি নিজেকেও সে-কথা জিজ্ঞাসা করিনি—তবু আমাদের যে আবার সাক্ষাৎ হবে, সেটাই স্বাভাবিক— তারপর ছাড়াছাড়ি হবে।"

"ওরা তোমাকে কি বলে ডাকে—তোমার বন্ধুরা?" প্রশ্নটা হঠাৎ করল মারিয়া। "ওরা বুঝি বলে 'ঐ দাড়িওয়ালা লোকটা,' নাকি 'লম্বা লোকটা,' কোনো ধাত্রী তোমাকে লালন-পালন করেছে কখনো? নাম ধরে ডেকেছে?"

মুহূর্তের জন্য ম্যানফ্রেডের মুখে কিসের ছায়া দেখা গেল। তারপর শান্তকণ্ঠে সে বলল, "হ্যাঁ, ডেকেছে। তোমাকে তো বলেইছি আমি একটা মানুষ, পিশাচও নই, অর্ধ-দেবতাও নই, সমুদ্রের ফেনা দিয়েও তৈরি হইনি, ডাইনীদের হাঁড়িতেও নয়। আমার মা-বাবাও মানুষ ছিলেন—লোকে আমাকে জর্জ ম্যানফ্রেড বলে ডাকে।"

"জর্জ।" নামটা আরেকবার উচ্চারণ করল মারিয়া যেন পাঠ নিচ্ছে। "জর্জ ম্যানফ্রেড।" অনেকক্ষণ সুগভীর দৃষ্টি দিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল মারিয়া, তারপর ভ্রূকুটি করল।

"কিসের জন্য তোমার এ অসন্তোষ?" জানতে চাইল ম্যানফ্রেড।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল মারিয়া, "কিছু না। শুধু আমি—ঠিক বুঝতে পারছি না—তোমাকে অন্যরকম লাগছে—"

"যেমন আশা করেছিলে তেমন নই?" মাথা নিচু করল মারিয়া। ভেবেছিলে উল্লাস করব? নাকি সাফাই গাইব?" আবার মারিয়া মাথা নাড়ল।

ম্যানফ্রেড বলল, "না, না, ও-সমস্ত চুকে-বুকে গেছে। বিজয়ের পিছন পিছন আমি ছুটে বেড়াই না। তোমার বন্ধুদের শক্তি চূর্ণ

হয়েছে, তাতেই আমি খুশি। ওদের পরাজয়ের গ্লানি থেকে আমি তোমাকে আলাদা করে দিখি।"

বিদ্রোহীর মতো মারিয়া বলল, "ওদের চাইতে আমি ভালোও নই, মন্দও নই।"

গম্ভীর মুখে ম্যানফ্রেড বলল, "তোমার উন্মাদনা কেটে গেলে, তুমি ওদের চাইতে ভালো হবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে নৈরাজ্যবাদের সর্বনাশা আত্মবলিদানের জন্য তুমি তৈরি হওনি।"

সামনে ঝুঁকে ম্যানফ্রেড ওর একটা নিষ্প্রাণ হাত তুলে নিয়ে, নিজের দুহাতে ধরল।

কোমলকণ্ঠে বলল, "এ কাজ ছেড়ে দাও, বাছা। অতীতের দুঃস্বপ্নের কথা ভুলে যাও—মন থেকে দূর করে দাও, তাহলে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে 'লাল শতক' বলে কোনো কালেও কিছু ছিল না।"

হাত সরাল না মারিয়া, নিজের চোখের জল সংবরণ করার চেষ্টাও করল না।

"মারিয়া—" কি কোমল কণ্ঠ ওর—"তোমার মায়ের কথা মনে কর—কখনো ভেবে দেখেছ তোমার সেই খুদে প্রাণের কত দাম ছিল তাঁর কাছে—তোমার জন্য কত তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, কত চিন্তা, কত বেদনা—কিসের জন্য সে-সব ? তিনি কি ভগবানের কাছে তোমার শক্তি স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করতেন—শুধু এই উদ্দেশ্যে যে সে-সব আশীর্বাদ এই সুন্দর পৃথিবীতে একটা অভিশাপের মতো কাজ করবে ?"

কোমল পিতৃস্নেহে মারিয়াকে কাছে টেনে আনল ম্যানফ্রেড, ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মারিয়া, ওর বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে, এক হাত ওর মাথার চুলে বুলিয়ে দিতে লাগল ম্যানফ্রেড।

কেঁদে বলল মারিয়া, "আমি একটা পাপিষ্ঠা, আমার পাপের শেষ নেই।"

করুণভাবে ম্যানফ্রেড বলল, "আহা চুপ কর।" তবু পাগলের মতো কেঁদে উঠল মারিয়া, এমন ভাবে ম্যানফ্রেডকে আঁকড়ে ধরল, যেন তার বড় ভয় ম্যানফ্রেড বুঝি তাকে ছেড়ে চলে যাবে।

ছোট ছেলে ভয় পেলে তার সঙ্গে যে-ভাবে কথা বলে লোকে, ম্যানফ্রেড সেইভাবে কখনো মৃদু তিরস্কার করে, কখনো কোমল পরিহাস করে, ওকে শান্ত করে আনল, অবশেষে অশ্রুসিক্ত মুখখানি ওর দিকে তুলে চেয়ে দেখল মারিয়া।

বলল, "শোন। আমি যদি আমার জন্য তোমাকে একটা কাজ করতে বলি, যদি অনুনয় করি, করবে তুমি?"

মৃদু হেসে ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল ম্যানফ্রেড।

মারিয়া বলল, "তুমি অনেক কিছু করেছ—তুমি মানুষ মেরেছ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমাকে বলতে দাও—আমি জানি এতে তুমি ব্যথা পাবে—তবু আমার কথা শেষ করতে দাও।"

ম্যানফ্রেড সহজভাবে বলল, "হ্যাঁ, আমি মানুষ মেরেছি।"

"মারবার সময়, তোমার কি—তোমার কি তাদের জন্য অনুকম্পা হয়েছে?" ম্যানফ্রেড মাথা নাড়ল।

মারিয়া বলেই চলল, ওর ব্যাকুলতা দেখে ম্যানফ্রেড দুঃখিত হল, "তবুও তোমার অনুকম্পা হত যদি তোমার এ-কথা মনে হত যে দেহে মেরে তার আত্মাকে রক্ষা করছ।"

ম্যানফ্রেড পুনরায় মাথা নাড়ল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই।" ফিসফিস করে বলল মারিয়া, আরো কি বলার চেষ্টা করল। দু-বার কথাগুলো উচ্চারণ করবার চেষ্টা করল, দু-বারই ব্যর্থ হল।

শেষে চাপা গলায় বলল, "আমাকে মেরে ফেল। আমি তোমাকে পুলিসের কাছে ধরিয়ে দিয়েছি।"

তবু ম্যানফ্রেড নড়ল-চড়ল না, বড় চেয়ারটাতে চুপ করে বসে রইল, যেন শরীরের প্রত্যেকটি পেশী আয়েসে ডুবে আছে।

হিংস্রভাবে মারিয়া বলে চলল, "শুনতে পাচ্ছ? তোমার প্রতি

বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, কারণ তোমাকে আমি ভালোবাসি—কিন্তু আমি—আমি জানতাম না—আমি একটুও জানতাম না।"

ম্যানফ্রেডের চোখে গভীর বেদনা ফুটে উঠতে দেখে মারিয়া বুঝতে পারল ওর কথায় তার কত বড় আঘাত লেগেছে। কেমন করে মারিয়া উপলব্ধি করল বিশ্বাসঘাতকতার কথাটাতে ম্যানফ্রেড ব্যথিত হয়নি।

ফিসফিস করে মারিয়া বলল, "মনে মনেও কখনো এ-কথা বলিনি—গোপনতম চিন্তায়ও কখনো ভাবিনি—কিন্তু ঐ কথাটা অহরহ আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে ছিল, শুধু প্রকাশের অপেক্ষায়—এখন আমি সুখী হলাম, যদিও তুমি মারা যাবে আর আমি যতদিন বেঁচে থাকব সারাজীবন মর্মন্তুদ বেদনায় কাটাব। কথাটা তোমাকে বলে সুখী হয়েছি, এত সুখী যে আমি কখনো হতে পারি, তা আমি ভাবিওনি।

"আমি—আমি ভাবতাম কেন কেবলি তোমার কথা মনে পড়ে, কেন তোমার বিষয়ে ভাবি, কেন রোজ আমার স্বপ্নে তুমি বিচরণ কর। মনে করতাম তোমাকে বুঝি দেখতে পারি না, তোমাকে হত্যা করতে চাই, তাই অমন হয়। কিন্তু এখন বুঝেছি। কিছু বলবে না? বুঝতে পারছ না, প্রিয়তম? আমি তোমাকে পুলিসের কাছে ধরিয়ে দিয়েছি, কারণ—হায় ভগবান! কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

সামনে ঝুঁকে ম্যানফ্রেড দু হাত বাড়িয়ে দিল, মারিয়া ওর বক্ষে এল।

নিচু গলায় ম্যানফ্রেড বলল, মারিয়া চেয়ে দেখল, ওর মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেছে, "মারিয়া, এ কেমন অবস্থায় পড়েছি আমরা, এখানে কি তোমার আমার মুখে ভালোবাসার কথা চলে? এ-সব ভুলে যেও। এই মুহূর্তটিতে তোমার দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠ।"

তখন ম্যানফ্রেডের আসন্ন সঙ্কট ছাড়া আর সব চিন্তা মারিয়ার মন থেকে বিদায় নিল।

কাতরকণ্ঠে মারিয়া বলল, "ওরা নিচে অপেক্ষা করছে। আমি ওদের নিয়ে এসেছি, পথ দেখিয়ে এনেছি।"

ওর মুখের দিকে চেয়ে ম্যানফ্রেড মৃদু হাসল।

বলল, "আমি জানতাম।"

অবিশ্বাসের সঙ্গে মারিয়া চেয়ে রইল।

ধীরে-ধীরে বলল, "তুমি জানতে?"

চিমনিতে পোড়া কাগজের স্তূপ দেখিয়ে ম্যানফ্রেড বলল, "হ্যাঁ—তুমি যেই এলে—আমি বুঝলাম।"

জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল ম্যানফ্রেড। যা দেখল তাতে সন্তোষ বোধ করল।

মারিয়া মেঝের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। ওর কাছে ফিরে এসে, ম্যানফ্রেড ওকে তুলে ধরল।

উঠে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল মারিয়া, কিন্তু ম্যানফ্রেড ওকে ধরে রইল। কান পেতে শুনছিল ম্যানফ্রেড, একতলার দরজা খোলার শব্দ হল।

আবার ম্যানফ্রেড বলল, "আমার কথা ভেবো না।" অসহায়-ভাবে মাথা নাড়ল মারিয়া, ওর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। ওকে চুমো খেয়ে, শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্যানফ্রেড বলল, "ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন, তোমার সহায় হোন।"

তারপর ফিরে ফলমাথের মুখোমুখি দাঁড়াল। মেয়েটির দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে ফলমাথ বললেন, "জর্জ ম্যানফ্রেড?"

শান্তকণ্ঠে ম্যানফ্রেড বলল, "ঐ আমার নাম। আপনি ইন্‌স্পেক্টর ফলমাথ।"

ওকে শুধরে দিলেন ফলমাথ, "সুপারিন্‌টেডেনণ্ট।"

"আমি দুঃখিত।"

ফলমাথ বললেন, "'চার বিচারক' বলে খ্যাত সমিতির সদস্য হওয়ার অপরাধের সন্দেহে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম। আপনি নিম্নলিখিত অপরাধের সঙ্গে জড়িত……।"

ম্যানফ্রেড অমায়িকভাবে বলল, "ফিরিস্তিটা মাপ করলাম।" এই বলে দু-হাত বাড়িয়ে দিল এবং জীবনে এই প্রথম মণিবন্ধে শীতল ইস্পাতের স্পর্শ অনুভব করল।

যে লোকটি হাত-কড়া পরাল, সেই বরং ঘাবড়ে গিয়ে হাতকড়া লাগাতে গোলমাল করছিল। সেদিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে, ম্যানফ্রেড হাত তুলে ধরল।

তারপর ওরা ওকে ঘিরে ফেলল। তখন মেয়েটির দিকে একটু-খানি ফিরে ম্যানফ্রেড মৃদু হাসল।

কোমলকণ্ঠে বলল, "কে জানে আমাদের দুজনার কপালে কত দিন লেখা আছে!"

পর ওরা ওকে নিয়ে গেল।

৮ ॥ ওয়াণ্ডস ওয়ার্থ জেলে ॥

সাংবাদিক হিসাবে চার্লস গ্যারেট ভারি গুণী ছিল। স্থানীয় একটা জলসা সম্বন্ধে শেষ লাইনটি তার লেখা হয়ে গিয়েছিল, কপির মোটা গোছা আপাতত: প্রধান সাব-এডিটরের ডেস্কের ওপর রাখা ছিল—এক-এক ফোলিওতে চার্লস মোটের ওপর ছয়টি কথা লিখত, আধ-কলম লিখলে মনে হত বুঝি কোনো তিন খণ্ডের উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি।

কে কোথায় আছে দেখবার জন্য, এ-অফিস থেকে ও-অফিসের নীরবতার মধ্যে ঘুরে, হাতে বর্ষাতি ঝুলিয়ে, সবার শেষে চার্লস বাঙ্ময় টেপ-মেশিনের সামনে এসে দাঁড়াল। এই যন্ত্রটির আধার যে কাচের বাক্স, তার মধ্যে তাকিয়ে টেহেরান থেকে প্রাপ্ত একটা সংবাদ শুনে তার কৌতূহল হল।

"...শীঘ্রই। প্রধান উজীর এক্সচেঞ্জের বার্তা সংগ্রহকারককে

জানিয়েছেন যে লাইন প্রস্তুতি-কর্ম ত্বরান্বিত করা হবে।'

তারপর টেপের তোৎলামি বন্ধ হয়ে, খানিকটা উত্তেজিত গুঞ্জন শোনা গেল, তারপরেই কতকগুলি সংক্ষিপ্ত আওয়াজের মধ্যে দিয়ে অসম্পূর্ণ সংবাদ অবলুপ্ত হল।

তারপর "…'চার বিচারকে'র নেতা আজ রাতে লণ্ডনে গ্রেপ্তার হয়েছে।" এইটুকু শুনেই চার্লস হুড়মুড় করে সম্পাদক মহাশয়ের ঘরের দিকে ছুটল।

বিনা বাক্যব্যয়ে দরজা ঠেলে খুলে, যন্ত্রের মুখে শোনা বার্তাটুকুর পুনরাবৃত্তি করল।

ছাই রঙের বড়কর্তা শান্তভাবে সংবাদটা শুনলেন; তার পরবর্তী পাঁচ মিনিট ধরে তিনি যে-সব আদেশ জারি করলেন, তাতে বিশ-ত্রিশজন নির্দোষ ব্যক্তি বিশেষ অসুবিধায় পড়ে গেল।

'চার বিচারকে'র কাহিনী-রচনা সংবাদপত্রের একেবারে নিচু ধাপ থেকে শুরু হয়ে গেল।

"এই ছোকরা! গোটা ছয় ট্যাক্সি ডেকে আন্ শীগ্‌গির…পয়ণ্টার, সাংবাদিকদের টেলিফোন করে ডাক,…দেখতো ল্যাম্‌স্ ক্লাবকে ফোনে ধরতে পার কি না, খোঁজ নাও সেখানে ও-মাহোনি কিম্বা আমাদের চালাক ছোকরাদের কেউ আছে কিনা…গ্যালারিতে 'চার বিচারক' সম্বন্ধে পাঁচ কলম জমা আছে, মিঃ শর্ট, সেগুলো সংগ্রহ করুন…ছবির কি হবে? হুঁম্‌ম্‌…আচ্ছা ম্যাসোনিকে একটা তার পাঠাও, ও যদি থানায় গিয়ে এমন কোনো পুলিসকে পাকড়াতে পারে, যে ওকে একটা ছবি এঁকে ফেলার মতো তথ্য যোগাতে পারে…তুমি যাও, চার্লস, কাহিনীটা সংগ্রহ করে আন!"

ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটোছুটির চিহ্ন দেখে গেল না; যেন একটা আধুনিক যুদ্ধ জাহাজের ব্যাপারে সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে "নিচের ডেক খালি কর, যুদ্ধ শুরু হবে।" সংবাদটা কাগজে নামাবার পক্ষে দু ঘণ্টাই যথেষ্ট, ছুড়ো দেবার কোনো দরকারই ছিল না।

আরো পরে, যেমন ঘড়ির নির্মম দুই কাঁটা ঘুরে চলল, বিশাল

সংবাদ-পত্রের কার্যালয়ের সামনে ট্যাক্সির পর ট্যাক্সি এসে থামতে লাগল আর সেগুলোর মধ্যে থেকে তৎপর যুবকের দল সত্যি-সত্যি ঝাঁপিয়ে পড়ে, কার্যালয়ের ভিতরে ঢুকে যেতে লাগল। তার চেয়েও পরে, চাপা উত্তেজনায় পূর্ণ হয়ে লিনোটাইপের কী-বোর্ডের সামনে অপেক্ষমান অপারেটরদের কাছে চার্লস গ্যারেট এল, এক হাতে এক রীম পাতলা কপি-কাগজ নিয়ে এবং অন্য হাতে ভোঁতা পেন্সিল দিয়ে অভাবনীয় সব কাণ্ড করতে-করতে।

অন্যান্য সহ-সংবাদপত্রের মধ্যে 'মেগাফোনে'র পৃষ্ঠাগুলো উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'মার্কুরি'র সংবাদ-সম্পাদকের বিষময় অভিমতে "মেগাফোনের পাতাগুলো ঘোড়-দৌড়ের মাঠের বুকমেকারদের পরনের ওয়েস্ট-কোটের উগ্র চৌখুপি নক্সার মতো যেন চীৎকার করছে!"

কিন্তু ঐ মেগাফোনই জনসাধারণের কৌতূহলের আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছিল; গ্রেনিচ পুলিস কোর্টের বাইরে সমবেত বিশাল জনতার জন্যেও মেগাফোন দায়ী; স্থানাভাবে সেই জনতা ঐ জায়গা থেকে উপচে পড়ে ব্ল্যাক্‌হীথ্ হিলের পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল; কোর্টে ম্যানফ্রেডের প্রথম জবানী নেওয়া হচ্ছিল।

অতিশয় কাঠখোট্টাভাবে বিশ্বের সামনে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল: "জর্জ ম্যানফ্রেড, বয়স ৩৯, বেকার, নিবাস হিল্ ক্রেস্ট লজ্, সেণ্ট জন্‌স্।"

ইস্পাতের রেলিংঘেরা ডেস্কে ওর চেহারাটি দেখবার মতো হয়েছিল। বসবার জন্য ওকে একটা চেয়ার দেওয়া হয়েছিল, খুব অল্প বন্দীর জন্যই এত সতর্ক প্রহরার বন্দোবস্ত থাকত। ওকে রাখার জন্য একটা বিশেষ সেলের ব্যবস্থা হয়েছিল; ওর ওপর চোখ রাখার জন্য বাড়তি পাহারাদার মজুত করা হয়েছিল। ফলমাথ কোনো অঘটনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

ম্যানফ্রেডের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ আনা হয়েছিল তার সঙ্গে কোনো সুপরিচিত ঘটনার সম্বন্ধ ছিল না। বহু বছর আগে,

স্যামুয়েল লিপ্স্কি বলে একজন কুখ্যাত ব্যবসাদারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তার দেহে সেই মামুলী বিজ্ঞপ্তি আটকানো ছিল যে, তাকে 'চার বিচারক' দণ্ড দিয়েছে। লোকটা খুব কম বেতনে বহু গরীব লোককে খাটিয়ে মারত।

সেই ঘটনা অবলম্বন করে ট্রেজারি তার অভিযোগ খাড়া করেছিল। কেস্‌টাকে সযত্নে এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রস্তুত করে, 'চার বিচারকে'র যে-কোনো একজন কবে ধরা পড়বে, এই আশাতে জমা করে রাখা হয়েছিল।

ম্যানফ্রেডের বিচারের বিষয়ে হাজার-হাজার বিজ্ঞপ্তির কাটিং পড়ে, আমি এই দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম যে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিচারের বিবরণীতে যে-সব চমক-লাগানো তথ্য প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, তার কোনো কিছুই ছিল না।

পুলিস কোর্টের সাক্ষীদের জবানীর সারমর্ম দিয়ে এই ধরনের একটা সংলাপ রচনা করা যেত :

জনৈক পুলিসের লোক : আমি মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিলাম।

ইন্‌স্পেক্টর : আমি লেবেলটা পড়েছিলাম।

ডাক্তার : আমি লোকটাকে মৃত প্রতিপন্ন করেছিলাম।

জনৈক সাক্ষী : আমি ওকে চিনতাম।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

ম্যানফ্রেড নিজেকে দোষী বা নির্দোষ কিছু বলেই স্বীকার করল না।

পুলিস আদালতের শুনানির সময় মাত্র একবারই সে কথা বলেছিল, যখন তাকে ঐ মামুলী প্রশ্নটি করা হয়েছিল। তখন স্পষ্ট কণ্ঠে সে বলেছিল, "আমার বিচারের সাফল্য আমি মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত আছি, কাজেই আমি নিজেকে দোষীই বলি আর নির্দোষই বলি, তাতে কিছু এসে যায় না।"

ম্যাজিস্ট্রেট বললে, "আমি তোমার সওয়ালে লিখছি নির্দোষ।"

ম্যানফ্রেড 'বাও' করে বলেছিল, "হুজুরের যেমন ইচ্ছা।"

সাতই জুন বিধিমতে তার বিচারের আদেশ হয়েছিল। হাজত থেকে ওকে নিয়ে যাবার আগে ফলমাথ ওর সঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

এই লোকটির প্রতি নিজের মনোভাব যদি বিশ্লেষণ করতে হত, ফলমাথ মুশকিলে পড়ে যেতেন। নিজেই সঠিক বুঝতে পারছিলেন না এই দুর্বৃত্তনেতা তাঁর হাতে ভাগ্যক্রমে বন্দী হয়েছে বলে তিনি খুশি হয়েছেন, না দুঃখিত হয়েছেন।

ম্যানফ্রেডের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অধস্তন ব্যক্তি তার উপরওয়ালার সঙ্গে যেমন করে থাকে। এ ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা তাঁর পক্ষে সব চাইতে কঠিন হত।

ফলমাথ এসে সেলের দরজা খুলতেই দেখা গেল ম্যানফ্রেড কি যেন পড়ছে। মুখে প্রফুল্ল হাসি নিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে অতিথিকে অভিবাদন করেছিল।

হাল্কাভাবে বলেছিল, "এবার তা হলে নাটকের দ্বিতীয় এবং অধিক গুরুতর অঙ্কে পৌছনো গেল, কি বলেন, মিঃ ফলমাথ ?"

ফলমাথ খোলাখুলি বললেন, "সেজন্য আমি খুশি কি দুঃখিত তাই বুঝতে পারছি না।"

ম্যানফ্রেডের মুখে জিজ্ঞাসু হাসি। "সে কি! আপনার তো খুশি হওয়া উচিত, যেহেতু আপনি প্রতিপন্ন করেছেন..."

শুষ্ককণ্ঠে ফলমাথ বললেন, "ও-সব কথা জানি ; অন্য দিকটাকে আমার অসহ্য লাগছে।"

"অর্থাৎ কি না— ?"

ম্যানফ্রেড প্রশ্নটাকে শেষ করল না।

"তাই—এ যে ফাঁসির কেস, মিঃ ম্যানফ্রেড। দেশের জন্য আপনি যা করেছেন, তারপর এ যে অসহ্য।"

পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে ম্যানফ্রেড অবাধে হেসে উঠল।

স্পষ্টবক্তা গোয়েন্দা বললেন, "হাসবার কিছু নেই এতে।

আপনার সমূহ সংকট। স্বরাষ্ট্র সচিব হলেন র‍্যামনের আত্মীয়। তিনি 'চার বিচারকে'র নাম শুনলে চটে যান।"

শান্তকণ্ঠে ম্যানফ্রেড বলল, "তবু আমার হাসবার কারণ আছে। আমি পালিয়ে যাব।"

কঠিনস্বরে ফলমাথ বললেন, "ও, তাই বুঝি? আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

হাজত থেকে কয়েদ-গাড়ির দূরত্ব মাত্র বারো গজের মতো, তার মধ্যে পালানোর কথা ওঠে না। দু-পাশে দুই প্রহরীর সঙ্গে ওকে হাতকড়া দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, দু-ধারে দু-সারি পুলিসের লোকের মাঝখান দিয়ে ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেন পুলিসের বীথিকার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি থেকেও পালানো অসম্ভব ছিল, চারধারে খোলা তলোয়ার হাতে ঘোড়শোয়ার-রক্ষীদের ব্যূহ। ওয়াণ্ডস্ওয়ার্থ জেলের বিষণ্ণতাময় প্রবেশপথ থেকেও কেউ পালাতে পারত না। সেখান থেকে উর্দি-পরা প্রহরীরা নীরবে ওকে ওর নির্দিষ্ট 'সেলে' নিয়ে গিয়েছিল। সেলের দরজায় তিনটি তালা।

রাতে একবার প্রহরী বদলের সময় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তাতেও ম্যানফ্রেডের মজা লেগেছিল।

ম্যানফ্রেড যতদিন বিচারের অপেক্ষায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে জেলে পচছিল, ওর তখনকার জীবনকাহিনী লিখতে গেলে একটা মোটা বই হয়ে যেত। কেউ-কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে আসত। সে বিষয়ে জেলের সাধারণ নিয়ম অনেকখানি শিথিল করে দেওয়া হয়েছিল। ফলমাথের আশা ছিল এ ভাবে অন্যদেরও ধরতে পারবেন। উদারতা দেখিয়ে ম্যানফ্রেডের কাছে সে আশা প্রকাশও করেছিলেন।

ম্যানফ্রেড বলেছিল, "সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, ওরা কেউ আসবে না।"

ফলমাথ সে-কথা বিশ্বাস করেছিলেন।

মৃদু হেসে বলেছিলেন, "আপনি যদি একজন সাধারণ অপরাধী

হতেন, মিঃ ম্যানফ্রেড, আমি ইঙ্গিতে আপনাকে রাজসাক্ষী হয়ে যেতে বলতাম। কিন্তু সে-ভাবে আপনাকে অপমান করব না।"

ম্যানফ্রেডের উত্তর শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়েছিলেন। অতিশয় সারল্যের সঙ্গে সে বলেছিল, "সে তো নিশ্চয়ই নয়। ওদের ধরলে, আমার পালানোর ব্যবস্থা কে করবে?"

গ্রাৎসের মেয়ে দেখা করতে আসেনি, এবং সেজন্য ম্যানফ্রেড খুশি ছিল।

কারাধ্যক্ষ রোজ দেখা করতে আসতেন, ভারি চমৎকার অমায়িক লোকটি। দুজনারই দেখা দেশ-বিদেশের গল্প হত, দুজনার সামনে চেনা মানান্ লোকের কথা হত, নিষিদ্ধ বিষয় দুজনেই নীরবে এড়িয়ে যেত। শুধু—

একদিন বিদায় নেবার সময়ে অধ্যক্ষ বললেন, "শুনেছি আপনি নাকি পালিয়ে যাবেন?" লম্বা চওড়া মানুষটা, এক সময় গোলন্দাজ নৌ-সেনার মেজর ছিলেন, বেঁচে থাকা ব্যাপারটাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। কাজেই ঐ পরিকল্পিত পলায়নের কথাটাকে তিনি ফলমাথের মতো একটা বেয়াড়া পরিহাস বলে উড়িয়ে দিতেন না।

উত্তরে ম্যানফ্রেড বলেছিল, "হ্যাঁ।"

"এখান থেকেই নাকি?"

ম্যানফ্রেড গম্ভীরভাবে মাথা নেড়েছিল। তারপর অতি প্রশংসনীয় গুরুত্বের সঙ্গে বলেছিল, "খুঁটিনাটিগুলো এখনো স্থির হয়নি।"

অধ্যক্ষ ভুরু কুঁচকেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, "আমার মনে হয় না আপনি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন—ঠাট্টার পক্ষে ব্যাপারটা বিশ্রী রকম গুরুত্বপূর্ণ—কিন্তু সত্যিই যদি এখান থেকে পালান, আমাকে বড়ই বিপদে পড়তে হবে।" এই যে লোকটি এত হাল্কাভাবে ওঁর সঙ্গে জেল-ভাঙার গল্প করছে, এর কথায় ওঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

ম্যানফ্রেড বলল, "সে তো বুঝতেই পারছি, কাজেই এমনভাবে

বন্দোবস্ত করব, যাতে দোষটা সকলের ওপর সমানভাবে পড়ে।”

সেল্ থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ও অধ্যক্ষ চিন্তিতভাবে ভ্রূকুটি করেছিলেন। কয়েক মিনিট পরেই আবার ফিরে এসে বলেছিলেন, "ভালো কথা, আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে পাদ্রী একবার দেখা করতে আসবেন। ছেলেমানুষ, বড় ভালো লোক, ওকে যে বেশি নাস্তা নাবুদ করবেন না সে-কথা বলাই বাহুল্য।”

উভয়ই যেন কতই না অবিশ্বাসী বিধর্মী, এইরকম একটা ভাব দেখিয়ে, অবশেষে তিনি বিদায় নিলেন।

ম্যানফ্রেড মনে-মনে ভাবল, "লোকটা ভারি ভদ্রলোক।”

পাদ্রী এসে মনে ভয়-ভাবনা নিয়ে, কথাটা পাড়বার একটা সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। মামুলী অভিবাদনের পর, প্রসঙ্গক্রমে নানান্ তুচ্ছ কথার ফাঁকে একটা প্রশ্ন করার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

তাঁর কুণ্ঠা দেখে ম্যানফ্রেড তাঁকে সে সুযোগ দিল এবং তরুণ পাদ্রী যতক্ষণ সততার সঙ্গে অন্তরের কথা বলে যেতে লাগলেন, সেও মন দিয়ে শুনে গেল।

কিছুক্ষণ পরে, বন্দী বলল, "ন্-না, মিঃ সামার্স, এ-বিষয়ে আপনার আমার মতের খুব বেশি পার্থক্য নেই, অর্থাৎ যদি ধর্ম-পরায়ণতা ও ভগবানের মঙ্গল বিধানে আস্থা রাখা সব কথার মূল কথা হয়ে থাকে। তবে আমি আজকাল এমন একটা স্তরে পৌঁছেছি, যখন নিজের অন্তরের বিশ্বাসগুলোকে কোনো একটা বিশেষ ধর্মের লেবেল লাগাতে, কিম্বা অন্তরের অন্তরতম বিশ্বাসগুলোর অসীম পরিধিকে কতকগুলো কথার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলতে মন রাজি হয় না। আমি জানি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন এবং বিশ্বাস করবেন যে আপনার মনে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে এ-কথা বলছি না, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এমন একটা স্থানে উপনীত হয়েছি যেখানে বাইরের কোনো প্রভাবই আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। নিজের জীবন এবং জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে আদর্শগুলি আমি তৈরি করেছি, সেগুলিকেই রক্ষা করে চলতে চাই।”

ম্যানফ্রেড এর পর আরো বলল, "তা ছাড়া আর-একটা এবং আরো স্থূল কারণও আছে, যে-জন্য আপনার কিম্বা অন্য কোনো পাদ্রীর মূল্যবান সময় আমি বৃথা নষ্ট করতে চাই না—আমার মরবার কোনো মতলব নেই।"

এই নিয়েই তরুণ ধর্মগুরুকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই ম্যানফ্রেডের দেখা হত, তখন তাঁরা নানান্ বই, ব্যক্তি ও অদ্ভুত সব ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

বন্দীশালার প্রহরী ও অন্যান্য যারা কাছাকাছি থাকত, ম্যানফ্রেডকে দেখে তাদের বিস্ময়ের অবধি থাকত না। জেল-ভাঙার পরিকল্পনা সম্বন্ধে নানা কথা বলে সে তাদের বিরক্তি ধরিয়ে দিত না। তবু যা বলত যা করত, সব কিছুর মূলেই যেন ঐ একটি বিশ্বাসই ছিল—আমি পালিয়ে যাব।

কেউ যাতে ওকে উদ্ধার করতে না পারে, সে বিষয়ে অধ্যক্ষ যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। অতিরিক্ত প্রহরীর জন্য আবেদন করে, সে-ব্যবস্থাও করেছিলেন। একদিন বেড়াবার সময় প্রহরীদের মধ্যে অপরিচিত মুখ দেখে ম্যানফ্রেড অধ্যক্ষকে বড় বেশি ভীত হবার অনুযোগ করল।

মেজর বললেন,"তা সত্যি। দ্বিগুণ প্রহরী রেখেছি। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করেছি, আর কিছু না—মানুষের ওপর যতটুকু বিশ্বাস বাকি থাকে তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে হয়। আপনি বলেছেন আপনি পালিয়ে যাবেন—আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি।" তারপর একটু ভেবে বললেন, "আপনাকে আমি নজর করে দেখেছি।"

"তাই নাকি?"

হাত নেড়ে জেলের পরিধি দেখিয়ে অধ্যক্ষ বললেন, "এখানে নয়, বাইরে—আমি আপনার সম্বন্ধে পড়েছি, চিন্তা করেছি, আবছাভাবে বুঝেওছি—তার ফলে আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে এত যে লঘুভাবে পালানোর কথা আপনি বলেন, আপনার মনের পিছনে একটা কোনো মতলব আছে।"

ম্যানফ্রেড মাথা নাড়ল। চিন্তান্বিতভাবে অনেক বার মাথা নাড়ল এবং এই সাদাসিধে স্বল্পভাষী মানুষটাকে নতুন কৌতূহলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করল।

অধ্যক্ষ বলে চললেন, "এদিকে পাহারাদার দ্বিগুণ ইত্যাদি করছি, ওদিকে আমি মনে-মনে জানি আপনার মনে যা আছে তার মধ্যে ডিনামাইটও নেই, জোর-জবরদস্তিও নেই; মতলবটাতে কোনো পৈশাচিক রকমের জটিলতা আছে—আমি এইরকম বুঝি।"

অধ্যক্ষ মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় জানালেন, চাবির গোছার ঝন্‌ঝন্ খট্‌খট্ শব্দের সঙ্গে সেলের দরজা বন্ধ হল।

তার পরের দায়রা আদালতে ম্যানফ্রেডের বিচার হতে পারত, কিন্তু রাজ-সরকার থেকে বিচার মুলতুবির দাবি জানানো হল। ম্যানফ্রেডকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল এতে তার কোনো আপত্তি আছে কি না, সে বলল আপত্তি দূরে থাকুক, এর জন্য সে কৃতজ্ঞ, কারণ তখন পর্যন্ত ওর নিজের সব বন্দোবস্ত হয়ে ওঠেনি।

তারপর যখন ওকে জিজ্ঞাসা করা হল উকীল কৌঁশুলি কিছুই নিতে যে রাজি হয়নি, তার আবার কিসের বন্দোবস্ত, তখন ম্যানফ্রেড হেঁয়ালিপূর্ণ হাসি হেসেছিল; তাই দেখেই সকলে বুঝেছিল ও মনে-মনে ওর পালাবার সেই আশ্চর্য মতলবের কথা ভাবছে। এইভাবে বারেবারে উদ্ধারের আশ্বাসের খবর যে শেষপর্যন্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের কর্ণগোচর হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। মেগাফোনের শিরোনামায় দেখা গেল, 'ম্যানফ্রেড বলছেন তিনি ওয়াণ্ডসওয়ার্থ থেকে পলায়ন করবেন।' সেটা টাইম্‌সের শিরোনামায় দাঁড়াল 'বন্দীর অদ্ভুত উক্তি'। বক্তব্য কিন্তু একই, এবং বিবৃতিতে কোথাও কোনো ঘাটতি ছিল না। একটা রবিবাসরীয় পত্রিকার জনপ্রিয়তা ক্রমে কমে আসছিল; তারা আবিষ্কার করল ম্যানফ্রেড পাগল হয়ে গেছে। এক কলম বর্ণনাও দিল, তাতে লিখল, 'বন্দী-বেচারি মুক্তির বিষয় প্রলাপ বকছে' ইত্যাদি। গ্রাহকসংখ্যা একটু বাড়ল।

ম্যানফ্রেডকে সংবাদপত্র পড়তে দেওয়া হত, এই খবরটিতে সে সারাদিনের মতো কৌতুকের খোরাক পেয়েছিল।

যে-সব প্রহরীরা ওর ব্যক্তিগত কাজকর্ম করে দিত, রোজ তাদের বদলি করা হত। একই প্রহরী কখনো দুবার থাকত না; কিন্তু শেষপর্যন্ত এই ব্যবস্থায় অধ্যক্ষ একটা খুঁৎ আবিষ্কার করলেন কারণ এতে সামান্য পরিচিত সব রক্ষী, যাদের সততা সম্বন্ধে ওঁর নিজেরি কোনো জ্ঞান ছিল না, তারা বন্দীর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেত। বিশেষ করে যে-সব নতুন পদাধিকারীরা ওয়াণ্ডস্‌ওয়ার্থের কর্মী সংখ্যা বাড়াবার জন্য আমদানি হয়েছিল, তাদের কাছ থেকেই এই সঙ্কটের অধিক আশঙ্কা ছিল। এবার অধ্যক্ষ একেবারে বিপরীত ব্যবস্থা করলেন, দুজন বিশ্বাসী এবং বহু পুরাতন কর্মীকে স্থায়ীভাবে রক্ষী নিযুক্ত করলেন।

একদিন সকালে অধ্যক্ষ এসে বললেন, "আপনাকে আর সংবাদপত্র পড়তে দেওয়া হবে না। কর্তৃপক্ষের এই রকম হুকুম—গত দু-একদিন ধরে মেগাফোনের 'অ্যাগনি কলমে' কয়েকটা সন্দেহজনক বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে।"

ম্যানফ্রেড মৃদু হেসে বলল, "আমি কিন্তু ওগুলো দিইনি।"

"তা দেননি—কিন্তু সেগুলো পড়ে থাকতে পারেন। সে যাই হক, আর সংবাদপত্র নয়। তবে বই চাইলে সম্ভাব্যর মধ্যে যা চান, তাই দেওয়া হবে।"

কাজেই ফ্যাশান জগতের কীর্তি-কলাপের বর্ণনা পড়ে আনন্দ লাভ করা থেকে ম্যানফ্রেড বঞ্চিত হল। ঠিক ঐ সময় সংবাদপত্রের অন্যান্য পাঠ্যাংশের চাইতে ঐ বিবৃতিগুলিতেই ছিল ওর সর্বাধিক কৌতূহল। যে-টুকু খবর এখন থেকে ওর কাছে পৌছত, সে-সবই নেতি-বাচক ধরনের এবং অধ্যক্ষের মুখে।

যেমন ম্যানফ্রেড জিজ্ঞাসা করল:

"আমি এখনো পাগল অবস্থায় আছি নাকি?"

"না।"

"ব্রিট্যানিতে জন্মেছিলাম? দরিদ্র বাপমায়ের সন্তান?"

"না, এখন একটা অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে।"

"এখনো কি মনে করা হচ্ছে যে আমার আসল নাম ইজাডোর কি যেন একটা?"

"এখন আপনি একটা অভিজাত বংশের সদস্য, কোনো সিংহাসনারূঢ়া রাজকুমারী দ্বারা অল্প বয়সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন।" কথাগুলি অধ্যক্ষ খুব ভারিক্কিভাবে বললেন।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ম্যানফ্রেড বলল, "কি রোমাঞ্চকর ব্যাপার!"

ওর যে বয়সের অতিরিক্ত স্বাভাবিক গাম্ভীর্য, এই প্রতীক্ষার সময়টিতে সেটা যেন খসে পড়ল। ওর রসবোধের যেন কোনো ইয়ত্তা ছিল না; নিজের বিচার সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি পর্যন্ত তার কাছে হাসির ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

বিচারের এক সপ্তাহ আগে, প্রসঙ্গক্রমে ম্যানফ্রেড আরো কতকগুলো বই চেয়েছিল।

অধ্যক্ষ বললেন, "কি কি বই চান?" বলে নামগুলি টুকে নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

আয়াসভরে ম্যান্‌ফ্রেড বলল, "যা হয় হলেই হল। ভ্রমণ-কাহিনী, জীবনী, বিজ্ঞান, খেলাধুলা—নতুন যা বেরিয়েছে, সেইরকম হলেই চলবে।"

অধ্যক্ষ বেশি বই-টইয়ের ধার ধারতেন না, বললেন, "তা হলে একটা তালিকা আনিয়ে দিই। ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে আমার জানা তো মোটে দুটিই আছে, 'থ্রি মান্থস্ ইন্ মরক্কো,' মরক্কোয় তিনমাস, আর 'থ্রু দি ইটুরি ফরেস্ট,' ইটুরি বনের মধ্যে। ওর মধ্যে একটা লিখেছেন একজন নতুন লেখক, থিয়োডোর ম্যাক্স—জানেন নাকি তাকে?"

ম্যানফ্রেড মাথা নেড়ে বলল, "না, কিন্তু তবু পড়ে দেখব।"

ভাঙা গলায় অধ্যক্ষ বললেন, "আপনার প্রতিবাদীর কৈফিয়ৎ তৈরি করার সময় হয়েছে না?"

ম্যানফ্রেড বলল, "কৈফিয়ৎ কিছু নেই, কাজেই তৈরি করারও কিছু নেই।"

অধ্যক্ষ যেন একটু বিরক্ত হলেন।

"জীবনটা কি আপনার কাছে এতটুকুও মধুর নয় যে প্রাণ বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই করবেন না?" তারপর কর্কশভাবে বললেন, "নাকি বিনা প্রতিবাদেই প্রাণ দেবেন?"

ম্যানফ্রেড আবার বলল, "আমি পালিয়ে যাব। নিজেকে বাঁচাবার জন্য কোনো প্রস্তুতিই কেন করছি না, সেটা শুনে-শুনে আপনার বিরক্তি ধরে যায়নি?"

ধৈর্য হারিয়ে অধ্যক্ষ বললেন, "খবরের কাগজে আবার যখন আপনার পাগলামির প্রশ্ন উঠবে, তখন আমার খুব ইচ্ছা করবে নিয়ম-ভঙ্গ করে ওদের ঐ অনুমান সমর্থন করে একটা চিঠি দিই।"

প্রফুল্লকণ্ঠে ম্যানফ্রেড বলল, "তাই করবেন। লিখবেন যে আমি সেলের ভিতরে চার হাত-পায়ে হামা দিয়ে বেড়াই, কেউ এলে তার পায়ে কামড়ে দিই।"

তার পর দিন বইগুলো এসে পৌঁছল। ইটুরি-বনের রহস্যগুলো রহস্যই থেকে গেল, কিন্তু 'মরক্কোতে তিন মাস' বইখানি (বড় হরপ, চওড়া মার্জিন, দাম ১২½ শিঃ) ম্যানফ্রেড প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত বসে-বসে গিলল, যদিও সমস্ত সমালোচকরা একমত হয়ে বলেছিলেন যে সে বছর এমন নীরস বই আর একটিও প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য এ-ধরনের মন্তব্য করলে রচয়িতা লিওন গনজ্যালেজের সাহিত্য প্রতিভার ওপর অবিচার করা হয়। সে বেচারা ভোর থেকে রাত অবধি খেটে ছাপাখানার জন্য বইটাকে প্রস্তুত করেছিল, কত রাত জেগে কলম চালিয়েছিল আর টেবিলের উল্টো দিকে বসে ছাপাখানা থেকে সদ্য আগত ভিজে প্রুফগুলিতে পোয়াকার সংশোধন করেছিল।

ওয়েস্ট কেন্‌সিংটনের একটা ফ্ল্যাটের সুসজ্জিত বসবার-ঘরে

গনজ্যালেজ আর পোয়াকার রাতের খাওয়া শেষ করে চুরুট খাচ্ছিল আর যে যার নিজের গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। চিমনির আগুনে চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, পকেট থেকে ব্রায়ার পাইপ বের করে, মস্ত একটা থলি থেকে তামাক নিয়ে পোয়াকার পাইপে ভরতে শুরু করল। আধ-বোজা চোখের পল্লবের নিচে দিয়ে লিওন্ ওকে লক্ষ্য করতে লাগল; ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল, সেগুলিকে এক সঙ্গে জুড়ে অবশেষে লিওন বলল,

"তুমি বড় বেশি ভাবপ্রবণ হয়ে উঠছ, বন্ধু!"

জিজ্ঞাসু নেত্রে পোয়াকার তাকাল।

"অতটা খেয়াল না করেই জর্জের চুরুট খাচ্ছিলে। অর্ধেকটা খাওয়া হলে চোখে পড়ল চুরুটের ব্যাণ্ডটা খোলা হয়নি, কাজেই সেটা খুলতে গেলে। ব্যাণ্ড দেখেই আরো মনে হল এটা জর্জের প্রিয় সিগারের একটা। তাতে তোমার মনে একটা চিন্তার ধারা বইতে শুরু করল, তার ফলে চুরুটটাকে বিস্বাদ মনে হল, তাই সেটাকে ফেলে দিলে।"

উত্তর দেবার আগে পোয়াকার তার পাইপ ধরিয়ে নিল। তারপর খোলাখুলি বলল, "একটা খেলো পত্রিকার সস্তা গোয়েন্দার মতোই কথা হল। যদি জানতে চাও তো বলি যে আমার খেয়াল ছিল ওটা জর্জের সিগার এবং ওর প্রতি অতিরিক্ত প্রীতির কারণেই ওটা খাবার চেষ্টা করছিলাম। অর্ধেকটা খাবার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে বন্ধু-প্রীতিরো একটা সীমা আছে। অতিরিক্ত ভাব-প্রবণ আমি নই, সে বরং তুমি।"

চোখ বুজে গনজ্যালেজ হাসল। ওকে উত্যক্ত করবার জন্য পোয়াকার বলল, "আজ সন্ধ্যার 'ঈভনিং মিররে' তোমার বইয়ের আরেকটা সমালোচনা বেরিয়েছে দেখেছ নাকি?"

আধ-শোয়া মূর্তিটা মাথা নাড়ল।

নির্দয়ভাবে পোয়াকার বলে চলল, "তাতে লিখেছে যে-লেখক

মরক্কোর মতো জায়গাকেও অমন নীরসভাবে বর্ণিত করতে পারে, সে—"

আধা-ঘুমন্ত অবস্থায় গনজ্যালেজ বলল, "মাপ কর।" আরো দশ মিনিট ওরা ঐভাবে বসে রইল। শুধু তাকের ওপর থেকে ঘড়ির টিক-টিক আর পোয়াকারের পাইপ টানার নিয়মিত প্রশ্বাস ছাড়া ঘরে কোনো শব্দ ছিল না।

চোখ বুজে গনজ্যালেজ বলল, "আমার কি মনে হচ্ছে জান, জর্জ যেন মাস্টারমশাই, দুই ছাত্রকে তিনি কড়া এক সমস্যা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছেন যে হাজার কঠিন প্রশ্ন হলেও, যেমন করেই হক না কেন, ছাত্রদ্বয় সব বাধা অতিক্রম করে সমাধান করে ফেলবে।"

পোয়াকার বলল, "আমি তো ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।"

নির্বিকার চিত্তে গনজ্যালেজ বলল, "এত সজাগ কখনো থাকিনি। শুধু খুঁটিনাটিগুলোকে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। মিঃ পিটার স্যুইনিকে চেন?"

পোয়াকার বলল, "না।"

"উনি চেম্‌সফোর্ডের পৌর-সঙ্ঘের সদস্য। মহৎ লোক, খুব ভালো লোক।"

পোয়াকার কোনো জবাব দিল না।

"উনি 'র‍্যাশনেল ফেথ্' আন্দোলনের নেতা ও প্রাণশক্তি, তার কথা নিশ্চয়ই শুনেছ?"

পোয়াকার বলল, "না শুনিনি।" বেরসিক ভাবখানা, কিন্তু কৌতূহল-পূর্ণ।

ঘুমজড়িত স্বরে গনজ্যালেজ বুঝিয়ে বলল, "র‍্যাশনেল ফেথ্‌বাদীরা হল নব-একেশ্বরবাদীদের একটা শাখা আর নব-একেশ্বরবাদীরা হল যত রাজ্যের বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের জগা-খিচুড়ি।"

পোয়াকার হাই তুলল।

তবু গনজ্যালেজ বলে চলল, "ঐ র‍্যাশনেল ফেথ-বাদীদের

জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, তাছাড়া ওদের একটা ব্যাণ্ডপার্টিও আছে আর আছে এক গোছা বাজেমার্কা গান, সে-সবই মিঃ পিটার সুইনি দ্বারা রচিত, ছাপা এবং বিনামূল্যে বিতরণীয়। মিঃ সুইনি একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি।"

তারপর প্রায় এক মিনিট কাল গনজ্যালেজ চুপ করে রইল। "জীবনের একটা উদ্দেশ্য, তার সঙ্গে বেশ উচ্চ নিনাদের ব্যাণ্ডপার্টি—সদস্যদের মাস-মাইনে দেওয়া হয়—পিটার দেয়।"

মাথা ঘুরিয়ে পোয়াকার বন্ধুর দিকে কৌতূহলীভাবে তাকাল। জিজ্ঞাসা করল, "এ-সব কি উদ্দেশ্যে বকছ?"

একঘেয়ে সুরে গনজ্যালেজ বলে চলল, "ঐ র‍্যাশনেল ফেথ-বাদীরা হল সেই জাতের লোক যারা চিরকাল চিরন্তর সংখ্যালঘুদের দলে থাকে। তারা নানান্ জিনিসের বিরোধিতা করে, যেমন পান-শালা, নাচ-গানের আড্ডা, মাংস-খাওয়া, টিকে দেওয়া—এবং প্রাণদণ্ড দেওয়া।" শেষ কথাগুলি খুব মৃদুস্বরে বলা হল।

পোয়াকার অপেক্ষা করে রইল।

"বহু বছর আগে লোকে ওদের জ্বালাতন-বিশেষ বলে মনে করত—গুণ্ডারা ওদের সভা ভেঙে দিত; পথেঘাটে বাধা সৃষ্টি করার জন্য পুলিস ওদের ধরে নিয়ে যেত; কাউকে-কাউকে জেলে পাঠানো হত; তারা আবার বেরিয়ে আসত; তারপর মাংসভোজের প্রাতঃকালীন আসরে ওদের মাথায় নতুন করে পালিস-করা মুকুট পরানো হত—পিটার সভাপতিত্ব করত।

"আজকাল ওদের নিপীড়নের দিন শেষ হয়েছে—অত সহজে অবশ্য শহীদ হওয়া যায় না—ওরা এখন যন্ত্রচালিত সুতো কল কিম্বা ফ্যাশানেব্‌ল সমাজতন্ত্রের মতো একটা অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে—এতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে ক্রমাগত এবং বারংবার যদি কোনো কাজ করা যায়, কিম্বা যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলা যায় যে এতে জনসাধারণের মঙ্গল হবে, তা হলে লোকে তোমাদের কথা বিশ্বাস করবে এবং আর তোমাদের ঘাঁটাবে না।"

এবার পোয়াকার মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছিল। "এরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে—পিটার বাস্তবিকই পয়সাওয়ালা লোক, মেলা বস্তিটস্তি আছে ওর, তা ছাড়া ভুলিয়ে-ভালিয়ে অনেক ধনী ভদ্রমহিলা ভদ্রলোককেও দলে ভিড়িয়েছে। ওরা যে-কোনো উপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ওদের সব ছড়া-গান আছে, পিটার ওগুলোকে ছড়া-গান বলে, তাতে ভারি একটা মর্যাদা পাওয়া যায়, বেশ একটা অর্ধ-ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভাব এনে দেয়। নানান্ উপলক্ষের নানান্ ছড়া-গান, টিকেদারদের আর মাংসখোরদের নিপাত যাবার ছড়, ইত্যাদি। কিন্তু ওদের সমস্ত বিক্ষোভ প্রণালীর মধ্যে একটাও এবারকার এই সযত্নে আয়োজিত বিক্ষোভের মতো নিখুঁৎ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই বিক্ষোভের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে আতঙ্ক, ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে।"

এই অবধি বলে গন্‌জ্যালেজ এতক্ষণ চুপ করে রইল যে অসহিষ্ণুভাবে পোয়াকার বলল, "তারপর ?"

চিন্তিতভাবে লিওন বলল, "ছড়াটার কথাগুলো মনে করবার চেষ্টা করছিলাম, যদ্দুর মনে হচ্ছে একটা স্তবক এই রকম :

এসো লড়, বেদম লড়, দাদা,
এই আতঙ্কে কর সমাধান!
দুই কালাতে হয় না সাদা,
আইনবলে না হরণ কর প্রাণ।"

তারপর কিঞ্চিৎ উদারভাবে গন্‌জ্যালেজ বলল, "ঐ শেষের পদটা একটু অস্পষ্ট হলেও, কবিতাটার নীতিবাক্যটুকু বেশ চিক্কণ-ভাবে প্রকাশ করছে। আরেকটা স্তবকও আছে, এখন সেটা মনে পড়ছে না, হয়তো পরে পড়তে পারে।"

হঠাৎ উঠে বসে পোয়াকারের বাহুতে গন্‌জ্যালেজ হাত রাখল ; "সেদিন যখন আমাদের পরিকল্পনার বিষয়ে কথা হচ্ছিল, তুমি আমাদের সব চাইতে বড় সঙ্কটের কথা বলছিলে, ঐ একটি জিনিস

যা এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। তোমার কি মনে হয় না যে র‍্যাশনেল-ফেথবাদীরা তার একটা উপায় করে দিতে পারে, ওদের ঐ বিক্ষুব্ধ অভিযান, আন্দোলন, ব্যাণ্ডপার্টি, আর অভাবনীয় সব ছড়াগান দিয়ে?"

পোয়াকার ক্রমাগত পাইপ টেনে যেতে লাগল। শেষটা বলল, "তুমি একটা আশ্চর্য মানুষ, লিওন।"

লিওন আলমারির কাছে গিয়ে, চাবি খুলে, ভিতর থেকে মস্ত একটা পোর্টফোলিও বের করল, শিল্পীরা ঐ রকম জিনিসে করে তাদের ছবি নিয়ে বেড়ায়। দড়িদড়া খুলে, ভিতরের খোলা পাতাগুলো লিওন উলটোতে লাগল। এই সংগ্রহটির জন্য 'চার বিচারক' অনেক সময় আর দেদার টাকা খরচ করেছিল।

কোট খুলে ফেলে, নাকে চিমটি-কাটা চশমা এঁটে, পোর্টফোলিও থেকে বড় একটা নক্‌শা বের করে, তার সামনে বসতেই, পোয়াকার লিওনকে জিজ্ঞাসা করল, "কি করতে চাইছ?" টেবিল থেকে লিওন একটা সরু নিবের কলম তুলে, দক্ষ শিল্পীর মতো নিবটা পরীক্ষা করে দেখে, এক শিশি নক্‌শা আঁকার কালির ছিপি খুলে ফেলল।

তারপর জিজ্ঞাসা করল, "কখনো মন-গড়া দ্বীপের নক্‌শা আঁকবার ইচ্ছা হয়েছে? নিজের তৈরি উপসাগরের অন্তরীপের নামকরণ করবে, কলমের এক আঁচড়ে শহর গড়বে, কতকগুলো মাছের কাঁটার মতো দাগ দিয়ে বিশাল পাহাড় তুলবে, এ-রকম ইচ্ছা করে না? কারণ আমি ঠিক ঐ ধরনের একটা কিছু করব—ছোট ছেলেরা যে-রকম আচরণ করলে লোকে বলে হাড়-জ্বালানি, আমার মেজাজ এখন ঠিক সেই রকম; স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাড় জ্বালাতে ইচ্ছা করেছে।"

বিচারের আগের দিন ফলমাথ জিনিসটা আবিষ্কার করলেন। সঠিকভাবে বলতে হলে, আবিষ্কারটা ওঁর হয়ে করা হল। গাওয়ার

স্ট্রীটের একটা বোর্ডিং-হাউসের মালিক খবর দিল যে দুজন রহস্য-জনক ব্যক্তি দুটি ঘর ভাড়া নিয়েছে। লোকদুটি অনেক রাত্রে এসে উপস্থিত হল, সঙ্গে একটা বড় সুটকেস, তাতে দেশ-বিদেশের ছাপ মারা; সযত্নে তারা আলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছিল আর একজনের দাড়ি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে সেটি নকল। উপরন্তু তারা আগাম ঘর ভাড়া দিয়ে রেখেছিল এবং সেইটাই হল সব চাইতে সন্দেহের কারণ। কল্পনা করা যায় সরাইয়ের মালিক এদিকে বিকট সন্দেহে পূর্ণ হয়ে, ওদিকে যথাসাধ্য ভালোমানুষির অভিনয় করে, তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে, বাইরে কতই না অমায়িকতার ভান করে, ভিতরে ভিতরে মোড়ের মাথার থানায় খবর দেবার জন্য আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। যেহেতু একজন অপরজনকে লিওন বলে সম্বোধন করছিল, আর দুজনেই হতাশকণ্ঠে মঞ্চের অভিনেতাদের মতো থেকে থেকে জনান্তিকে ফিসফিস করে বলছিল, 'বেচারা ম্যানফ্রেড'।

তারপর দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল রাত বারোটার আগেই ফিরবে, ঘরে আগুন জ্বেলে রাখতে বলেছিল, কারণ বৃষ্টি পড়ছিল, বড় শীতের রাত।

এর আধ ঘণ্টা বাদেই টেলিফোনে ফলমাথকে সমস্ত ব্যাপারটা জানানো হয়েছিল।

শুনে ফলমাথ মন্তব্য করেছিলেন, "এত সুবিধাও সত্যি করে কখনো হয় নাকি।" তবু কতকগুলো হুকুম দিয়েছিলেন। রাত বারোটার মধ্যে হোটেলটাকে পুলিসের লোক ঘেরাও করে ফেলেছিল, কিন্তু এমনি দক্ষভাবে সবাই গা-ঢাকা দিয়ে ছিল যে পাশ দিয়ে গেলেও কেউ কিছু সন্দেহ করত না।

ভোর তিনটের সময়ে ফলমাথের মনে হল লোকগুলোকে নিশ্চয় সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে; তখন তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালানো হল। বড় সুটকেসটি ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। তার ভিতরে খানকতক কাপড়-চোপড়, তাতে প্যারিসের দরজির লেবেল

দেওয়া, আর স্রেক কিচ্ছু না। অর্থাৎ যতক্ষণ না সুটকেসের তলা পরীক্ষা করতে গিয়ে ফলমাথ দেখলেন সেটি প্রকৃত নয়।

ফলমাথ বলে উঠলেন "একি!" সেই নক্শাগুলি তার নিচে, সযত্নে ভাঁজ করা অবস্থায় সুচতুরভাবে লুকায়িত রাখা ছিল; ব্যাপারটার গুরুত্বের তুলনায় ঐ 'একি!' শব্দকে অতিশয় মৃদুভাষাই বলতে হবে। তাড়াতাড়ি একবার নক্শার ওপর চোখ বুলিয়ে ফলমাথ স্তম্ভিত হয়ে শিস্ দিয়ে উঠলেন। তারপর কাগজগুলোকে ভাঁজ করে পকেটে ভরে রাখলেন।

ফলমাথ আদেশ দিয়ে গেলেন, "বাড়িটার ওপর কড়া নজর রাখবে। ওরা ফিরবে বলে মনে হয় না, কিন্তু যদি ফেরে, অমনি গ্রেপ্তার করবে।"

এরপর গাড়ি চেপে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, গিয়ে চীফ কমিশনারকে গভীর ঘুম থেকে জাগালেন।

গোয়েন্দাকে তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে যাবার সময় কমিশনার জানতে চাইলেন, "কি ব্যাপার?"

ফলমাথ নক্শাগুলি দেখালেন।

কমিশনারও কপালে ভুরু তুলে শিস্ দিলেন। এবং ফলমাথ স্বীকার করলেন উনিও তাই করেছিলেন।

একটা মস্ত টেবিলে কমিশনার নক্শাগুলোকে পেতে বললেন, "এ তো ওয়াণ্ডস্ওয়ার্থ, পেণ্টনভিল, রেডিং,—তিনটে জেলখানার নক্শা এবং অত্যন্ত ভালো নক্শা।"

নক্শার ওপর লাল কালি দিয়ে আড়ষ্ট হস্তাক্ষরে লেখার আর সযত্নে টানা রেখার দিকে ফলমাথ দেখালেন।

কমিশনার বললেন, "হ্যাঁ, ওগুলো লক্ষ্য করেছি।" তারপর পড়তে লাগলেন, "তিন ফুট পুরু দেয়াল, এখানে ডিনামাইট; এই স্থানে প্রহরী, দেয়াল থেকে তাকে গুলি করা যায়; জেলের হলের দূরত্ব ২৫ ফুট; দণ্ডিতের সেল এইখানে; তিন ফুট পুরু দেয়াল, একটা জানলা, মেঝে থেকে ১০ ফুট ২ ইঞ্চি উঁচু পর্যন্ত শিক লাগানো।"

"ভারি নিখুঁৎভাবে সব দিয়েছে দেখছি—এটা কোথাকার নক্শা —ওয়াণ্ডস্‌ওয়ার্থ নাকি ?"

ফলমাথ বললেন, "বাকিগুলোও ঠিক তাই ; দূরত্ব, উচ্চতা, কোথায় কি বসানো আছে ; সব দিয়েছে ; বহু বছর লেগেছে নিশ্চয় এত তথ্য সংগ্রহ করতে ।"

কমিশনার বললেন, "একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠছে ; বিচার শেষ হবার আগে ওরা কিছু করবে না—প্রত্যেকটা নক্শায় দেখছি দণ্ডিতের সেল্‌টাই প্রধান লক্ষ্য ।"

পরদিন সকালে ফলমাথ ম্যানফ্রেডের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ।

বললেন, " আপনাকে জানানো উচিত, মিঃ ম্যানফ্রেড, আপনার পরিকল্পিত উদ্ধারের সব তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে ।"

ম্যানফ্রেড যেন বিস্মিত হল ।

ফলমাথ বলতে লাগলেন, "কাল রাতে আপনার দুই বন্ধু কায়ক্লেশে পালিয়েছিল, বিস্তারিত উদ্ধারের পরিকল্পনার কাগজপত্র সব ফেলে রেখে ।"

চকিতে হেসে ম্যানফ্রেড জিজ্ঞাসা করল, "লিখিতভাবে ?"

ফলমাথ গম্ভীর মুখে বললেন, "লিখিতভাবে । আমার মনে হল এটা আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য, কারণ আপনি বোধহয় একটা কার্যতঃ অসম্ভব ব্যাপারের ওপর বড় বেশি নির্ভর করে আছেন—অর্থাৎ জেল থেকে উদ্ধার ।"

অন্যমনস্কভাবে ম্যানফ্রেড বলল, "হ্যাঁ ; তা হলে বোধ হয়—"

"আপনার মনে হয় না কি যে এবার মত পরিবর্তন করে, একজন উকীল নিয়োগ করলে ভালো হয় ?"

ধীরে-ধীরে ম্যানফ্রেড বলল,

"ঠিকই বলেছেন মনে হচ্ছে । কোনো প্রতিষ্ঠিত সলিসিটরের ফার্মকে একটু জানাবেন কি ? আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করে ।"

ফলমাথ বললেন, "নিশ্চয় জানাব, তবে আপনার ডিফেন্সটাকে বড্ড দেরি—"

প্রফুল্লকণ্ঠে ম্যানফ্রেড বলল, "না, না, ডিফেন্সের জন্য নয়। ভাবছিলাম একটা উইল করে রাখা উচিত।"

* * *

সেদিন ওল্ড বেলিতে যারা ঢুকতে পেরেছিল তাদের কোনো বিশেষ সুবিধা ছিল বলতে হবে—শেরিফদের কাছ থেকে টিকিট নিয়ে কয়েকজন লোক, সাংবাদিক, বিখ্যাত অভিনেতা, সাফল্যমণ্ডিত সাহিত্যিক, ইত্যাদি। বিকেলের সংবাদপত্রের গোড়ার সংস্করণগুলিতে শেষে উল্লিখিত ঐ সব দর্শকদের আগমন ঘোষণা করা হয়েছিল। আদালতের বাইরে যারা ভিড় করেছিল, তাদের বন্দীর অতীত ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছিল।

এবারেও 'মেগাফোনের' বোলবোলাও; এই পত্রিকায় বন্দীর উইলের বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকীয় কলমে এই প্রসঙ্গটিকে নানানভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, যথা, 'অত্যাশ্চর্য দলিল' এবং 'অভূতপূর্ব ছিন্নাংশ' ইত্যাদি। তবে কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং দানের উদারতা সম্বন্ধে মন্তব্যগুলি এক।

প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড দান করা হয়েছিল। তার মধ্যে সকলকে অবাক করে দিয়ে ষাট হাজার পাউণ্ড দেওয়া হয়েছিল, 'র‍্যাশনেল ফেথ-বাদী' সম্প্রদায়কে, তাদের প্রাণদণ্ডের বিপক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য। এই মরণোত্তর দানটিকে আরো বিস্ময়কর বলে বোধ হয়, যখনি মনে করা যায় যে যারা তাদের কোপে পড়ত, তাদের সকলের জন্যই 'চার বিচারক' একটিমাত্র সাজার বিধান দিত।

উইলে সাক্ষীসহ সই দেবার পর, উকীল বললেন, "আপনি বোধ হয় এ বিষয়ে কাকেও জানাতে চান না?"

ম্যানফ্রেড বলল, "মোটেই না, বরং এর একটা কপি মেগাফোন পত্রকে দিয়ে দেবেন।'

শুনে উকীল একেবারে স্তম্ভিত। "আপনি কি যথার্থই তাই বলছেন ?"

ম্যানফ্রেড বলল, "হ্যাঁ, বলছি বৈকি।" তারপর মৃদু হেসে আরো বলল, "কে জানে, ওসব কথা পড়লে জনসাধারণের সহানুভূতি হয়তো আমার দিকে পড়বে।"

কাজে-কাজেই ম্যানফ্রেডের বিখ্যাত উইলের কথা জনসাধারণের সম্পত্তির মতো হয়ে গেল, তারপর ম্যানফ্রেড যখন সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওল্ড বেলির কাঠগড়ায় উঠে, লোকে ঠাসা আদালতের সামনে দাঁড়াল, তখন ওর ঐ নতুন খাম-খেয়াল নিয়ে আলোচনার গুঞ্জন উঠল।

"চুপ!"

কৌতূহল ভরে ম্যানফ্রেড মস্ত ডকের চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল, একজন রক্ষী তাকে বসবার জায়গা দেখিয়ে দিতে মাথা নেড়ে সে আসন গ্রহণ করল। অভিযোগ পড়া হবার সময় ম্যানফ্রেড উঠে দাঁড়াল।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "তুমি দোষী না নির্দোষী ?" সংক্ষেপে ম্যানফ্রেড উত্তর দিল, "আমি সওয়াল দেব না।"

আদালতের কাজে ওর কৌতূহল দেখা গেল। লাল পোশাক-পরা জজের প্রবীণ বিচক্ষণ মুখ আর অদ্ভুত উদাসীন ভাব দেখে ম্যানফ্রেডের সব চাইতে বেশি কৌতূহল হল। পশম দেওয়া পোশাক-পরা কার্যকরী চেহারার শেরিফরা, পায়ের ওপর পা তোলা পাদ্রী, তিন সারি পরচুলা-পরা ব্যারিস্টার, একটা বেঞ্চিতে বসা কাজে ব্যস্ত সাংবাদিকরা তেড়ে-তেড়ে ফিসফিস করে কি সব হুকুম দিয়ে অপেক্ষমান ছোকরাদের হাতে কপি তুলে দিচ্ছে। আর সমস্ত আদালত ঘিরে ভারি পুলিসের প্রহরা—এই সমস্তই ম্যানফ্রেডের কাছে কৌতূহলের বস্তু ছিল।

সরকারী পক্ষের প্রধান লোকটি ছিলেন বেঁটেখাটো, তীক্ষ্ণ জোরালো মুখ, কথা বলবার ধরন নাটকীয় হলেও শুনলে প্রত্যয়

হয়। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল সর্বদাই বুঝি ওঁর মনে ন্যায় বিধান করবার একটা প্রবল বাসনা, সরকারের প্রতি এবং বন্দীর প্রতি। তিনি বললেন যে পুলিস কোর্টের তদন্তে কতকগুলি তথ্য উপস্থাপিত হলেও, তিনি সেগুলিকে আমোল দিতে প্রস্তুত নন, উপরন্তু তিনি জুরিকে এ-কথা বলে প্রভাবিত করতে চান না যে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বপক্ষে এমন কোনো গুণাবলীর উল্লেখ করা যায় না, যাতে তার অপরাধের ভার কমে যায়।

এমন কি তিনি এ-কথাও বলতে চান না যে; যে-ব্যক্তি নিহত হয়েছিল সে এই দেশের একজন শ্রদ্ধাভাজন বা বাঞ্ছনীয় নাগরিক ছিল। যে-সব সাক্ষীরা তার সঙ্গে পরিচিত ছিল, তারাও তার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনকভাবে নীরব ছিল। তিনি এই উক্তিও মেনে নিতে প্রস্তুত যে ঐ মৃত ব্যক্তি যে-সব যুবতীদের চাকরিতে নিয়োজিত করত, তাদের ওপর সে অত্যন্ত দুর্নীতিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করত; তদুপরি সে ছিল আইনভঙ্গকারী, পাপিষ্ঠ, লম্পট।

সরকার পক্ষের প্রধান উকীল বলে চললেন,

"কিন্তু তবু, মাননীয় জুরির সদস্যগণ, আমাদের মতো একটা সভ্য সম্প্রদায় কতকগুলি নিয়ম মেনে নিয়েছে—তা সে যত না জটিল ও অসম্পূর্ণ হক না কেন—যার দ্বারা যারা দুষ্ট এবং দুর্নীতি-পরায়ণ তাদের সাজা দেওয়া হয়। যত রকম অপরাধের কথা আমাদের জানা আছে, পুরুষ-পরম্পরায় বিচক্ষণ-আইন-প্রণেতারা তার উপযুক্ত দণ্ডবিধানের জন্য পর্যায়ক্রমে সাজার ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছেন। ধীরে-ধীরে বহু ক্লেশে এই নিয়মাবলী গড়ে উঠেছে; এর মধ্যে যে সব আদর্শ নিহিত আছে, তার জন্য সমস্ত জাতিকে অনেক স্বার্থত্যাগ করিতে হয়েছে। এর দ্বারা প্রাণপাত করে এক মহান মুক্তির সনদ বলপূর্বক আদায় করা হয়েছে—সে-মুক্তি হল নির্বাচিত পদাধিকারীদের দ্বারা, অক্ষুণ্ণ সমদর্শিতা সহকারে প্রযুক্ত আইন-সম্বলিত মুক্তি।"

তারপর তিনি 'চার বিচারকের' বিষয় বলতে শুরু করলেন, তারা নিজেরা শাস্তি-বিধানের এক যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে; তারা দেশের আইনের বাইরে এবং তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে থাকে; মামুলী আইনের বিধানের বিরোধিতা করে, স্বাধীনভাবে তারা বিচার করে ও দণ্ডদান করে থাকে।

তিনি আরো বললেন, "ওরা যে অযৌক্তিকভাবে দণ্ড দেয় এ-কথাও আমি বলি না। ওরা যদি শুধু নীতিগতভাবে কোনো অপরাধ সম্পর্কে মত প্রকাশ করত, তা হলে আনুষ্ঠানিক আইনের প্রতিনিধি হয়ে, আমরাও তাদের যুক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন করতাম না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে শাস্তিটা যথেষ্ট হল কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং তার চাইতেও গুরুতর আরেকটি প্রশ্নও আছে, সে দণ্ড দেবার অধিকার ব্যক্তিগতভাবে কোনো মানুষের আছে কিনা। এর ফলেই আজ এই ব্যক্তি খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে।"

এই প্রারম্ভিক বক্তৃতার সময় ম্যানফ্রেড সামনে ঝুঁকে কৌন্‌সেলের কথা শুনছিল।

দু-একবার সে মাথাও নেড়েছিল যেন তার কথার সমর্থন করছে এবং কোনো সময়ই এতটুকু মতভেদের ভাব দেখায়নি।

তারপর একজনের-পর-একজন সাক্ষী এসে দাঁড়িয়েছিল। আবার সেই কনস্টেবল, সেই ডাক্তার, ট্যারা-চোখ একটা লোক, সে আবার চোখেমুখে কথা বলে। এক-একজনার জবানী নেওয়া হয়ে গেল, কৌনসেল একবার করে ম্যানফ্রেডকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, কিন্তু প্রত্যেকবারই ম্যানফ্রেড মাথা নেড়েছিল।

শেষ সাক্ষীকে জজ্ জিজ্ঞাসা করলেন, "অপরাধীকে আগে কখনো দেখেছেন?" দৃঢ়তার সঙ্গে সাক্ষী বলল, "না, স্যার, দেখিনি। ওর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই।"

কাঠগড়া ছেড়ে চলে যাবার সময় তাকে বলতে শোনা গেল,

"আরো তিনটে আছে, আমার মরবার ইচ্ছে নেই।" লোকটার উচ্চারণে বিদেশী টান। তার এই সতর্কতার কথা শুনে উপস্থিত সকলে হেসে উঠল, ম্যানফ্রেড তাকে তীক্ষ্ণভাবে ফিরে ডেকে জজকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে মি লর্ড?"

সৌজন্যসহকারে জজ্ বললেন, "না, না, বিন্দুমাত্র না।"

ম্যানফ্রেড বলল, "আপনি আরো তিনজনের কথা কি যেন বললেন, তারা কি আপনাকে ভয় দেখিয়েছে?"

ব্যস্তবাগীশ ছোটখাটো মানুষটি বলল, "না, স্যার, না।"

ম্যানফ্রেড সাহাস্যে বলল, "আমি তো আর কৌনসেলকে পরামর্শ দিতে পারি না, কিন্তু তাঁর কাছে নিবেদন করছি এই কেসে কোনো ভীতি-প্রদর্শনের ঘটনা ঘটেনি।"

কৌনসেলও তাড়াতাড়ি বললেন, "কিছু না, একেবারেই না।" বন্দী কাঠগড়ায় দাঁড়ানো লোকটির দিকে দেখিয়ে তখন বলল, "এই লোকটির বিরুদ্ধে আমাদের এমন কাজ করবার কোনো কারণই নেই। ও অবশ্য চোরা-চালানি করে, চোরাই-মালের ব্যবসা করে—কিন্তু তার ব্যবস্থার জন্য তো আইনই রয়েছে।"

কাঠগড়ার খুদে মানুষটা রাগে বিবর্ণ হয়ে, কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "মিথ্যে কথা! মানহানির কথা!"

ম্যানফ্রেড আবার মুচকি হেসে হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে বিদায় দিল।

জজ্ ইচ্ছা করলেই বন্দীকে তার অপ্রাসঙ্গিক অনুযোগের জন্য তিরস্কার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

বাদীপক্ষের বক্তব্য প্রায় যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন আদালতের একজন কর্মচারী এসে জজের পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁর সঙ্গে চাপা গলায় কথাবার্তা বলতে লাগল।

শেষ সাক্ষী বিদায় নিলে, জজ কিয়ৎক্ষণের বিরতি ঘোষণা করলেন। তার পরেই বাদীপক্ষের কৌনসেলকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

আদালতের নিচের সেলে বসে কি ব্যাপার ঘনাচ্ছে তার খানিকটা ম্যানক্রেডের কানে পৌঁছল। তার মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল।

বিরতির পর আবার আসন গ্রহণ করে, জুরির উদ্দেশে জজ বললেন,

"যে-সব কেসে এইটির মতো নানান অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাতে অভূতপূর্ব ঘটনার জন্য তৈরি থাকতে হয়। তবে যে অবস্থায় এখন সাক্ষ্য দেওয়া হবে, সেটা নিতান্ত অভূতপূর্ব নয়।" এই বলে এক টুকরা কাগজ দিয়ে স্থাননির্দেশ করা একটা মোটা আইনের বই খুলে বললেন, "এই যে এখানে ফরসাইথের বিপক্ষে রানীর কেস রয়েছে, তারো আগে আছে বেরাণ্ডারের বিপক্ষে রানীর কেস, আর তার চাইতেও আগে এবং এই সব কেসেই যার বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি হল স্যার টমাস্ ম্যাগুরির বিপক্ষে রাজার কেস। এ সবগুলিই একই রকমের।" এই বলে জজ বই বন্ধ করলেন। তারপর বললেন,

"যদিও বন্দী তার পক্ষ সমর্থন করবার জন্য কোনো সাক্ষী ডাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি, তবু একজন ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাক্ষ্য দিতে চাইছেন। তিনি তাঁর নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক এবং কতকগুলি বিশেষ কারণে আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি। জুরির মাননীয় সদস্যগণ এ বিষয়ে নিশ্চন্ত থাকতে পারেন যে এই সাক্ষী পরিচয় এবং বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আমার গভীর প্রত্যয় আছে।"

একজন কর্মচারীর দিকে ফিরে মাথা নাড়তেই, জজের দরজা দিয়ে একজন যুবক প্রবেশ করে, কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। যুবকের পরনে আঁটো-কোট, মুখের উপরি ভাগটা আধখানা মুখোশ দিয়ে ঢাকা।

যুবক লঘুদেহে কাঠগড়ার রেলিংএ ভর দিয়ে মৃদু হেসে ম্যানক্রেডের দিকে তাকাল। ম্যানক্রেডের দুই চোখ যেন তাকে চ্যালেঞ্জ করছিল।

জজ বললেন, "আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ নিয়ে কিছু বলবার জন্য এসেছেন?"

"হ্যাঁ, মি লর্ড।"

তাঁর পরের প্রশ্ন শুনে সভাস্থ জনতা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

"ওঁর কার্যকলাপের জন্য আপনিও সমান দায়িত্ব দাবি করছেন?"

"হ্যাঁ, মি লর্ড।"

"আসলে আপনি 'চার বিচারক' নামক সংগঠনের একজন সভ্য?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শান্তকণ্ঠে যুবক কথা বলছিল, কিন্তু ওর এই স্বীকৃতিতে ঘরসুদ্ধ লোক যে সচকিত হয়ে উঠল, তাতে সে সম্পূর্ণ নির্বিকার বলে মনে হল।

সামনে রাখা একটা কাগজ দেখে জজ্ বললেন,

"আপনি এ-কথাও দাবি করছেন যে ওদের মন্ত্রণাসভায় আপনিও যোগ দিয়েছেন?"

"সেই রকম দাবিই করছি।"

দুই প্রশ্নের মাঝে সুদীর্ঘ বিরতি, জজ উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখছিলেন, কৌনসেল লিখতে ব্যস্ত ছিলেন।

"এবং আপনি এ-কথাও বলছেন যে ওদের উদ্দেশ্য ও কর্ম-পদ্ধতিতে আপনার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে?"

"নিঃসন্দেহে।"

"ওদের বিচারে যে দণ্ডবিধান করা হয়েছে, আপনি সেটাকে কার্যে পরিণত করতে সাহায্য করেছেন?"

"করেছি।"

"এবং আপনার অনুমোদন স্বাক্ষর করেছেন?"

"এবং আপনি বলছেন যে ওদের দণ্ড-বিধান অত্যন্ত উচ্চ স্তরের কর্তব্যনিষ্ঠা ও মানবসমাজের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান দ্বারা প্রণোদিত?"

"ঠিক ঐ কথাই বলেছি।"

"এবং ওরা যাদের হত্যা করেছে, তারা মৃত্যুর যোগ্য ?"

"সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

"এ-সব কথা আপনি আপনার ব্যক্তিগত জ্ঞান এবং অনুসন্ধান থেকেই বলছেন ?"

"দুটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, তা ছাড়া নিজেও সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেছি, আর অতি বিশিষ্ট আইনজ্ঞের নিরপেক্ষ মতামতও নিয়েছি।"

তখন জজ্ বললেন, "এবার আমার পরবর্তী প্রশ্নে আসা যাক। যে-সব ক্ষেত্রে 'চার বিচারক' জড়িত আছে বলে জানা গেছে, সে-সব কেসের যাবতীয় তথ্য নিয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য আপনি কি কোনো সময়ে কোনো তদন্ত-কমিটি গঠন করেছিলেন ?"

"করেছিলাম।"

"সেই কমিটিতে কি একটি ইয়োরোপীয় রাজ্যের প্রধান বিচারপতি আর চারজন খ্যাতিমান আইনব্যবসায়ী ছিলেন ?"

"ছিলেন।"

"আপনি যা-যা বললেন, সে-সবই কি তাঁদের অভিমতের সারমর্ম ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।

জজ গম্ভীরমুখে মাথা দোলালেন, অভিশংসক অর্থাৎ পাবলিক প্রসিকিউটর জেরা করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন, "আপনাকে কোনো প্রশ্ন করবার আগে, আমি জানাচ্ছি যে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রাখার যে সিদ্ধান্ত বিচারপতি নিয়েছেন, আমিও সে-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত।"

যুবক মাথা নোয়াল।

কৌনসেল বললেন "এবার একটা প্রশ্ন করি। 'চার বিচারকে'র সঙ্গে আপনি কবে থেকে সংশ্লিষ্ট আছেন।"

উত্তর এল, "ছয় মাস।"

"অর্থাৎ কিনা বর্তমান কেসটির গুণাগুণ সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্য

দেবার অধিকার আপনার নেই—মনে রাখবেন, এ কেসটা পাঁচ বছর আগেকার ব্যাপার।"

"ঐ কমিশনের সাক্ষীটুকু আছে।"

"তা হলে এ-কথা জিজ্ঞাসা করি—অবশ্য আপনাকে বলে দেওয়া উচিত যে ইচ্ছা না হলে উত্তর না দিতেও পারেন—আপনি কি নিঃসন্দেহে জানেন যে সেই শোচনীয় ব্যাপারের জন্য 'চার বিচারক' দায়ী?"

সঙ্গে-সঙ্গে যুবক উত্তর দিল, "সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

"এমন কোনো কারণ ঘটতে পারে যাতে আপনার মনে সংশয়ের উদ্রেক হবে?"

সহাস্যে সাক্ষী বলল, "তা পারে। ম্যানফ্রেড যদি কথাটা অস্বীকার করে, শুধু যে আমার মনে সংশয়ের উদ্রেক হবে তা নয়, উপরন্তু তার নির্দোষিতা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হবে।"

"আপনি বলছেন ওদের কর্মপদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য উভয়কেই আপনি অনুমোদন করেন?"

"করি।"

"ধরুন আপনি যদি এমন একটা বিশাল ব্যবসায়ের মালিক হতেন, যেখানে হাজার লোক খাটে, এবং তাদের সুষ্ঠু আচরণের জন্য নানান্ নিয়মকানুন আছে, সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা যাতে রক্ষা হয়, তাই পর্যায়ক্রমে জরিমানা ও অন্য সাজার ব্যবস্থা আছে। তারপর ধরুন একদিন দেখলেন যে কর্মীদের মধ্যে একজন নিজেকে অন্যদের আচরণের বিচারক বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং আপনার নিয়মাবলীর ওপর নিজের তৈরি আইন চাপিয়েছে।"

"তারপর বলুন।"

"তা হলে ঐ লোকটির প্রতি আপনার মনোভাব কি রকম হবে?"

"ওর প্রবর্তিত নিয়মগুলি যদি ন্যায্য ও প্রয়োজনীয় হয়, তা হলে আমি সেগুলিকে আমার নিয়মাবলীর অঙ্গীভূত করব।"

"আর-একটা উদাহরণ দিই। ধরুন আপনি একটা অঞ্চলের প্রশাসক, সেখানকার আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা—"

বাধা নিয়ে সাক্ষী বলল, "আমি জানি আপনি কি বলতে চাইছেন। আমার উত্তর হল, যে-কোনো দেশের আইন হল সেখানকার জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি কাছাকাছি পোঁতা খুঁটির মতো। সেক্ষেত্রে যতই না চেষ্টা করুন, খুঁটির মধ্যে ফাঁক থেকে যাবেই এবং কতকগুলো লোক সেই সুবিধা নিয়ে ইচ্ছামতো যাওয়া-আসা করবেই, হয় ফাঁক দিয়ে ফস্‌কে গলে যাবে, নয় তো বুক ফুলিয়ে খোলাখুলি হেঁটে যাবে।"

"অর্থাৎ আপনি এক ধরনের বে-সরকারী আইন প্রয়োগের পক্ষপাতী, যাতে করে দুর্নীতির ফাঁকগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া যায়।"

"আমি নির্মল সুবিচারের পক্ষপাতী।"

"যদি কথাটাকে একটা বিমূর্ত নীতিগত প্রস্তাব হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়, আপনি কি সেটিকে গ্রহণ করবেন?'

উত্তর দেবার আগে যুবক কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর বলল, "চোখের সামনে 'চার বিচারকে'র কর্মক্ষমতার এমন মূর্ত দৃষ্টান্ত দেখে, বিমূর্ত কিছুর সঙ্গে মনকে মানানো বড় কঠিন কাজ।"

কৌনসেল বললেন, "হয়তো বাস্তবিকই তাই।" এই বলে ইঙ্গিত করলেন যে তাঁর জেরা শেষ হয়েছে।

কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সাক্ষী কিঞ্চিৎ ইতস্তত: করে, ম্যানফ্রেডের দিকে তাকাল; কিন্তু ম্যানফ্রেড মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। তারপরেই দেখা গেল যুবকের ঋজু, পাৎলা শরীর যে পথে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই আদালত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সে বিদায় নিতেই আদালতের মধ্যে কথাবার্তার গুঞ্জন উঠল, তাতে কেউ বাধা দিল-না, কারণ জজ আর কৌনসেল বেঞ্চির দুধার থেকে নিবিস্ট মনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন।

সাংবাদিকদের দলে গ্যারেট বসেছিল, আদালতে উপস্থিত

প্রত্যেকটি মানুষের মনে যে অস্পষ্ট চিন্তা বিরাজ করছিল, সে তাকে ভাষায় প্রকাশ করেছিল। 'রিভিউ' পত্রিকার জেম্স্ সিক্সেয়ারকে সে বলেছিল, "লক্ষ্য করেছ, জিমি, আজকের এই মামলাটা যেন কিরকম অবাস্তব? খুনের মামলার যেটা কেন্দ্র, অর্থাৎ শোচনীয়তা আর বীভৎসতা, তার কিছুই এখানে নেই? একটা লোককে মেরে ফেলা হয়েছে, অথচ প্রসেকিউশন একেবারে এ-কথা মুখে আনল না যে সে বেচারাকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে, কিম্বা একবারো এমন কিছু বলল না যাকে সবাই ফিরে তাকিয়ে দেখে বন্দীর ওপর তার কেমন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। এ যেন একটা দর্শকের বিতর্ক সভা, যার অন্তে আছে একটি ফাঁসি।"

জিমি বলল, "যা বলেছ!"

গ্যারেট আরো বলল, "কারণ ও যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, ওর মৃত্যু অবধারিত: সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। ওকে না ঝোলালে ব্রিটিশ সংবিধান, ম্যাগনা কার্টা, ডায়েট অফ ওয়ার্মস, সব যে উচ্ছন্নে যাবে—আরো কতকগুলো কি সব আছে, তাই নিয়ে বিল সেডন বকবক করছিল।"

এ মন্তব্যটি করা হল প্রসেকিউটরের প্রারম্ভিক বক্তৃতা প্রসঙ্গে।

এবার স্যার উইলিয়ম সেডন আবার উঠে দাঁড়িয়ে, জুরিকে তার শেষ বক্তব্য বলতে লাগলেন। যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল তার উল্লেখ করে বললেন যে বন্দী সাক্ষীদের কথার কোনো প্রতিবাদ করতে রাজি হয়নি; তারপর পদে-পদে বন্দীর বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য জমা হয়েছে তার কথা বললেন। কাঠগড়ায় যে মুখোশ-পরা ব্যক্তি এসে সাক্ষী দিয়ে গেল, তার কথা বললেন। তার বক্তব্যের যেটুকু মূল্য সেটুকু সম্বন্ধে জুরিকে অবহিত হতে বললেন। কিন্তু তাতে যে আদালতের কর্তব্যের নিষ্পত্তি হয়ে যায় না এ-কথাও বললেন। জুরি ডাকা হয়েছে যাতে দেশের এখানকার আইনমতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। দেশের আইন বলে কিছু নেই, এমন আচরণ

করলে চলবে না; যে-আইন আছে তাকে প্রয়োগ করতে হবে, নতুন আইন প্রবর্তন করা হবে না—এই হল জুরির কর্তব্য। বন্দীকে নিজের পক্ষ অবলম্বন করে কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া হবে। বন্দী যদি কিছু বলে, জুরি যেন মন দিয়ে তা শোনে; কোথাও যদি সন্দেহের অবকাশ থাকে, বন্দীকে যেন তার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু বক্তা নিজে বুঝতেই পারছিলেন না, কোনোমতে কল্পনাও করতে পারছিলেন না, জুরি কি করে একটি বই অন্য মত প্রদান করতে পারে।

একটুক্ষণের জন্য মনে হয়েছিল ম্যানফ্রেড ঐ সুযোগের সুবিধা নেবে না, কারণ তার কাছ থেকে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, কালিমাখা রেলিং-এ হাত রেখে সে বলতে শুরু করল,

"মি লর্ড—" তারপর কুণ্ঠিতভাবে জুরির দিকে ফিরে "এবং ভদ্রমহোদয়গণ—"

আদালতে এমন গভীর নিস্তব্ধতা যে সাংবাদিকদের কলমের আঁচড় পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল, বাইরে থেকে নানান্ অপ্রত্যাশিত শব্দ কানে আসছিল।

"কিছু বলে কোনো লাভ কিম্বা ক্ষতি হবে কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তাই বলে আমি এ-কথাও বলতে চাই না যে আপনারা আগের থেকেই আমার অপরাধ সম্পর্কে মন ঠিক করে ফেলেছেন, উৎকৃষ্ট এবং প্রত্যয়পূর্ণ কারণ ছাড়াই।"

তারপর সতর্ক দৃষ্টি প্রসিকিউটরের দিকে বাও করে ম্যানফ্রেড বলল, "আমি ট্রেজারি কৌনসেলের কাছে বাধিত, যেহেতু তিনি আমাকে মামুলী বক্তৃতা থেকে রেহাই দিয়েছেন, আমার মনে ভয় ছিল যে বক্তৃতার জ্বালায় বুঝি এই বিচারসভা মাটি হয়ে যাবে। যাকে আমরা হত্যা করেছি সেই লোকটিকে উনি সাধু বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেননি, কিম্বা তাঁর জঘন্য এবং ঘৃণ্য সব অপরাধের সাফাই গাননি। বরং তিনি স্পষ্ট করে আমার সঙ্গে আইনের

সম্বন্ধটা বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি যা-যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।

"যখন আমি প্রথম এই ব্রত নিয়েছিলাম, চোখ খুলেই নিয়েছিলাম কারণ আমিও—"কৌনসেলের বেঞ্চের উদ্‌গ্রীব মুখগুলির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ম্যানফ্রেড—"আমিও একজন অইনজ্ঞ—এবং অন্য অনেক কিছু।

"অনেকের ধারণা যে আমার মনের একটা উগ্র বাসনা হল দেশের আইন বদলাতে হবে, তা কিন্তু নয়। ইংল্যাণ্ডের আইন বড় ভালো আইন, বিচক্ষণ, ন্যায়বান, নিরপেক্ষ। সেই আইনমতে আমার প্রাণ যে দণ্ডার্হ এবং আমি সে বিচারকে ন্যায়বিচার বলে মেনে নিচ্ছি, আমাদের দেশের আইন সম্পর্কে এর চাইতে বড় কথা আর কি বলা যায়?"

সহজ সুরে ম্যানফ্রেড বলে চলল, "তা সত্ত্বেও, আমি যখন পুনরায় মুক্তিলাভ করব, তখনো আপনাদের বিচারের পাত্র হয়ে থাকব, কারণ আমার অন্তরের গভীরে এমন এক প্রেরণা আছে যা স্পষ্ট করে আমার পথ নির্দেশ করে দেয়, কি ভাবে আমি মানবজাতির সেবা করতে পারি তা আমাকে দেখিয়ে দেয়। যদি আপনারা মনে করেন যে দণ্ড দেবার জন্য এখান-থেকে ওখান-থেকে আমরা যে লোক বেছে নিই, সেটাই একটা অন্যায় কাজ, যেহেতু অনেককে ছেড়ে দিয়ে অল্পসংখ্যক কয়েকজনকে আমরা সাজা দিই—তার উত্তরে এ-কথাই বলব যে একটি লোককে যদি আমরা বধ করি, আমাদের নামের আতঙ্কে একশো জন সময় থাকতে শুধরে গিয়ে সৎপথে চলে। একটি মৃত্যুর দৃষ্টান্ত সহস্রজনের প্রাণ বাঁচায়। আর যদি আপনারা প্রকৃতই জানতে চান, আমরা মানব জাতির উন্নতি সাধন করতে পেরেছি কি না, আমিও আমাদের প্রকৃত উত্তরই দেব—পেরেছি।"

এতক্ষণ জজের উদ্দেশে কথা বলছিল ম্যানফ্রেড,

"একটা সভ্য দেশ যে প্রাচীনকালের বর্বরতার যুগে ফিরে যাবে,

এমন আশা করা বাতুলতা। কিন্তু আজকাল একরকম নকল মানব-হিতৈষিতা গড়ে উঠেছে, যার ব্যাখ্যাতারা বোধ হয় মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা ভুলে যান যে যুক্তির যুগ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যে-সব মানুষরা চেহারা বাদে আর সব বিষয়ই পাশবিক, তারা ঐ জন্তুদের মতোই কেবলমাত্র কড়া শাসন মানে এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের ঐ রকমই অন্ধ-আতঙ্ক—তারা কেবল সেই শাসনই মেনে থাকে যাতে করে তাদের স্বার্থের বা প্রাণের সঙ্কট উপস্থিত হয়।"

জজের দিকে হাত প্রসারিত করে, ম্যানফ্রেড আরো বলল,

"মি লর্ড, আপনি কি কোনো নিষ্ঠুর হত্যার জন্য একজন লোকের প্রাণদণ্ড দেবার সময় একটা মমতার ঐকতান শুনতে পান না—যে মমতা সেই লোকটির শিকারের ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষের দ্বারা জাগ্রত হয়নি ? তারা কি বলে না—'স্বেচ্ছাকৃত পাশবিক হত্যা ভগবানের বিধান ; কিন্তু আইনের নামে হত্যা করাকে খুন বলে।' সেই কারণেই 'চার বিচারক' যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তার জন্য আমি কোনো সহানুভূতি প্রত্যাশা করি না। আমরা একটা আইনের প্রতিনিধি হয়ে সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণদণ্ড দিয়েছি। বলতে পারেন আমরা খুন করেছি। ইংল্যাণ্ডের লিখিত ও নীতিগত আইনের মতে আমরা খুন করেছি। আমি আমার দণ্ডের ন্যায্যতা স্বীকার করছি। আমি আমার অপরাধের সাফাই গাইতে চাই না। তথাপি যদিও সেই কাজের ন্যায্যতা সম্বন্ধে আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারছি না, তবু নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারছি।"

এই বলে ম্যানফ্রেড বসে পড়ল।

পাবলিক প্রসিকিউটরের পিঠের ওপর দিয়ে ঝুঁকে একজন ব্যারিস্টার জিজ্ঞাসা করলেন,

"এ বিষয়ে আপনার কি মত ?"

স্যার উইলিয়ম মাথা নাড়লেন। হতাশভাবে বললেন, "বড় বিভ্রান্তিকর।"

জজ এত সংক্ষেপে বিচারের সারমর্ম উপস্থাপিত করলেন, যে এমন কখনো শোনা যায়নি।

বললেন, "জুরির সদস্যদের একটা বিষয় নিঃসন্দেহ হতে হবে, সেটি হল বন্দী অভিযুক্ত অপরাধ সম্পর্কে দোষী কিনা। ব্যাপারটার অন্য কোনো দিক দিয়ে জুরির মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই, কেবল যে-বিষয়টি প্রকাশ্যভাবে তাদের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হয়েছে। লিপস্কির হত্যার জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ঐ ব্যক্তি দায়ী কিনা?"

স্থানত্যাগ না করেই জুরিরা তাদের মত প্রকাশ করল, "দোষী।"

যারা এই ধরনের দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত তারা লক্ষ্য করেছিল যে মৃত্যুদণ্ড দেবার সময়, আইনের অন্তিম আদেশের সঙ্গে জড়িত মামুলী চাঞ্চল্যকর ও নিরানন্দ বুলিগুলো জজ বাদ দিয়ে গেলেন এবং কেমন যেন ভাবলেশহীনভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

গ্যারেট বলল, "হয় বন্দীকে অব্যাহতি দেওয়া হবে, নয়তো জজ নিশ্চিত জানেন যে লোকটা পালিয়ে যাবে। শেষের সম্ভাবনাটা অবশ্য হাস্যকর।"

ভিড়ের সঙ্গে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে ওর সঙ্গী জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ, ভালো কথা, ঐ যে কায়দাদুরস্ত লোকটি দেরি করে এসে বেঞ্চিতে বসল, ও কে?"

চার্লস বলল, "উনি হলেন এস্কোরিয়েলের মহামান্য রাজকুমার। বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে লণ্ডনে এসেছেন।'

জিমি বলল, "আরে, ও-সব আমার জানা আছে। কিন্তু বেরিয়ে আসবার সময় ওকে শেরিফের সঙ্গে কথা বলতে শুনলাম, মনে হল গলাটা আগেও শুনেছি।"

সাবধানী চার্লস বলল, "হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হল।" চার্লস এতই সাবধানী যে নিজের সম্পাদকের কাছেও এই ইঙ্গিত করল না যে মুখোশ পরা সাক্ষী আর মহামান্য রাজকুমার একই ব্যক্তি।

সেই বিচারের রাতেই ম্যানফ্রেডকে ওয়াণ্ডসওয়ার্থের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভ্যানটা যখন আধা-অন্ধকার প্রাঙ্গণে গিয়ে ঢুকল, রক্ষীদের অস্ত্রশস্ত্র ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল, অধ্যক্ষ সেখানে দাঁড়িয়ে গম্ভীরমুখে বন্দীকে অভ্যর্থনা করলেন।

রাতে ওর সেলে এসে দেখা করার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি কিছু চান?"

ম্যানফ্রেড বলল, "একটা চুরুট।" অধ্যক্ষ ওকে তাঁর কেসটা দিলেন।

ম্যানফ্রেড সযত্নে একটি বেছে নিল, অধ্যক্ষ বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

বললেন, "আপনি একজন আশ্চর্য মানুষ।"

উত্তর হল, "তাই হওয়াই দরকার। আমার সামনে এমন এক পরীক্ষা, যার অদ্বিতীয় গুণের জন্যই বীভৎসতাটা একটু কমে গেছে।"

অধ্যক্ষ বললেন, "মার্জনার জন্য আবেদন যাবে নিশ্চয়?"

ম্যানফ্রেড হেসে বলল, "সে-সব আমি নিজেই পণ্ড করে দিয়েছি, ব্যঙ্গের হিমেল হাওয়ায় জমিয়ে মেরেছি—অবশ্য আশা-করি যে র‍্যাশনেল ফেথ-বাদীদের উৎসাহ কমিয়ে দিইনি, তাদের জন্য যে উদারহস্তে মরণোত্তর বন্দোবস্ত করেছি।"

চিন্তাকুলভাবে অধ্যক্ষ আবার বললেন, "আশ্চর্য মানুষ বটে। আচ্ছা, বলুন তো মিঃ ম্যানফ্রেড, আপনার পলায়নের ব্যাপারে ঐ মহিলাটি কোন্‌ ভূমিকা নেবেন?"

"মহিলা?" ম্যানফ্রেড এবার বাস্তবিকই অবাক হয়ে গেল।

"হ্যাঁ; সেই যে কালো পোশাক-পরা মহিলা অষ্টপ্রহর জেলের বাইরে ঘোরাঘুরি করেন। আমার প্রধান রক্ষী বলে ভদ্রমহিলা নাকি অসাধারণ সুন্দরী।"

ম্যানফ্রেড বলল, "ওঃ, সেই মহিলা। আশা করেছিলাম সে চলে গেছে।"

বসে-বসে কি যেন ভাবতে লাগল ম্যানফ্রেড।

অধ্যক্ষ বললেন, "উনি যদি আপনার কোনো বন্ধু হয়ে থাকেন, একবার দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেওয়া খুব শক্ত হবে না।"

ম্যানফ্রেড ব্যস্ত হয়ে বলল, "না, না, না, দেখাসাক্ষাৎ নয়— অন্ততঃ এখানে নয়।"

অধ্যক্ষ ভাবলেন, 'এখানে' সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা কম; অবশ্য বন্দীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সরকারের যে সিদ্ধান্ত, সেটি তাকে জানানো তাঁর কর্তব্য বলে মনে হল না। এদিকে সব কথা যদি তিনি জানতেন, তা হলেই বুঝতেন যে পরিকল্পনাটা নিয়ে অত রহস্যের সৃষ্টি করার কোনোই প্রয়োজন ছিল না।

জেলকর্তৃপক্ষের দেওয়া মোটা জুতোজোড়া ম্যানফ্রেড পা থেকে খুলে ফেলে দিল—জেলে ফিরে এসেই সে আবার কয়েদীর পোশাক গায়ে দিয়েছিল—তারপর যেমন কাপড়-চোপড় পরা ছিল, সেই অবস্থাতেই, গায়ে একটা কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল।

যে-রক্ষীরা প্রহরায় ছিল, তাদের একজন সংক্ষেপে বলল— "কাপড় ছাড়লে হত না?"

ম্যানফ্রেড বলল, "এত অল্প সময়ের জন্য ছেড়ে কি হবে?" ওরা ভেবেছিল বোধ হয় আবার পালাবার কথা বলছে; ওর খ্যাপামি দেখে সবাই অবাক হল। তিন ঘণ্টা বাদে যখন অধ্যক্ষ আবার দেখা দিলেন, তখন ম্যানফ্রেডের ঐ কথা মনে করে ওরা বাক্যহত হয়ে গেছিল।

মেজর এসে বললেন, "বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত, কিন্তু

আপনাকে অন্য জেলে স্থানান্তরিত করা হবে—সেকি, আপনি যে কাপড়-চোপড় ছাড়েন নি।"

ধীরেসুস্থে গায়ের ঢাকা ফেলে দিয়ে ম্যানফ্রেড বলল, "না, তবে আমি ভেবেছিলাম বুঝি আরো আগেই স্থানান্তরিত হব।"

"কি করে জানলেন?"

"স্থানান্তরিত হবার কথা? সে একটা ছোট পাখি এসে বলে গিয়েছিল।" তারপর উঠে আড়মোড়া ভেঙে জিজ্ঞসা করল,

"তা কোথায় যেতে হবে—পেণ্টনভিল?"

অধ্যক্ষ ওর দিকে চেয়ে বললেন, "না।"

"রেডিং?"

সংক্ষেপে অধ্যক্ষ বললেন, "না।"

ম্যানফ্রেড ভুরু কুঁচকে বলল, "যেখানেই হক, আমি তৈরি।"

যে রক্ষী ওর দেখাশুনা করত, যাবার সময় তার দিকে মাথা নেড়ে, নির্জন রেল-স্টেশনে অধ্যক্ষের কাছ থেকে ঘরোয়াভাবে, প্রফুল্লচিত্তে, বিদায় নিল ম্যানফ্রেড। স্টেশনে একটিমাত্র এঞ্জিন, সঙ্গে একটা ব্রেক-ভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

ম্যানফ্রেড বলল, "আরে স্পেশ্যাল গাড়ি দেখছি।"

অধ্যক্ষ বললেন, "গুড বাই, ম্যানফ্রেড।" বলে হাত বাড়ালেন। ম্যানফ্রেড তাঁর হাত ধরল না। অন্ধকারে মেজরের মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

ম্যানফ্রেড বলল, "দুটি কারণে আপনার হাত ধরতে পারছি না। প্রথম কারণ হল আপনাদের দক্ষ রক্ষী আমার হাতদুটোতে পিছন দিক দিয়ে হাত-কড়া পরিয়েছে—"

অধ্যক্ষ হেসে বললেন, "অন্য কারণটা থাক।" তারপর বন্দীর বাহু চেপে ধরে বললেন, "অন্য লোকটার কোনো অমঙ্গল হক, তা আমি চাই না, তবু দৈবাৎ যদি সত্যি-সত্যি আপনার সেই বিস্ময়কর পলায়নের ব্যাপারটা ঘটে যায়, তা হলে জেল-বিভাগের

একজন শ্রদ্ধাভাজন কর্মচারীর কথা জানি, যে একটুও ভগ্নহৃদয় হবে না।"

ম্যানফ্রেড মাথা নেড়ে ট্রেনে উঠবার সময় বলল, "ঐ মহিলার সঙ্গে অবার দেখা হলে বলবেন আমি চলে গেছি।"

"নিশ্চয় বলব—দুঃখের বিষয় কোথায় গেছেন সেটা বলবার উপায় নেই।" ট্রেন চলতে আরম্ভ করলে, ম্যানফ্রেড বলল, "যা ভালো বোঝেন।" রক্ষীরা গাড়ীর জানলার পরদা টেনে নামিয়ে দিল, ম্যানফ্রেডও ঘুমোবার যোগাড় করতে লাগল।

প্রধানরক্ষী ওর বাহুতে হাত রাখতেই ম্যানফ্রেডের ঘুম ভেঙে গেল; প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখল সবে ভোর হচ্ছে। চকিত-দৃষ্টিতে ম্যানফ্রেড স্টেশনের চারধারে বিজ্ঞাপনের বোর্ডগুলো দেখে নিল। এমনিতেই দেখত, কারণ বোর্ডগুলো দেখে বোঝা যেত এটা কোন্ স্টেশন, যদি কোনো কারণে কর্তৃপক্ষ ওর গন্তব্যস্থানটি ওর কাছ্ থেকে গোপন করতে চাইতেন। সে যাই হক, এই মুহূর্তে বিজ্ঞাপনের বোর্ডের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখার অন্য কারণও ছিল। স্টেশনের আষ্টেপৃষ্ঠে একজন সস্তা ফেরিওয়ালার বিজ্ঞাপনের নোটিশ লাগানো—সাধারণতঃ রেলস্টেশনের ভারিক্কে-বোর্ডে ঐ-ধরনের বিজ্ঞাপণ থাকে না। রঙবেরঙ হরপে প্রকাণ্ড সব নোটিসে লেখা 'সব ঠিক হ্যায়!!' তার নিচে ছোট অক্ষরে লেখা 'হাং ফিল ব্যবস্থা!' খুদে-খুদে হ্যাণ্ডবিলে লেখা 'লণ্ডনের দিদিকে লেখো···জিপ্‌সি জ্যাকের সস্তা দরের কথা জানাও।' আরেকটাতে লেখা, 'বই দেখে কাজ কর!'

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় স্টেশনের উল্টো দিকে ঐ খরচে ফেরিওয়ালাটার খাম-খেয়ালের আরো নমুনা দেখা গেল। সেখানেও নিয়নবাতি দিয়ে বড়-বড় সাইনবোর্ডে ঐ একই কথা লেখা। ঝিলি-মিলি তোলা ট্যাক্সির অন্ধকারে ম্যানফ্রেডের মুখে এক গাল হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বাস্তবিকই লিওন গনজ্যালেজের উদ্ভাবন-ক্ষমতার অন্ত ছিল না। পরদিন সকালে যখন চেম্‌স্‌ফর্ড জেলের অধ্যক্ষ ওর

সঙ্গে দেখা করতে এলেন, ম্যানফ্রেড তার লণ্ডনবাসিনী মাসতুতো বোনকে একটা চিঠি লেখার অনুমতি চাইল।

*   *   *

পোয়াকার জিজ্ঞাসা করল, "ওকে দেখলে নাকি?" লিওন বলল, "চকিতের জন্য।" এই বলে ঘরের জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। সামনেই জেলের নিরানন্দ দেয়াল। লিওন টেবিলের কাছে ফিরে এসে এক পেয়ালা চা ঢালল। তখনো দুটো বাজেনি, কিন্তু রাতটার বেশির ভাগই ওর জেগে কেটেছিল।

প্রায় ফুটন্ত গরম চা খেতে-খেতে, ফুঁ দেবার মাঝে-মাঝে লিওন বলল, "স্বরাষ্ট্র সচিব লোকটা চিঠিপত্র সম্বন্ধে বড়ই অসতর্ক, তা ছাড়া সব বিষয়েই ভারি অসাবধান।"

ম্যানফ্রেডের আগমন প্রসঙ্গে আলোচনা। "গত পনেরো দিনের মধ্যে আমি দু-দুবার শ্রদ্ধাভাজন ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়েছি; নানারকম চমকপ্রদ খবরের চোটে আমার পেট ফেটে যাবার যোগাড় হচ্ছে! তুমি কি জানতে যে বোর্ড অফ্ ট্রেডের সভাপতি উইলিংটন একটা প্রেমের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন—অ্যাডমিরেল্টির একজন ছোটখাটো লর্ড স্পঞ্জের মতো মদ শোষেন—চ্যান্সেলরের সঙ্গে সমর-সচিবের আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধ, সে ব্যাটা সব সময় শুধু বক-বক করে, আর—"

পোয়াকার বলল, "ডাইরি রাখে নাকি?" লিওন মাথা নেড়ে সায় দিল, "ডাইরি বলে ডাইরি! তাতে হাজার পাউণ্ড দামের সব কেচ্ছা; সাড়ে-ছয় পেনি দামের তালা দিয়ে বন্ধ। ওর বাড়িতে 'ম্যাগ্নো-সেলি' চোর-ধরার অ্যালার্ম-ব্যবস্থা আর তিনজন চাকর আছে।"

পোয়াকার বলল, "তুমি যে একটা জ্ঞান-ভারতী বিশেষ।"

লিওন ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, "ভাই পোয়াকার, ঐ তোমার স্বভাব, আমার কাছ থেকে নানারকম অতিশয় রোমাঞ্চময় সব খবর শুনবে, অথচ নিম্নলিখিত প্রতিক্রিয়াগুলোর একটাও প্রকাশ করে আমাকে

এতটুকু উৎসাহিত করবে না, যথা,—প্রথমে অবিশ্বাস ও আশ্চর্যের ভাব, দ্বিতীয় পর্যায় পরমানন্দ ও বিস্ময়, তৃতীয় পর্যায়ে ভক্তি ও সশ্রদ্ধ ভীতি।”

পোয়াকার প্রাণখুলে হেসে উঠল, এ-ভাবে সে বড় একটা হাসত না। তারপর স্প্যানিশ ভাষায় বলল—আর কেউ না থাকলে ওরা সর্বদা ঐ ভাষাতেই কথা বলত—“আপনার বুদ্ধি দেখে অবাক মানি, মহাশয়!”

তারপর পোয়াকার বলে চলল, “এ-সব জিনিস আমার বুদ্ধির বাইরে, অথচ কেউ বলবে না যে কাজে আমি অপটু, তা বুদ্ধিশুদ্ধি যতই কম হক না কেন।”

লিওন একটু হাসল।

গত কয় সপ্তাহ ধরে দুজনকে বেজায় খাটতে হয়েছে। কাজটি খুব সহজও নয়, ঐ ‘মরক্কোতে তিন মাস’ বইখানি রচনা করা। প্রত্যেক সপ্তম অনুচ্ছেদের প্রথম শব্দ দিয়ে তৈরি হল ম্যানফ্রেডকে যে বার্তা পাঠানো হবে। বার্তাটিও বেশ দীর্ঘ। তারপর বইটি ছাপতে হল, প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকায় নাম দিতে হল, নিরুৎসাহ জনসাধারণের নাকের ডগায় বইটাকে নানান্ উপায়ে তুলে ধরতে হল। নাবিকরা যে-ভাবে এখানে-ওখানে বিপদের সময়ে ব্যবহারের জন্য লাইফ-বেল্ট রেখে দেয়, তেমনি দেশে-দেশে ‘চার বিচারক’ প্রয়োজনের অপেক্ষায় উদ্ধারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। পোয়াকার এক-একবার দ্রুতবেগে মিডল্যাণ্ডসে গিয়ে দরকার মতো অদ্ভুত সব যন্ত্রাংশ নিয়ে এল। হাল্কা জিনিস নিজের মালপত্রের মধ্যে আনল, ভারি জিনিস একটা মজবুত গাড়িতে লুকিয়ে চেম্‌স্‌ফর্ডে নিয়ে এল।

জেলের সামনে অন্য সব বাড়ি থেকে আলাদা একটা বাড়ি সৌভাগ্যক্রমে বিক্রির জন্যে ছিল। একজন এজেন্ট এসে তাড়াতাড়ি সেটি কেনার সব ব্যবস্থা করে ফেলল। প্রসঙ্গক্রমে সেই লোকটি সবাইকে জানিয়েও গেল যে নতুন মালিকদের ওখানে একটা গ্যারাজ খুলবার ইচ্ছা।

কলচেস্টার রোডের ওপর এই জায়গাটার ভারি সুবিধা, কারণ এসেক্স থেকে যে-সব গাড়ি যাতায়াত করে, তাদের একটা বড় অংশকে খদ্দের পাওয়া যেতে পারে। তারপর যখন দুটো গাড়ির যেমন-তেমন রঙ করা 'শ্যাসি' এসে উপস্থিত হল, নতুন মালিকের ব্যবসা সম্বন্ধে লোকের ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই নবাগতদের ভারি কর্ম-তৎপরতা আর উদ্যম দেখা গেল আর চারদিকে দেখতে-দেখতে কানা-ঘুষো শোনা যেতে লাগল যে 'জিপ্‌সি জ্যাক্', যার ক্যারাভান আপাততঃ ঠেকায় পড়ে 'বেলিফে'র হাতে আটক ছিল, সে নাকি এই মালিকদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল। অবশ্য এই হাস্যকর গুজব শুনে জ্যাক্ নিজে বেজায় আপত্তি করেছিল, বলেছিল সে কখনোই এই রকম একটা অনুপযুক্ত সময়ে চেম্‌স্‌ফোর্ডে ব্যবসা খুলতে পারে না। উপরন্তু শহরময় ঐ রকম চোখে-লাগা বিজ্ঞাপন দেখে সে ঘৃণায় নাকও শিঁটকে ছিল। পোস্টারের ভাষাও তার পছন্দ হয়নি, কারণ ওর অমন আমুদে অনুষ্ঠানের পক্ষে ঐ বিজ্ঞাপন নাকি বড় বেশি-পোষ-মানা গোছের।

মিঃ পিটার সুইনি তাঁর পরিবারবর্গকে বলেছিলেম, "ঐ হেক্‌ফর্ডদের ব্যবসায় লালবাতি জ্বলবে।" কলচেস্টার রোডে 'ফেথ্ হোম' নামক একটা জমকালো বাড়িতে উনি থাকতেন। র‍্যাশনেল ফেথ-বাদী পরিকল্পনার আগে বাড়িটার আরো জমকালো নাম ছিল, 'প্যালেস্ লজ্' অর্থাৎ 'প্রাসাদ কুটির।'

"ওদের কোনো ব্যবসাবুদ্ধি নেই, 'সরবতের' ওপর মহা ঝোঁক।" সরবৎ অর্থাৎ মদ, একটা নতুন ধর্মের প্রবর্তকের পক্ষে পিটারের ভাষা কিন্তু খুব বিশুদ্ধ কিম্বা মার্জিত ছিল না। দ্ব্যর্থব্যঞ্জকভাবে পিটার বলে চললেন, "শুওরের যেটুকু সাধারণ ভদ্রতা থাকে, ওদের তাও নেই। ওদের কাছে আজ একটা আবেদনপত্র নিয়ে গিয়েছিলাম।—" অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে পিটার বলতে লাগলেন, "আর যে-লোকটা দরজা খুলল, উঃ, তাকে দেখতে হয়!! মনে হল যেন সারারাত জেগে কাটিয়েছে, চোখ লাল, মুখ সাদা, শরীর কম্পমান।

আমি বললাম, 'গুড্ মর্নিং মিঃ হেকফর্ড, আমি আবেদন-পত্রটার ব্যাপারে এসেছি।'

সে বলল, 'আবেন? কিসের আবেদন?'

আমি বললাম, 'ঐ যে এক বেচারা এখন চেম্স্ফর্ডের জেলে পচছে, যার প্রাণদণ্ড হয়েছে—সে তো আইনানুমোদিত খুন ছাড়া আর কিছু নয়'—এই বললাম আমি।

সে বলল, 'চুলোয় যান!' ঠিক এই কথা সে বললে, 'চুলোয় যান!' আমার এমনি খারাপ লাগল যে দোর-গোড়া থেকে সটাং ফিরে এলাম—ভিতরে যেতেও বলেনি লোকটা—তারপর সামনের বাগানের সীমানা অবধিও পৌঁছয়নি, এমন সময় চেঁচিয়ে বলে কি-না— 'আপনি আবার ওকে খালাস করতে চান কিসের জন্য? আপনাকে না এক গাদা টাকা দিয়ে যাচ্ছে?''

এইরকম হৃদয়হীন অবিশ্বাসীর কথা বলতে গিয়েও মিঃ পিটার সুইনি ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

গম্ভীরমুখে জোর দিয়ে বললেন, "ও-চিন্তাটা বাড়তে দেওয়া চলবে না!"

এবং এই দুটি চিন্তাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করবার জন্য পিটার রোজ বেলা বারোটা থেকে দুটো অবধি বিক্ষোভ প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করলেন। এর আগেও এ-ধরনের আন্দোলন করা হয়েছিল। একেবারে জেলের ফটকের সামনে ব্যাণ্ড বাজিয়ে জন-সভা ডাকা হয়েছিল। কিন্তু এবার ম্যানফ্রেডের জন্য যে জমকালো আয়োজন করা হল, তার তুলনায় সেগুলোকে মনে হল বুঝি মাতৃমঙ্গলের ক্ষীণ অনুষ্ঠান।

গড়ে তিন হাজার লোক এসে জুটতে লাগল, পিটারের ব্যাণ্ড অবিরাম বাজতে লাগল, একটা মধ্য-যুগীয় বর্বর-প্রথার বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পিটারের গলা ভেঙে গেল।

ওদিকে নতুন মটর কোম্পানির মালিক হেক্ফর্ড ব্রাদার্স ভীষণ আপত্তি করতে লাগল; এইরকম দৈনিক আন্দোলনে তাদের

ব্যবসায় নাকি ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে। সেই মোদো চেহারার লোকটা, যে একবার পিটারের সঙ্গে ঐ রকম অসভ্যতা করেছিল, সে আরো বেশি মোদো চেহারা বানিয়ে, পিটারের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়ে মামলা করার ভয় দেখিয়ে গেল। কিন্তু তার একমাত্র ফল হল যে পিটারেরো গোঁ বেড়ে গেল; তার পর দিন দু-ঘণ্টার বদলে তিন ঘণ্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হল।

এদিকে বাইরে যে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড হচ্ছিল, তার শব্দ এমন কি ম্যানফ্রেডের নির্জন কারাকক্ষে পর্যন্ত পৌঁছচ্ছিল তাতে ম্যানফ্রেড বড়ই সন্তুষ্ট।

এর আগে এই ধরনের বিক্ষোভকারীদের আন্দোলনে বাধা দিতে গিয়ে যে সাংঘাতিক কলহে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, সে-কথা মনে করে স্থানীয় পুলিস এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক ছিল।

অতএব পিটারের জয়-জয়কার হল; দুপুরবেলার বিক্ষোভে দলে-দলে নিষ্কর্মারা এসে জড়ো হল; দণ্ডিত ব্যক্তির কপালে কি আছে তাই নিয়ে লোকের কৌতূহলের সঙ্গে-সঙ্গে ভিড়ও বাড়তে লাগল।

ব্যাণ্ড-বাদকদের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছিল; কাজেই তাদের প্যাঁ-পোঁ আর বড় ড্রামের গুম্-গুম্ আরো জোরে শোনাতে লাগল আর র‍্যাশনেল ফেথ-বাদীদের খাতায় অনেক নতুন লোক নাম লিখিয়ে ফেলল।

এক দিন একজন দর্শক কৌতূহলবশতঃ ভিড়ের কিনারায় দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে ও ব্যাণ্ড-বাদকদের দেখতে পাচ্ছিল না, তবু লোকটি একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিল; সে মন্তব্যটি দ্বারা ব্যাণ্ডের একজন সমাদৃত সদস্যর দক্ষতার ওপর সন্দেহপাত করা হয়েছিল।

অজানা সমালোচক বলেছিল, "ঐ লোকটা বেতালা বাজাচ্ছে—নয়তো ফুটো ড্রাম বাজছে।"

যার কাছে কথাটা বলা হয়েছিল, সে খানিক মন দিয়ে শুনে ওকে সমর্থন করেছিল।

চাপ খেয়ে ভিড়টা একেবারে মোটর কারখানার বেড়ার ধারে চলে এসেছিল ; তারপর সভা ভেঙে যাবার সময়—অবশ্য পিটারের দল শোভাযাত্রা করে শহরে গিয়ে তবে ছত্রভঙ্গ হয়েছিল—নতুন মালিকদের একজন দরজার কাছে এসে ভিড়ের অপসারণ দেখছিল। ঐ বড় ড্রামের তাল কেটে যাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্যটা তার কানে গিয়েছিল ; শুনে সে উদ্বিগ্ন হয়েছিল। বসবার ঘরে ফিরে এসে দেখে পোয়াকার ফ্যাকাশে মুখে একটা কৌচের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। লোকটি বলল,

"আমাদের আরেকটু সাবধান হতে হবে।" বলে লোকদুটির কথা বলল।

সন্ধ্যা ছটা অবধি এরা বিশ্রাম করল—যারা বিষম বাতাসের চাপের মধ্যে কাজ করে, তাদের এইটুকু বিশ্রাম দরকার হয়—তারপর গিয়ে নিজেদের কাজের অবশিষ্ট অংশগুলোকে সাফ করে ফেলল।

রাত দুপুরে কাজ বন্ধ করে, শরীর থেকে ওরা খাটুনির চিহ্নগুলো ধুয়ে ফেলল।

পোয়াকার বলল, "ভাগ্যিস এখনো অনেক ঘর বাকি আছে, তাতে ভরা যাবে ; বসবার-ঘরে আরো কিছু ধরবে, খাবার-ঘরটা আমাদের দরকার, মর্নিং-রুমটা তো বোঝাই হয়ে গেছে। কাল থেকে দোতলায় শুরু করতে হবে।"

যেমন কাজ এগোতে লাগল, সাবধানতার প্রয়োজনও আরো বেশি প্রকট হয়ে উঠতে লাগল ; তবে কোনো দুর্ঘটনার কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হল না। প্রাণদণ্ডের নির্দিষ্ট সময়ের তিন দিন আগে ঐ দুজন লোক তাদের আসবাব-বিরল বসবার ঘরে ঢুকে, দুজনার মাঝখানে রাখা অনাবৃত টেবিলের ওপর দিয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে, নিশ্চিন্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কারণ কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

পিটার সুইনি বললে, "ঐ লোকগুলোকে যতটা খারাপ

ভেবেছিলাম, আসলে ততটা নয়। ওদের একজন আজ আমার কাছে এসে মাপ চেয়ে গেল। চেহারাটাও ওর ভালো দেখাচ্ছিল, নিজের থেকে আবেদনপত্রে সই দিতে চাইল।" পিটার যখন কথা বলতেন মনে হত বুঝি ওঁর প্রত্যেকটি কথার আন্তক্ষর বড় হরপে লেখা।

ওঁর ছেলে বলল, "বাবা, ম্যানফ্রেডের টাকা দিয়ে তুমি কি করবে?" ছেলেটার মনটা বড় বিষয়াসক্ত ছিল।

বাপ ওর দিকে কটমট করে চেয়ে, সংক্ষেপে বললেন, "আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য খরচ করব।"

নিষ্পাপ শিশু বলল, "তার মানে তোমার জন্য, না বাবা?" পিটার কোনো উত্তর দিতে ঘৃণা বোধ করলেন।

তারপর বলে চললেন, "ঐ যুবকরা আরো অনেক মন্দ হতে পারত। যতটা মনে করেছিলাম, তার চাইতে দেখলাম অনেক বেশি কর্ম-তৎপর। এই শহরের বিজলী-কর্মী ক্লার্কার বলছিল ওদের একটা ছোট গ্যাস-এঞ্জিন আছে; তা ছাড়া ওদের একজন আজ লণ্ডন রোডে যে-ভাবে একটা মস্ত গাড়ি চালাচ্ছিল, তাই দেখে মনে হল যে মটর-গাড়ির ব্যবসা সম্বন্ধে ওরা বেশ জানে-শোনে।"

গন্‌জ্যালেজের গাড়িটাতে বড্ড শব্দ হত, সেটাকে পরখ করে দেখবার জন্য একবার ঘুরে এসে, সে একটা অশান্তিকর খবর দিল।

হাত থেকে তেল-কালি ধুতে-ধুতে বলল, "মেয়েটা এখানে এসেছে।"

পোয়াকার কাজ থেকে মুখ তুলে চাইল—একটা বিজলী উনুনে সে কি যেন গরম করছিল। জিজ্ঞাসা করল,

"কে? গ্রাৎসের মেয়ে?"

লিওন মাথা নাড়ল।

পোয়াকার বলল, "আসাই তো স্বাভাবিক।" বলে আবার তার এক্সপেরিমেন্টে মন দিল।

লিওন শান্তকণ্ঠে বলল, "ও আমাকে দেখতে পেয়েছে।"

পোয়াকার নির্বিকারচিত্তে বলল, "ও, ম্যানফ্রেড বলেছিল—"

"যে ও আর বিশ্বাসঘাতকতা করবে না—আমারও তাই মনে হয় আর জর্জ বলেছিল ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে, সেটা একটা আদেশের মতো।"

ম্যানফ্রেড তার লণ্ডনের মাসতুতো দিদিকে আরো অনেক কিছুই লিখেছিল, সে-সব অবশ্য অধ্যক্ষের চোখে পড়েনি।

গনজ্যালেজ গম্ভীরমুখে বলল, "ও বড় দুঃখিনী। ওয়াণ্ডস্‌ওয়ার্থে ওর কি শোচনীয় চেহারা দেখেছিলাম; দিনের-পর-দিন করুণনয়নে জেলখানার কদাকার ফটকের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকত; এখানে চোখের সামনে নিজের কাজের ফল দেখে ও নিশ্চয় নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে।"

পোয়াকার বলল, "তা হলে ওকে বলেই দাও যে—"

"যে জর্জ পালিয়ে যাবে।"

"আমিও সে-কথা ভেবেছি। আমার মনে হয় জর্জও তাই চাইত।"

লিওন আরো বলল, " 'লাল শতক' ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ খবরটা কাল পেলাম; ওরা ওকে নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড দেয়নি। হের স্মিটকে মনে আছে, যার গোল মুখ? সেই ওকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করেছে।"

মাথা নেড়ে পোয়াকার চিন্তিতভাবে তাকাল।

"স্মিট—স্মিট?" কেমন ধাঁধা লাগছিল, "আচ্ছা, ওর বিরুদ্ধে কি একটা আছে না, একটা অভিযোগ নির্মম খুনের অভিযোগ, তাই না?"

শান্তভাবে লিওন বলল, "হ্যাঁ, তাই।" ওরা আর প্রাগের হের স্মিটের বিষয়ে কিছু বলল না। পোয়াকারের পাত্রের ভিতরকার জিনিসটা টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করেছিল, পোয়াকার তাতে সরু সরু কাচের ডাণ্ডা ডুবিয়ে নিচ্ছিল। লিওন চুপ করে তাই দেখছিল।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে পোয়াকার বলল, "কিছু বলল নাকি ?"

"হ্যাঁ।"

আবার দুজনে চুপচাপ; তারপর লিওন আবার বলল,

"আমাকে দেখে ঠিক চিনতে পারেনি—কিন্তু আমি 'লাল শতক'-এর সঙ্কেত দেখালাম। খোলা রাস্তায় তো আর ওর সঙ্গে কথা বলা গেল না। ফলমাথের লোকরা হয়তো ওর উপর দিনরাত নজর রাখছে। কারে সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় জানাতে হলে, সেই দস্তানার পুরনো কায়দাটা জান তো ? দস্তানাটা আস্তে-আস্তে হাতে পরতে হয়, মাঝে-মাঝে একটা কি দুটো কি তিনটে আঙুলে কেমন ফিট করল, তুলে ধরে দেখতে হয়···আমিও ঐ ভাবে ওকে ইশারা করেছি, তিন ঘণ্টা বাদে দেখা হবে।"

"কোথায় দেখা হবে ?"

"উইভেনহোতে—সে-ও খুব সোজা উপায়—কল্পনা কর আমি গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে রাস্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম উইভেনহো যেতে কতক্ষণ লাগে। উইভেনহো নামটা খুব জোরে বললাম—সেখানে পৌঁছতে তিন ঘণ্টা লাগবে নাকি ? ওরা যখন আমাকে পরামর্শ দিচ্ছিল, দেখলাম ও ইশারা করে সম্মতি জানাচ্ছে।"

কাজ করতে-করতে গুন-গুন করে গান গাইছিল পোয়াকার।

"কি বল—যাবে নাকি ?"

লিওন বলল, "যাব।" বলে ঘড়ির দিকে তাকাল।

রাত বারোটার পর পোয়াকার চেয়ারে বসে ঢুলতে-ঢুলতে শুনতে পেল ফট-ফট দুম-দাম শব্দ করে লিওনের গাড়ি ওদের সাময়িক গ্যারাজে ঢুকছে।

লিওন ঘরে ঢুকলে, তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হল ?" একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে গন্‌জ্যালেজ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। "ও চলে গেছে। বড় কঠিন ব্যাপার, অনেক মিথ্যা কথা বলতে হল—এখন বিশ্বাসঘাতকতার ঝুঁকি নেওয়া যায় না। 'লাল শতক'-এর অঙ্ক

সদস্যদের মতো ওরও ধারণা যে আমাদের সংগঠনে হাজার-হাজার লোক আছে; যখন বললাম জোর জবরদস্তি করে জেল্ ভেঙে জর্জকে উদ্ধার করা হবে, ও আমার কথা বিশ্বাস করল। থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি বললাম তাহলে সব পণ্ড হয়ে যাবে—কার্ল ও ইউরোপ চলে যাচ্ছে।"

হাই তুলে পোয়াকার বলল, "ওর কাছে অবশ্য টাকাকড়ি নেই।"

"কিচ্ছু নেই—'লাল শতক' টাকা বন্ধ করে দিয়েছে—তবে আমি ওকে—"

পোয়াকার বলল, "তাই তো স্বাভাবিক।"

"নিতে রাজি করানো এক ব্যাপার। জর্জের জন্য ভয়, আমার খবর শুনে আনন্দ—আর অনুশোচনা—সব মিলে ওকে পাগল করে তুলেছে।" তারপর গম্ভীরভাবে লিওন বলল, 'আমার কি মনে হয় জান? বোধ হয় জর্জের ওপর ওর টান আছে।" পোয়াকার একবার তাকিয়ে, কাষ্ঠ হেসে বলল, "অবাক করলে!" বলে শুতে চলে গেল।

পরদিন সকাল থেকেই ওরা কাজে লেগে গেল। যন্ত্রপাতি খুলে রাখবার দরকার ছিল, একটা ভারি খোলা দরজা লাগাতে হল, বড় গাড়িতে নতুন টায়ার পরাতে হল। দুপুরের বিক্ষোভ-প্রদর্শনের এক ঘণ্টা আগে, বাইরের দরজায় টোকা পড়ল। লিওন দরজা খুলে দেখল একজন অত্যন্ত ভদ্র গাড়ির শোফার দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তাতে একজনমাত্র আরোহী।

শোফার পেট্রল চাইল; তার মুনিবও এই সামান্য ব্যাপারটা চুকিয়ে দেবার জন্য গাড়ি থেকে নেমে এলেন। এক কথায় চালককে বিদায় দিয়ে, তিনি স্পষ্টস্বরে বললেন, "আমার গাড়িটা সম্বন্ধে দুটো একটা কথা ছিল।"

লিওন বলল, "ভিতরে আসুন, স্যার।" এই বলে তাঁকে বসবার-ঘরে নিয়ে গেল। তারপর দরজা বন্ধ করে লোমের কোট-

পূর্বা আগন্তুকের দিকে ফিরে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, "কেন এসেছ ? তোমার পক্ষে এটা বড্ড বিপজ্জনক।"

সে ব্যক্তি সহজসুরে বলল, "সে আমি জানি। তবু ভাবলাম আমি যদি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি—তোমাদের প্ল্যানটা কি ?"

সংক্ষেপে লিওন তাকে সব কথা বলতেই সে শিউরে উঠল। বলল, "জর্জের পক্ষে এ একটা বীভৎস অভিজ্ঞতা হবে।"

লিওন বলল, "এ ছাড়া উপায় নেই, আর জর্জের স্নায়ুগুলো জমাট বরফের মতো।"

"কিন্তু তারপর—তারপর কি হবে, সেটা কি দৈবের হাতে ছেড়ে দিচ্ছ নাকি ?"

"কোথায় যাব, সেই কথা বলছ ? সমুদ্র ছাড়া আবার কোথায় ? এখান থেকে ক্ল্যাক্টন পর্যন্ত ভালো রাস্তা পাব। নৌকোটা ক্ল্যাক্টন আর ওয়াল্টনের মধ্যিখানে একটা নিরাপদ জায়গায় আছে।"

যুবক বলল, "বুঝলাম।" তারপর একটা প্রস্তাব করল। লিওন বলল, "চমৎকার।—কিন্তু তুমি ?"

প্রফুল্লকণ্ঠে আগন্তুক বলল, "আমি ঠিক আছি। আচ্ছা ভালো কথা, এ অঞ্চলের একটা টেলিগ্রাফ ম্যাপ আছে নাকি।"

লিওন দেরাজের চাবি খুলে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে বলল, "সে ব্যবস্থা যদি করতে পার, আমি কৃতজ্ঞ হব।"

যে লোকটি কোরল্যাণ্ডার বলে নিজের পরিচয় দিত, সে ম্যাপটাতে পেন্সিলের দাগ দিতে লাগল। বলল, "আমার এমন সব লোকজন আছে, যাদের অন্তিমকাল পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায়। আটটার সময় তার কাটা হয়ে যাবে। চেম্‌স্‌ফর্ডের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ ছিন্ন হবে।"

তারপর পেট্রলের টিন হাতে নিয়ে সে গাড়িতে ফিরে গেল।

* * *

ম্যানফ্রেডের ওয়াণ্ডস্ওয়ার্থের জীবনের সঙ্গে এখানকার জীবনের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কয়েদীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সব জায়গাতেই এক। প্রাত্যহিক বেড়ানো, নিয়ম মাফিক রোজ অধ্যক্ষের, ডাক্তারের আর পাদ্রীর আগমন।

একটা বিষয়ে ম্যানফ্রেড দৃঢ়সংকল্প ছিল। কোনো আধ্যাত্মিক পরিচর্যা সে গ্রহণ করত না, উপাসনায় যোগ দিত না। স্তম্ভিত পাদ্রীর কাছে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী সে খুলে বলেছিল,

"আপনি তো জানেন না আমি কোন্ গোষ্ঠিভুক্ত, কারণ সে বিষয়ে কাউকে কিছু বলতে আমি রাজি হইনি। আমি নিশ্চিত জানি যে আমার প্রতিষ্ঠিত ধর্মবিশ্বাস থেকে আমাকে বিচ্যুত করে অন্য মত অবলম্বন করাতে আপনি ইচ্ছুক নন।"

পাদ্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার ধর্মবিশ্বাসটা কি?"

ম্যানফ্রেড বলল, "সে আমার নিজের অত্যন্ত গোপন গুহ্য কথা তার ভাগ কাউকে দেবার আমার ইচ্ছা নেই।"

স্তম্ভিত হয়ে পাদ্রী বললেন, "কিন্তু তাই বলে আপনি তো আর বর্বর অবিশ্বাসীদের মতো মরতে পারেন না।"

নির্বিকারচিত্তে ম্যানফ্রেড বলল, "সে যে যেমন মনে করে। আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গীর সততা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট। তা ছাড়া এখনি আমি মরছি না আর সে-কথা জেনে-শুনে স[illegible] ব্যক্তিদের কাছ থেকে সহানুভূতি আর উদ্বেগ—যা পাবার আমার কোনো যোগ্যতাই নেই—নিতে আমার বাধো-বাধো ঠেকে।"

ডাক্তার ওকে যতই দেখতেন ততই বিস্মিত হতেন; থেকে থেকে ম্যানফ্রেড এমন সব আশ্চর্য তথ্য প্রকাশ করত যে ডাক্তার ভেবেই পেতেন না সেগুলি ও সংগ্রহ করল কি করে।

অধ্যক্ষের কাছেও ডাক্তার সে-কথা বলেছিলেন, "এত কথা উনি জানতে পারেন কি করে, তাই ভেবে আশ্চর্য হই। ঐ রক্ষীরা—"

সঙ্গে-সঙ্গে অধ্যক্ষ বললেন, "তারা সন্দেহাতীত।"

"ওঁকে সংবাদপত্র দেওয়া হয় না?"

"না। শুধু যে-সব বই উনি চান। সেদিন 'মরক্কোতে তিন মাস' বইখানি চেয়েছিলেন, নাকি ওয়াণ্ডস্‌ওয়ার্থে ওটার অর্ধেকখানি পড়েছিলেন, আরেকবার পড়বার ইচ্ছা, নিশ্চিন্ত হবার জন্য। কাজেই ওটা আনিয়ে দিয়েছিলাম।"

প্রাণদণ্ডের তিন দিন আগে অধ্যক্ষ এসে ম্যানফ্রেডকে জানিয়েছিলেন যে আবেদনপত্র পাঠানো সত্ত্বেও স্বরাষ্ট্র-সচিব দণ্ড মকুফ করার কোনো কারণ খুঁজে পাননি।

আবেগশূন্য ভাবে ম্যানফ্রেড বলেছিল, "মকুফ হবে বলে আমি একবারও আশা করিনি।"

রক্ষী দুজনের সঙ্গে গল্প করে সে অনেক সময় কাটাত। কর্তব্যজ্ঞানবশতঃ তারা হাঁ, না, বলে উত্তর দিলেও, ম্যানফ্রেডের মুখে দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে গল্প শুনতে তাদের অত্যন্ত কৌতূহল হত। যতটা সম্ভব ওরা ওকে সময় কাটাতে সাহায্য করত আর ম্যানফ্রেডও ওদের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার কথাটা বুঝত।

একদিন ম্যানফ্রেড বলল, "তুমি তো পাকিন্‌স্‌।"

রক্ষী বলল, "হ্যাঁ।"

অন্য লোকটিকে ম্যানফ্রেড বলল, "আর তুমি ফ্র্যাঙ্কলিন!" তার স্বীকৃতি পেয়ে, ম্যানফ্রেড মাথা নেড়ে বলল, "আমি মুক্তি পেলে, তোমাদের এই আদর্শ ধৈর্যের জন্য পুরস্কার দেব।"

সোমবার বেড়ানোর সময়—প্রধান শেরিফ দণ্ডের দিন নির্ধারিত করেছিলেন মঙ্গলবার—ম্যানফ্রেড একজন সাধারণ নাগরিককে উঠোনে বেড়াতে দেখে, তাকে চিনতে পারল এবং পরে সেলে ফিরে এসে, অধ্যক্ষের সঙ্গে একবার দেখা করবার অনুমতি চাইল।

অধ্যক্ষ এলে ম্যানফ্রেড বলল, "মিঃ জেসেনের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।" অধ্যক্ষ তাতে আপত্তি করলে, ম্যানফ্রেড বলল, "স্বরাষ্ট্র সচিবকে তার করে একবার কথাটা জানাবেন?" অধ্যক্ষ কথা দিলেন যে তার করবেন।

আশ্চর্যের বিষয়, সঙ্গে-সঙ্গে অনুমতি পাওয়া গেল। জেসেন

সেলে ঢুকে, কৌচের কিনারায়-বসা লোকটির দিকে ফিরে অমায়িকভাবে মাথা নাড়ল।

ম্যানফ্রেড তাকে বসতে ইশারা করে, বলল, "তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল, জেসেন। ঐ স্টার্কের ব্যাপারটা আমি পাকাপাকি স্পষ্ট করে ফেলতে চাই।"

জেসেন মৃদু হাসল। "ওটা ঠিক আছে—জারের সই দেওয়া, ব্যক্তিগত আদেশপত্র আছে আমার কাছে—তাকে ফাঁসি না দিয়ে আমার উপায় ছিল না।"

ম্যানফ্রেড আরো বলল, "কিন্তু তুমি ভাবতে পার যে আমরা তোমাকে এ-কাজের জন্য নিয়েছিলাম, কারণ—"

স্বল্পভাষী জেসেন বলল, "আমি জানি কেন আমাকে নিয়েছিলেন। স্টার্ককে আর ফ্রাঁসোয়াকে আইনতঃ দণ্ডিত করা হয়েছিল; আপনারা শুধু যারা আইনের হাত থেকে গলে বেরিয়ে আসে, তাদের আঘাত করেন।"

তারপর ম্যানফ্রেড গিল্ডের কথা জিজ্ঞাসা করতেই জেসেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

খুশি হয়ে বলল, "গিল্ড খুব ভালো চলছে। এখন যত সব লগেজ-চোরদের সৎপথে আনছি—জানেন তো, সেই যারা রেল-স্টেশনে আনাগোনা করে।"

ম্যানফ্রেড জিজ্ঞাসা করল, "ওদের দিয়ে কি করছ?"

"আসল জিনিস করে দিচ্ছি—ওরা যা সেজে বেড়ায়, অর্থাৎ লগেজ বাহক।" উৎসাহের সঙ্গে কথাগুলো বলে আবার বিরসবদনে আরো বলল, "ভারি শক্ত কাজ ওদের জন্য অনুমোদনপত্র যোগাড় করা; এই সব লোকরা সোজা পথে চলতে চায়, অথচ ওদের একটা অনুমতিপত্র ছাড়া কোনো পরিচয় নেই।"

বিদায় নেবার জন্য জেসেন উঠতেই ম্যানফ্রেড ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল।

বলল, "তাই বলে নিরুৎসাহ হয়ে পড় না।"

জেসেন বলল, 'আবার দেখা হবে।" ম্যানফ্রেড মৃদু হাসল।

পাঠক যদি 'ম্যানফ্রেড মৃদু হাসল'—এই কথাগুলো বারবার পড়ে বিরক্ত হয়ে ওঠেন, তাঁকে মনে রাখতে হবে যে চেমস্‌ফোর্ডের ঐ ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে ম্যানফ্রেডের মনোভাব ঐ তিনটি শব্দেই সব চাইতে ভালো করে বোঝানো যায়।

ঐ ভারাক্রান্ত অবস্থার প্রতি ম্যানফ্রেডের মনোভাবে এতটুকু তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেত না। পাদ্রীর সঙ্গে যখনি দেখা হত, তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যাতে কোনো স্পর্শকাতর ব্যক্তিও আপত্তি করতে পারত না, কিন্তু সঙ্কল্প তার অটল ছিল।

নিরাশ হয়ে পাদ্রী বলেছিলেন, "ওঁকে নিয়ে কিছু করার উপায় নেই। ওঁর হাতে আমিই একেবারে শিশুর মতো হয়ে পড়ি। কথা বলে মনে হয় আমি যেন একজন বে-সরকারী প্রচারক, স্বয়ং সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করছি।"

এই ধরনের পরিস্থিতি এর আগে কখনো গড়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত ম্যানফ্রেডের অনুরোধে, স্থির হল যে কোনো রকম ধর্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া হবে।

বিকেলের দিকে উঠোনে বেড়াবার সময়, ম্যানফ্রেড একবার আকাশের দিকে তাকিয়েছিল; সঙ্গে-সঙ্গে রক্ষীরাও আকাশে তাকিয়ে দেখল মস্ত একটা হলদে ঘুড়ি উড়ছে, তার গায়ে কোনো একটা কোম্পানির তৈরি মোটর-টায়ারের বিজ্ঞাপন লেখা।

ম্যানফ্রেড অমনি ছড়া কাটল, "হলুদ ঘুড়ি, বাহাদুরি!" বলে পাথর বাঁধানো বৃত্তের চারদিকে কি একটা সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে ঘুরতে লাগল।

সেই রাত্রে ম্যানফ্রেড শুয়ে পড়লে পর, ওরা ওর জেলের পোশাক সরিয়ে ফেলে, গ্রেপ্তার হবার সময় যে সুট পরে ছিল সেটি ফিরিয়ে দিয়ে গেল। তন্দ্রার মধ্যে মনে হল যেন নির্দিষ্ট পা ফেলে কারা মার্চ করছে; ভাবল তবে কি সরকার জেলে প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন! জানলার নিচে প্রহরীর পদধ্বনি আরো তৎপর আরো ভারি বলে মনে হল।

ম্যানফ্রেড আন্দাজে বলল, "সেপাই।" বলে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঠিকই ধরেছিল ম্যানফ্রেড। শেষমুহূর্তে কর্তৃপক্ষের মনে বন্দী উদ্ধারের ভয় ঢুকেছিল। রাতারাতি আধা ব্যাটালিয়ন সেপাই এসে জেলখানা ঘিরে ফেলেছিল।

পাদ্রী শেষ একটা চেষ্টা দিতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, অপ্রত্যাশিত এই জন্যে যে অনভ্যস্ত উষ্মার সঙ্গে ম্যানফ্রেড তার আপত্তি জানিয়েছিল।

রেগে বলেছিল, "আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজি নই।" এই প্রথম ওর আচরণে অসহিষ্ণুতার চিহ্ন দেখা গেল, "আপনাকে আগেই বলিনি কি যে এ রকম পবিত্র অনুষ্ঠানকে একটা প্রহসনে পরিণত করতে আমি সাহায্য করব না। এটুকুও বুঝতে পারছেন না কি যে আমার এরকম ব্যবহার করার নিশ্চয় একটা বিশেষ কারণ আছে। নাকি ভাবছেন, আমি একটা অসভ্য বর্বর, স্রেফ চ্যাটামি করে আপনার দয়া প্রত্যাখ্যান করছি?"

বিষণ্ণভাবে পাদ্রী বললেন, "কি যে ভাবব তাই ভেবে পাচ্ছি না।" তাই শুনে আরো কোমলকণ্ঠে ম্যানফ্রেড বলল, "কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন—তারপর বুঝতে পারবেন।"

সেই স্মরণীয় সকালের বিবৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল যে ম্যানফ্রেড বিশেষ কিছু আহার্য গ্রহণ করেনি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে সে তৃপ্তিসহকারে প্রাতরাশ সেরে বলেছিল, "সামনে দীর্ঘ পথ, তার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হবে তো।"

আটটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ছোট এক দল সাংবাদিক ও রক্ষী সেলের দরজার বাইরে জমায়েৎ হয়েছিল; উঠোনের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত রক্ষীদের ডবল সারি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, আর জেলখানার চারদিকে সৈনিকদের প্রলম্বিত শ্রেণী প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আটটা বাজার এক মিনিট আগে, হাতে পদোপযোগী সরঞ্জাম নিয়ে জেসেন উপস্থিত হল। তারপর ঘড়িতে আটটা বাজতেই জেসেনকে ডেকে নিয়ে অধ্যক্ষ ম্যানফ্রেডের সেলে প্রবেশ করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ঐ প্রদেশের বারোটি বিভিন্ন স্থানে চেম্‌স্‌ফর্ডের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগের টেলিগ্রাফ তার কেটে ফেলা হল।

শোচনীয় একটি ছোট মিছিল, পাত্রীর অনুপস্থিতিতে অবশ্য তার ভয়াবহ ভাবটা কিঞ্চিৎ কমে গিয়েছিল, তবু যথেষ্ট বিকট। অধ্যক্ষের পিছনে ম্যানফ্রেড, তার দু-হাত স্ট্রাপ দিয়ে বাঁধা, দুপাশে দু-জন রক্ষী তাদের পিছনে জেসেন এল। তারপর জেসেন নিজের পকেটে হাত দিতেই ম্যানফ্রেড বলল, "এক মুহূর্তের জন্য সরে দাঁড়াও। আমার গলায় দড়ি পরাবার আগে আমার কিছু বলার আছে।" জেসেন সরে দাঁড়াতেই, ম্যানফ্রেড ধীরে-ধীরে বলল, "সে কথাটা হল—বিদায়।"

কথাগুলি বলবার সময় গলা তুলল ম্যানফ্রেড। তারপর মাটিতে লুটোনো দড়ির গোছা তুলবার জন্য জেসেন যেই নিচু হল, অমনি বিনা ভূমিকায় দড়িটা তুলবার আগেই, ম্যানফ্রেডকে কেউ স্পর্শ করবার আগেই, দড়াম করে চোরা-দরজাটা পড়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে ম্যানফ্রেডও ছিট্‌কে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অদৃশ্য হল বটে, কারণ গর্তটার মধ্যে থেকে এমন কালো ধোঁয়া বেরুতে লাগল যে গর্তের ধারে যারা ছিল, তারা কাশতে-কাশতে টলতে-টলতে খোলা বাতাসে বেরিয়ে এল।

দরজার কাছের ভিড় ঠেলে একজন উদ্‌ভ্রান্ত কর্মচারী বলে উঠলেন, "কি হল্? কি হল্?" তারপর চেঁচিয়ে হুকুন দিলেন, "শীগ্‌গির আগুন নেবাবার পাইপটা আন।"

একটা সঙ্কেত-ঘণ্টা বেজে উঠতেই যে যার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "ও গর্তের মধ্যে আছে।" একটা লোক ধূম-নিবারক হেলমেট পরে, গর্তের মধ্যে নেমে গেল। অনেকক্ষণ পরে সে যখন ফিরে এল, কেমন আবোল-তাবোল বকতে লাগল—

"গর্তের তলায় খোঁড়া হয়েছে—একটা সুড়ঙ্গ আর একটা দরজা দেখলাম—ভয়ানক ধোঁয়া—ধোঁয়াটা বন্ধ করেছি—একটা স্মোক কার্ট্রিজ!"

প্রধান রক্ষী চট করে খোপ থেকে রিভলভার বের করল। তারপর "এদিকে, এদিকে।" বলতে-বলতে হাতে-হাতে ঝোলানো দড়িটা বেয়ে নিচে নেমে পড়ল।

নিচেটা অন্ধকার হলেও লোকটা হাতড়ে এগিয়ে গেল, হঠাৎ খানিকটা উৎরাই বেয়ে পিছনে নামল, এইখানে সুড়ঙ্গটা জেলখানার দেয়ালের তলা দিয়ে নেমে গিয়েছিল; পিছনের লোকগুলোও হাঁচড়-পাঁচড় করে তাকে অনুসরণ করল। তারপরেই কথা নেই বার্তা নেই, একটা বাধার সঙ্গে ঠোক্কর লেগে আছাড় খেয়ে হাত-পা ছড়ে, ঘাবড়ে একাকার।

শেষের দিকে যারা ছিল, তাদের একজন একটা বাতি এনেছিল; উঁচুনিচু সুড়ঙ্গপথে তার মিটমিটে আলো দেখা গেল। প্রধান রক্ষী লোকটাকে তাড়া দিয়ে উঠল।

সেই আলোতে দেখা গেল যে বাধাটা হল বিশাল একটা দরজা, মোটা কাঠের তৈরি, তাতে রঙ-করা হয়নি, দরজাটা লোহা দিয়ে বাঁধানো। একটা চিরকুটের ওপর চোখ পড়ল। চিরকুটটা দরজায় আটকানো। তাতে লেখা: "এর পর থেকে সুড়ঙ্গে মাইন বসানো হয়েছে।"

ব্যস্, আর কিছু নয়।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রধান রক্ষী বলল, "যাও, সকলে জেলে ফিরে যাও।" মাইন থাকুক আর যাই থাকুক, সে নিজেই এগিয়ে যেত। কিন্তু ভালো করে দেখে বুঝল যে এ দরজা প্রায় দুর্ভেদ্য।

ওপরের আলোতে ফিরে এল প্রধান রক্ষী, গায়ে কাদামাটি মাখা, ঘেমে ঝোল্।

সংক্ষেপে বলল, "পালিয়েছে। কিন্তু পথে-পথে লোক বসালে, শহরটাকে ঘেরাও করলে—"

অধ্যক্ষ বললেন, "সে সবই করা হয়েছে। কিন্তু জেলের বাইরে এমন ভিড় যে তার মধ্যে দিয়ে যেতেই তিন মিনিট সময় নষ্ট হয়েছে।"

কাষ্ঠবৎ রসবোধ ছিল এই হিংস্র নীরব প্রৌঢ়ের ; উদ্বিগ্ন পাদ্রীর দিকে ফিরে বললেন, "আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন উনি কেন ধর্মোপসনায় রাজি ছিলেন না ?"

সরলভাবে পাদ্রী বললেন, "বুঝেছি। আর বুঝে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি।"

এদিকে ম্যানফ্রেডের মনে হল সে একটা জালে আটকা পড়েছে, দক্ষ হাতে কেউ তার মণিবন্ধ থেকে স্ট্র্যাপগুলো খুলে দিয়ে, তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল ! সমস্ত জায়গাটা উগ্র ধরনের ধোঁয়ায় ভরে ছিল।

"এই যে এদিকে।"

পোয়াকার আগে গেল, মেঝের ওপর টর্চের আলো ফেলে। একটা লম্বা লাফে উৎরাইটুকু পেরিয়ে, হোঁচট খেতে-খেতে ওরা এগিয়ে গেল। খোলা দরজার কাছে পৌঁছে ওরা থামল, লিওন দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ইস্পাতের ছিটকিনিগুলো এঁটে দিল।

পোয়াকারের আলোয় দেখা গেল সুড়ঙ্গের মসৃণ দেয়াল, তারপর যন্ত্রপাতির খোলা অংশগুলোকে ডিঙিয়ে পার হয়ে যেতে হল।

সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে ওদের হাতের কাজ দেখে ম্যানফ্রেড বলল, "মন্দ হয়নি। র‍্যাশনেল-ফেথ-বাদীরা কাজ দিয়েছিল।" লিওন মাথা নেড়ে সায় দিল। হাঁপাতে-হাঁপাতে সে বলল, "ওরা ব্যাণ্ড না বাজালে জেলখানা থেকে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার শব্দ শোনা যেত।"

শেষে একটা মই বেয়ে, ছুটতে-ছুটতে মাটি ছড়ানো খাবার-ঘরে পৌঁছে, পুরু কাদায় ভরা দালান দিয়ে, ওরা গ্যারাজে পৌঁছল।

লিওন একটা মোটা কোট তুলে ধরল, ম্যানফ্রেড সেটি পরে নিতেই, পোয়াকার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

"ঠিক আছে।" পিছনের সরু গলি দিয়ে ঝড়-ঝড় করতে-

করতে ওরা এগিয়ে চলল। জেলখানা ছাড়িয়ে পাঁচশো গজ দূরে গলিটা আবার বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছিল।

পিছনে তাকিয়ে লিওন দেখতে পেল জেলের ফটকের ভীষণ ভিড় ঠেলে কতকগুলো লাল বিন্দু বেরোবার চেষ্টা করছে। রাস্তা বন্ধ করবে বলে সেপাই বসাচ্ছে। সময় মতোই বেরোনো গেছে। "পোয়াকার স্পীড লাগাও।"

কিন্তু খোলা পল্লীগ্রামে না পৌঁছনো অবধি পোয়াকার ওর কথা শোনেনি। তারপর প্রকাণ্ড রেসিং গাড়িটা যেন লাফ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল, গাড়ির আরোহীদের মুখে বাতাসের কোমল আঘাত লাগল।

রাস্তার মধ্যে সব চাইতে নির্জন একটা জায়গায় ওরা দেখতে পেল টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়েছে।

লিওনের চোখ নেচে উঠল।

বলল, "অন্য তারও যদি ওরা কেটে থাকে, তা হলে আমাদের ধরে কার সাধ্য! গাড়ি বের করে আমাদের পিছনে ধাওয়া করতে আরো আধ ঘণ্টা সময় নেবে। নিশ্চয়ই লোকের নজর পড়বে আমাদের ওপর, পিছু নেওয়া খুব শক্ত হবে না।"

নজর পড়েছিল ঠিকই; কলচেস্টার ছাড়িয়েই ওরা পুলিশের ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল, হাত নেড়ে কনস্টেব্‌ল্ ওদের থামতে বলেছিল।

ধুলো উড়িয়ে তাকে পিছনে ফেলে ওরা এগিয়ে গিয়েছিল। ক্ল্যাক্টন রোড ধরে বিনা বাধায় ওরা চলে গিয়েছিল।

কুড়ি মিনিট বাদে ঐ একই রাস্তা ধরে বজ্রনির্ঘোষে আরো দুটি গাড়ি ছুটে এসেছিল। সে গাড়ি দুটি এখানে-ওখানে থামছিল, প্রধান রক্ষী দৈবাৎ-দেখা পথচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছিল।

সে গাড়ি দুটিও সমুদ্রের ধার ঘেঁষে, উঁচু পাড়ির ওপরকার পথ ধরেছিল।

একজন পথচারী বলল, "ঐ দেখুন।"

সামনেই পথের ধারে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। কেউ ছিল না।

গাড়ির কাছে পৌঁছেই ওরা লাফিয়ে নেমে পড়ল—এক-একটা গাড়ি থেকে জনা ছয়েক রক্ষী। সবুজ ঘাসজমির ওপর দিয়ে দৌড়ে ওরা উঁচু পাড়ির কিনারায় এসে থামল।

পলাতকের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না।

শান্তনীল সাগরের ওপর কোনো বাধাবিঘ্ন ছিল না। খালি মাইল তিনেক দূরে সুন্দর একটা সাদা 'ইয়াট' সমুদ্রের দিকে ভেসে চলেছিল।

রক্ষীদের দেখে আকৃষ্ট হয়ে দেখতে-দেখতে ভিড় জমে গেল।

একজন বিস্মিত জেলে বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি বই কি, তিনটে লোক একটা মটর-বোটে চাপল, সেই যেগুলো বিদ্যুতের মতো ছোটে—এখন আর তাদের দেখা যাচ্ছে না।"

প্রধান রক্ষী তাড়াতাড়ি সমুদ্রগামী 'ইয়াট' দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কোন্ জাহাজ?"

জেলে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বলল, "ওটা তো রাজার ইয়াট।"

"কোন্ রাজার ইয়াট?"

জেলে জোর দিয়ে বলল, "এস্কোরিয়েলের রাজকুমারের ইয়াট।"

প্রধান রক্ষী কাতরে উঠে বলল,

"আর যেখানেই থাকুক, ও জাহাজে এরা থাকতেই পারে না।"

——